রামায়ণ

বালকাণ্ড।

জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত।

প্রকাশক

জি, পি, বসু।

শ্যামপুকুর—২নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা ;

মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

দি গ্রেট ইষ্টারণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—৪৩, গ্রে ষ্ট্রীট।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদিত।

সন ১৩২৮ সাল।

ভূমিকা।

পরম করুণাময় পরমপিতা জগদীশ্বরের কৃপায় রামায়ণের বাল-কাণ্ডের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইল। রামায়ণের বঙ্গানুবাদ বিষয়ে আমাদের কয়েকটী কথা বলিবার আছে—আশা করি, সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিতে অবহেলা করিবেন না।

এই পুণ্যময় ভারতভূমিতে আদর্শচরিত্র রামের চিত্র আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত আছে। এ চরিত্রসম্বন্ধে নূতন করিয়া আর বলিবার কিছুই নাই। তবে শাস্ত্রোক্ত বা পুরাণোক্ত যে সকল চরিত্রে লক্ষ্য রাখিয়া মানবমণ্ডলী আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠানে অগ্রসর হন, ভাষান্তরে যাহাতে সেই সমস্ত চরিত্রগুলির অপরিস্ফুটন, অতিরঞ্জন, প্রক্ষেপণ বা স্ব-কপোলকল্পনায় কৌতুকাবহরূপে পর্য্যবসান না হয়, তদ্বিষয়ে প্রকাশকগণের তীব্র লক্ষ্য রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমাদের বোধ হয়, এ দেশে যদি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে হয় ত রাম-ইতিহাস আমাদের দেশে এরূপভাবে আপামর সাধারণে প্রচলিত হইত না। তবে একটী কথা হইতেছে যে, যেমন একদিকে তাঁহার কৃপায় রামায়ণখানি বঙ্গদেশের হিন্দুর গৃহে গৃহে বিরাজিত হইয়াছে, তাঁহার রচিত সরল পদগুলি যেমন বঙ্গ-নরনারীর—শিশু ও কন্যার কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে,—আবার অপরদিকে তেমনি বাল্মীকি-চিত্রিত চরিত্রগুলির অপলাপও করা হইতেছে। তজ্জন্য কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা সেই পূজ্যপাদ কবিবর কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণে দোষারোপ করিতেছি। যখন তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, কথক মহাশয়দের নিকট হইতে শুনিয়াই তাঁহার রামায়ণ-রচনা; তখন তিনি সত্যাসত্য বিচার করিয়া কিরূপে মূলগ্রন্থানুযায়ী ঘটনা-যোজনার কৃতিত্ব-সাফল্যে সমর্থ হইবেন?

কৃত্তিবাস-লিখিত রামায়ণের মত এ দেশস্থ সাধারণের অন্তঃকরণে

এরূপভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, তাহার অধুনা অন্যথা করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণখানির যাহাতে অবিকল বঙ্গানুবাদ এ দেশে প্রচলিত হয়, তজ্জন্য অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু ফলে কেহই সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ,—এ দেশ ক্রমেই আসল বস্তু অপেক্ষা নকল বস্তুর সমাদর করিতে শিক্ষা করিতেছে। কেহ কেহ আমাদের প্রকাশিত রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাস রামায়ণের অনৈক্য দেখিয়া হয়ত আমাদেরই ভ্রম বলিয়া স্থির করিতে পারেন; কিন্তু যদি তাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া মূলগ্রন্থখানির সহিত একবার মিলাইয়া দেখেন, তবে আর আমাদের এত জবাবদিহি করিতে হয় না। এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দেখাই,—আমাদের অনুবাদিত রামায়ণ বালকাণ্ডের প্রথম সর্গের ৫ম পৃষ্ঠায় রামকর্ত্তৃক শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন উল্লিখিত হইয়াছে; ইহা মূলানুগত প্রকৃত অনুবাদ হইলেও সাধারণে হয়ত ভ্রম বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবেন। কেন না, লক্ষ্মণকর্ত্তৃক শূর্পণখার নাসা-কর্ণচ্ছেদনের কথাই সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং এ কথা সত্যও বটে যে, অরণ্য কাণ্ডে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃকই শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন উল্লিখিত হইয়াছে। তবে এখন প্রশ্ন এই যে, বাল ও আরণ্যকাণ্ডের বর্ণনার এরূপ পরস্পর অসামঞ্জস্য হইল কেন? একটু ভাবিয়া দেখিলেই এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। দেখা যায়, সমস্ত রামায়ণকাব্যের রামচন্দ্রই প্রধান নেতা বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন, তদুপরি প্রথম সর্গ সমস্ত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সার-সঙ্কলন মাত্র; সুতরাং এ ক্ষেত্রে রামচন্দ্র প্রযোজক কর্ত্তা হইলেও প্রধানতঃ তাঁহারই উপর কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া মহর্ষি যে তাঁহার প্রণীত কাব্যের কোনরূপ অঙ্গহানি বা অসামঞ্জস্য সঙ্ঘটন করিয়াছেন, এরূপ মনে করিতে পারি না। বিশেষতঃ অন্যান্য কাণ্ডে লক্ষ্মণের কৃত যে সকল কার্য্যের উল্লেখ হইয়াছে, এই সামান্য

কাণ্ডে নারদ তাহার একটীতেও লক্ষ্মণের কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দেশ না করিয়া রামের উপরই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়াছেন।

যাহা হউক, সাধারণের সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ এখানে আমরা প্রথম সর্গের মূল সংস্কৃত শ্লোকটীই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"তেন তত্রৈব বসতা জনস্থাননিবাসিনী।
বিরূপিতা শূর্পণখা রাক্ষসী কামরূপিণী॥"

বিজ্ঞ টীকাকার এই শ্লোকের 'তেন' ইহার প্রতিবাক্যে 'রামেণ' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন; সুতরাং আমাদের অনুবাদ অভ্রান্ত বা মূলানুগত হয় নাই, এ কথা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। তবে কেহ কেহ যদি উভয়ত্র বর্ণনার সঙ্গতি করিতে গিয়া "রাম শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন করাইলেন" এরূপ অনুবাদ করিয়া চিরপ্রসিদ্ধ-সংস্কার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন,—রাখুন!

কবিকুলশিরোমণি-মুনিবর বাল্মীকির রামায়ণ কাব্য কাহার না হৃদয়ে আনন্দের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়? বস্তুতঃ সে কবিত্ব-লালিত্যের তুলনা নাই, বুঝিবা—ভাষান্তরে তাহার যথাযথ প্রস্ফুটনও সম্ভব নহে; তথাপি যাহাতে সেই কবিবরের কবিতাকুসুমের কবিত্ব-দলগুলি "বঙ্গানুবাদরূপ" কর্কশ করস্পর্শে বিপর্য্যস্ত হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে আমরা বিশেষ সতর্ক হইয়াছি এবং এ বিষয়ে আমাদের পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন মহাশয়ের বিশেষরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতেছি।

উপসংহারে বক্তব্য—ভ্রমবশতঃ পঞ্চবিংশ সর্গের পরেই একেবারে সপ্তবিংশ সর্গ আরম্ভ হইয়াছে। ষড়্‌বিংশ সর্গ ৮৯ পৃষ্ঠায় "রঘুকুল-ধুরন্ধর দৃঢ়ব্রত রাজতনয় রাম" এই স্থল হইতে আরম্ভ।

কলিকাতা;
মহাভারত কার্য্যালয়,
জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩১৬।

জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স।

বালকাণ্ডের সূচীপত্র।

বিষয়	সর্গ			পৃষ্ঠা।

বালকাণ্ডের সর্চীপত্র সমাপ্ত।

মহর্ষি বাল্মীকি। দেবর্ষি নারদ।

মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম।

রামায়ণ।

প্রথম সর্গ

মহাতপা মহর্ষি বাল্মীকি, তপঃপরায়ণ বেদপাঠানুরক্ত বাগ্মিবর মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে দেবর্ষে! অধুনা এই পৃথিবীমধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি গুণবান্, অসামান্য পরাক্রমশালী, ধর্ম্মপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সাধুচরিত, সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে অনুরক্ত, বিদ্বান্, সর্ব্বথা কার্য্যকুশল, প্রিয়দর্শন এবং যাহার হৃদয়ে ক্রোধ বা অসূয়ার লেশমাত্র নাই কিন্তু সমরক্ষেত্রে রোষাবিষ্ট হইলে তাঁহাকে দেখিয়া দেবগণও ভয়বিহ্বল হইয়া পড়েন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। হে মহর্ষে! আপনার শক্তি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, সুতরাং এবংবিধ অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুরুষকে জানিতে হইলে আপনিই একমাত্র সমর্থ।

ত্রিলোকদর্শী দেবর্ষি নারদ বাল্মীকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমপুলকিত হৃদয়ে তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন,—তপোধন! তুমি যে সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিলে,

উহা জগতে নিতান্ত দুর্লভ। তথাপি তথাবিধ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি কে আছেন তাহা আমি স্মরণ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ইক্ষ্বাকুবংশে সর্ব্বলোক বিশ্রুত রাম নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়, মহাপ্রভাবশালী, দ্যুতিমান্, ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, নীতিপরায়ণ, সদ্বক্তা, শক্রু-নিহন্তা ও সৌম্যদর্শন। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় স্থূল, বাহুযুগল আজানুলম্বিত, গ্রীবাদেশ শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত এবং হনুদ্বয় মাংসল। তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, ললাট প্রশস্ত, মস্তক অতি-সুন্দর। সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রামের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি প্রমাণা-রূপ, বর্ণও সুচিকণ। তিনি ধার্ম্মিক, সত্যপ্রিয়, প্রজারঞ্জনে সতত আসক্ত, যশস্বী, জ্ঞানী, পবিত্রাত্মা, দেবতা ও পূজ্যলোক-সন্নিধানে নিতান্ত বিনীত এবং আশ্রিত প্রতিপালনে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত। তিনি প্রজাপতির ন্যায় সর্ব্বলোক নিয়ন্তা, সৌভাগ্য-শালী, আশ্রিত বৎসল, স্বধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা এবং বেদ-বেদাঙ্গ ও ধনুর্ব্বেদের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, মেধাবী, প্রতিভাসম্পন্ন, সর্ব্বলোকপ্রিয়, সাধু, উন্নত-চেতা এবং বিলক্ষণ বিচক্ষণ।

নদী সমুদায় যেমন সতত মহাসাগরের সেবা করে, তদ্রূপ সাত্বিক-স্বভাব সাধুগণ ও পুরোহিতবর্গ তাঁহার দেবপূজা, যজ্ঞানু-ষ্ঠান ও সমাধিবিষয়ে সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। বলিতে কি, তিনি কি সুখ কি দুঃখ উভয়ত্র তুল্যরূপ, শত্রু মিত্র ও উদাসীনের প্রতি তাঁহার কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত কৌশল্যানন্দ বর্দ্ধন রাম, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যগুণে হিমাচলের ন্যায়, পরাক্রমে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর

ন্যায়। তিনি শশধরের ন্যায় সৌম্যদর্শন,ক্রোধে কাল্যাগ্নির সদৃশ, ক্ষমায় তিনি সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর তুল্য, ধনবিতরণে ধনদের ন্যায়, সত্যনিষ্ঠায় তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থিত। মহীপতি দশরথ, ঈদৃশ গুণশালী সর্ব্বগুণান্বিত প্রকৃতিবর্গের হিতাকাঙ্ক্ষী জ্যেষ্ঠ প্রিয়পুত্র রামকে প্রজার কুশল কামনা করিয়াই প্রীতি পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছা করিলেন।

এই সময়ে ভার্য্যা কৈকেয়ী রামের অভিষেকোপযোগা দ্রব্য-সম্ভার আহৃত হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহার পূর্ব্বদত্ত বর দুইটী মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন। একবরে রামের বনবাস, অন্য বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক।

রাজা দশরথ সত্যপাশে বদ্ধ ছিলেন বলিয়া সত্য রক্ষার্থ প্রিয়পুত্র রামকে বনবাস দেন। মহাবীর রামও পিতার সত্য রক্ষা ও কৈকেয়ীর প্রীতিসাধনোদ্দেশে পিতার আদেশে বনপ্রস্থান করিলেন। বিনয়ী ভ্রাতৃপ্রিয় সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ নিতান্ত জ্যেষ্ঠানুরক্ত ছিলেন; তিনি রামকে বনপ্রস্থানে উদ্যত দেখিয়া স্নেহভরে সৌভ্রাত্র-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলেন। রামের নিত্য হিতব্রতা প্রাণতুল্য প্রিয়তমা ভার্য্যা জনক-কুলোৎপন্না ভগবৎ-মায়ারূপিণী সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না নারা-কুল-ললামভূতা বধূ সীতাও চন্দ্রানুসারিণী রোহিণীর ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। তৎকালে দশরথ ও পুরবাসিবর্গ কিয়দ্দূর তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাম ভাগীরথীতীরস্থিত শৃঙ্গবের নামক জনপদে উপস্থিত হইয়া নিষাদপতি প্রিয়সুহৃৎ গুহকের সহিত মিলিত হইলেন। তথায় সারথি সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া তথা হইতে গভীরসলিলা

স্রোতস্বিনীসমুদায় উত্তীর্ণ হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে বনে গমন করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হন। মহর্ষি ভরদ্বাজের আদেশানুসারে তথায় রমণীয় বাসকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস এবং পরম সুখে দেবগন্ধর্ব্বের ন্যায় তাঁহারা তিন জনেই বিহার করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা দশরথ পুত্র-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা দশরথ পরলোক গমন করিলে, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণবর্গ ভরতকে রাজ্য গ্রহণের নিমিত্ত অনু-রোধ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভরত কোনক্রমে তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইলেন না। প্রত্যুত পরমপূজ্য রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বন গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বিনয় নম্র বচনে সত্য-পরাক্রম মহাত্মা রামকে কহিতে লাগি-লেন,—আর্য্য! সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠ রাজ্যের অধিকারী নহে, এই ধর্ম্ম আপনি বিলক্ষণ জানেন; অতএব আপনিই রাজা, আপনি প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজ্য-ভার গ্রহণ করুন। ভরতের এইরূপ প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়াও উদারস্বভাব আত্ম-সুখ-নিরপেক্ষ, প্রসন্নবদন, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গভীরু যশস্বী রাম রাজ্যগ্রহণে সম্মত হইলেন না। ভরত পুনঃ পুনঃ রাজ্যগ্রহণার্থ প্রার্থনা করিতেছেন, দেখিয়া রাজ্য-পালনার্থ স্বকীয় পাদুকাদ্বয় ন্যাসরূপে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। ভরত নিতান্ত ভগ্নাশ হইয়া রামচন্দ্রের চরণদ্বয় বন্দনাপূর্ব্বক নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রতিশ্রুত চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে রাম আগমন করিবেন এই প্রত্যা-

শায় পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় শ্রীমান্ রামচন্দ্র তথায় নাগরিক লোকের পুনরাগমন শঙ্কা করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজীবলোচন রাম সেই ঘোর অরণ্য দণ্ডকে প্রবেশ করিয়া বিরাধনামক রাক্ষসের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্যভ্রাতা প্রভৃতি মহর্ষিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর মহাতপা অগস্ত্যের আদেশানুসারে ঐন্দ্রধনু, খড়্গ এবং অক্ষয়শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় পরমপ্রীতমনে গ্রহণ করিয়া বনবাসীদিগের সহিত বাস করিতেছেন, এমন সময়ে তত্রত্য সমস্ত ঋষিগণ রামের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অসুর ও রাক্ষসদিগের বধ প্রার্থনা করিলেন। রামও সেই দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্নিকল্প ঋষি-দিগের বাক্যে অনুমোদন করিয়া যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহা-দিগের নিধনসাধন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। রাম ঐ স্থানেই বাস করিতেছেন, এমন সময়ে জনস্থানবাসিনী কামরূপিণী শূর্পণখা নামে এক রাক্ষসী তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে রাম তাহার নাসিকাকর্ণচ্ছেদন করিয়া একেই বিকটাকার তাহার উপর আরও বিকটাকার করিয়া দিলেন। অনন্তর সেই শূর্পণখার বাক্যে উত্তেজিত হইয়া খরদূষণ ও ত্রিশিরা এবং তদীয় অনুচর, সমস্ত রাক্ষস যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া উপস্থিত হইল; তদ্দর্শনে রাম তাহাদিগকে যুদ্ধে রণশায়ী করিলেন। এইরূপে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইল।

অনন্তর রাবণ, এইরূপ জ্ঞাতিবধবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া মারীচনামক রাক্ষস সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মারীচ ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া রাবণকে বলিল—আপনার তাদৃশ বলবৎ শত্রুর সহিত বিরোধ করিয়া পরদারা-পহরণরূপ মহাপাপে লিপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমি রামের বল বিক্রম বিলক্ষণ জানি, তাঁহার সহিত বিরোধ করিলে আত্মবিনাশেরই সম্ভাবনা।

রাবণ কালপ্রেরিত হইয়া তাহার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন-পূর্ব্বক মারীচের সহিত রামের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মায়াবী মারীচ মায়াবলে রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে অপসারিত করিলে রাবণ রামভার্য্যা জানকীকে অপহরণ ও জটায়ুনামক গৃধ্ররাজকে নিহত করিয়া প্রস্থান করিল। রাম প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সীতা অপহৃত ও গৃধ্ররাজ নিহত হইয়াছে দেখিয়া আকুলহৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই শোক-সন্তপ্তহৃদয়ে জটায়ুর অগ্নিসংস্কার সম্পন্ন করিলেন, এবং বনে বনে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধ নামক বিকটাকার ঘোরদর্শন এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। মহাবীর রাম তাহাকে বিনাশ করিয়া তাহার শরীর প্রজ্বলিত হুতাশনে ভস্মসাৎ করিয়া দিলেন। কবন্ধও তৎক্ষণাৎ দিব্য গন্ধর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করিল। গমন-কালে রামকে সম্বোধন করিয়া বলিল;—হে রাঘব! তুমি ধর্ম্মচারিণী তাপসী শবরীর নিকট এখন গমন কর। মহাতেজা রাম তখন শবরীর আশ্রমে উপস্থিত হইলে শবরী তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা ও পূজা করিল। অতঃপর রাম পম্পাতীরে

উপস্থিত হইয়া বানররাজ হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথায় হনুমানের বচনানুসারে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া মহাবল রাম তাঁহার সন্নিধানে স্বীয় জন্মাবধি আত্মবৃত্তান্ত বিশেষতঃ সীতার অপহরণান্ত সমস্ত বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিলেন। বানররাজ সুগ্রীবও রামবৃত্তান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন। অনন্তর রাম তাহাকে বালীর সহিত বৈরানুবন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীব স্বীয় রাজ্যাপহরণ ও দারাপহরণ-প্রভৃতি সমস্তবৃত্তান্ত প্রণয়বশতঃ রামসকাশে নিবেদন করিলেন। রাম তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া, আমিই বালীর বধ সাধন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন সুগ্রীব বালীর বল-বিক্রমের বিষয় বিশেষরূপে রামকে জানাইলেন এবং রাম বলবীর্য্যে বালীর তুল্য হইবেন কি না, এ বিষয়ে বিষম সন্দিহান ও ভীত হইতে লাগিলেন এবং বালিবীর্য্যে রামের বিশ্বাসোৎ-পাদনের নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক নিহত দুন্দুভিনামক কোন দৈত্যের প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার দেহ দেখাইয়া দিলেন। মহাবল রাম উহার অস্থি দর্শনমাত্রে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা উহা পূর্ণ দশ-যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং একমাত্র মহাশর দ্বারা সপ্ততাল ও তৎসমীপস্থ গিরি এবং রসাতল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া সুগ্রীবের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন।

অনন্তর কপিবর সুগ্রীব রামের এই অদ্ভুত অতি দুষ্কর কার্য্য সন্দর্শনে প্রীত ও বিশ্বস্ত হইয়া বালিবধোদ্দেশে রামের সহিত কিষ্কিন্ধা নামক গুহাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সুবর্ণকান্তি সুগ্রীব ভীষণ তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক

সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীষণ সিংহনাদ শ্রবণে কপিকুলেশ্বর বালী স্বীয় প্রণয়িণী তারার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সমরসজ্জায় নির্গত হইলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সুগ্রীবের সমক্ষে উপস্থিত হইলে তদীয় বাক্যানুসারে রঘুকুল-তিলক রাম একমাত্র বাণদ্বারা বালীর প্রাণ সংহার করিয়া তদীয় রাজ্যে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিলেন। তখন বানররাজ সুগ্রীব সমুদায় বানরকে আহ্বানপূর্ব্বক আনাইয়া জনকনন্দিনীর অন্বেষণার্থ সমস্ত দিগ্দিগন্তে প্রেরণ করেন। অতঃপর গৃধ্র-রাজ সম্পাতির বাক্যে মহাবীর হনুমান্ শত যোজন বিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া রাবণপালিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক অশোকবনে ধ্যানপরায়ণা সীতাকে দেখিতে পাইলেন। তথায় তাঁহাকে অভিজ্ঞান প্রদর্শন ও রামবার্ত্তা নিবেদন করি-লেন এবং সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া অশোক বন বিধ্বস্ত ও তত্রত্য প্রাসাদতোরণ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর হনুমান্ পিঙ্গলনেত্রপ্রভৃতি পাঁচজন সেনাপতি, জম্বুমালী প্রভৃতি সাতজন মন্ত্রিতনয় এবং মহাবিক্রম-শালী রাবণনন্দন অক্ষয়কে নিপাত করিয়া ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইলেন। তিনি লোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে আপনাকে উন্মুক্ত ও অমোঘ অস্ত্রের বলে কিয়ৎক্ষণ বন্ধনমাত্র জানিয়া কেবলমাত্র রাবণকে দেখিবার জন্যই যে সকল রাক্ষস তাঁহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। অনন্তর মহাবীর হনুমান্ সীতা ও তদীয় আবাসস্থান ব্যতীত সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া রামকে এই প্রিয় সংবাদ প্রদানার্থ পুনরায় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই অপরিচ্ছিন্ন

বলবিক্রমশালী হনুমান্, মহাত্মা রামসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন,—আমি বস্তুতঃই সীতাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছি। রাম এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবের সহিত সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন! এবং লঙ্কাগমন-মার্গপ্রদানার্থ প্রখর ভাস্কর তুল্য শরনিকর দ্বারা সমুদ্রকে আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। তখন সরিৎপতি সাগর রাম-সকাশে উপস্থিত হইলে তদীয় বচনানুসারে নলের সাহায্যে এক সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। সেই সেতু দ্বারা রাম লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে রক্ষোরাজ রাবণকে বিনাশপূর্ব্বক সীতাকে উদ্ধার কারিলেন। কিন্তু সীতা বহুকাল রাবণগৃহে বাস করিয়াছেন তাঁহাকে আমি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলাম এই অপবাদশঙ্কায় নিতান্ত ভীত ও লজ্জিত হইতে লাগিলেন এবং তত্রত্য জন-সমাজের সমক্ষে তাঁহার প্রতি পরুষ বাক্যও প্রয়োগ করিয়া-ছিলেন। পতিপরায়ণা সীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া জ্বলন্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অগ্নির বাক্যানু-সারে সীতাকে নিষ্পাপ জানিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে দেবগণের সাধু-বাদের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা রামের এই কল্যাণকর কার্য্যে দেবগণ ঋষিগণ প্রভৃতি সমস্ত চরাচর বিশ্ব পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তখন রাম, রক্ষোরাজ বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৃতকৃত্য ও বীতচিন্ত হইলাম ভাবিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম দেবগণের বরপ্রভাবে সমরশায়ী বানরগণকে উত্থাপিত করিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া

হনুমান্‌কে ভরতের নিকট প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর সুগ্রীব বিভীষণাদির সহিত পুনরায় পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক অতীত বৃত্তান্তের আলাপ করিতে করিতে নন্দিগ্রামে গমন করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত জটাভার মোচনপূর্ব্বক রাজোচিত বেশভূষাদি দ্বারা সীতার অভীপ্সিত রূপ ধারণ পূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। অযোধ্যাধিপতি দশরথ তনয় শ্রীমান্ রামচন্দ্র এইরূপে পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অধুনা প্রজাগণকে পিতার ন্যায় পালন করিতেছেন। প্রকৃতি পুঞ্জও চির প্রার্থিত রামকে রাজপদে অভিষিক্ত দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

দেবর্ষি নারদ এই পর্য্যন্ত অতীত রামচরিত বর্ণনা করিয়া মহাতপা বাল্মীকিসমীপে পুনরায় ভবিষ্যৎ রামবৃত্তান্তবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন হে তপোধন! অতঃপর রামের রাজ্যশাসন কালে প্রজাগণ হৃষ্ট, প্রমুদিত, সাংসারাদি ব্যাপারে পরম সন্তুষ্ট, পুষ্ট, সুধার্ম্মিক, আধি-ব্যাধি রহিত ও দুর্ভিক্ষাদি ভয়বিবর্জ্জিত হইবে। কোথাও কোন ব্যক্তিকে পুত্রের মরণ অবলোকন করিতে হইবে না, নারীগণ চিরদিন পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিবে, কদাচ বিধবা হইবে না। অগ্নি ভয়, বায়ুভয়, জ্বরজনিত বা ক্ষুধাজনিত ভয়, তস্করভয় কখন থাকিবে না। কেহই জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে না। নগর ও রাষ্ট্রসমুদয় ধন ধান্যে পূর্ণ হইবে। সকলেই সত্যযুগের ন্যায় সতত পরমসুখে কালক্ষেপ করিবে। মহাযশাঃ রঘুকুলতিলক রাম যথাবিধি বহুসুবর্ণসাধ্য শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে অযুত কোটি ধেনু ও অপরিমিত ধনদান করিবেন। ইনি শত শত রাজবংশকে স্থাপন করিয়া জগতে চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও সকলকে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিবেন। রাম এইরূপ দশ সহস্র ও দশ শত বর্ষ রাজ্য পালন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

যিনি এই চিত্তকলুষনাশন, সকল পুণ্যফলপ্রদ, পাপনাশক বেদার্থপ্রতিপাদক আয়ুস্কর রামায়ণোদিত রামচরিত পাঠ করিবেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুত্র, পৌত্র ও অনুচরবর্গের সহিত ঐহিক সুখশান্তি ভোগ করিয়া দেহান্তে দেবগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া স্বর্গলোকে বিহার করিবেন। ব্রাহ্মণ এই উপাখ্যান পাঠ করিলে বাগীশ্বরত্ব, ক্ষত্রিয় দেশাধিপত্য, বণিক্ বাণিজ্যে প্রভূত অর্থ সম্পত্তি ও শূদ্রও মহত্ত্ব লাভ করিবেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি, মহামুনি নারদের তৎসমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যবর্গের সহিত তাঁহাকে পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদও তৎকর্ত্তৃক যথোচিত অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক অনুমতি গ্রহণ করিয়া আকাশমার্গে স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর বাল্মীকি কিয়ৎক্ষণ আশ্রমে অবস্থান করিয়া জাহ্নবীর অদূরে তমসানদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া একটী সুন্দর কর্দ্দমশূন্য অবতরণ স্থান দেখিতে পাইয়া পার্শ্বস্থিত শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! দেখ এই ঘাটটী

অতি রমণীয় ও কর্দ্দমশূন্য। ইহার জল সাধুহৃদয়ের ন্যায় কেমন স্বচ্ছ। বৎস! তুমি এখানে কলস রাখিয়া আমায় বল্কল দাও, আমি এই উত্তম তীর্থে অবগাহন করিব। গুরুসেবাপরায়ণ শিষ্য ভরদ্বাজ মহাত্মা বাল্মীকি কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিলেন। জিতেন্দ্রিয় বাল্মীকি শিষ্যহস্ত হইতে বল্কল গ্রহণ করিয়া সেই বিপুল অরণ্য দর্শন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার অনতিদূরে এক ক্রৌঞ্চমিথুন সুস্থ শরীরে মনোহর কূজন করিতেছে দেখিতে পাইলেন। এই সময়ে এক অকারণ-বৈরী পাপমতি ব্যাধ আসিয়া তাহাদের উভয়ের মধ্যে পুরুষ ক্রৌঞ্চকে বধ করিল। তখন তদীয় ভার্য্যা ক্রৌঞ্চী পতিবিরহিত হইয়া তাহার চির সহচর তাম্রশীর্ষ কামোন্মত্ত ব্যায়ত পক্ষ পতিকে নিহত ও শোণিতাক্ত কলেবরে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সেই নিষাদ-নিহত ক্রৌঞ্চকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন ও ক্রৌঞ্চীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা ঋষির হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। সেই করুণাবেগে এই কার্য্য নিতান্ত গর্হিত পাপকর মনে করিয়া বলিয়া উঠিলেন—রে নিষাদ! তুই এই ক্রৌঞ্চ-মিথুন হইতে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিলি, অতএব তুই চিরদিন আর প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবি না।

মহামুনি বাল্মীকি নিষাদকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি এক জন মুনি শান্ত-রসাস্পদ তপস্বী হইয়া শকুনিশোকে ব্যথিত হৃদয় হইয়া এ কি কথা কহিলাম, ইহা তপস্বিজনের পক্ষে অতি নিন্দনীয়

অযশস্কর মহাপাতক অপেক্ষাও অধিক পাপজনক ও তপঃফল-বিনাশক ক্রূর কর্ম্ম। মহাপ্রাজ্ঞ মতিমান্ মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পার্শ্বস্থ শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বৎস! আমি শোকাকুল হইয়া যাহা বলিলাম উহা অষ্টাক্ষরসংযুক্ত অনুষ্টুপ্‌ছন্দে গ্রথিত, ছন্দঃ শাস্ত্রোক্ত গুরু লঘু অক্ষর বৈষম্য রহিত, এবং তন্ত্রীসংযোগে তান লয় বিশুদ্ধ গান করিবার সম্যক্ উপযুক্ত। অতএব শোকার্ত্ত আমার মুখ হইতে যখন নিঃসৃত হইয়াছে তখন শ্লোকরূপে পরিণত হউক। শিষ্য ভরদ্বাজ গুরুদেবের এই অত্যুত্তম বাক্যে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া অনুমোদন করিলেন। গুরুও তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর মুনি সেই তীর্থে যথা-বিধি স্নান করিয়া সেই শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বহুশাস্ত্রপারদর্শী প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজ তখন জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিয়া গুরুর অনুগমন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মুনিবর বাল্মীকি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আসনে সমাসীন হইয়া মুখে অন্যান্য কথা কহিতে লাগি-লেন কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সেই শ্লোকের বিষয়ই জাগিতে লাগিল।

অনন্তর যিনি সমস্ত জগতের স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা সেই তেজঃ-পুঞ্জ চতুরানন ব্রহ্মা, মুনিবর বাল্মীকিকে দর্শন করিবার জন্য তথায় আগমন করিলেন। বাল্মীকি তদ্দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত, সংযতবাক্ নম্র ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং যথাবিধি প্রণাম করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য আসন ও স্তুতিবাদ দ্বারা সেই দেবদেবের অর্চ্চনা করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা পরম পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া মহর্ষিকে কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকিও তাঁহার আজ্ঞানুসারে আসনে উপবিষ্ট হইয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মার সমক্ষেই তদ্গতচিত্তে ধ্যান পরায়ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন হায়! দুরাত্মা ব্যাধ বৈরাচরণ বুদ্ধিতে কি কুকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিল। তাদৃশ মধুরস্বর বিহঙ্গকে অকারণ বধ করিল। ক্রৌঞ্চীকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ শোকাকুল চিত্তে মনে মনে পুনরায় সেই শ্লোকের আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

তখন অন্তর্যামী ভগবান্ ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া মুনিবর বাল্মীকিকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তোমার মুখ হইতে যে ছন্দোবদ্ধ বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে উহা শ্লোকই হউক ইহাতে সংশয় করিবার প্রয়োজন নাই। আমার ইচ্ছাতেই ঐ বাণী তোমার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে। হে ঋষিবর! তুমি এখন সমগ্র রামচরিত বর্ণন কর। তুমি দেবর্ষি নারদের মুখ হইতে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ তদনুসারে ধর্ম্মাত্মা গুণবান্, বুদ্ধিমান্ রামের ও তৎসহচর সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ সীতা এবং রাক্ষসদিগের রহস্যই হউক বা প্রকাশ্যই হউক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কর। যাহা কিছু তোমার অজ্ঞাত আছে তাহাও তোমার কিঞ্চিন্মাত্রও অবিদিত থাকিবে না। সমস্তই আমার বরে তোমার হৃদয়ে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে। তোমার রচিত এই মহাকাব্যে একটী বাক্যও মিথ্যা হইবে না। অতএব শ্লোকনিবদ্ধ পবিত্র মনোরম রামচরিত কীর্ত্তন কর। যত দিন এই মহীতলে নদী পর্ব্বত বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন তোমার

রচিত এই রামায়ণী কথা প্রচারিত থাকিবে। আর যতদিন এই রামায়ণকথার প্রচার থাকিবে, তত দিন তুমি কি ঊর্দ্ধ কি অধঃ সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি হইয়া মদীয় ব্রহ্মলোকে বাস করিবে। এই কথা বলিয়া ভগবান ব্রহ্মা সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যবর্গের সহিত নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। শিষ্যবর্গও সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে এই শ্লোক গান করিতে লাগিল এবং প্রীতি ও বিস্ময় রসে আবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিল—আমাদের গুরু মহর্ষি প্রভূত শোকাবেগবশতঃ তুল্যাক্ষরযুক্ত চরণচতুষ্টয়ে যে পদাবলী গান করিয়াছেন, সেই শোকোৎপন্ন বাক্যই শ্লোকরূপে প্রথিত হইল। অধুনা এই মহাত্মা এইরূপ করুণারসপ্রধান সমস্ত রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অনন্তর সর্ব্বদর্শী মহাযশা বাল্মীকি অতি মনোহর ছন্দ অর্থ পদযুক্ত তুল্যাক্ষর বহু শত শ্লোক দ্বারা রামের যশস্কর কাব্য রচনা করিয়াছেন। হে শ্রোতৃবর্গ! তোমরা এক্ষণে সেই ব্যাকরণ অলঙ্কারশাস্ত্র বিশুদ্ধ মধুর পদ পদার্থ নিবদ্ধ প্রসাদ গুণোপেত বাক্যে রচিত বাল্মীকিপ্রণীত রাবণবধান্ত রামচরিত শ্রবণ কর।

তৃতীয় সর্গ।

মহামুনি বাল্মীকি, দেবর্ষি নারদ ও ব্রহ্মার মুখ হইতে ত্রিবর্গ-সাধক লোকহিতকর সমগ্র রামচরিত শ্রবণ করিয়া পুনরায় ধীমান্ রামের যাহা কিছু ইতিবৃত্ত তৎসমুদায় স্বীয় হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগী হইলেন। তখন তিনি প্রাগগ্র কুশাসনে উপবেশন ও যথাবিধি আচমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যোগবলে রামচরিত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাজা দশরথ ও তদীয় ভার্য্যা কৌশল্যা প্রভৃতি এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী সমস্ত লোকের হাস্য পরিহাস কথোপকথন গতি প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপ সমস্ত সমাধিবলে যথাযথ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে বনে পর্য্যটন করিয়া যাহা কিছু করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের ভাবী ঘটনাবলী তৎসমুদায়ই ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি যোগাসীন হইয়া করতলস্থ আমলকের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। এইরূপে মহামতি বাল্মীকি যোগবলে অভিরাম রামচন্দ্রের সমুদায় বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া মহাত্মা নারদ যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তদনুসারে ধর্ম্মার্থপ্রতিপাদক কামফলপ্রদ সমুদ্রের ন্যায় বহুরত্নের আকর স্বরূপ সকলেরই শ্রুতি সুখকর রাম চরিতরূপ মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই গ্রন্থে প্রথমতঃ রামের জন্ম, তাঁহার সুমহৎ বীর্য্য, সর্ব্বলোকানুবর্ত্তিতা, লোকপ্রিয়তা, ক্ষমা, সৌম্যতা, সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে নানাবিধ বিচিত্র কথোপকথন

বর্ণিত হইয়াছে। পরে জানকীর বিবাহ, হরধনুর্ভঙ্গ, পরশু-রামের সহিত রামের বিবাদ, গুণকীর্ত্তন, তদীয় রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দুষ্টভাব নিবন্ধন রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত ও রামের বিবাসন বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর রাজা দশরথের শোক, বিলাপ ও পরলোকগমন, প্রজাবর্গের বিষাদ ও রামকর্ত্তৃক তাহাদের বিসর্জ্জন। পরে নিষাদাধিপতি গুহকের সহিত রামের মিলন, সারথি সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন, রামের গঙ্গাপারে গমন, ভরদ্বাজসন্দর্শন, তদীয় অনুমতি অনুসারে চিত্রকূট দর্শন, তথায় পর্ণশালানির্ম্মাণ, ভরতের আগমন ও রামের প্রসাদন, পিতার উদ্দেশে রামের তর্পণ। অতঃ-পর ভরত কর্ত্তৃক পাদুকাগ্রহণ, তাহার রাজ্যাভিষেক ও নন্দিগ্রামে ভরতের বাস বর্ণনা করিয়াছেন। পরে রামের দণ্ডকারণ্যগমন, বিরাধবধ, শরভঙ্গদর্শন, সুতীক্ষ্ণ সমাগম, অনসূয়ার সহিত সীতার একত্র অবস্থান, সীতাকে অঙ্গরাগ অর্পণ, রামের অগস্ত্য দর্শন, তৎসকাশে ধনুর্গ্রহণ, শূর্পণখা-সংবাদ ও তাহার বিরূপ করণ, খর, ত্রিশিরা প্রভৃতি রাক্ষসবধ, সীতাহরণে রাবণের উদ্যোগ, মারীচবধ ও সীতাহরণ। রাম-চন্দ্রের বিলাপ, গৃধ্ররাজ জটায়ুর অগ্নি সংস্কার, কবন্ধ দর্শন, পম্পাদর্শন, শবরীদর্শন, তথায় ফলমূলভোজন, পম্পাতীরে বিলাপ, হনুমানের সহিত সাক্ষাৎকার, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন, তথায় সুগ্রীব সমাগম, সুগ্রীবের বিশ্বাসোৎপাদন, তাঁহার সহিত মিত্রতা, বালিসুগ্রীবের যুদ্ধ, বালিবধ, সুগ্রীবকে রাজ্যে স্থাপন, তারাবিলাপ, শরৎকালে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ, বর্ষায় আবাসগ্রহণ, সময়াতিরেকে রামের ক্রোধ, কপি সৈন্যসংগ্রহ,

নানাদিকে সৈন্য প্রেরণ, সুগ্রীবকর্ত্তৃক বানরগণ সমীপে পৃথ্বী-সংস্থানকথন, হনুমানের নিকট রামের অঙ্গুরীয় দান, ভল্লুক জাম্বুবানের গহ্বর দর্শন, বানরগণের প্রায়োপবেশন, সম্পাতির দর্শন, হনুমানের পর্ব্বতারোহণ, সাগরলঙ্ঘন, সমুদ্রবাক্যে মৈনাকদর্শন, রাক্ষসীতর্জ্জন, ছায়াগ্রাহিনী সিংহিকা দর্শন ও তাহার বধ, লঙ্কা ও মলয় দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কাপ্রবেশ, একাকী হইলেও কর্ত্তব্যচিন্তা, পানভূমি গমন, অন্তঃপুর দর্শন, রাবণ ও পুষ্পকরথের অবলোকন, অশোকবনে গমন, তথায় সীতাদর্শন, অভিজ্ঞাপ্রদান ও সীতার সহিত হনুমানের কথোপ-কথন; রাক্ষসীতর্জ্জন, ত্রিজটার স্বপ্নদর্শন, সীতার মণিপ্রদান, বৃক্ষভঙ্গ, রাক্ষসীদিগের পলায়ন, কিঙ্করদিগের সংহার, বায়ু-তনয় হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহ ও তত্রত্য রাক্ষসদিগের আর্ত্ত-নাদ, পুনরায় সমুদ্রলঙ্ঘন, মধুহরণ, রামকে আশ্বাসপ্রদান ও মণিসমর্পণ। অনন্তর সাগরের সহিত রামের সমাগম, নল বানর কর্ত্তৃক সেতুবন্ধন, তদ্বারা সাগরোত্তরণ, রাত্রিকালে লঙ্কার অবরোধ, বিভীষণের সহিত মিলন, তৎকর্ত্তৃক রাবণের বধোপায় বিজ্ঞাপন, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদের নিধন, রাবণের বিনাশ, অরিপুরে সীতাপ্রাপ্তি, বিভীষণের অভিষেক, পুষ্পক-রথের দর্শন, তদারোহণে অযোধ্যাভিমুখে গমন, পথিমধ্যে ভরদ্বাজ সমাগম, তথা হইতে হনুমানকে ভরতসমীপে প্রেরণ, অতঃপর ভরতের সহিত রামের সমাগম, রামের রাজ্যাভিষেক-মহোৎসব, সৈন্যগণের বিদায়, সমস্ত রাজ্যের প্রজারঞ্জন ও বিদেহতনয়া সীতার বর্জ্জন বর্ণনা করিয়া ভগবান্ মহর্ষি বাল্মীকি, এই পৃথিবীতে রামের চরিত যাহা কিছু অপ্রচারিত

আছে, তাহা স্বপ্রণীত মহাকাব্যের উত্তরকাণ্ডে বর্ণনা করিয়াছেন।

চতুর্থ সর্গ।

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভগবান্ বাল্মীকি বিচিত্র বাক্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত রাবণবধান্ত রামচরিত অবলম্বন করিয়া এক মহা কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক রচিত হয়; উহা পাঁচ শত সর্গ ছয়টী কাণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার পর উত্তর কাণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল। উত্তরকাণ্ডে সীতা পরিত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভূতল প্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি এই সাত কাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন্ ব্যক্তি আমার রচিত এই কাব্য সভামধ্যে পাঠ করিয়া সভ্যগণকে শ্রবণ করাইবে। ইত্যবসরে মুনিবেশধারী কুশ ও লব আসিয়া সেই চিন্তামগ্ন বিশুদ্ধাত্মা ঋষির পাদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিল। কুশ ও লব এই ভ্রাতৃদ্বয় ধার্ম্মিক, রাজপুত্র, যশস্বী, সুস্বরসম্পন্ন ও আশ্রমবাসী। ইহাদিগকে মেধাবী ও বেদশাস্ত্রে আস্থাবান্ দেখিয়া ইহারাই আমার কাব্যার্থ-গ্রহণে সম্পূর্ণ যোগ্য স্থির করিয়া, তাহাদিগকে বেদার্থগ্রহণ ও রাম সীতার পবিত্র চরিত সম্বলিত রাবণবধ নামক স্বকৃত কাব্য পাঠ করাইতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইহারা দ্রুত মধ্য

বিলম্বিত প্রমাণত্রয় সমন্বিত, ষড়্‌জাদি সপ্তস্বর-যুক্ত এবং শৃঙ্গারাদি নবরসোদ্দীপক ঐ কাব্য বীণালয় বিশুদ্ধ করিয়া মধুর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাঁরা গান্ধর্ব্ব-বিদ্যা-নাট্যশাস্ত্রাদিতে যেরূপ পারদর্শী, স্থান ও মূর্চ্ছনাবিষয়েও সেইরূপ তত্ত্বদর্শী হইয়াছিলেন। ইহাঁরা গন্ধর্ব্বের ন্যায় পরম রূপবান্, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন ও মধুর কণ্ঠ। এই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিলে মনে হইত বিম্ব হইতে উত্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায় রাম দেহেরই দেহান্তর মাত্র।

অনন্তর রাজপুত্রদ্বয় সেই ধর্ম্মাখ্যান সংযুক্ত পরমোৎকৃষ্ট সমগ্র মহাকাব্য কণ্ঠস্থ করিয়া ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুদিগের সমক্ষে তদ্‌গতচিত্তে উপদেশানুরূপ গান করিতে লাগিলেন। একদা মহাভাগ, মহাত্মা সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন কুশী লব, সমবেত বিশুদ্ধচরিত ঋষিগণের সভামধ্যে এই কাব্য গান করিতেছেন শুনিয়া ধর্ম্মবৎসল মুনিগণ প্রীত, বিস্মিত ও বাষ্পাকুললোচনে তাহাদিগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক সেই প্রশংসার্হ ভ্রাতৃদ্বয়কে অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন,—অহো কি গীতমাধুর্য্য! কি শ্লোকমাধুরী! বহুকাল হইল রামের কার্য্যকলাপ শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও যেন উহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তপঃশ্লাঘ্য মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রশংসিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আর্দ্র করিয়া ও আপনারা তন্ময় হইয়া মধুর অথচ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত হইয়া কোন মুনি সভা মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে একটী কলস প্রদান

করিলেন। কেহ প্রসন্ন হইয়া বল্কল প্রদান করিলেন। কেহ কৃষ্ণাজিন, কেহ যজ্ঞসূত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ বা মৌঞ্জী, কেহ বা হৃষ্টান্তঃকরণে কুশাসন, কেহ বা কৌপীন, কেহ বা কুঠার, কেহ বা কাষায় বস্ত্র, কেহ বা ছিন্নবস্ত্র, কেহ জটা-বন্ধন রজ্জু, কেহ বা কাষ্ঠ বন্ধনার্থ রজ্জু, কেহ যজ্ঞভাণ্ড, কেহ কাষ্ঠভার, কেহ উড়ুম্বর নির্ম্মিত কাষ্ঠাসন দান করিলেন। কেহ কেহ বা স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কোন কোন মহর্ষি আয়ুষ্মান্ হও বলিয়া বর প্রদান করিতে লাগিলেন। সত্যবাদী মুনিগণ এইরূপে বর প্রদান করিয়া কহিতে লাগি-লেন—বাল্মীকি প্রণীত এই উপাখ্যান অতি আশ্চর্য্য হইয়াছে। ইহা কবিগণের কবিত্ববিষয়ে উপজীব্যস্বরূপ হইবে। হে সর্ব্বসঙ্গীত কুশল কুশীলব! তোমরা এই আয়ুষ্কর, অভ্যুদয়-নিদান, শ্রুতি সুখকর কাব্য অতি সুন্দর গান করিয়াছ।

এইরূপে সর্ব্বত্র প্রশংসা ভাজন হইয়া একদা গায়ক-দ্বয় অযোধ্যার পণ্যবীথিকা ও রাজমার্গে গান করিতেছেন দেখিয়া, মহারাজ রামচন্দ্র তাহাদিগকে স্ব-ভবনে আনিয়া যথো-চিত সংকার করিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃগণ ও অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কাঞ্চনময় দিব্য-সিংহাসনে আসীন হইলেন। সেই বিনীত পরম রূপবান্ ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন,—বৎসগণ! তোমরা এই দেবপ্রতিম বালকদ্বয়ের বিচিত্র শ্রুতি-মধুর সঙ্গীত শ্রবণ কর। এই কথা বলিয়া সেই গায়কদ্বয়কে গান করিতে আদেশ করিলেন। তখন কুশ ও লব, একতানচিত্তে বীণার ন্যায় মধুরকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে সকলের শ্রুতি-প্রমোদকর সুস্পষ্ট

গান করিতে লাগিলেন। গীতশ্রবণে সভাসদ্গণের শরীর রোমাঞ্চিত হৃদয় ও মন আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল। তখন রাম ভ্রাতৃগণকে পুনরায় আহ্বান করিয়া কহিলেন,—বৎসগণ! এই মুনিবেশধারী কুশীলব আশ্রমবাসবশতঃ মহাতপস্বী হইলেও ইহাদের শরীরে সমস্ত রাজলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এই মহার্থ-প্রতিপাদক অলঙ্কারললিত মহাকাব্য শ্রোতৃবর্গের যেরূপ প্রীতিকর, আমারও সেইরূপ শুভাবহ। অতএব তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। রাম ভ্রাতৃগণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় কুশ লবকে গান করিতে বলিলেন। কুশ ও লব রামকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সংস্কৃত-ভাষাশ্রিত সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। রামও সভাসীন হইয়া হইয়া স্বীয় চরিত প্রকাশক প্রবন্ধের চির স্থায়িত্ব কামনা করিয়া গীতশ্রবণে ক্রমে ক্রমে অতীব আসক্ত চিত্ত হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চম সর্গ।

—ঃ০ঃ—

প্রজাপতি বৈবস্বত নামক মনু হইতে যে বংশে বিশ্ববিজয়ী রাজন্যবর্গ এই সসাগরা ধরায় একাধিপত্য করিয়া আসিয়া-ছেন। যাঁহাদের বংশে সগর রাজা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ষষ্টি সহস্র পুত্র পরিবেষ্টিত হইয়া সাগর খনন করেন। শুনিতে পাই সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা নৃপতিদিগের বংশ

এই রামায়ণ-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সেই এই ত্রিবর্গ-সাধন রামায়ণ উপাখ্যান আদ্যোপান্ত সমস্ত গান করিব। আপনারা অসূয়া-শূন্য হইয়া শ্রবণ করুন। সরযূনদী-তীরে অবস্থিত প্রভূত ধনধান্যসম্পন্ন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত কোশল নামে এক অতি বিশাল আনন্দময় জনপদ আছে। তথায় মানবশ্রেষ্ঠ মনু, ত্রিলোক বিখ্যাত অযোধ্যা নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐ মহানগরী অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা দেখিতে অতি সুদৃশ্য। উহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সুপ্রশস্ত রাজ পথ সকল বিকসিত কুসুমে সমাকীর্ণ ও সতত জলসিক্ত থাকিত। অমরাবতীতে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহারাজ দশরথ এই মহানগরীতে বাস করিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম-ন্যায়ানুগত শাসন দ্বারা অযোধ্যা রাজ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ নগরীর বহির্দ্বার সমুদায় ভীষণ কবাট যুক্ত, উহার মধ্যস্থিত আপনশ্রেণী তুল্যরূপে বিভক্ত। ইহার কোন স্থানে নানাপ্রকার যন্ত্র, কোন স্থানে সর্ব্ববিধ অস্ত্র শস্ত্র রহিয়াছে। কোথায়ও শিল্পিগণ, কোথায়ও সূতমাগধপ্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকাসমুদায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তদুপরি ধ্বজপতাকাসমুদায় বায়ুভরে কম্পিত হইতেছে। প্রাকারোপরি পুরীরক্ষার্থ শত শত লৌহময় শতঘ্নী বিরাজ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে বধূগণের নাট্যশালা প্রস্তুত রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে প্রমোদপুষ্পবাটিকা, কোথায়ও আম্রবন, কোথাও বা শ্রেণীবদ্ধ শাল বিটপী মেখলাকারে শোভা পাইতেছে। নগরীর চতু-

দ্দিক্ অন্যদুষ্প্রবেশ্য গভীর জলদুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং কি শত্রু কি মিত্র কেহই সহসা প্রবেশ করিতে পারে না। স্থানে স্থানে অশ্বশালা, স্থানে স্থানে হস্তিশালা, কোথা-য়ও গোগৃহ কোথায়ও উষ্ট্রাবাস, কোথায়ও বা খরালয়দ্বারা নগরীর সমৃদ্ধি প্রকাশ করিতেছে। চতুর্দ্দিক্ হইতে সামন্ত-রাজগণ আসিয়া কর প্রদানার্থ সতত প্রতীক্ষা করিতেছে। বণিক্‌গণ নানা দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া বাণিজ্যার্থ নগর মধ্যে বাস করিতেছে। কোথাও রত্ন-নির্ম্মিত প্রাসাদাবলী উন্নত-শিখর-শৈলমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় রমণীগণের ক্রীড়াগৃহ। কোথাও বা বিবিধরত্ন-খচিত স্বর্ণসলিলাঙ্কিত সপ্ততল-ভবনে বারবিলাসিনীগণ পরম সুখে বাস করিতেছে। ঐ নগরীর সমতল ভূমি সমুদায় ঘনসন্নিবিষ্ট-মনোহর-গৃহাবলীতে পরি-ব্যাপ্ত। তথাকার গৃহসমুদায় ধান্য তণ্ডুলাদিদ্বারা পরিপূর্ণ, জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুস্বাদু। নগরীর কোন কোন স্থান দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণবাদিদ্বারা নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ফলতঃ পৃথিবীতে এই নগরী তপঃফল প্রাপ্ত সিদ্ধগণের স্বর্গীয় বিমানের ন্যায় সমস্ত জনপদ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এখানকার গৃহসমুদায় অন্তর্গৃহ বহিঃপ্রদেশভেদে সুন্দর সন্নিবেশিত ও তথায় নরশ্রেষ্ঠ সাধুলোক বাস করিতেন। যাহারা সহায়হীন পিতাপুত্রাদি স্বজনবিরহিত, যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে অথবা বিরুদ্ধ যুদ্ধ করিয়া পলায়ন করে এইরূপ লোকদিগকে যাঁহারা কখন বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করেন না, যাঁহারা শব্দ শ্রবণমাত্রে লক্ষ্যভেদ করিতে

সমর্থ লঘুহস্ত, ও যুদ্ধ বিশারদ, যাঁহারা শস্ত্রবলে বা বাহুবলে অরণ্যচারী ভীষণ শব্দায়মান প্রমত্ত সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বিনাশ করিতে পারেন, তাদৃশ সহস্র সহস্র মহারথগণ দ্বারা এই নগর সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ছিল। মহারাজ দশরথ তৎকালে এই মহানগরী অযোধ্যাকে পালন করিতেছিলেন। সাগ্নিক গুণবান্ বেদবেদাঙ্গবিৎ, দানশীল, সত্যনিষ্ঠ, মহাত্মা, মহর্ষিতুল্য প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও ঋষিগণকর্ত্তৃক এই নগরী সতত পরিবৃত থাকিত।

ষষ্ঠ সর্গ।

—:•:—

সেই মহানগরী অযোধ্যায় বেদ-পারগ, অপরিমিত চতুরঙ্গবলাদির অধিনায়ক, দূরদর্শী, অতি তেজস্বী, পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের প্রিয়, যজ্ঞশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, মহর্ষিতুল্য রাজর্ষি দশরথ বাস করিতেন। মহারাজ দশরথ ইক্ষ্বাকুবংশীয় দিগের মধ্যে অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ইনি শত্রুকুল সমূলে নিহত করিয়া মিত্রকুলের পুষ্টি সাধন করিতেন। ত্রিলোক বিখ্যাত জিতেন্দ্রিয় মহারাজ দশরথ ধনসঞ্চয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়, অন্যান্য বস্তু সংগ্রহে কুবেরসদৃশ বলিয়া প্রথিত ছিলেন। মহাতেজা মনুর ন্যায় ইনি প্রজারঞ্জনে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিতেন। স্বর্গাধিপতি দেবরাজ যেমন অমরাবতী রক্ষা করেন, সত্যসন্ধ রাজা দশরথ সেইরূপে ত্রিবর্গের

অবিরোধে অযোধ্যা পালন করিতেন। সেই নগরীতে লোক-সমুদায় ধর্ম্মপরায়ণ, সতত সন্তুষ্টচিত্ত, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, স্ব স্ব ধনে পরিতুষ্ট, অলুব্ধ সত্যবাদী ছিল। অল্পবিত্ত লোক কেহ এখানে ছিল না। সকলেরই গো-অশ্ব ধন ধান্য প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইত। সকলেই প্রার্থিত বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ, বহুকুটুম্ব-প্রতিপালনে সতত অনুরক্ত থাকিত। এই নগরীতে কোন পুরুষই কামোন্মত্ত কদাচারী বা নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিল না। মূর্খ বা নাস্তিক লোক এখানে দৃষ্টিগোচর হইত না। সমস্ত নরনারী ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত এবং স্বভাব-চরিতবিষয়ে মহর্ষির ন্যায় নির্ম্মলচিত্ত ছিল। সকলেই কুণ্ডল মুকুট ও মালাধারণ করিত। ধর্ম্মানুগত ভোগসুখে বঞ্চিত হইত না। সকলেই পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিয়া গাত্রে চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য লেপন করিত; কখন কদর্য্য বস্তু ভোজন করিত না। সকলেই অঙ্গদ, উরোভূষণ ও হস্তাভরণ ধারণ করিত, সর্ব্বদা অবহিতচিত্ত ও দানপরায়ণ থাকিত। দ্বিজাতিগণ সাগ্নিক, যজ্ঞকর্ত্তা, সতত স্বকর্ম্মনিরত, জিতেন্দ্রিয়, দান ও অধ্যয়নে আসক্ত থাকিতেন; নিষিদ্ধ বস্তু কখন প্রতিগ্রহ করিতেন না। অযোধ্যাতে কেহই নীচাশয় তস্কর সদাচারবিবর্জ্জিত বা জাতিসঙ্করোৎপন্ন ছিল না। কাহাকেই অনৃতবাদী, অপণ্ডিত, অসূয়ুস্বভাব বা অক্ষম দেখিতে পাওয়া যাইত না। সকলেই ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিত ও ব্রতচারী ছিল। কেহই দীন, ক্ষিপ্তচিত্ত বা রোগগ্রস্ত ছিল না। তথায় নরনারীমাত্রেই রূপবান্, পরমশোভাধারী এবং রাজার প্রতি সকলেই অসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়মধ্যে সকলেই দেবা-

র্চনা ও অতিথি সেবায় আসক্ত, কৃতজ্ঞ, বদান্য, বীর ও বিক্রমশালী ছিলেন। সকলেই পুত্র পৌত্র কলত্রের সহিত দীর্ঘায়ু হইয়া ধর্ম্ম ও সত্যের সেবা করিত। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের, বৈশ্যজাতি ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবায় নিযুক্ত থাকিত।

মানবেন্দ্র ধীমান্ মনুর ন্যায় ইক্ষ্বাকুনাথ রাজা দশরথ এই অযোধ্যা রক্ষা করিতেন। কেশরিগণপরিবৃত গিরিগুহার ন্যায় এই অযোধ্যা পুরী অগ্নিকল্প, অকুটিলস্বভাব, পরিভবাসহিষ্ণু কৃতবিদ্য বীরগণে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। কাম্বোজ, বাহ্লীক ও পারস্যদেশীয় এবং সিন্ধুদেশসমুদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবাতুল্য উত্তমোত্তম অশ্ব এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতে জাত, ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন ও বামন এই চতুর্ব্বিধ দিগ্‌গজ কুলোৎপন্ন ভদ্রমন্দ্র, ভদ্রমৃগ, মৃগমন্দ্র এই দুই দুই জাতিসঙ্করপ্রসূত ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগ জাতীয় মদস্রাবী মহাবল, গিরিসদৃশ উত্তুঙ্গ মাতঙ্গসমূহে অযোধ্যা নিরন্তর পরিপূর্ণ থাকিত। এই মহানগরী হইতে দুই যোজনের মধ্যে কোন শত্রু যুদ্ধার্থ আগমন করিতে পারিত না, সেইজন্য ইহার নাম অযোধ্যা হইয়াছিল। চন্দ্রমা যেমন নক্ষত্ররাজিকে শাসন করেন, মহাতেজা শত্রুবিনাশন মহীপতি দশরথ, সেই সার্থকনামা দৃঢ় তোরণ ও অর্গলসম্পন্ন, বিবিধবিচিত্রগৃহপরিপূর্ণ মঙ্গলাস্পদ সহস্র সহস্র মানবকুলসঙ্কুল সেই অযোধ্যানগরী শাসন করিতেন।

সপ্তম সর্গ।

—oo—

ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা বীরশ্রেষ্ঠ সেই রাজা দশরথের আটজন অমাত্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম, যথাক্রমে ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও অর্থবিৎ সুমন্ত্র। ইহাঁরা সকলেই অমাত্যগুণভূষিত বিশুদ্ধস্বভাব এবং মন্ত্রণাবিষয়ে ও অন্যের মনোগত অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। সর্ব্বদা রাজার প্রিয় ও হিত সাধনে আসক্ত ও রাজকার্য্যে অনুরক্ত থাকিতেন। বশিষ্ঠ ও বামদেব নামে দুইজন মহর্ষি রাজার অভিমত ও প্রধান ঋত্বিক্ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষি তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। এই সকল ব্রহ্মর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজ দশরথের পুরুষ-পরম্পরা-গত ঋত্বিক্ ও মন্ত্রিগণ সন্ধিবিগ্রহাদি রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন। ইহাঁর অমাত্য ও মন্ত্রিগণ সকলেই বিদ্বান্, বিনীত, লজ্জাশীল, কার্য্যকুশল, সংযতেন্দ্রিয়, ভাগ্যবান্, উদারচেতা, সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী, বিক্রমশালী, কীর্ত্তিমান্, রাজকার্য্যে নিয়ত অবহিত, রাজনিদেশবর্ত্তী, তেজ ও ক্ষমাগুণে অলঙ্কৃত ও সর্ব্বদা সহাস্য বদন। ইহাঁরা কোনরূপ কামক্রোধ বা অর্থের বশীভূত হইয়া কদাচ মিথ্যা কথার প্রয়োগ করিতেন না। শত্রুপক্ষে বা মিত্রপক্ষেই হউক যে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে অথবা

হইবে, তৎসমুদায়ই দূত মুখে ইহাঁদিগের অজ্ঞাত থাকিত না। রাজা ইহাঁদের চিত্তবৃত্তি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং জানিয়াছিলেন যে, কৃতাপরাধ পুত্রকেও ইহাঁরা অপরাধানুরূপ দণ্ড প্রদান না করিয়া অব্যাহতি দেন না। ইহাঁরা কোশ ও সৈন্য-সংগ্রহ-বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। নিরপরাধ শত্রুকেও তাঁহারা কদাচ হিংসা করিতেন না। তাঁহারা বীর, নিত্য উৎসাহসম্পন্ন ও নীতিপরায়ণ ছিলেন এবং অধিকারস্থ পবিত্রস্বভাব লোকদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের হিংসা না করিয়া এবং অপরাধের তারতম্য আলোচন পূর্ব্বক দণ্ডার্হদিগের দণ্ডবিধান দ্বারা রাজকোশ পূরণ করিতেন। এই সমস্ত পবিত্রাত্মা একমতাবলম্বী অভিজ্ঞ রাজপুরুষদিগের বিচার-কালে রাজ্যমধ্যে বা পুরবাসীদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই মিথ্যাবাদী দুষ্টপ্রকৃতি ও পরদারানুরক্ত ছিল না। সর্ব্বত্র শান্তিসুখ বিরাজ করিতেছিল। সেই সমস্ত মন্ত্রী সুন্দরবেশভূষা পরিধান পুর্ব্বক পবিত্র হৃদয়ে রাজার হিতকামনা করিয়া নীতিচক্ষু সর্ব্বক্ষণ জাগরিত করিয়া রাখিতেন। ইহাঁদের গুণগ্রাম রাজা ও তাঁহাদের স্ব স্ব আচার্য্যকর্ত্তৃক বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল। বিদেশেও কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে তাঁহারা স্ব স্ব বুদ্ধি প্রভাবে তৎসমুদায় সম্যক্ অবগত হইতে পারিতেন। সর্ব্ব দেশে ও সকল সময়েই সকলে ইহাঁদের বিদ্যা বুদ্ধি ও শিষ্টাচারাদি সদ্গুণের পরিচয় পাইত। সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ে ইহাঁরা তত্ত্বদর্শী এবং স্বভাবতঃ সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিবিধ গুণের অবিরোধে বিষয় ভোগ করিতেন। ইহাঁরা মন্ত্ররক্ষা, সূক্ষ্ম বিচার ও নীতিশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

কখন কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য কহিতেন না। ঈদৃশ গুণ-সম্পন্ন অমাত্য, ঋত্বিক্ ও মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া নিষ্পাপ, ত্রিলোক বিখ্যাত, বদান্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা দশ-রথ, দূত মুখে স্ব-রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজা পালন-পূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। তুল্য-বল বা অধিক বলশালী কোন শত্রু তাঁহার ছিল না। অনে-কেই তাঁহার মিত্র এবং অধীনস্থ সমস্ত নৃপতিগণই সতত তাঁহার নিকট অবনত থাকিত। তাঁহার প্রতাপে সমুদায় রাজ্য এক বারে নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। সকলেই স্বর্গসুখে বাস করিত। এইরূপে সেই পৃথিবীপতি দশরথ হিতানুরক্ত, সূক্ষ্মদর্শী, কার্য্য-কুশল মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রখরতর-কর-জালে বিমণ্ডিত উদীয়মান দিবাকরের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিয়া-ছিলেন।

অষ্টম সর্গ।

ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা দশরথ এইরূপ মহাপ্রভাবশালী ও সমগ্র গুণ-সম্পন্ন হইলেও অপুত্রতা নিবন্ধন সতত সন্তপ্ত হৃদয়ে কালাতিপাত করিতেন। তিনি পুত্র কামনা করিয়া নিরন্তর দেব দেবীর আরাধনা ও তপশ্চর্য্যায় আসক্ত থাকিতেন, তথাপি বংশধর পুত্রের বদন শশধর দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারিলেন না। একদা তিনি এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন—

আমি পুত্রের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি না কেন? অনন্তর সেই বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মাত্মা রাজা, কার্য্য-কুশল মন্ত্রিগণের সহিত, অবশ্য কর্ত্তব্য যজ্ঞ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হইয়া মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি আমার গুরু ও পুরোহিতগণকে শীঘ্র আনয়ন কর। সুমন্ত্র আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রেই অবিলম্বে সত্বর গমনে প্রস্থান করিয়া সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে আনিয়ন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজা তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা-পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত মধুর বাক্যে কহিলেন,—হে তপোধনগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি, কিছুতেই আর শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না; এই জন্য আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে যে, পুত্রার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করি। এক্ষণে শাস্ত্রবিহিত কিরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা আমার এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে, কিরূপেই বা আমার অভীপ্সিত মনোরথ সিদ্ধ হইবে, তাহা আপনারা অবধারণ করুন।

অনন্তর রাজার বাক্যশ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক পরম প্রীতমনে কহিলেন,—মহারাজ! যখন পুত্রার্থ আপনার ঈদৃশ ধর্ম্মকার্য্যে অনুরাগ জন্মিয়াছে, তখন আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। আপনি অভিলাষানুরূপ পুত্র লাভ করিতে পারিবেন, অতএব যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ ও অশ্বমোচন করুন এবং সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। রাজা ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন

এবং হর্ষোৎফুল্ল লোচনে অমাত্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন,—অমাত্যগণ! তোমরা আমার এই গুরুদিগের বচনা-নুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ ও রক্ষণসমর্থ রাজপুত্র কর্ত্তৃক সুরক্ষিত প্রধান ঋত্বিক্ সহায় করিয়া একটি অশ্ব মোচন কর এবং সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত হউক। শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যথাক্রমে বিঘ্ননিবারক শান্তি কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হউক। দেখ এই যজ্ঞে নৃপতিমাত্রেরই অধিকার নাই, কারণ এই মহাযজ্ঞে অনুষ্ঠানদোষে নানাবিঘ্ন বিপত্তির সম্ভাবনা। সকলের পক্ষে ইহা সুখ-সাধ্যও নহে। তদ্ভিন্ন যজ্ঞতন্ত্রবিৎ ব্রহ্মরাক্ষসগণ সতত ইহার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে। আর কোনরূপে যদি যজ্ঞের বিপর্য্যয় ঘটে তাহা হইলে অনুষ্ঠাতা যজমান ও ঋত্বিক্‌গণও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক সমাপ্ত হয়, তদনুষ্ঠানে তোমরা বিশেষ যত্নবান্ হও। আমি জানি তোমরা সকলেই এ বিষয়ে বিলক্ষণ দক্ষ। রাজার এই বাক্যে প্রোৎ-সাহিত ও সম্মানিত হইয়া মন্ত্রিগণ "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ রাজার বাক্য আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপ্রদান ও তদীয় অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রস্থান করিলে মহামতি রাজা সন্নিহিত মন্ত্রিবর্গকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—মন্ত্রিগণ! ঋত্বিক্‌গণ যেরূপ আদেশ করিলেন তদনুসারে যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপ্তি হয় তাহার আয়োজন কর, এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া

স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেয়সী মহিষীগণকে কহিলেন,—আমি পুত্রের জন্য এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তোমরাও তদর্থ কৃতসঙ্কল্প হও। তখন মহারাজের এই অতিপ্রীতিকর মধুরবাক্যে সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী নৃপসুন্দরীদিগের মুখারবিন্দ বসন্তকালীন কমলের ন্যায় অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিল।

নবম সর্গ।

—০০—

সারথি সুমন্ত্র এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্জ্জনে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে মহারাজ! আপনি পুত্রার্থ ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠানে উপদিষ্ট হইলেন, কিন্তু আমি আপনার পুত্রসংক্রান্ত ইতিবৃত্ত পুরাণে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজন্! পূর্ব্বে ভগবান্ সনৎকুমার, ঋষিদিগের সন্নিধানে আপনার পুত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—তপোধনগণ! আমি শুনিয়াছি মহর্ষি কাশ্যপের বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন, ঋষ্যশৃঙ্গ নামে বিখ্যাত তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি পিতার যত্নে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া নিরন্তর বনে অবস্থান ও বনেই বিচরণ করিবেন। পিতার অনুবর্ত্তন ব্যতীত আর কাহাকেই জানিবেন না। শাস্ত্রে মুখ্য ও গৌণভেদে যে দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ আছে, প্রথিত আছে, এই মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্নি-

সেবা ও যশস্বী পিতার শুশ্রূষায় কালযাপন করিবেন। এই সময়ে অঙ্গদেশে অতি প্রতাপশালী মহাবল পরাক্রান্ত লোমপাদ নামে এক বিখ্যাত রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। এই নরপতির রাজোচিত ধর্ম্মের কোন ব্যতিক্রম বশতঃ সর্ব্বদেশ-ব্যাপক বহুকাল-স্থায়িনী সর্ব্বলোক-ভয়াবহ ঘোর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইবে। এইরূপ অনাবৃষ্টি নিবন্ধন মহীপতি লোমপাদ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বেদবিদ্যাবিৎ বিঘ্নপ্রতিকারক্ষম বিপ্রবর্গকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিবেন,—হে বিপ্রগণ! আপনারা সকলেই বিদ্যাবৃদ্ধ ও শ্রৌত কার্য্যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, বলুন আমাকে এই অনাবৃষ্টি প্রশমনের জন্য কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত বা নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে? নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সমস্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ বলিবেন,—মহারাজ! আপনি বিভাণ্ডক-তনয় মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে যে কোন উপায়ে স্বরাজ্যে আনয়ন করুন। হে মহীপাল! এই ঋষ্যশৃঙ্গ যথার্থ বেদার্থদর্শী ব্রাহ্মণ, ইহাঁকে আনাইয়া যথাবিহিত সংকার পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে আপনার দুহিতা শান্তাকে প্রদান করুন।

রাজা ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—কি উপায়ে তাদৃশ জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান, সুচরিত, তপোবল-সম্পন্ন মহর্ষিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিব। অনন্তর মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া পুরোহিত ও অমাত্য-গণকে তথায় যাইতে আদেশ করিবেন। অমাত্যগণ ও পুরো-হিত ইহাঁরা রাজার আদেশ শ্রবণে নিতান্ত কাতর হইয়া বহু-বিধ অনুনয় বিনয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক কহিবেন,—মহারাজ! আমা-দিগের অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আমরা ঋষি বিভাণ্ডকের

ভয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট যাইতে কোনরূপেই সাহসী নহি। অনন্তর তাঁহারা তাহার প্রকৃত উপায় স্থির করিয়া কহিবেন,—রাজন্! আমরা সেই ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিয়া দিব, তাহাতে কোন দোষও স্পর্শ করিবে না। তখন অঙ্গাধীশ্বর তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে একজন গণিকার সাহায্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি অঙ্গরাজ্যে আগমন করিলে, দেবরাজ প্রচুর বারি-বর্ষণ করিতে লাগিলেন; রাজা লোমপাদও তাঁহার সহিত স্বকীয় কন্যা শান্তার বিবাহ দিলেন। এক্ষণে সেই জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ আপনার পুত্রবিষয়ক মনোরথ পূর্ণ করিবেন। মহারাজ! আমি সনৎকুমারের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর রাজা দশরথ সুমন্ত্রের নিকট এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—সুমন্ত্র! অঙ্গাধিপতি যে উপায়ে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

দশম সর্গ

মন্ত্রী সুমন্ত্র, মহারাজ দশরথ কর্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—রাজন্! অঙ্গাধিপতি লোমপাদ যে উপায়ে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি; আপনি মন্ত্রিগণের সহিত শ্রবণ করুন। অঙ্গাধীশ্বর লোমপাদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুরোহিত ও অমাত্যগণ কহিলেন, আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন

করিবার নিমিত্ত যে উপায় স্থির করিয়াছি উহা কখন বিফল হইবার নহে।

ঋষ্যশৃঙ্গ বনচারী, নিরন্তর তপশ্চর্য্যা ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত। তিনি নারী ও বিষয়ভোগ সুখে একেবারেই অনভিজ্ঞ। অতএব আমরা তাঁহাকে অভিমত সর্ব্বপ্রাণীর চিত্তপ্রমাথী ইন্দ্রিয়ভোগ্য লোভনীয় পদার্থ দ্বারা প্রলোভিত করিয়া এই নগরীতে আনয়ন করিব। আপনি শীঘ্র তাহার আয়োজন করুন। পরম রূপলাবণ্যবতী বারবনিতারা বিচিত্র বস্ত্রাভরণে ভূষিতা হইয়া নানাবিধ উপাদেয় অন্নপানাদি হস্তে লইয়া গমন করুক। তাহারা অবশ্যই বিবিধ কৌশল দ্বারা মুগ্ধ করিয়া তাঁহাকে এখানে আনিতে পারিবে। রাজা তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া পুরোহিতকেই কহিলেন,—আপনিই তবে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন। পুরোহিত এ কার্য্য ব্রাহ্মণের অযোগ্য মনে করিয়া মন্ত্রিগণকে উহার অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রিগণ যথাযোগ্য আয়োজন করিয়া বারনারীদিগকে প্রেরণ করিলেন। বারনারীগণ মন্ত্রিদিগের আদেশে সেই ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রমের অনতিদূরে থাকিয়া ঋষিপুত্রের দর্শন প্রাপ্তির আশয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল। শান্তপ্রকৃতি ঋষিতনয় পিতৃবাৎসল্যে পালিত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে আশ্রমে নিরন্তর পিতৃ-সন্নিধানেই অবস্থান করিতেন, কদাচ আশ্রমের বাহিরে যাইতেন না। তিনি জন্মাবধি কোন স্ত্রী বা অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করেন নাই, নগর বা জনপদের কোন প্রাণীও তাঁহার কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অনন্তর একদা ঋষ্যশৃঙ্গ, যে স্থানে বারবিলাসিনীগণ বাস

করিতেছিল, যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তৎকালে বরাঙ্গনাগণ বিচিত্র বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া মধুর স্বরে গান করিতেছিল। গান করিতে করিতে ঋষিকুমারের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ব্রহ্মন্! আপনি কে? কাহার তনয়? কি কাজই বা করিয়া থাকেন এবং কি জন্য এই দূরতর অরণ্যে একাকী বিচরণ করিতেছেন? বলুন, এই সমুদায় জানিবার জন্য আমাদের নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। ঋষ্যশৃঙ্গ সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্বা কমনীয়-কান্তি রমণীদিগকে দেখিয়া প্রীতিবশতঃ স্বকীয় পরিচয় প্রদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন,—আমি বিভাণ্ডক নামা মহর্ষির ঔরসপুত্র, আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ, তপস্যা আমার কর্ম্ম, ইহা জগতে বিখ্যাত আছে। হে প্রিয়দর্শনগণ! এই বনে অদূরে আমাদের আশ্রম দেখা যাইতেছে, এক্ষণে আমাদের আশ্রমে চলুন, তথায় আপনাদের যথাবিধি পূজা করিব। ঋষিপুত্রের বচন শ্রবণে সকলেই আশ্রমদর্শনে অভিলাষিণী হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল। ঋষিপুত্র তাহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও ফলমূলাদি দ্বারা যথোচিত সংকার করিলেন। বারনারীরাও সেই ঋষিকুমারদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইল এবং ঋষি বিভাণ্ডকের ভয়ে শীঘ্র আশ্রম হইতে নির্গত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া কহিল, ভো বিপ্র! আপনি আমাদেরও এই সমস্ত সুস্বাদু ফল গ্রহণ ও অবিলম্বে ভোজন করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। তাহারা এই কথা বলিয়া সকলেই পরমানন্দ সহকারে ঋষিকুমারকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক

বিবিধ মোদক ও অন্যান্য উপাদেয় খাদ্য বস্তু তাঁহাকে প্রদান করিল। তেজস্বী ঋষিকুমার ঐ সমস্ত ভক্ষ্যবস্তু আহার করিয়া মনে করিলেন যাঁহারা চিরদিন আশ্রমে বাস করেন, এরূপ সুস্বাদু খাদ্য তাঁহাদের ভাগ্যে কখন ঘটে না। তখন সেই সমস্ত বারনারী বিভাণ্ডকের ভয়ে ভীত হইয়া এখন আমাদের ব্রত-চর্য্যার সময় উপস্থিত, এইরূপ অপদেশে মুনিকুমারকে সম্ভাষণ করিয়া আশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করিল। তাহারা প্রস্থান করিলে বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ অপ্রসন্ন-হৃদয়ে তাহাদের বিরহদুঃখে দুঃখিত ও নিতান্ত অধীর হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পরদিবসে বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ ঐ সকল পূর্ব্বদিনের ব্যাপার চিন্তন ও স্মরণ করিয়া যে স্থানে পরমা-লঙ্কার-ভূষিতা মনোহারিণী বারনারীদিগকে দেখিতে পাইয়া-ছিলেন, তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রমণীগণ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক কহিল,—সৌম্য! আসুন, আমাদের আশ্রমপদে আপনাকে লইয়া যাই। তথায় নানা প্রকার যথেষ্ট উপাদেয় ফলমূল আছে; তদ্দ্বারা আপ-নার ভোজনব্যাপার বিশেষরূপে সমাধা হইবে। ঋষ্যশৃঙ্গ রমণীগণের এই হৃদয়াকর্ষক বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের সহিত যাইতে সম্মত হইলেন। তখন নারীগণ তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। মহাত্মা বিপ্রশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ এইরূপে অঙ্গ দেশে উপনীত হইলে দেব-রাজ ইন্দ্র সহসা প্রভূত বারিবর্ষণ দ্বারা সমস্ত জীবলোককে প্রীত করিলেন।

এ দিকে রাজা লোমপাদ মহাতপা বিপ্রতনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে বৃষ্টির সহিত উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, সমাহিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং নিতান্ত বিনীতবেশে অর্ঘ্যাদি প্রদান দ্বারা যথোচিত সৎকার করিয়া প্রার্থনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন,—হে মহর্ষে! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি নিতান্ত অপরাধী হইলেও প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। মহারাজ লোমপাদ এক অসদুপায়ে মহর্ষিকে স্বরাজ্যে আনিয়াছেন বলিয়া অভিসম্পাত ভয়ে এইরূপ পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ও প্রসাদ প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া প্রশান্ত মনে স্বীয় দুহিতা শান্তাকে যথাবিধি দান করিয়া যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলেন। এইরূপে মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ সর্ব্ব সমৃদ্ধিতে সম্পন্ন হইয়া ভার্য্যা শান্তার সহিত অঙ্গ দেশে বাস করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ

মহারাজ! দেবপ্রবর বুদ্ধিমান্ সনৎকুমার এই প্রসঙ্গে পরিশেষে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই হিতকর বাক্য আমার নিকট পুনরায় শ্রবণ করুন। তিনি কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশে পরমধার্ম্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীমান্ দশরথ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। অঙ্গরাজতনয় লোমপাদের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মিবে। লোমপাদের শান্তা নাম্নী এক ভাগ্যবতী কন্যা হইবে। যশস্বী রাজা দশরথ এক সময়ে অঙ্গাধিপতির নিকট

গমন করিয়া প্রার্থনা বাক্যে কহিবেন,—হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি সন্ততি বিহীন। এক্ষণে বংশধর সন্তানের নিমিত্ত আমি এক যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করিয়াছি। তোমার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে সেই যজ্ঞে ব্রতী হইতে আদেশ কর, তাহা হইলে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। পরম সুহৃদ্ রাজা দশরথের এই বাক্য শ্রবণে ধীরপ্রকৃতি লোমপাদ মনে মনে "ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য" স্থির করিয়া পুত্র কলত্রের সহিত জামাতাকে তদীয় হস্তে অর্পণ করিবেন। রাজা দশরথ তাহাকে পাইয়া নিশ্চিন্তমনে ও হৃষ্টান্তঃকরণে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। যশোলিপ্সু ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দশরথ, পুত্র ও স্বর্গ কামনায় কৃতাঞ্জলি পুটে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে ঐ যজ্ঞে বরণ করিবেন। ঋষ্যশৃঙ্গ হইতে সেই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ পূর্ণ হইলে, তাঁহার বংশধর ত্রিলোক বিখ্যাত অতুল বিক্রমশালী চারি পুত্র উৎপন্ন হইবে। মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে ভগবান সনৎকুমার আমার সমক্ষে ঋষিদিগের সন্নিধানে এইরূপ বলিয়াছিলেন। অতএব হে রাজন্! আপনি বলবাহনের সহিত স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে পরম সমাদরে অনয়ন করুন।

রাজা দশরথ মন্ত্রিবর সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠকে সুমন্ত্র বাক্য আদ্যোপান্ত নিবেদন ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অমাত্য ও রাজমহিষীদিগের সহিত অঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। অনন্তর নানা জনপদ, নদ, নদী ও বনভাগ অতিক্রম করিয়া অঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় লোমপাদ সমীপে সমাসীন প্রদীপ্ত হুতাশনেব ন্যায় তেজস্বী ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখিতে পাই-

লেন। লোমপাদ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া বন্ধুত্ব নিবন্ধন পরম সমাদরে যথোচিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া "ইনি আমার পরম সখা" এই কথা বলিয়া স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গও তাঁহার পরিচয় পাইয়া যথা বিধি সংকার করিলেন।

এইরূপে নরনাথ দশরথ যথেষ্ট সমাদৃত হইয়া, রাজা লোমপাদের সহিত সাত আট দিবস একত্র বাস করিয়া কহিলেন,—রাজন্! সখে! আমি এক সুমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে তদুপলক্ষে তোমার কন্যা শান্তাকে স্বামি ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত আমার আলয়ে গমন করিতে হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদর্শন পূর্ব্বক জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন,—বৎস! তুমি আমার পরম সখা মহারাজের রাজধানী আযোধ্যা নগরীতে ভার্য্যার সহিত গমন কর। ঋষিপুত্রও "তথাস্তু" বলিয়া শ্বশুর বাক্যে সম্মত হইলেন।

অতঃপর রাজার আদেশে ঋষিতনয় অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলে, মহারাজ দশরথও প্রীতিপূর্ব্বক প্রিয় সুহৃৎ অঙ্গাধিপতিকে সম্ভাষণ করিয়া তদীয় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নির্গমনকালে উভয়েই স্নেহভরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন; তৎকালে প্রিয়সম্ভাষণ নিবন্ধন উভয়েরই আর আনন্দের সীমা রহিল না। মহারাজ দশরথ নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দ্রুতগামী দূত প্রেরণ দ্বারা নগরবাসী জনগণকে আদেশ দিলেন,—তাঁহারা যেন অবিলম্বে সমস্ত নগর ধূপ-সুবাসিত, জলসিক্ত, মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত করিয়া

ধ্বজা পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া রাখেন। পুরবাসিগণ রাজার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ সহকারে সমস্ত রাজধানী সুসজ্জিত করিলেন। অনন্তর মহারাজ দশরথ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে শঙ্খ-দুন্দুভি প্রভৃতি মঙ্গলবাদ্যে নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বামনকে লইয়া স্বর্গলোকে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইন্দ্রসখা নররাজ সেইরূপ ঋষ্যশৃঙ্গকে পরম সমাদরে স্বনগরে আনয়ন করিতেছেন দেখিয়া নাগরিক লোকের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর রাজা ইহাঁকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া যথাশাস্ত্র অর্চ্চনা করিলেন এবং তাঁহার আগমনে আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরনারীগণও সেই বিশালাক্ষী শান্তাকে ভর্ত্তার সহিত সমাগতা দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহীপতি দশরথ ও তদীয় অন্তঃপুরবাসিনী সিমন্তিনীদিগের দ্বারা সমাদৃতা হইয়া শান্তা স্বামীর সহিত পরমসুখে তথায় কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর বহুদিন অতীত হইলে জনমনোহর বসন্তকাল সমাগত হইল। তখন রাজা যজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষী হইয়া সেই দেবপ্রভাব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণামপূর্ব্বক বংশরক্ষার্থ

সন্তান কামনায় যজ্ঞারম্ভ করিতে অনুরোধ করিলেন। মহর্ষিও "তথাস্তু" বলিয়া মহারাজ দশরথকে কহিলেন,—রাজন্! আপনি যজ্ঞীয় সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর আহরণ, অশ্ব মোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করুন। রাজা দশরথ তখন সুমন্ত্রকে কহিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক্ সমুদায়, সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য যে সকল দ্বিজগণ যজ্ঞকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী তাহাদিগকে আনয়ন কর। ক্ষিপ্রকারী সুমন্ত্র, রাজার আদেশমাত্রেই ত্বরিত গমনে প্রস্থান করিয়া সমস্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজা তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া ধর্ম্মার্থসঙ্গত যুক্তিযুক্ত মধুর বাক্যে কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অনপত্যতা-নিবন্ধন আমি নিতান্ত সন্তপ্ত হৃদয়ে কালযাপন করিতেছি, কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না; অতএব এক্ষণে পুত্র-কামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব ইহাই আমার বাসনা। এই ঋষিপুত্রের প্রভাবে আমার সেই মনোরথ পূর্ণ হইবে, আপনারা অনুমোদন করুন।

রাজার মুখ নিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণেরা রাজাকে যথেষ্ট সাধুবাদ প্রদানে অভিনন্দন করিলেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কহিতে লাগিলেন,—রাজন্! আপনি যজ্ঞীয় সম্ভার আহরণ, অশ্বমোচন এবং সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করুন। আপনি এই যজ্ঞের ফলে নিশ্চয়ই অমিত বিক্রম চারিটী পুত্র লাভ করিবেন। পুত্রের নিমিত্ত যখন আপনার এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে তখন

অবশ্যই মনস্কামনা ফলবতী হইবে তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। রাজা এই ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন। তখন তিনি আনন্দভরে অমাত্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে অমাত্যগণ! তোমরা গুরুদেবদিগের আজ্ঞানুসারে সমস্ত যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রীর আয়োজন কর। রক্ষণসমর্থ রাজপুত্রগণ দ্বারা সুরক্ষিত এক অশ্ব মোচন কর। এক জন প্রধান পুরোহিত উহার অনুসরণ করিবেন। তৎপরে সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইবে। শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে বিঘ্নবিনাশন শান্তিকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হউক। দেখ, এই যজ্ঞে নৃপতি মাত্রেরই অধিকার নাই, কারণ,এই যজ্ঞে অনুষ্ঠানদোষে নানা বিপত্তির সম্ভাবনা। সকলের পক্ষে ইহা সুখ সাধ্যও নহে। তদ্ভিন্ন যজ্ঞতন্ত্রবিৎ ব্রহ্মরাক্ষসগণ সতত ইহার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে, আর কোনরূপে যদি যজ্ঞের বিপর্য্যয় ঘটে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠাতা ও ঋত্বিক্ উভয়েই বিনষ্ট হয়। অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক সমাপ্ত হয়, তজ্জন্য তোমরা বিশেষ সাবধান হও। আমি জানি তোমরা সকলেই এ বিষয়ে বিলক্ষণ দক্ষ। রাজার এই বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া মন্ত্রিগণ "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ রাজার বাক্য আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া তাঁহার যথেষ্ট স্তুতিবাদপূর্ব্বক তদীয় অনুমতি গ্রহণান্তে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রস্থান করিলে মহামতি রাজা সন্নিহিত মন্ত্রিবর্গকে বিদায় দিয়া স্বয়ং স্বালয়ে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

পুনরায় বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে এক বৎসর পূর্ণ হইল। তখন মহাবীর্য্য রাজা দশরথ পুত্র-ফল কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থ মহর্ষি বশিষ্ঠ সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার এবং তদীয় পত্নী অরুন্ধতীর চরণে প্রণিপাত ও যথা বিধি অর্চ্চনা করিয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন,—ভগবন্! আপনি এখন আমার যজ্ঞে যথাবিধি ব্রতী হইয়া যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদন করুন এবং যজ্ঞাঙ্গ সম্বন্ধে যাহাতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি আমার স্নিগ্ধ বন্ধু ও পরম গুরু, সুতরাং এই যজ্ঞের সমস্ত ভারই আপনাকে বহন করিতে হইবে। মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজার বাক্যে সম্মতি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন,—মহারাজ! অপনি যেরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, তৎসমুদায় আমি অবশ্যই সম্পাদন করিব।

অনন্তর তিনি যজ্ঞকর্ম্ম নিপুণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, স্বকার্য্য কুশল স্থবির ধার্ম্মিক স্থপতি, আসমাপ্তি কর্ম্মক্ষম ভৃত্য, শিল্পী, তক্ষক, খনক, গণক, চর্ম্মশিল্পী, নট, নর্ত্তক এবং বহু শাস্ত্রবিশারদ পবিত্র স্বভাব পুরুষদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—দেখ, তোমরা সকলে মহারাজের আজ্ঞানুসারে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত হও। শীঘ্র বহু সহস্র ইষ্টক আনয়ন কর। মহীপালদিগের বাসোপযোগী আবাস গৃহ নির্ম্মাণ কর এবং ঐ

সমুদায় গৃহ বহুবিধ সুস্বাদু অন্নপানাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রাখ। ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত মহাবাত বৃষ্টি নিবারণক্ষম শত শত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বহুবিধ ভক্ষ্যভোজ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া রাখ। দেখ, যজ্ঞ দর্শনার্থ অসংখ্য জনগণ আগমন করিবেন, তাঁহাদের নিমিত্তও বিস্তর আবাসস্থানের প্রয়োজন হইবে। সুদূর প্রদেশ হইতে সমাগত নৃপতিবর্গের জন্য পৃথক পৃথক বাসস্থান, অশ্বশালা, হস্তিশালা এবং বিদেশী ও স্বদেশী যোদ্ধাদিগের জন্য বহুবিধ খাদ্য দ্রব্য ও স্পৃহণীয় বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখ। যজ্ঞস্থলে চতুর্ব্বর্ণ লোকেরই সমাগম হইবে, তাহাদিগকে যথাবিহিত সৎকার পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে উত্তম অন্ন প্রদান করিবে; তাঁহারা যেন সকলেই আদর পাইলাম মনে করিতে পারেন, এইরূপে সমাদর প্রদর্শন করিবে। কামক্রোধাদি বশতঃ যেন কোনরূপে অবজ্ঞা করা না হয়।

এদিকে যে সকল পুরুষ ও শিল্পিগণ যজ্ঞ সংক্রান্ত কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিবে, তাহাদিগকে পদমর্য্যাদানুসারে সৎকার করিবে। কারণ যাহারা প্রার্থনাধিক অর্থ ও ভোজন লাভে সম্প্রীত হয়, তাহাদিগের দ্বারা সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং কোন কার্য্যেরই কিঞ্চিন্মাত্রও বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তোমরা এক্ষণে প্রীত-মনে যাহাতে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তাহার বিধান কর।

অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে কহিল,—ভগবন্! আমরা আপনার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সুচারু-

রূপে নির্ব্বাহ করিব, তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটী হইবে না। অতঃপর যাহা যাহা বলিবেন তাহাও আমরা সম্যক্‌রূপে সমাধা করিব, তদ্বিষয়েও কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি পৃথিবীতে যে সকল ধার্ম্মিক মহীপাল আছেন, তাঁহাদিগকে এবং ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস এবং সর্ব্বদেশে সমস্ত মানবকেই আদর পূর্ব্বক আনয়ন কর। মহাভাগ সত্যবাদী মহাবীর মিথিলাপতি জনককে তুমি স্বয়ং যাইয়া বহু সম্মান পূর্ব্বক আনয়ন কর। কেন না, তিনি আমাদের চিরন্তন সুহৃদ্, সেই জন্যই আমি তাঁহার নাম প্রথমে নির্দ্দেশ করিতেছি। পরে আমাদের প্রিয়বন্ধু সতত প্রিয়ম্বদ দেবতুল্য সদাচারী কাশীরাজকে তুমি স্বয়ং যাইয়া আনয়ন করিবে।

অতঃপর আমাদের মহারাজের শ্বশুর পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধ কেকয়াধিপতিকে সপুত্র আহ্বান কর। পরে তেজস্বী কোশল রাজ, মহারাজের প্রিয় বয়স্য মহাযোদ্ধা যশস্বী অঙ্গাধিপতি লোমপাদ, মহাবীর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মগধেশ্বর, ইহাঁদিগকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আনয়ন কর। পূর্ব্বদেশীয়, সিন্ধুদেশীয় এবং সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য দেশের সমস্ত রাজন্যগণকে মহারাজের নিদেশানুসারে আনয়ন কর। এতদ্ভিন্ন এই পৃথিবীতলে যে সমুদায় মিত্র রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে অনুচর ও বন্ধুবান্ধবের সহিত শীঘ্র আনয়ন কর। সম্প্রতি রাজাজ্ঞায় ইহাঁদিগের নিকট যথাযোগ্য দূত সমুদায় প্রেরণ কর।

মহর্ষি বশিষ্ঠের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্র ভূপতিগণের আনয়নের নিমিত্ত অবিলম্বে কার্য্য কুশল দূতগণকে আদেশ করিলেন এবং আপনিও মুনির আদেশে নৃপতি বিশেষের নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত সত্বর গমনে নির্গত হইলেন। এই সময়ে কার্য্য নির্ব্বাহক ভৃত্যেরা আসিয়া ধীমান্ বশিষ্ঠকে নিবেদন করিল, আমাদের উপর যে সকল যজ্ঞীয় দ্রব্যের ভার ছিল, তৎসমুদায়ই প্রস্তুত হইয়াছে। তখন মহর্ষি নিরতিশয় প্রীত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন,—দেখ, তোমরা অনাদর বা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কাহাকেও কোন দ্রব্য দান করিবে না। অবজ্ঞাকৃত দান দাতাকে বিনাশ করে, ইহাতে সংশয় নাই।

অনন্তর কএক দিবসের মধ্যেই নিমন্ত্রিত ভূপালগণ মহারাজ দশরথকে উপহার প্রদানার্থ প্রচুর ধন রত্ন লইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠ যার পর নাই প্রীত হইয়া রাজাকে কহিলেন,—রাজন্! আপনার আদেশে সমস্ত ভূপতি উপস্থিত হইয়াছেন, আমিও তাঁহাদিগের যথোপযুক্ত সৎকার করিয়াছি। রাজপুরুষেরা বিশেষ যত্ন সহকারে যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়াছে। এক্ষণে আপনি সন্নিহিত যজ্ঞ-ভূমিতে চলুন, যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে। যজ্ঞমণ্ডপের চতুর্দ্দিকে অভীপ্সিত যে সকল উপকরণ দ্রব্যজাত বিন্যস্ত রহিয়াছে, উহা দেখিলেই মনোরথকল্পিত বলিয়াই মনে হয়; আপনি স্বয়ং যাইয়া অবলোকন করুন। তখন জগৎপতি দশরথ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের বচনানুসারে শুভ নক্ষত্রযুক্ত দিবসে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পরে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-

গণ যজ্ঞভূমিতে গমনপূর্ব্বক মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া যথাশাস্ত্র যজ্ঞ কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। শ্রীমান্ রাজা দশরথও পত্নীগণের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

—০০—

অনন্তর সংবৎসর কাল পূর্ণ হইলে, সেই অশ্ব প্রত্যাগমন করিলে সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। মহাত্মা রাজা দশরথের এই মহাযজ্ঞে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া, কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। যাজকগণ শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি যথান্যায় স্ব স্ব ক্রমানুবর্ত্তী হইয়া, কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণোক্ত প্রবর্গ্যনামক কর্ম্মবিশেষ ও উপসদনামক ইষ্টিবিশেষ যথাবিধি সমাপন করিয়া, পরে অতিদেশপ্রাপ্ত শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্য্যগুলি শেষ করিলেন। অনন্তর মুনিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে দেবগণকে পূজা করিয়া, প্রাতঃ সবনাদিকার্য্য যথাবিধি আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হইল; এই সময়ে রাজা পবিত্র হৃদয়ে উপলখণ্ড দ্বারা সোমলতা হইতে নির্য্যাস নিঃসারিত করিলেন। অনন্তর মধ্যন্দিনসবন, তৎপরে তৃতীয় সবন যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইল। তৎকালে ঋষ্যশৃঙ্গাদি মহর্ষিগণ সুশিক্ষিত মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণ অতি মধুর সামগান

ও স্নিগ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা দেবগণকে আহ্বান করিয়া, হবির্ভাগ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই যজ্ঞে কোন কার্য্যেরই অন্যথা অথবা অজ্ঞানতঃ একটী কর্ম্মও পরিত্যক্ত হইল না। দেখিতে পাওয়া গেল, ইহাঁর সমস্ত কার্য্যই মন্ত্রপূত হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত হইতে লাগিল। যজ্ঞানুষ্ঠান দিবসে ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে একটিকেও স্বকার্য্যে শ্রান্ত বা ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া লক্ষিত হইল না। ইহাঁদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্ত প্রত্যেকের অন্যূন একশত অনুচর নিযুক্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই অপণ্ডিত ছিলেন না।

যজ্ঞস্থলে দ্বিজাতিগণ, শূদ্র, তাপস ও সন্ন্যাসী সকলেই ভোজন করিতে লাগিলেন। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি-মাত্রেই নিরন্তর আহার করিতে লাগিল। কিন্তু ভোজ্য-বস্তুর প্রাচুর্য্য উপাদেয়তা ও পারিপাট্য দর্শনে উদর পূর্ত্তি হইলেও কাহার ভোজন স্পৃহা প্রশমিত হইল বলিয়া উপলব্ধি হইল না। তথায় কেবল অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, দাও দাও কথা সকলেরই মুখে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। পরি-চারকেরাও যাহার যেরূপ প্রার্থনা তাহাই অকুণ্ঠিত হৃদয়ে প্রদান করিতে লাগিল। যজ্ঞস্থলে প্রতি দিনই সুসিদ্ধ অন্ন-রাশি পর্ব্বতাকারে প্রস্তুত হইতে লাগিল। অসংখ্য নর নারীগণ নানা দিগ্‌ দেশ হইতে যজ্ঞদর্শনার্থে সমাগত হইয়া, অন্নপানে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণগণ সুস্বাদু ও সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিয়া সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—অহো! আমরা যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, আপনার মঙ্গল হউক। রাজা এই কথা চতুর্দ্দিক্‌ হইতে

শুনিতে লাগিলেন। পরিবেষ্টা পুরুষেরা সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করিতে লাগিল। অন্যান্য পরিচারকগণ উজ্জ্বলমণিময় কুণ্ডল ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের সহায়তা করিতে লাগিল। সুবক্তা, সুধীর ব্রাহ্মণগণ এক সবন সমাপন ও দ্বিতীয় সবনারম্ভের প্রাক্কালে পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া, নানা হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক ঘোর বাদ বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। সেই সমস্ত যজ্ঞকার্য্যকুশল বিপ্রবর্গ শাস্ত্রীয় বাক্যে প্রেরিত হইয়া, প্রতিদিনই সমস্ত কার্য্য· যথাবিধি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, বহুশাস্ত্রে যাঁহাদের পার-দর্শিতা নাই, ব্রতানুষ্ঠান হীন এবং সংশয় উপস্থিত হইলে যাঁহারা তর্কবিতর্ক দ্বারা মীমাংসা করিতে অক্ষম, তাদৃশ কোন ব্যক্তিই মহারাজ দশরথের সেই মহাযজ্ঞে সদস্যপদে ব্রতী হইতে পারেন নাই। এই মহাযজ্ঞে বিল্ব নির্ম্মিত ছয়, খদির নির্ম্মিত ছয়, পলাশ নির্ম্মিত ছয়, শ্লেষ্মাতক নির্ম্মিত এক এবং দেবদারু দ্বারা নির্ম্মিত, বিস্তৃত দ্বিবাহু পরিমিত দুইটি যূপ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সমস্ত যূপ অষ্টকোণ বিশিষ্ট মসৃণ ও সুদৃঢ়। শিল্পশাস্ত্রজ্ঞ ও যজ্ঞশাস্ত্রবিশারদ পুরুষদিগের দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে যূপোৎক্ষেপণ কাল উপস্থিত হইলে, যজ্ঞের শোভা সম্পাদনার্থ একবিংশতি অরত্নি-পরিমিত একবিংশতি সংখ্যক্ যূপের প্রত্যেকটীকে বস্ত্র ও সুবর্ণজালে মণ্ডিত করিয়া যথাবিধি বিন্যস্ত হইল। অতঃপর ঐ বিন্যস্ত যূপসমুদায় গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চিত হইলে, স্বর্গ-লোকে দীপ্তিমান্ সপ্তর্ষির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

এই যজ্ঞের কুণ্ডনির্ম্মাণার্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণানুরূপ ইষ্টক সমুদায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদ্দ্বারা সেই যজ্ঞমণ্ডপমধ্যে শিল্পকার্য্যকুশল ব্রাহ্মণগণ অগ্নির আধারভূত অগ্নিকুণ্ড গ্রথিত করিলেন। ঐ ত্রিকোণাকার অষ্টাদশ হস্ত পরিমিত অগ্নিকুণ্ড সুবর্ণময় ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত হওয়াতে সুবর্ণপক্ষ গরুড়ের ন্যায় আকার ধারণ করিল। ব্রাহ্মণগণ ঐ কুণ্ডে বহ্নি স্থাপন করিলেন। শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবোদ্দেশে যে সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন বলির নির্দ্দেশ আছে, তদনুসারে বিভিন্ন প্রকার পশু, পক্ষী, জলচর, উরগ ও যজ্ঞীয় অশ্ব সংগৃহীত হইয়া তিনশত পশু যূপসমুদায়ে বদ্ধ হইল। অনন্তর শামিত্রকর্ম্ম উপস্থিত হইলে ঋত্বিক্‌গণ শাস্ত্রানুসারে ইন্দ্রাদি দেবোদ্দেশে ঐ সমুদায় বলি প্রদান করিলেন। পরে মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠা মহিষী দেবী কৌশল্যা হৃষ্টচিত্তে যূপনিবদ্ধ অশ্বরত্নের প্রোক্ষণাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া, তিন খানি খড়্গ দ্বারা তাহাকে ছেদন করিলেন। তখন তিনি ধর্ম্মকামনা করিয়া সুস্থচিত্তে সেই পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত তথায় একরাত্রি বাস করিলেন। অনন্তর হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতৃগণ, মহিষী কৌশল্যা এবং রাজার বৈশ্য পত্নী ও শূদ্র পত্নীকে অশ্বসমীপে স্থাপন করিয়া দিলেন। তখন শ্রৌতকর্ম্মপটু, জিতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ সেই পক্ষযুক্ত অশ্ব হইতে বশা উদ্ধার করিয়া তদ্দ্বারা যথাশাস্ত্র আহুতি প্রদান করিলেন। এই সময়ে রাজা স্বীয় পাপ বিনাশার্থ শাস্ত্রানুসারে সেই বশাগন্ধ ধূম আঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর ষোড়শ সংখ্যক ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ অশ্বের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। অন্যান্য

যজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য অশ্বত্থ শাখায় লইয়া প্রদান করিতে হয়, কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে বেতসদণ্ড দ্বারা হবনীয় বস্তু গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হয়। কল্পসূত্র ও ব্রাহ্মণে নির্দ্দিষ্ট আছে, এই যজ্ঞ তিন দিনে সম্পন্ন করিতে হয়। উহার প্রথম দিনে চতুষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে উকথ, তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র হোম অনুষ্ঠান করিয়া পরে শাস্ত্রানুসারে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অতিরাত্র, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ এবং আপ্তোর্যাম, এই সমস্ত মহাযজ্ঞ এই অশ্বমেধযজ্ঞে সম্পাদিত হইল। কুলবর্দ্ধন রাজা দশরথ তখন হোতাকে পূর্ব্বদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিম দিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্ এবং উদ্গাতাকে উত্তর দিক্, দক্ষিণারূপে প্রদান করিলেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বয়ং এইরূপ দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন শ্রীমান্ দশরথ ঋত্বিক্‌গণকে সমস্ত পৃথিবী দান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

অনন্তর ঋত্বিক্ সমুদায় সেই মুক্তপাপ রাজা দশরথকে কহিলেন,—মহারাজ! এই সমস্তপৃথিবী রক্ষা করিতে একমাত্র আপনিই সমর্থ। আমাদের ভূমিতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, আমরা উহা পালন করিতেও যোগ্য নহি। বিশেষতঃ আমরা সতত বেদাধ্যয়নে আসক্ত, অতএব হে মহীপাল! আমাদের ভূমির নিষ্ক্রয়স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করুন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! উহা মণি, রত্ন, সুবর্ণ, ধেনু, অথবা যাহা কিছু সঙ্গত হয় তাহাই আমাদিগকে প্রদান করুন। পৃথিবীতে আমাদের প্রয়োজন নাই। সেই বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক

এইরূপে অভিহিত হইয়া নরপতি দশরথ তাহাদিগকে দশ লক্ষ গাভি, শতকোটি সুবর্ণ, উহার চতুর্গুণ রজত দান করিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ সকলে মিলিত হইয়া ঐ সমস্ত ধন সম্পত্তি বিভাগার্থ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ ও ধীমান্ বশিষ্ঠের নিকট প্রদান করিলেন। বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ ন্যায়ানুসারে সমস্ত বিভাগ করিয়া প্রদান করিলে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—মহারাজ! আমরা এই দক্ষিণা লাভে যারপর নাই প্রীত হইলাম।

অনন্তর রাজা অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে কোটি সংখ্যক সুবর্ণ দান করিলেন। এই সময়ে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া, তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা করিল, তখন তিনি অন্য ধনের অসঙ্গতি নিবন্ধন স্বীয় অত্যুত্তম হস্তাভরণ তাহাকে প্রদান করিলেন। এইরূপে সমস্ত ব্রাহ্মণ প্রচুর অর্থলাভে প্রীত হইলে দ্বিজবৎসল দশরথ হর্ষনির্ভর হৃদয়ে তাঁহাদিগকে যথাবিধি প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই ধরণীপতিত প্রণতিপর উদার মহীপতিকে বহুবিধ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ দশরথ কলুষবিনাশন স্বর্গফলপ্রদ, অন্যদুষ্কর অশ্বমেধ সমাপন করিয়া প্রীতমনে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন,—হে সুব্রত! এক্ষণে আমার বংশবর্দ্ধক কর্ম্ম আপনি আরম্ভ করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন,—মহারাজ! আমি তাহা করিতেছি, আপনার কুলধুরন্ধর চারিটী পুত্র অবশ্য হইবে। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পবিত্র হৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক মহাত্মা রাজা অতুল আনন্দ লাভ করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

—oo—

অনন্তর বেদজ্ঞ, মেধাবী, ঋষ্যশৃঙ্গ কিঞ্চিৎকাল ধ্যান করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া দশরথকে কহিলেন,—রাজন্! আমি আপনার পুত্রের নিমিত্ত অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা কল্পসূত্রানুসারে অবশ্যফলপ্রদ পুত্রেষ্টি যাগের অনুষ্ঠান করিব। পরে মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ কল্পসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই যজ্ঞে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে দেবগণ সেই সভায় সমবেত হইয়া সর্ব্বলোকস্রষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে কহিলেন,—ভগবন্! আপনার বরপ্রসাদে রাবণ নামে এক রাক্ষস বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগকে নিরন্তর যাতনা দিতেছে, তাহার শাসন করিবার সামর্থ্য আমাদের কাহার নাই। ভগবন্! আপনি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বরপ্রদান করিয়াছেন, আমরা সেই সর্ব্বদেবের অবধ্যরূপ বর প্রতিপালন করিয়া তৎকৃত সমস্ত অত্যাচারই সহ্য করিয়া আসিতেছি। সেই দুর্ম্মতি ত্রিলোক ব্যথিত করিতেছে, শ্রীমান্ লোকের হিংসা করে, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রদেবকেও পরাভব করিতে অভিলাষ করে। অধিক কি, আপনার বরপ্রভাবে সে, দুর্দ্ধর্ষ ও অন্ধ হইয়া শান্তস্বভাব ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ব্রাহ্মণ ও গ্রহগণকেও নির্য্যাতন করিতেছে। ইহার ভয়ে সূর্য্য আর প্রখর কর বর্ষণ করিতে পারেন না, বায়ু তাহার পার্শ্বে বেগে সঞ্চরণ করিতে পারেন না, ভীষণ ঊর্ম্মিমালাতরঙ্গিত স্বভাবচপল

সমুদ্রও তাহাকে দেখিলে অমনি নিস্পন্দ হইয়া পড়েন। অতএব সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস হইতে আমাদের বিষম ভয় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে হে ভগবন্! কিরূপে তাহার সংহার হইবে তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন। এইরূপে সমস্ত দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া ভগবান্ লোকপিতামহ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—দেবগণ! আমি সেই দুরাত্মার বধোপায় স্থির করিয়াছি।

পূর্ব্বকালে সে আমার নিকট, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস-গণের মধ্যে কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না বলিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিল; আমিও তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়াছি, কিন্তু সে অবজ্ঞা বশতঃ মানুষের নামও উল্লেখ করে নাই, এক্ষণে সে মানুষের হস্তেই নিহত হইবে। অন্য হইতে তাহার নিধন নাই। ব্রহ্মার মুখে এই প্রীতিকর কথা শুনিয়া দেবগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে শঙ্খচক্র গদাধারী পীতবসন জগৎপতি বিষ্ণু গরুড়াসনে আসীন হইয়া, মেঘবাহন ভাস্করের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই তপ্তকাঞ্চন কেয়ূরভূষণ সমুজ্জ্বলকান্তি হরিকে সমাগত দেখিয়া দেবগণ তাঁহার স্তুতিগান করিতে লাগিলেন। দেব-কার্য্যতৎপর ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া তথায় সমাসীন হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্তুতি পাঠ করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! আমরা জগতের হিতসাধনোদ্দেশে আপনাকে কোন কার্য্যভার অর্পণ করিব। উহা একমাত্র আপনারই সাধ্যায়ত্ত, সুতরাং আমাদের দুঃখ মোচনের নিমিত্ত তাহা আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

হে প্রভো! আপনি আত্মাকে চতুর্দ্ধাবিভক্ত করিয়া এই ধর্ম্মপরায়ণ বদান্য মহর্ষিসম তেজস্বী অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তি সদৃশী তিনটী ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পুত্রত্ব স্বীকার করুন। এইরূপে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া অতিপ্রবৃদ্ধ লোককণ্টক দেবগণের অবধ্য রাক্ষস রাবণকে সমরে সংহার করুন। সেই মূর্খ রাক্ষস বীর্য্যমদে উদ্রিক্ত হইয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও ঋষিগণকে পীড়ন করিতেছে। গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও অপ্সরোগণ নন্দনকাননে বিহার করিতেছিল, পামর রুদ্রমূর্ত্তিতে আসিয়া তাহাদিগকেও সংহার করিয়াছে। এক্ষণে তাহার বিনাশবাসনায় আমরা মুনিদিগের সহিত আপনার শরণাগত হইয়াছি। হে দেব! আপনিই আমাদের পরম গতি, আপনিই আমাদের তপোলব্ধ পরম ধন। আপনি সেই দেবশত্রু রাবণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নরলোকে অবতীর্ণ হউন।

এইরূপে আরাধ্যমান হইয়া সর্ব্বলোকপূজিত দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন,—দেবগণ! তোমরা ভয় পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হইবে, তোমাদের হিতের নিমিত্ত সেই ক্রূর, দুর্দ্ধর্ষ, দেব ও ঋষিগণের ভয়াবহ রাবণকে পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি ও অমাত্যের সহিত নিধন করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর মর্ত্ত্যলোকে বাস করিব এবং রাজ্য পালন করিব। মহাত্মা দেবাধিদেব বিষ্ণু এইরূপে দেবগণকে বরপ্রদান করিয়া মনুষ্যলোকে স্বকীয় জন্মভূমির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পদ্মপলাশ লোচন ভগবান্ বিষ্ণু আপনাকে চারি

অংশে বিভাগ করিয়া রাজা দশরথকে পিতৃত্বে স্বীকার করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, রুদ্র ও অপ্সরোগণ দিব্যস্তুতিগীতি দ্বারা সেই মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেবেশ! তুমি সেই বরদর্পিত উগ্রতেজা দেবেন্দ্রশত্রু ত্রিলোকতাপী, সাধু ও তপস্বীদিগের কণ্টক, নিরীহজনের ভয়াবহ রাবণকে সমূলে উন্মূলিত কর। হে সুরেন্দ্র! তুমি সেই উগ্রপৌরুষ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর রাবণকে বলবান্ধবের সহিত বিনাশ করিয়া নিরুদ্বিগ্ন হৃদয়ে রাগদ্বেষাদি হীন আত্মরক্ষিত বৈকুণ্ঠ ধামে আগমন কর।

ষোড়শ সর্গ।

—০০—

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ, রাবণ বধের উপায় স্বয়ং পরিজ্ঞাত হইলেও দেবগণের মনস্তুষ্টি সাধনার্থ তাঁহাদিগকে মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবগণ! আমি কি উপায়ে সেই ঋষিকণ্টক দশকণ্ঠকে বিনাশ করিব; তোমরা তাহার কি স্থির করিয়াছ? তখন অমরগণ সেই অনাদি অনন্ত বিষ্ণুকে কহিলেন,— ভগবন্! এক্ষণে আপনাকে মানুষরূপ ধারণ করিয়া সমরাঙ্গনে সেই দুরন্ত রাক্ষসকে সংহার করিতে হইবে। হে অরিন্দম! পূর্ব্বকালে সেই দুরাত্মা রাক্ষস, দীর্ঘকাল ধরিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। সর্ব্বলোকস্রষ্টা আদিপুরুষ ব্রহ্মা তাহার সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জীব হইতে তাহার প্রাণের

ভয় নাই বলিয়া বরপ্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে সে মানুষকে অবজ্ঞাই করিয়াছিল। এক্ষণে সে লোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া ত্রিলোক উৎসন্ন ও স্ত্রীলোকদিগকেও যারপর নাই লাঞ্ছনা প্রদান করিতেছে। অতএব মানুষ হইতেই তাহার নিধন হইবে ইহা আমরা স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তখন পরমাত্মরূপী বিষ্ণু দেবগণের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথকেই পিতৃত্বে স্বীকার করিলেন। তৎকালে অরিসূদন অপুত্রক 'রাজা দশরথ পুত্র লাভ বাসনায় পুত্রেষ্টি যাগ করিতেছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন কৃতনিশ্চয় হইয়া মহর্ষি ও দেবগণের পূজাগ্রহণ ও পিতামহ ব্রহ্মাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর যাগকর্ত্তা রাজা দশরথের যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে মহাবীর্য্য কৃষ্ণকায় রক্তাম্বরধারী আরক্তবদন মহাবল দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রদীপ্ত অনল শিখার তুল্য অতি জ্যোতিষ্মান্ দিব্যালঙ্কার ভূষিত এক মহাপুরুষ দিব্যপায়স পূর্ণ, রজতময় আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, তপ্তকাঞ্চনময় এক প্রশস্তপাত্র বিপুল বাহুযুগলদ্বারা স্বয়ং ধারণ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইহাঁর কলেবর সিংহের ন্যায় চিক্কণ লোমে আবৃত, মুখমণ্ডল' শ্মশ্রুজালে বিমণ্ডিত, কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর, পদক্ষেপ দৃপ্তশার্দ্দূলের ন্যায়। তিনি শৈল শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত ও দিব্যলক্ষণ সম্পন্ন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত এই দিব্য পুরুষ রাজা দশরথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—রাজন্! আমাকে প্রজাপতি প্রেরিত অভ্যাগত বলিয়া জানুন। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—ভগবন্! আপনার

শুভাগমন হউক্। আজ্ঞা করুন, এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে। 'তখন সেই অভ্যাগত পুরুষ পুনরায় কহিলেন, রাজন্! আপনি দেবার্চ্চনার ফলে অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এই পায়স প্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে; এই বংশবর্দ্ধক স্বাস্থ্যফলপ্রদ প্রশস্ত পায়স অনুরূপ ভার্য্যাদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করুন। রাজন্! আপনি যে জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ঐ সমস্ত পত্নীতে তাহার ফলস্বরূপ পুত্র লাভ করিবেন।

রাজা দশরথ "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রীত চিত্তে সেই দেবদত্ত দেবান্নপূর্ণ হিরণ্ময়-পাত্র মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক সেই প্রিয়দর্শন বিস্ময়কর পুরুষকে বারংবার প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন। তৎকালে দশরথ সেই দেবনির্ম্মিত পায়স প্রাপ্ত হইয়া নির্ধন ধনলাভ করিলে যেরূপ সন্তোষ লাভ করে, সেইরূপ পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। অদ্ভুতাকার ভাস্বরমূর্ত্তি সেই প্রাজাপত্যপুরুষ স্বকর্ম্ম সমাপন করিয়া অগ্নি মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন।

সুচারু চন্দ্রমালোকে শারদীয় নভোমণ্ডল যেরূপ শোভা ধারণ করে, রাজা দশরথের অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের হর্ষোৎফুল্ল বদনসুধাকর দ্বারা অন্তঃপুরও সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। তখন তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, কৌশল্যাকে কহিলেন,—তুমি এই পুত্রোৎপত্তি নিদান পায়স গ্রহণ কর, এই বলিয়া নরপতি সেই অমৃতোপম পায়সের অর্দ্ধভাগ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কৌশল্যা আবার রাজার অনুরোধে তাহার অর্দ্ধভাগ সুমিত্রাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর অবশিষ্ট

অর্দ্ধাংশ মহামতি রাজা কৈকেয়ীকে দান করিয়া, তাহার অর্দ্ধ সুমিত্রাকে দান করিতে অনুরোধ করিলেন।' এইরূপে রাজা ভার্য্যাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পায়স দান করিলে, তাঁহারা আপনাকে যথেষ্ট সম্মানিত মনে করিয়া, পরম সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর মহীপতির সেই উত্তম মহিষীগণ অত্যুত্তম পায়স পৃথক্ পৃথক্ ভক্ষণ করিয়া, অচির কালমধ্যেই আদিত্য হুতাশণের ন্যায় তেজঃ সম্পন্ন গর্ভধারণ করিলেন। রাজা স্বকীয় মহিষীদিগকে গর্ভভারে আক্রান্ত দেখিয়া, যেরূপ সুস্থচিত্ত ও সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন, এদিকে সুরপুরীতেও দেবতা-সিদ্ধ-ঋষিগণ পূজিত দেবরাজও সেইরূপ সুস্থ ও প্রীত হইলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

—oo—

বিষ্ণু মহাত্মা দশরথের পুত্রত্ব লাভ করিলে, ভগবান্ স্বয়ম্ভু দেবগণকে কহিলেন,—দেবগণ! তোমরা সত্যসন্ধ মহাবীর আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বিষ্ণুর কামরূপী মহাবল সহায় সমুদায় সৃষ্টি কর। তাহারা সকলেই মায়াবী, বীর, সত্বরতায় বায়ুসম বেগশালী, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমযুক্ত, অন্যের দুর্ভেদ্য সন্ধি বিগ্রহাদি উপায়াভিজ্ঞ, দিব্য শরীর, সর্ব্বাস্ত্রপারদর্শী ও অমৃতভোজী দেবগণের ন্যায় জরামরণবিবর্জ্জিত হইবে। তোমরা এক্ষণে প্রধান প্রধান অপ্সরা, গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, পন্নগদুহিতা বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীদিগের শরীরে স্বতুল্য পরাক্রম পুত্রনিচয় বানররূপে সৃষ্টি কর।

ইতঃপূর্ব্বে আমি ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে সৃষ্টি করিয়াছি। ঐ জাম্ববান জৃম্ভা পরিত্যাগ সময়ে সহসা আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। ভগবান্ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তাঁহার আজ্ঞাপ্রতিপালন অঙ্গীকার পূর্ব্বক দেবগণ বানররূপী পুত্রদিগকে উৎপাদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ ও চারণগণও মহাবীর বনচারী পুত্রগণকে বানররূপে সৃষ্টি করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহেন্দ্র-গিরিতুল্য উন্নত কলেবর বানরেন্দ্র বালীকে পুত্ররূপে উৎপাদন করিলেন। এইরূপে সূর্য্য সুগ্রীবকে, বৃহস্পতি বানরদিগের মধ্যে অসামান্য ধীসম্পন্ন মহাকপি তারককে, কুবের পরম রূপবান্ গন্ধমাদন নামক বানরকে, বিশ্বকর্ম্মা নলকে, পাবক আত্মসদৃশ প্রভাশালী নীলকে সৃষ্টি করিলেন। এই নীল তেজ, যশ ও বীর্য্য প্রভাবে স্বীয় জনক অগ্নিকেও পরাভব করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বকীয় রূপের অভিরূপ মৈন্দ্র ও দ্বিবিদ নামে দুই পুত্রকে উৎপাদন করিলেন। বরুণ সুষেণকে, মহাবল পর্জ্জন্যদেব শরভকে এবং বায়ু বজ্রবৎ কঠোরশরীর গরুড় তুল্য বেগবান্ সমুদায় বানরমধ্যে অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ হনুমানকে উৎপাদন করিলেন।

অতঃপর দশগ্রীব-বধ-সাধনার্থ যে সমুদায় বানর উদ্যত হইবে তাহারাও সকলে অপরিমিত বলশালী, বীর, কামরূপী, পরাক্রান্ত এবং করি গিরিতুল্য উন্নত কায়। এইরূপ ঋক্ষ গোপুচ্ছ বানর প্রভৃতি সহস্র সহস্র সহসা উৎপন্ন হইল। যে দেবের যেরূপ রূপ যেরূপ বেশ যে প্রকার পরাক্রম ইহারাও তদনুরূপ পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়া যুগপৎ জন্মগ্রহণ

করিল। গোলাঙ্গুলীয় জাতিতে যাহারা জন্মগ্রহণ করিল তাহারা জনক অপেক্ষাও কিঞ্চিদধিক বলশালী হইয়া উঠিল।

এইরূপে যশস্বী দেব, গন্ধর্ব্ব, তার্ক্ষ্য, নাগ, কিংপুরুষবর্গ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ ও চারণগণ হৃষ্টান্তঃকরণে অপ্সরা ও বিদ্যাধরী প্রভৃতিতে সহস্র সহস্র যে সমুদায় বানর সৃষ্টি করিলেন; তাহারা সকলেই ভীমকায়, বনবিহারী, কামরূপী ও রূপানুরূপ বলধারী ও যথেচ্ছ বিচরণশীল। ইহারা দর্পে সিংহ সদৃশ, বলে শার্দ্দূল তুল্য। ইহারা সকলেই পর্ব্বত ও শিলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া থাকে। সকলেই সর্ব্বাস্ত্র পারদর্শী বিশেষতঃ নখ ও দশন প্রহারে বিলক্ষণ পটু। ইহারা ভূধরদিগকে বিচালিত, স্থিরমহীরুহ নিকরকে বিচূর্ণিত, বেগপ্রভাবে সরিৎপতি মহার্ণবকে বিক্ষোভিত; পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে ও অপার সমুদ্রে সন্তরণ করিতে সমর্থ। ইহারা নভোমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, জলধরদিগকে ধারণ, অরণ্য মধ্যে স্বচ্ছন্দচারী মত্তমাতঙ্গকে আক্রমণ এবং সিংহনাদ দ্বারা শব্দায়মান বিহঙ্গমগণকে অধঃপতিত করিতে পারিত। এইরূপে কামরূপী, শত সহস্র যূথপতি কপিকুল উৎপন্ন হইল। ঐ সকল যূথপতিদিগের মধ্যে আবার কতকগুলি প্রধান প্রধান বীর যূথপতি জন্ম গ্রহণ করিল।

ইহাদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র বানর ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গে কতকগুলি অন্যান্য পর্ব্বতে ও কাননে বাস করিতে লাগিল। সেই সমুদায় যূথপতি বানরেরা সকলেই সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্রপুত্র বালীর অধীনে থাকিয়া, তন্মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নল, নীল, হনুমান্ ও অন্যান্য যূথপতিদিগকে

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিল। গরুড়ের ন্যায় মহাবল, যুদ্ধবিশারদ সেই সমুদায় বানর বিচরণ করিতে করিতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহাসর্পদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। মহাবল, মহাবাহু, বিপুল পরাক্রমশালী বালী স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে ঐ সমুদায় ঋক্ষ ও গোপুচ্ছ প্রভৃতি বানরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে রামের সহায়তার নিমিত্ত নানাস্থানে অবস্থিত, নানালক্ষণ লক্ষিত মেঘবৃন্দ ও গিরিশৃঙ্গতুল্য, মহাবল ভীষণাকৃতি বানরগণে গিরি-কানন-পর্ব্বত-সমাকীর্ণা এই পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অষ্টাদশ সর্গ।

—০০—

মহাত্মা দশরথের পুত্রেষ্টির সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, অমরগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া, যথাস্থানে প্রতিগমন করিলেন। মহারাজ দশরথও পত্নীগণ সমভিব্যাহারে দীক্ষা নিয়ম সমাপন করিয়া, বল-বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত পুরপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালে অন্যান্য নিমন্ত্রিত নৃপতিবর্গ রাজা দশরথ কর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্যগণ অযোধ্যা হইতে নির্গমণ কালে মহারাজ দশরথদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত ও অত্যুজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি
মহর্ষিগণ।

অগ্নি কুণ্ডোত্থিত পায়স
হস্তে প্রাজাপত্য পুরুষ।
যজ্ঞভূমি

দশরথ ও
অন্যান্য রাজন্যবর্গ
(৫৯ পৃঃ

অনন্তর রাজা দশরথ বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে পুরস্কৃত করিয়া, পুরপ্রবেশ করিলেন। তখন মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ যথোচিত অর্চ্চিত হইয়া, আর্য্যা শান্তার সহিত অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন। ধীমান্ রাজা ভৃত্যবর্গের সহিত কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। এইরূপে রাজা সমস্ত অভ্যাগত ব্যক্তি-দিগকে বিদায় দিয়া, পূর্ণমনস্কাম হইয়া, পুত্রোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, পরমসুখে রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্তির পর ছয় ঋতু অতীত হইল। দ্বাদশ মাসে চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, শুক্র এই পঞ্চগ্রহ উচ্চসংস্থ হইয়া, মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন রাশিতে অবস্থান করিলে, চন্দ্রের সহিত বৃহস্পতি কর্কট লগ্নে উদিত হইলে, রাজমহিষী কৌশল্যা সর্ব্বলোক-নমস্কৃত দিব্য-লক্ষণযুক্ত বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশভূত মহাভাগ দশরথের হৃদয়ানন্দবর্দ্ধক আরক্তনেত্র মহাবাহু রক্তোষ্ঠ দুন্দুভির ন্যায় সুস্বরসম্পন্ন জগৎপতি রামকে প্রসব করিলেন।

তৎকালে দেবমাতা অদিতি দেবশ্রেষ্ঠ বজ্রধর ইন্দ্রকে পাইয়া যেরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, রাজমহিষী কৌশল্যা অমিততেজা রামকে পুত্র লাভ করিয়া সেইরূপ পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর সত্যপরাক্রম বিষ্ণুর চতুর্থাংশভূত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ভরত কৈকেয়ীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর সুমিত্রা মহাবীর সর্ব্বাস্ত্রকুশল বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশভূত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক দুই পুত্রকে প্রসব করিলেন। তীক্ষ্ণমনীষাসম্পন্ন ভরত পুষ্যনক্ষত্রে মীন লগ্নে,

সুমিত্রা নন্দনদ্বয় অশ্লেষানক্ষত্রে কর্কটলগ্নে সূর্য্য উদিত হইলে জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে মহাত্মা রাজা দশরথের গুণবান্ রূপবান্ পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের ন্যায় কান্তি-সম্পন্ন পুত্র চতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করিলেন।

তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ মধুর সঙ্গীত, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবলোকে দুন্দুভি ধ্বনি, আকাশ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যা নগরীতে নগরবাসী লোক সমবেত হইয়া, মহা উৎসব করিতে আরম্ভ করিল। রাজপথ সমুদায় জনতায় পূর্ণ হইয়া গেল এবং নটনর্ত্তক, গায়ক ও বাদকদিগের গীতবাদ্যে সমস্ত নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পার্শ্বস্থ দর্শক শ্রোতৃবর্গ তাহাদের উপর বিবিধ রত্নোপহার বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই সমস্ত প্রশস্ত পথ পরম শোভা ধারণ করিল। রাজা তখন সূত মাগধ বন্দীদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র গোদান ও বিপুল অর্থ দান করিলেন।

এইরূপে একাদশ দিবস অতীত হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ পরম আনন্দ সহকারে কুমারদিগের নামকরণ কার্য্য সমাধা করিলেন। মহাত্মা জ্যেষ্ঠের নাম রাম, কৈকেয়ী তনয়ের নাম ভরত, সুমিত্রার তনয়-যুগলটীর মধ্যে একটীর নাম লক্ষ্মণ, অপরটীর নাম শত্রুঘ্ন রাখিলেন। রাজা পুত্রদিগের নামকরণ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, পুরবাসি ও জনপদবাসীদিগকে ভোজন করাইলেন। এইরূপে পুরোহিত বশিষ্ঠ দ্বারা পুত্রদিগের জাতকর্ম্মাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইল। এই কুমারদিগের মধ্যে ইক্ষ্বাকুবংশের অভ্যুদয় নিদান ধ্বজস্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম পিতার অতীব

প্রীতিকর ও স্বয়ম্ভুর ন্যায় সমস্ত প্রাণীর অভিমত হইয়া উঠি-লেন। সেই রাজকুমারেরা সকলেই বেদজ্ঞ, বীর, সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠানে তৎপর, সকলেই জ্ঞান সম্পন্ন এবং সকলেই সর্ব্বগুণে বিভূষিত হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে তেজস্বী সত্যপরাক্রম রাম নির্ম্মল শশাঙ্কের ন্যায় সকলেরই নয়নরঞ্জন হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্ব, গজ ও রথে আরোহণ করিতে বিলক্ষণ পটু, এবং ধনুর্ব্বেদ ও পিতার শুশ্রূষায় নিতান্ত অনুরক্ত হইলেন। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ অতি শৈশব হইতে জেষ্ঠ ভ্রাতা লোকাভিরাম রামের সতত অনুগত থাকিতেন এবং নিজের শরীর অপেক্ষায় তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতেন। রামেরও তিনি বহিশ্চর অপর প্রাণের ন্যায় প্রিয় ছিলেন। পুরুষোত্তম রাম, লক্ষ্মণ ব্যতীত কখন নিদ্রা যাইতেন না। মিষ্টান্ন পাইলে কখন লক্ষ্মণকে না দিয়া ভোজন করি-তেন না। রাম যখন মৃগয়ার্থে অশ্বারূঢ় হইয়া বনগমন করি-তেন, তখন তিনি রামের শরীর-রক্ষার্থ শরাসন হস্তে লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন। রামের যেমন লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্নও সেইরূপ ভরতের নিত্যসহচর ও প্রাণা-পেক্ষাও প্রিয়তর হইয়া উঠিলেন। চতুরানন প্রজাপতি, দিক্‌পাল চতুষ্টয় দ্বারা যেরূপ প্রীতি অনুভব করিয়াছিলেন মহারাজ দশরথ,ভাগ্যবান এই চারিটী পুত্রলাভে সেইরূপ পরম সন্তুষ্ট হইলেন। পরে যখন তাহারা সকলেই জ্ঞানী, বিবিধ-গুণালঙ্কৃত, শ্রীমান্‌,কীর্ত্তিমান্‌, সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী হইয়া উঠিলেন ; তখন তাদৃশ মহাপ্রভাবশালী তেজস্বী তনয়দিগের পিতা দশরথের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর একদা মহাত্মা রাজা দশরথ মন্ত্রী, পুরোহিত ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া তনয়গণের বিবাহবিষয়ক চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজদর্শন-বাসনায় দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারবান্‌কে কহিলেন, ওহে দ্বারপাল। তোমরা শীঘ্র মহারাজকে সংবাদ দাও—আমি কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। দ্বাররক্ষকেরা সেই ঋষিবাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ শশব্যস্ত হইয়া রাজগৃহাভিমুখে ধাবমান হইল এবং রাজসমীপে উপ-স্থিত হইয়া কহিল,—মহারাজ! মহর্ষি বিশ্বামিত্র আপনার দ্বারভূমিতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। বৃহস্পতির আগমনে দেবরাজ যেরূপ আনন্দাতিশয় লাভ করেন, মহারাজ দশরথ দ্বারবানের মুখে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র হৃষ্টপুষ্ট ও একাগ্রচিত্ত হইয়া পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের সহিত সেই কঠোর-ব্রত তেজপুঞ্জ তাপসের প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। মহামুনি ধর্ম্মপরায়ণ বিশ্বামিত্র যথাশাস্ত্র রাজদত্ত অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিয়া নরপতি দশরথকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন,—মহারাজ! আপনার নগর, ধনাগার, জনপদ, সুহৃদ্ ও বন্ধুবান্ধবের কুশল ত? আপনার অধীনস্থ নৃপতিবর্গ সম্যক্ অনুগত ও অরাতিগণ পরাজিত রহিয়াছে ত? আপনার দৈব মানুষ ক্রিয়াকলাপ সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছে ত?

অনন্তর মহাভাগ মুনিবর বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া যথারীতি কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলেই পরস্পর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা দ্বারা পুলকিতচিত্তে রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক নৃপতি-

কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সংকৃত হইয়া যথাযোগ্য আসনে উপবি হইলেন। অনন্তর উদারপ্রকৃতি রাজা হৃষ্টচিত্তে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন,—হে তপোধন! আপনার শুভাগমন অমৃত-প্রাপ্তির ন্যায়, উদকশূন্যপ্রদেশে বারিবর্ষণের ন্যায়, সন্ততিহীন পুরুষের অনুরূপ ভার্য্যাতে পুত্রোৎপত্তির ন্যায়, প্রণষ্ট বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তির ন্যায় এবং মহোৎসব সময়ে হর্ষের ন্যায়, আমার পরম আনন্দকর হইয়াছে। আপনার শুভাগমন হইয়াছে ত? এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন আমি সন্তোষানুরূপ আপনার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব? ব্রহ্মন্! আপনি আমার সর্ব্বথা সেবার পাত্র, আমার সৌভাগ্যবলে আজ আপনি আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। আজ আমার জন্ম সফল, জীবিত প্রয়োজন সার্থক হইল। যখন আপনার মত মহাত্মার দর্শন পাইলাম, তখন আজ আমার রজনী সুপ্রভাত হইয়াছে। আপনি ঘোর তপস্যা প্রভাবে উজ্জ্বলকান্তি হইয়া অগ্রে রাজর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন। অতএব বহুপ্রকারেই আপনি আমার পূজ্য। আপনার এই পরম পবিত্রকর আগমন আমার নিতান্ত বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। হে প্রভো! আপনার দর্শনলাভে আমার শরীর নিষ্পাপ ও সর্ব্ব-শুভ-সাধন পুণ্যনিলয় হইল। এক্ষণে যদর্থ আপনার আগমন হইয়াছে প্রার্থনা করি বলুন, আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া আত্মাকে অনুগৃহীত মনে করিব। হে সুব্রত! আপনি আমাকে যে কোন কার্য্যবিশেষে নিয়োগ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবেন না। আপনি আমার পরম দেবতা। আপনার আদেশ আমি সর্ব্বপ্রযত্নে পালন করিব।

আপনার আগমনে আমার যে অত্যুত্তম ধর্ম্মসঞ্চয় হইল, উহা অশেষ মঙ্গলের নিদান হইবে তাহার আর সংশয় নাই।

প্রখ্যাত কীর্ত্তি গুণনিধান মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজার এবংবিধ হৃদয়গ্রাহী শ্রুতিসুখকর বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

—oo—

মহাতেজা বিশ্বামিত্র রাজসিংহ দশরথের পরম প্রীতিকর বাক্‌প্রপঞ্চ শ্রবণ করিয়া পুলকিত হৃদয়ে কহিলেন,—মহারাজ! আপনি যে মহৎ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ মহর্ষি বশিষ্ঠ যখন আপনার মন্ত্রী, তখন এই বাক্য প্রয়োগ আপনার উপযুক্তই হইয়াছে, আপনি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কেহ এরূপ কথা কহিতে পারেন না। এক্ষণে আমার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছি, উহা সম্পাদনার্থ আপনাকে অঙ্গীকার করিয়া আপনার সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইবে। হে পুরুর্ষভ! আমি সম্প্রতি কোন যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত হইয়াছি, সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না হইতেই মারীচ ও সুবাহু নামে মহাবীর্য্য সুশিক্ষিত কামরূপী দুইজন রাক্ষস আসিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। উহারা সেই যজ্ঞবেদিতে মাংস খণ্ড নিক্ষেপ ও রুধির ধারা বর্ষণ করিতেছে। হে মহারাজ! আমি এই যজ্ঞের নিমিত্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলাম, কিন্তু হায়! আমার তৎসমুদায় পণ্ড হইয়া গেল। আমি নিতান্ত নিরুৎসাহ ও

নিরুদ্যম হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছি। রাজন্! এইরূপ যজ্ঞ সাধন কালে কাহাকেও অভিসম্পাত করা মাদৃশ তপস্বী জনের কর্ত্তব্য নহে, ভাবিয়া তাহাদের উপর রোষপ্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না, শাপও দিই নাই।

রাজন্! এক্ষণে প্রার্থনা এই—কাকপক্ষধর মহাবীর সত্য-পরাক্রম আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে আমার হস্তে প্রদান করুন। ইনি আমার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া স্বীয় দিব্যতেজঃপ্রভাবে যজ্ঞ বিঘ্নকারী সমস্ত রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন, আর আমি ইহাঁদের বহুবিধ কল্যাণ বিধান করিব, তদ্দ্বারা আপনার রাম এই ত্রিলোক মধ্যে খ্যাতি লাভ করিতে পারি-বেন। সেই মারীচ ও সুবাহু সমর ক্ষেত্রে রামের সমক্ষে ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারিবে না। আর রাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ সেই দুরাচারদিগকে নিধন করিতে সমর্থ নহে। আপনি ইহাও জানিবেন ঐ পাপিষ্ঠদ্বয় অতি বীর্য্য-মদে মত্ত হইয়া কালপাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে সুতরাং রামের বলবীর্য্যে তাহারা কোন ক্রমেই সমকক্ষ নহে। অত-এব এক্ষণে আমার যজ্ঞের দশটী দিনের জন্য পুত্রের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করুন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, ঐ দুই যজ্ঞশত্রুকে রাম সমরে বিনাশ করিবেন। এমন কি, তাহাদিগকে নিহত বলিয়াই আপনি জানিয়া রাখুন। এই সত্যপরাক্রম রামকে আমি বিলক্ষণ জানি এবং বশিষ্ঠ ও অন্যান্য তপস্বীরাও ইহাকে বিশেষরূপে অবগত আছেন। হে রাজেন্দ্র! যদি আপনি এই পৃথিবীতে ধর্ম্মলাভ ও অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে বাসনা করেন, আর যদি বশিষ্ঠ প্রভৃতি

মন্ত্রিগণ এ বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করেন তবে রামকে আমায় প্রদান করুন। রাম আমার নিতান্ত অভিপ্রেত, শৈশবকাল অতিক্রান্ত হওয়াতে স্বয়ং রামেরও মাতাপিতার উপর তাদৃশ আসক্তি নাই; অতএব এক্ষণে আপনার রাজীবলোচন পুত্র রামকে দশদিনের জন্য আমার সহিত প্রেরণ করুন। হে রঘুনন্দন! আমার এই যজ্ঞকাল যাহাতে অতিক্রান্ত না হয় তাহারই বিধান করুন, আপনার মঙ্গল হইবে, পুত্রের জন্য কাতর হইবেন না। ধর্ম্মাত্মা মহাতেজা মহামতি বিশ্বামিত্র এইরূপ ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য বলিয়া বিরত হইলেন।

মহারাজ দশরথ, বিশ্বামিত্রের সেই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত ও চঞ্চল চিত্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিলে গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রবিয়োগভয় ও রাক্ষস ভয়ে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। মহারাজ দশরথ অখণ্ড ভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ও তীক্ষ্ণ মনীসা সম্পন্ন হইয়াও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সেই হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণে ব্যথিত হৃদয় হইয়া আসন হইতে বিচলিত হইলেন।

বিংশ সর্গ।

—oo—

পৃথিবীপতি দশরথ বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত-কাল সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিলেন, পরে চেতনালাভ করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—হে তপোধন! রাজীবলোচন

আমার রামের বয়স এখনও ষোড়শবর্ষ পূর্ণ হয় নাই, রাক্ষস-দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্যতাই ইহার নাই। আমি অক্ষৌহিণীসেনার অধিপতি, চলুন, আমি এই অক্ষৌহিণী সেনার সহিত গমন করিয়া রাক্ষসদিগের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিব। আর আমার এই ভৃত্যবর্গও মহাবীর অসামান্য-পরাক্রমশালী ও অস্ত্রবিশারদ; ইহারাও রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধব্যাপারে সম্পূর্ণ যোগ্য। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। আমি স্বয়ং ধনুর্দ্ধারণ করিয়া আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিব এবং যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ সমরাঙ্গনে নিশা-চরদিগের সহিত যুদ্ধ করিব, আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। আমার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইবে, আপনি আমার রামকে লইয়া যাইবেন না। রাম আমার নিতান্ত বালক, অকৃতবিদ্য, অন্যের বলাবল এখনও সম্যক্ অবধারণ করিতে পারে না, অস্ত্রশিক্ষাই হউক বা যুদ্ধ-বিদ্যাই হউক কিছুতেই এখনও পটুতা জন্মে নাই; বিশেষতঃ রাক্ষসেরা কপট যোদ্ধা, তাহাদের সমরেত নিতান্তই অযোগ্য। হে মুনিশার্দ্দুল! আমি রামবিরহিত হইয়া মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না, অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। ব্রহ্মন্! যদি বা রামকে লইয়া যাওয়াই আপনার নিতান্ত বাসনা হয়, তবে চতুরঙ্গ-বল-সহকৃত আমাকেও তৎসমভিব্যাহারে লইয়া চলুন।

হে কুশিকনন্দন! আমার বয়স ষষ্টি সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। আমি এই বয়সে অতি কষ্টে পুত্র রামকে পাইয়াছি, অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। বিশেষতঃ চারিটী

তনয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধার্ম্মিকবর রামের প্রতি আমার প্রীতি অত্যন্ত বেশী, অতএব আপনি আমার রামকে লইয়া যাইবেন না।

মুনিবর! তথাপি জিজ্ঞাসা করি, সেই সমুদায় রাক্ষস কীদৃশ বীর্য্যশালী? তাহাদের নামই বা কি? তাহারা কাহার পুত্র? তাহাদের আকারই বা কিরূপ? কেই বা তাহাদের রক্ষা করিয়া থাকে? কিরূপেই বা আমার সৈন্যগণ, রাম বা আমি সেই কপট যোদ্ধা রাক্ষসদিগের প্রতিকার করিতে সমর্থ হইব? রাক্ষসেরা নিতান্ত দুষ্টপ্রকৃতি ও বীর্য্যমদে অতীব উন্মত্ত, তাহাদের সহিত সমরক্ষেত্রে আমাকে কি ভাবেই বা অবস্থান করিতে হইবে? এই সমস্ত আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—মহারাজ! শুনিতে পাই, পুলস্ত্য-বংশসম্ভূত মহাবল মহাবীর্য্য রাবণ নামে এক রাক্ষস আছে, সে পিতামহ ব্রহ্মার বরলাভ করিয়া বহুসংখ্যক্ রাক্ষসের সহিত ত্রিলোককে নিরন্তর উৎপীড়ন করিতেছে। সে মুনি বিশ্রবার পুত্র কুবেরের ভ্রাতা! মহাবল রাবণ অবজ্ঞা করিয়া স্বয়ং যজ্ঞবিঘ্নার্থ আসিবে না, কিন্তু তৎপ্রেরিত অতি দুর্দ্দান্ত মারীচ ও সুবাহু নামে দুই রাক্ষস আসিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিবে।

রাজা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—তপোধন! আমি সেই দুরন্ত রাবণের সহিত সংগ্রাম করিতে কিছুতেই পারিব না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য বলিয়া আপনার আজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম না, আপনি এক্ষণে আমার পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি আমার গুরু ও আরাধ্য দেবতা। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পতগ ও

পন্নগেরাও যখন রাবণের বিক্রম সহ্য করিতে অক্ষম; তখন মানুষের কথা আর কি বলিব। দুর্দ্দান্ত রাবণ রণক্ষেত্রে অতি বীর্য্যলোকেরও বীর্য্য সংহার করে। অতএব তাহার বা তদীয় সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি কোনরূপেই সাহসী নহি। আপনিও সৈন্য লইয়া হউক, অথবা আমার তনয়গণকে লইয়া হউক, কোন ক্রমে তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবেন না। দেবতুল্য রূপবান্ আমার পুত্র রাম নিতান্ত শিশু; সে যুদ্ধ বিদ্যার কিছুই জানে না। সুতরাং আমি তাহাকে রাক্ষসের মুখে দিতে পারিব না। আমি জানি সেই সুন্দ উপসুন্দের পুত্র মারীচ ও সুবাহু সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায়, তাহারাই আপনার যজ্ঞবিঘ্ন করিবে; এ অবস্থায় আমি রামকে দিতে পারিব না। বরং বলেন যদি, আমি সবান্ধবে যাইয়া সেই সুশিক্ষিত মহাবীর্য্য নিশাচরের অন্যতরের সহিত যুদ্ধ করিব। নচেৎ আমরা সকলেই অনুনয় করিয়া প্রার্থনা করি, আপনি আমার রামের কথাটা পরিত্যাগ করুন। রাজা দশরথের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন মহাতপা বিশ্বামিত্রের ক্রোধবহ্নি ঘৃতাহুতি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ভীষণবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

একবিংশ সর্গ।

—oo—

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপতি দশরথের এই সমুদায় স্নেহাকুল বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া কোপাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন,—রাজন্! তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ করিবে বলিয়া

অগ্রে অঙ্গীকার করিয়াছ, এক্ষণে তাঁহার অন্যথা করিতেছ, ইহা রঘুবংশীয়দিগের যোগ্য নহে। তুমি এরূপ যথেচ্ছাচার করিলে নিশ্চয়ই এ বংশ ধ্বংস হইবে। যদি ইহা তোমার অভিমত হয়, তবে বল আমি যথাস্থানে চলিয়া যাই। হে ককুৎস্থনন্দন! তুমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত সুখী হও।

ধীমান্ বিশ্বামিত্র এইরূপে রোষপরবশ হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলে সমস্ত বসুধাতল কাঁপিয়া উঠিল, দেবগণেরও হৃদয়ে ভয়-সঞ্চার হইল; তখন ধীরপ্রকৃতি ব্রতাচারী মহর্ষি বশিষ্ঠ সমস্ত জগৎকে ভয়াকুল দেখিয়া রাজাকে কহিতে লাগিলেন,—রাজন্! আপনি ইক্ষ্বাকু কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ, ধৈর্য্যশালী, ব্রতপরায়ণ ও সৌভাগ্য-শালী। ধর্ম্মত্যাগ করা ভবাদৃশ লোকের কর্ত্তব্য নহে। এই ত্রিলোকমধ্যে আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া সকলেই বিদিত আছেন। আপনি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করুন, অধর্ম্মভার কদাচ বহন করিবেন না। আপনি অঙ্গীকার করিয়া যদি প্রতিশ্রুত প্রতিপালন না করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার পূর্ব্বকৃত সুকৃত-সমুদায় বিনষ্ট হইবে। অতএব আপনি রামকে প্রেরণ করুন। মহারাজ! আপনার রাম অস্ত্র শিক্ষা করুন বা নাই করুন, অগ্নি যেমন অমৃত রক্ষা করেন, সেইরূপ এই কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র আপনার রামকে রক্ষা করিবেন। রাক্ষসদিগের সাধ্য কি যে, ইহাঁকে স্পর্শ করে। আপনার এই রাম মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইনি সমস্ত বীরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বা-পেক্ষা বিদ্বান্, তপস্যার আশ্রয়, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রও ইহাঁর অজ্ঞাত নাই। এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে কেহ ইহাঁকে জানে না, কেহ

জানিতে পারিবেও না। দেবতা, ঋষি, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও উরগগণও ইহাঁকে জানিতে পারিতেছেন না। আর এই যে মহর্ষিকে দেখিতেছেন,ইনিও সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি যখন পূর্ব্বে রাজ্য শাসন করিতেন তৎকালে ভগবান্ পার্ব্বতী নাথ ইহাঁকে কতকগুলি অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত অস্ত্র কৃশাশ্বের পরম ধার্ম্মিক লক্ষণাক্রান্ত পুত্র। উহারা কৃশাশ্ব হইতে প্রজাপতি দক্ষের দুইটী কন্যাতে জন্ম পরিগ্রহ করে। এই কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একটীর নাম জয়া, অপরটীর নাম সুপ্রভা। জয়া দেব-বর প্রভাবে অসুরগণের বিনাশার্থ অদৃশ্যরূপ পঞ্চাশত এবং সুপ্রভা সংহারনামক দুর্দ্ধর্ষ অমোঘ পঞ্চাশত অস্ত্র প্রসব করেন। ইহারা সকলেই বহুবিধরূপধারী মহাবীর্য্য দীপ্তিশালী অপরিমেয়শক্তি ও বিজয়প্রদ। এই সমস্ত অস্ত্রই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পরিজ্ঞাত আছে। তদ্ভিন্ন ইনি অভূতপূর্ব্ব অস্ত্রবিদ্যা-বিশেষের সৃষ্টি করিতেও সমর্থ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ইহাঁর কিছুই অবিদিত নাই। মহাতেজস্বী মহাযশস্বী এই মহর্ষি যখন ঈদৃশ প্রভাবশালী, তখন,—হে মহারাজ! ইহার সহিত রামকে প্রেরণ করিতে অনুমাত্রও সংশয় করিবেন না। এই বিশ্বামিত্র স্বয়ংই নিশাচরদিগের নিগ্রহ করিতে সমর্থ, কেবল আপনার পুত্রের হিতের নিমিত্তই আপনার কাছে আসিয়া রামকে প্রার্থনা করিতেছেন।

রঘুকুলধুরন্ধর বিখ্যাত-কীর্ত্তি রাজা দশরথ মহামুনি বশিষ্ঠের এই সমস্ত বাক্যে প্রসন্নচিত্ত ও যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া মহর্ষির সহিত রামকে প্রেরণ করিতে তাঁহার আর আপত্তি রহিল না।

দ্বাবিংশ সর্গ।

—০০—

রাজা দশরথ বশিষ্ঠবাক্যে প্রফুল্লবদন হইয়া লক্ষ্মণের সহিত রামকে স্বয়ংই আহ্বান করিলেন। তখন জননী কৌশল্যা ও পিতা দশরথ রামের নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন এবং পুরোহিত বশিষ্ঠও মঙ্গলসূচক মন্ত্রপাঠ দ্বারা তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। এইরূপে মঙ্গলাচরণ শেষ করিয়া রাজা মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক রামকে ঋষির হস্তে সমর্পন করিলেন। তখন রাজীবলোচন রামকে বিশ্বামিত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত দেখিয়া ধূলিসম্পর্কশূন্য সুখস্পর্শ বায়ু বহিতে লাগিল, আকাশপথে মহতী পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি আরম্ভ হইল। মহাত্মা রামের নগর হইতে নির্গমনকালে নাগরিক লোকেরা চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। ঋষি অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, কাকপক্ষধারী রাম শরাসন হস্তে লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ, তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মণ যাইতে লাগিলেন। এই দুই সুকুমার চারুকলেবর রাজকুমার স্কন্ধে তূণীর, হস্তে শরাসন ধারণ করিয়া যখন মুনির অনুসরণ করিতেছেন, তখন ইহাঁরা ত্রিশীর্ষ ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং মনে হইল যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় পিতামহ ব্রহ্মার এবং কার্ত্তিকেয় ও বিশাখ অচিন্ত্যরূপ মহাদেবের অনুসরণ করিতেছেন। অঙ্গুলিত্রাণ খড়্গ ও বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া যে যে পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাহার চতুর্দ্দিক্ যেন এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যা হইতে অর্দ্ধযোজন পথ অতিক্রম

করিয়া সরযূর দক্ষিণতটে উপস্থিত হইলে,"রাম" এই মধুরবাণী উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস! তুমি এই নদী হইতে জল-গ্রহণ করিয়া আচমন কর; আর কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নহে। আমি তোমাকে বলা ও অতিবলা নামে দুইটী মন্ত্র প্রদান করি-তেছি গ্রহণ কর। এই মন্ত্রপ্রভাবে বহুদূর পর্য্যটন করিলেও তোমার শ্রান্তি বা জ্বর বোধ হইবে না; রূপেরও বিপর্য্যয় ঘটিবে না। তুমি নিদ্রিত বা কার্য্যান্তর বশত অসাবধান থাকিলেও কোন রাক্ষস তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। বৎস রাম! তুমি এই মন্ত্র পাঠ করিলে বাহুবীর্য্যে তোমার সদৃশ এই পৃথি-বীতে অথবা পৃথিবীতেই বা কেন, ত্রিলোকমধ্যে কেহ থাকিবে না। কি সৌভাগ্য, কি ঔদার্য্য, কি তত্ত্বজ্ঞান, কি ঐহিক বিষ-য়ক সূক্ষ্মবুদ্ধি, কি বাদীর প্রতি বক্তব্য উত্তর, ইহার কোন বিষ-য়েই তোমার তুল্যকক্ষ লোক আর দৃষ্টিগোচর হইবে না। এই বলা ও অতিবলানাম্নী বিদ্যা সর্ব্বজ্ঞানের প্রসূতি। এই বিদ্যা-বলে তুমি সকলের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবে; পথিমধ্যে ইহা উচ্চারণ করিলে ক্ষুধা কি পিপাসা তোমাকে কখন পরিভব করিতে পারিবে না। ইহার পাঠে পৃথিবী মধ্যে অতুল যশও লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এই অদ্ভুতশক্তি বিদ্যা দুইটী পিতামহ ব্রহ্মার কন্যারূপিণী, তাঁহার দ্বারাই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। হে ককুৎস্থবংশভূষণ! তুমিই বিদ্যার যথার্থ যোগ্য পাত্র, সেইজন্য তোমাকেই প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছি। তোমাতে অশেষগুণ আছে সত্য, কিন্তু ইহা তুমি যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিলে সর্ব্বতপঃপ্রাপ্য বহু ফল প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর রাম আচমনপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া প্রফুল্লবদনে বিশ্ব-

দ্ধাত্মা মহর্ষি হইতে বলা ও অতিবলা নাম্নী বিদ্যা দুইটী পরিগ্রহ করিলেন। তখন তিনি স্বয়ং ভীষণবিক্রমশালী হইলেও এই বিদ্যাযোগে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া শরৎকালীন সহস্রাংশু ভগবান্ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল, তখন কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র রাজপুত্রদ্বয়কে গুরুকার্য্য সমুদায়ের উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া সেই রাত্রি সরযূতীরে সুখে যাপন করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথের তনয়রত্ন রাম ও লক্ষ্মণ আপনাদিগের নিতান্ত অযোগ্য তৃণশয্যায় বাস করিলেও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মধুর আলাপে পরিতৃপ্ত হইয়া পরম সুখেই রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। রজনী প্রভাত হইল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

—০০—

শর্ব্বরী প্রভাত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যায় শয়িত রামকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—বৎস রাম! প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়াছে। গাত্রোত্থান কর, এ সময়ে শৌচাদি ক্রিয়া সমাধা করিয়া আহ্নিককৃত্য-দেবারাধনা করিতে হইবে। নরশ্রেষ্ঠ রাম মহর্ষির সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নান ও অর্ঘ্যদান করিয়া গায়ত্রী জপ সমাপন করিলেন। অনন্তর মহাবীর্য্য রাম ও লক্ষ্মণ, তপোধন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া

হৃষ্টচিত্তে গমনার্থ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনিও তখন ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর্য্য রাম ও লক্ষ্মণ গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীর সহিত সরযূ মিলিত হইয়াছে। সেই পবিত্র সঙ্গমস্থলে মহাত্মা ঋষিদিগের এক পুণ্য অশ্রম রহিয়াছে। তথায় তপস্বিগণ বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন। সেই পবিত্র আশ্রম দেখিয়া রঘুতনয়দ্বয় পরম প্রীত হইলেন এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এই পবিত্র আশ্রম কাহার? কোন্ মহাপুরুষই বা এখানে বসতি করিতেছেন? শুনিবার জন্য আমাদের নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। রাজপুত্রদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিপুঙ্গব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—রাম! এই আশ্রম যাহার ছিল বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পণ্ডিতগণ যাহাকে কাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সেই কন্দর্প পূর্ব্বে শরীরধারী ছিলেন। এই স্থানে ভগবান্ মহাদেব নিয়ম পূর্ব্বক সমাধি অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিতেন। একদা সমাধি ভঙ্গ করিয়া দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক দেবগণের অভিমত প্রদেশে গমন করিতেছেন,—ইত্যবসরে দুর্বুদ্ধি কন্দর্প তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদন করে; মহাত্মা রুদ্রদেব উহারই অপরাধ জানিতে পারিয়া রোষকষায়িত-লোচনে হুঙ্কার পূর্ব্বক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। হে রঘুনন্দন! তৎক্ষণাৎ এই আশ্রমেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় স্বীয় শরীর হইতে স্খলিত হইয়া দগ্ধ ও ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তদবধি কন্দর্প অনঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং এই স্থানে

কাম অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই জন্য এই প্রদেশের নাম অঙ্গদেশ হইয়াছে। ইহা সেই মহাদেবের পুণ্য আশ্রম। রাম! অধুনা যে সমস্ত ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ এই স্থানে তপস্যা করিতেছেন, ইহাঁরা সন্তানপরম্পরায় সেই রুদ্রদেবেরই শিষ্য। পাপ ইহাঁদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। বৎস! অদ্য আমরা এই পবিত্র গঙ্গা-সরযূর সঙ্গম-স্থলে বাস করিয়া রাত্রি যাপন করি, কল্য পার হইয়া যাইব। এস, এক্ষণে আমরা সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করি। অদ্য এই স্থানে বাস করাই যুক্তি-সঙ্গত, এখানে আমরা স্নান, জপ ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া পরম সুখে নিশা যাপন করিতে পারিব।

বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ বলিতেছেন,—এই অবসরে সেই আশ্রমবাসী তাপসগণ তপোবীর্য্যলব্ধ দিব্যচক্ষুপ্রভাবে তাঁহা-দিগকে সমাগত জানিয়া পরম প্রীতি সহকারে অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা অগ্রে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের অতিথি সৎকার করিয়া পশ্চাৎ রাম ও লক্ষ্মণের অতিথি ক্রিয়া সম্পা-দন করিলেন। ইহাঁরাও, রামাদি কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া বিবিধ কথা প্রসঙ্গে তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন সকলে সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। সমাহিত চিত্তে সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিয়া তত্রত্য ঋষিগণ বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণকে বিশ্রাম স্থানে লইয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র সেই সর্ব্বকর্ম্ম-ফলপ্রদ আশ্রমপদে তত্রত্য ব্রতাচারী মুনিদিগের সহিত পরম সুখে বাস করিয়া

মনোহর বিবিধ বিচিত্র বাক্যবিন্যাসে প্রিয়দর্শন রাজকুমার-দ্বয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে অরিন্দম রাম লক্ষ্মণ কৃতাহ্নিক বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমবাসী মহাত্মা ঋষিরাও একখানি সুন্দর নৌকা আনাইয়া বিশ্বমিত্রকে কহিলেন,—তপোধন! আপনি রাজপুত্রদিগের সহিত এই নৌকায় আরোহণ করুন। আর কাল বিলম্ব করিবেন না, পার হইয়া নির্ব্বিঘ্নে যেন আপনাদের পথ অতিক্রান্ত হয়। বিশ্বামিত্র 'তথাস্তু' বলিয়া ঋষিদিগের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সাগরগামিনী গঙ্গা পার হইতে লাগিলেন। তরণী সুর-তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-বিক্ষোভিত বক্ষোভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। তখন উহার তরঙ্গ-সংঘট্টনে এক ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে নৌকা জলরাশির মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে, ঐ শব্দ আরও ভীষণতর হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর্য্য রাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণের সহিত শব্দের কারণ জানিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এই যে সুরতরঙ্গিণীর গভীর সলিল রাশি ভেদ করিয়া তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছে, উহা কি ঊর্ম্মিমালানিপীড়িত জলরাশিরই শব্দ। রামের এই কৌতূহলপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি কহিলেন,—

বৎস! পূর্ব্বকালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা কৈলাস পর্ব্বতে মন দ্বারা এক রমণীয় সরোবর সৃষ্টি করেন, সেইজন্য ইহার নাম মানস-সরোবর হইয়াছে। উহা হইতে যে পুণ্যসলিলা নদী নিঃসৃত হইয়া অযোধ্যার দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, উহা সেই ব্রহ্ম-সরোবর হইতে উৎপন্ন বলিয়া সরযূ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। রাম! সেই সরযূ এই স্থলে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ উভয় নদীর বারি সংঘটনে এই তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছে। এক্ষণে তোমরা অবহিতচিত্তে এই পবিত্র তীর্থকে প্রণাম কর। ধার্ম্মিকবর রাম ও লক্ষ্মণ এই দুইটী নদীকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা দক্ষিণ তীরে অবতরণ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ অতি দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে সম্মুখে জনসমাগমশূন্য এক ভীষণ অরণ্য রামের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন তিনি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এই বন কি দুর্গম! ইহা কেবল ঝিল্লী-রবে পূর্ণ ও ভয়ঙ্কর শ্বাপদ কুলে সমাকীর্ণ; নানাপ্রকার বিহঙ্গম-দল, বন মধ্যে ভৈরব রবে নিরন্তর চীৎকার করিতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ ও হস্তী ইহারা দলে দলে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করি-তেছে। ধব, অশ্বকর্ণ, কুকুভ, বিল্ব, তিন্দুক, পাটল ও বদরী প্রভৃতি পাদপ সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই দারুণ বন কিরূপে হইল?

মহামুনি বিশ্বামিত্র কহিলেন,—বৎস! এই ভয়ঙ্কর বন যাহার, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে নরোত্তম! পূর্ব্বকালে এই স্থানে অতি সমৃদ্ধ দুইটী জনপদ ছিল, একের নাম মলদ

অপরের নাম করূষ; নগর দুইটী দেবতাদিগের.. প্রযত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া বৃত্র-ব্রহ্মকুলসম্ভূত বলিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে মলিন (কলুষিত) ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন; তদ্দর্শনে বসু প্রভৃতি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ সকলে সমবেত হইয়া গঙ্গাজল পূর্ণ কলস দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলে তাঁহার শরীর হইতে সমস্ত মল প্রক্ষালিত হইল।

এই ভূভাগে ইন্দ্রের শরীরজাত মল ও কারূষ অর্থাৎ ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়াতে দেবগণ পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তদবধি ইন্দ্রও নির্ম্মল ও ক্ষুধাশূন্য হইয়া পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধভাব ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি এই প্রদেশের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়া কহিলেন;—যখন এই প্রদেশ আমার মলধারণ ও করূষ নিবারণ করিয়াছে, তখন এই দুইটী জনপদ উত্তরোত্তর অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়া মলদ ও করূষ নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিবে। ধীমান্ ইন্দ্র এতদ্দেশের এই রূপ গৌরবকর সম্মান প্রদান করিলেন দেখিয়া দেবগণ তাহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। বৎস! সেই অবধি বহু কাল ধরিয়া এই মলদ ও করূষ নামক জনপদ-দ্বয় ধন-ধান্যে পূর্ণ হইয়া অতি সমৃদ্ধ নগর বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে কামরূপিনী তাড়কা নাম্নী এক যক্ষী এই দুইটী জনপদ একবারে ধ্বংস করিয়াছে। ঐ তাড়কা ধীমান্ সুন্দের ভার্য্যা। এ স্বয়ং সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম মারীচ নামে রাক্ষস

ইহার পুত্র। মারীচের বাহু যুগল গোল, মস্তক প্রশস্ত, আস্য বিশাল, শরীর দীর্ঘাকার। এই ভীষণাকার রাক্ষস অনুক্ষণ প্রজাদিগের ভয়োৎপাদন করিতেছে। সেই দুষ্ট-চারিণী তাড়কা মলদ ও করুষ নগরীকে সংহার করিয়া অর্দ্ধ-যোজনাতিরিক্ত পথ অবরোধ করিয়া বাস করিতেছে। এই সম্মুখে সেই তাড়কাবন দিয়া আমরা গমন করিব। বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে ইহাকে বিনাশ কর। আমার নিয়োগে এই দুষ্টচারিণী রাক্ষসীকে নিপাত করিয়া এই প্রদেশকে নিষ্কণ্টক কর। রাক্ষসীর ভয়ে কোন ব্যক্তিই এই প্রদেশে আসিতে সাহস করে না। এই দুর্দ্ধর্ষ ঘোররূপা যক্ষী এই সমস্ত দেশটাকে উৎসন্ন করিয়াছে, এখনও নিবৃত্ত হইতেছে না। বৎস! যে কারণে এই অরণ্য এত ভয়ঙ্কর হইয়াছে, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

—.•:—

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম অপরিচ্ছিন্ন-প্রভাবশালী মহর্ষির অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া সানুনয় বাক্যে কহিলেন,—ভগবন্! শুনিতে পাই যক্ষজাতি নিতান্ত অল্পবীর্য্য, তাহাতে আবার অবলা স্ত্রী। সে কিরূপে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিল?

বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি

মধুর বাক্যে রাম ও লক্ষ্মণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—বৎস! তাড়কা যে কারণে এরূপ বলবতী হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। তাড়কা অবলা হইলেও বর প্রভাবে এরূপ বীর্য্য ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে সুকেতু নামে এক মহাবীর্য্য যক্ষ ছিল। সে অনপত্যতা নিবন্ধন শুভাচার অবলম্বন করিয়া কঠোর তপস্যা করে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই যক্ষপতির আরাধনায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাড়কা নামে একটী কন্যারত্ন দান করিয়াছিলেন এবং তিনিই আবার তাহাকে সহস্র মাতঙ্গের বলও দিয়াছিলেন। কিন্তু লোকপীড়ার শঙ্কায় তাহাকে পুত্র প্রদান করিলেন না। ক্রমে কন্যা তাড়কা শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া রূপবতী ও যুবতী হইয়া উঠিলে, যক্ষপতি সুকেতু জম্ভনন্দন সুন্দকে প্রদান করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ যক্ষী মারীচ নামে এক দুর্দ্ধর্ষ পুত্র প্রসব করিল। সেও অগস্ত্য শাপে রাক্ষস হইয়াছে। ইহারা উভয়েই যে কারণে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর।

বৎস রাম! কোন অপরাধ নিবন্ধন অগস্ত্য-শাপে সুন্দ নিহত হইলে, তদীয় ভার্য্যা তাড়কা বৈরনির্য্যাতন-বুদ্ধিতে পুত্র মারীচের সহিত মহর্ষিকে তাড়না ও ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া মহাক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে বেগে ধাবিত হইল। ভগবান্ মহর্ষি অগস্ত্য তাহাদিগকে সেইরূপ বিকৃত বেশে আসিতে দেখিয়া প্রথমতঃ মারীচকে কহিলেন,—রে দুরাত্মন! তুই রাক্ষস হইয়া থাক। পরে রোষ-কষায়িত-লোচনে

তাড়কার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—যক্ষি! তুই যখন বিকৃতবেশে বিকটাননা হইয়া পুরুষভক্ষণে অভিলাষিণী হইয়াছিস্, তখন এই যক্ষী রূপ পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে ভীষণাকৃতি রাক্ষসী রূপ ধারণ কর্।

তাড়কা এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় ও দিক্‌বিদিক শূন্য হইয়া অগস্ত্যের এই পবিত্র আশ্রম বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছে। রাম! তুমি গো ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত এই দুর্দ্ধর্ষ দুরাচারিণী যক্ষী রাক্ষসীকে সংহার কর। হে রঘুনন্দন! তুমি ব্যতীত এই শাপগ্রস্তা পাপীয়সীকে বিনাশ করিতে ত্রিভূবনে আর কেহ নাই। হে নরোত্তম! স্ত্রী বধ করিবে বলিয়া কিছুমাত্র ঘৃণা করিবে না। তুমি রাজপুত্র, চাতুবর্ণ্য রক্ষার্থ ঈদৃশ কার্য্য তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার হস্তে প্রজাপালনের ভার তাঁহাকে এরূপ কার্য্য সদোষ হইলেও স্বীকার করিতে হয়, দেখ বৎস! পশুহত্যা নিষ্ঠুর হইলেও যজ্ঞাদি স্থলে মহর্ষিগণ তাহার অনুমোদন করিয়া থাকেন। রাজ্যাধিকারী পুরুষদিগের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। অতএব তুমি এই অধর্ম্মচারিণী রাক্ষসীকে বিনাশ কর, ইহার হৃদয়ে ধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। শুণিতে পাওয়া য়ায় পূর্ব্বে বিরোচন সুতা মন্থরা পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিয়াছিল, দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আর এক সময়ে শুক্র-জননী পতিরতা ভৃগুপত্নি দৈত্যগণের অনুরোধে ইন্দ্র নিধনের কামনা করিয়াছিল, বিষ্ণু তাঁহাকে নিপাত করিয়াছিলেন। বৎস! এই সমস্ত দেবতা ও অন্যান্য রাজ পুত্রগণ এবং নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মারা অনেক অধর্ম্ম

চারিণী নারীর প্রাণ সংহার করিয়াছেন। অতএব হে রাজন্! এই সমস্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তুমিও স্ত্রীবধে ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিদেশে এই নিশাচরীকে সংহার কর।

রঘুকুল-ধুরন্ধর দৃঢ়ব্রত রাজতনয় রাম মহর্ষির উৎসাহ-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন,—ভগবন্! আমি পিতৃবাক্য পালন ও পিতৃবাক্যের গৌরব নিবন্ধন আপনার আদেশ নিঃশঙ্কহৃদয়ে পালন করিব। আসিবার কালে বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজন সমক্ষে পিতা আমায় আদেশ করিয়াছেন ;—বৎস! তুমি কুশিক তনয় মহর্ষির বাক্য অকুণ্ঠিত-চিত্তে প্রতিপালন করিবে, কদাচ অবজ্ঞা করিবে না। অতএব আপনার আজ্ঞায় গো ব্রাহ্মণের হিত ও দেশের হিত সাধনার্থ আমি তাড়কাকে অবশ্যই বিনাশ করিব।

অরিন্দম রাম এই কথা বলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে শরাসন গ্রহণ ও তীব্র টঙ্কার শব্দে দিক্ সমুদায় প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। সেই টঙ্কার শব্দে অরণ্যবাসী সমস্ত জীব জন্তু চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। রাক্ষসী তাড়কাও জ্যাশব্দ শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে রামের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাম সেই বিকৃতাননা ঘোররূপা ক্রোধবিহ্বলা দীর্ঘাঙ্গী নিশাচরীকে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—দেখ, লক্ষ্মণ! যক্ষিণীর আকার কি ভয়ঙ্কর! ইহাকে দেখিলে নির্ভীক লোকের হৃদয়েও ভয়-সঞ্চার হয়। এই মায়াবিনীকে নাসিকা কর্ণ ছেদন করিয়া নিবৃত্ত করি এবং হস্তপদচ্ছেদনে পরপরিভব-শক্তি ও আকাশ বিচরণ-

শক্তি এই উভয় শক্তিই অপহরণ করি। অবধ্য স্ত্রীজাতিকে বধ করিতে আমার অভিরুচি হইতেছে না।

রাম, লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিতেছেন, এই সময়ে তাড়কা ক্রোধে অধীর হইয়া বাহুদ্বয় উচ্ছ্রিত করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হুঙ্কার শব্দে তাড়কাকে ভৎর্সনা করিয়া "রাম লক্ষ্মণের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাক্ষসী তাড়কা ধূলিপটল উড্ডীন করিয়া আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন ও ক্ষণকালের জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে মুগ্ধ করিল এবং মায়াজাল বিস্তার করিয়া অনবরত শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাম আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, নিশিত-শর-নিকর-বর্ষণ দ্বারা শিলাবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাহার হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া দিলেন। সে ছিন্নহস্তা হইয়াও রাম সন্নিধানে ঘোর রবে গর্জ্জন করিতেছে দেখিয়া, লক্ষ্মণ ক্রোধে তাহার নাসিকা কর্ণ ছেদন করিলেন। তখন কাম-রূপিণী যক্ষী বিবিধরূপ ধারণ করিয়া রাক্ষসমায়ায় অন্তর্হিত থাকিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে কখন মুগ্ধ, কখন তদুপরি শিলাবর্ষণ, কখন ঘোররূপে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিল।

তদ্দর্শনে গাধিতনয় বিশ্বামিত্র শ্রীমান্ রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—রাম! তুমি ইহাকে স্ত্রীজাতি বলিয়া ঘৃণা করিও না, এই পাপীয়সী দুরাচারিণী যজ্ঞবিঘ্নকরী যক্ষী ক্রমেই মায়াজাল বিস্তার করিবে। যাবৎ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত না হয়, তাহার পূর্ব্বেই ইহাকে বিনাশ কর। রাক্ষসেরা সন্ধ্যাকাল

উপস্থিত হইলে বিষম ভীষণ ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে, অতএব আর কাল বিলম্ব করিও না, শীঘ্র বধ কর।

তাড়কা এতক্ষণ আকাশ পথে অন্তর্হিত হইয়া ক্রমাগত শিলাবর্ষণ করিতে ছিল, রাম তাহার শব্দানুসারে লক্ষ্য স্থির করিয়া শব্দ বেধী শরজালে তাহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। এই-রূপে অবরুদ্ধ হইয়া সেই নিশাচরী মায়াবল সহকারে ভীষণ সিংহনাদ করিতে করিতে রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমান হইল। রাম তাহাকে বজ্রের ন্যায় মহাবেগে আসিতেছে দেখিয়া শর দ্বারা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে শরবদ্ধ হইবা মাত্র ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন বিমানচারী ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ভীমরূপা তাড়কাকে সমরশয্যায় শায়িত দেখিয়া, মানবেন্দ্র রামকে বারংবার সাধু-বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তৎসহচর দেবগণও রামের অশেষ প্রশংসাবাদ করিলেন। অনন্তর অমরগণের সহিত সহস্রলোচন পুরন্দর পরম প্রীতিসহকারে হৃষ্টান্তঃ-করণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন,—মহর্ষে! তোমার মঙ্গল হউক, তোমার এই কার্য্যে আমরা সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে রামের প্রতি তোমাকে একটী বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতে হইবে। হে ব্রহ্মন্! প্রজা-পতি কৃশাশ্বের সত্যপরাক্রম, তপোবল ও জ্ঞানবলে লব্ধ পুত্রগণকে রামের হস্তে অর্পণ কর। এই রঘুকুলতনয়ই তোমার দানের যোগ্যপাত্র এবং তোমারই শুশ্রূষায় নিতান্ত অনুরক্ত। এই কথা বলিয়া দেবগণ বিশ্বামিত্রের যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা প্রস্থান করিলে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল, তখন মহর্ষি তাড়কাবধজনিত প্রীতিরসে আর্দ্র হইয়া রামের মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন,—রাম! এস অদ্য আমরা এই-স্থানেই রজনী যাপন করি। কল্য প্রত্যূষে আমরা আশ্রমে গমন করিব। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্যে পরম পুলকিত হইয়া সেই রাত্রি তাড়কা-বনে সুখে অতিবাহিত করিলেন। সেই দিন হইতে সেই তাড়কারণ্য নিরুপদ্রব হইয়া চৈত্ররথ-উদ্যানবৎ পরম রমণীয় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

দশরথ তনয় রাম এইরূপে যক্ষ তনয়া তাড়কাকে বিনাশ করিয়া সুর ও সিদ্ধগণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতে করিতে সেই রাত্রি তথায় মহর্ষির সহিত বাস করিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইলে মুনি কর্ত্তৃক জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সপ্ত বিংশ সর্গ।

—oo—

মহাযশা বিশ্বামিত্র সে রাত্রি অরণ্যে বাস করিয়া প্রভাতে সহাস্যমুখে মধুরবচনে রামচন্দ্রকে কহিলেন,—রাজপুত্র রাম! আমি তোমার উপর যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। আমার কাছে যে সমুদায় দিব্য অস্ত্র আছে ঐ সমুদায় অস্ত্রই পরমপ্রীতি সহকারে আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। ঐ সকল অস্ত্রদ্বারা তুমি পৃথিবী মধ্যে কি দেবতা, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি উরগ,

কি অমিত্র সকলকেই সমরে নিজের বশে আনিয়া অনায়াসেই পরাজয় করিতে পারিবে ; অন্যের কথা আর কি বলিব! অতএব এক্ষণে তোমাকে মহৎ দিব্য দণ্ড-চক্র, ধর্ম্ম-চক্র, কাল-চক্র, বিষ্ণু-চক্র ও অত্যুগ্র ঐন্দ্রচক্র, পরে বজ্র-অস্ত্র, শৈবশূলবত, ব্রহ্মশির ঐশিকাস্ত্র, ব্রাহ্মঅস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নামক দুইটী সুন্দর প্রদীপ্ত গদা, ধর্ম্মপাশ, কালপাশ, বারুণ-পাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র দ্বিবিধ; অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, অত্যুত্তম বায়ব্যাস্ত্র, হরশির অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, শক্তি-দ্বয়, কঙ্কাল, ভীষণ মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিণী এই সমস্ত অস্ত্র রাক্ষসদিগের বধ সাধনের নিমিত্ত দান করিব। এতদ্ভিন্ন বৈদ্যাধর নামে মহাস্ত্র, নন্দন নামে অসিরত্ন, আমার প্রিয় মোহন নামে গান্ধর্ব্বাস্ত্র, প্রস্বাপনাস্ত্র প্রশমনাস্ত্র তোমাকে দান করিব। অনন্তর বর্ষণাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, সন্তাপণাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র, কন্দর্পের অতি প্রিয় দুর্দ্ধর্ষ মাদনাস্ত্র, মানব নামক গান্ধর্ব্বাস্ত্র, মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র। হে নরশার্দ্দূল নৃপতনয়! এই সমস্ত আমার কাছে গ্রহণ কর। তৎপরে তামশাস্ত্র, মহাবল সৌমনাস্ত্র, অপ্রতিবিধেয় সম্বর্ত্তাস্ত্র, মৌষলাস্ত্র, সত্যাস্ত্র, মায়াময়াস্ত্র, পৌরতেজোপকর্ষণ তেজঃপ্রভ নামে সৌরাস্ত্র, শিশির নামে সোমাস্ত্র, অতি দারুণ ত্বাষ্ট্র অস্ত্র ও সূর্য্যেরও ভয়াবহ শীলশর এই সমস্ত মহাবল কালরূপী বিশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় সত্বর আমার কাছে গ্রহণ কর।

যে সকল অস্ত্র দেবগণেরও দুর্লভ সেই সমস্ত সমন্ত্রক অস্ত্র রামকে প্রদান করিবার নিমিত্ত মুনিবর বিশ্বামিত্র শুচি ও প্রাঙ্মুখ হইয়া মন্ত্র সমুদায় জপ করিতে লাগিলেন। তখন তৎসমুদায়

অস্ত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সম্মুখে প্রকাশমান হইলে পরম প্রীতি-পূর্ব্বক রামকে প্রদান করিলেন। সেই মহার্ঘ অস্ত্র সমুদায় মুনির নিয়োগে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতে লাগিল,—রাঘব! আমরা এক্ষণে আপনার কিঙ্কর, আপনি যাহা আদেশ করিবেন তৎসমুদায়ই আমরা সম্পাদন করিব, আপনার মঙ্গল হউক।

রাম দিব্যাস্ত্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইলে সুপ্রসন্ন চিত্তে হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া প্রতিগ্রহ করিলেন এবং কহিলেন,—তোমরা আমার মানসপটে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে। অনন্তর মহাতেজস্বী রাম প্রফুল্লহৃদয়ে মহামুনি বিশ্বা-মিত্রকে অভিবাদন করিয়া গমনের জন্য উপক্রম করিলেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

—oo—

এইরূপে ককুৎস্থকুলতিলক রামচন্দ্র পবিত্র হইয়া দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রতিগ্রহপূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে গমন করিতে করিতে বিশ্বা-মিত্রকে কহিলেন,—ভগবন্! আপনার প্রসাদে দেবগণেরও অজেয় অস্ত্রগ্রাম লাভ করিলাম। কিন্তু ঐ সমুদায় অস্ত্রের কিরূপে প্রতিসংহার করিতে হয় তাহাও আমি জানিতে অভি-লাষ করি। তৎশ্রবণে মহাতপা বিশ্বামিত্র পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে সংহার মন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর কহিলেন,—বৎস রাম! তুমিই অস্ত্রপ্রদানের প্রকৃত যোগ্য পাত্র, অতএব তোমাকে আরও কতকগুলি অস্ত্র প্রদান করিব, গ্রহণ কর।

এই সমুদায় অস্ত্রের নাম—সত্যবৎ, সত্যকীর্ত্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্য, অলক্ষ্য, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, স্বনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্যপ্রমথন, শুচি, বাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, সার্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান্, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধুত, মকর, করবীর, রতি, ধন্য, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান ও বরুণ। রাম! ইহাঁরা সকলেই কৃশাশ্বতনয় দীপ্তিশীল ও কালরূপী। এই সমুদায় অস্ত্র তুমি গ্রহণ কর। রাম হৃষ্টচিত্তে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই সমস্ত অস্ত্র মূর্ত্তিমান দিব্য উজ্বল কলেবর ও সুখপ্রদ। উহাদের মধ্যে কতকগুলি জ্বলন্ত অঙ্গার-সদৃশ, কতকগুলি ধূমতুল্য ধূমবর্ণ। কেহ কেহ বা চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্। এই সমুদায় অস্ত্র স্ব স্ব মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুরবাক্যে রামকে কহিল,—হে নরশ্রেষ্ঠ! আমরা সকলে আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, আজ্ঞা করুন, আমরা আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব। তখন রঘুনন্দন কহিলেন, তোমরা এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন কর। স্মরণ করিলে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমার সাহায্য করিবে। অনন্তর সেই সমস্ত দিব্যাস্ত্র 'তাহাই হইবে' বলিয়া রামকে আমন্ত্রণ ও সম্ভাষণ পুর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিল।

রাম এইরূপে মহর্ষির নিকট সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ক বিদ্যারহস্য অবগত হইয়া পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে মধুর ও বিনয় বাক্যে মহামুনি বিশ্বা-

মিত্রকে কহিলেন,—ভগবন্! ঐ পর্ব্বতের অদূরে মেঘের ন্যায় যে নিবিড় বিটপিশ্রেণী শোভা পাইতেছে, উহা কি নিরবচ্ছিন্ন কেবল অরণ্যই অথবা ঐ স্থানে কোন তাপসের আশ্রম? উহা দেখিতে অতি রমণীয় বলিয়া মনে হইতেছে। উহার চতুর্দ্দিকে হরিণ হরিণীগণ কেমন সুখে বিচরণ করিতেছে, বিবিধ বিহঙ্গ কুলের মধুর কূজনে দিক্ সমুদায় মুখরিত হইতেছে। একটি অতি ভীষণ লোমহর্ষণ গহন কানন হইতে নিঃসৃত হইয়া আসিলাম, কিন্তু সম্মুখে যে অরণ্য দেখিতেছি উহা যেন শান্ত রসাস্পদ পরম সুখের আলয় কোন একটী আশ্রম বলিয়া প্রতীতি জন্মিতেছে। ভগবন্! এক্ষণে বলুন, এ আশ্রম কাহার? আর যেখানে ব্রহ্মঘাতক দুরাচার দুরাত্মা নিশাচরেরা আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করে, যথায় আপনার যজ্ঞ রক্ষা ও তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে সে আশ্রমই বা আর কতদূরে আছে? হে প্রভো! এই সমুদায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমাদের নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

একোন ত্রিংশ সর্গ।

—oo—

অপরিচ্ছিন্ন পরাক্রম রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—বৎস রাম! এই স্থানে দেববৃন্দবন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু বহুযুগশত বর্ষ ধরিয়া তপশ্চরণার্থ বাস করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহা বামনাবতারের পূর্ব্বাশ্রম। এই আশ্রমে মহাতপা

বিষ্ণু সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধাশ্রম নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণুর তপস্যাকালে বিরোচনতনয় বলি নামে একজন রাজা ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া ত্রিলোক মধ্যে একমাত্র রাজা হইয়া স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করে। সেই মহাবল অসুররাজ মহা আড়ম্বরে এক যজ্ঞ আরম্ভ করিল। বলি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবতারা সকলে অগ্নিকে অগ্রে করিয়া এই আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক বিষ্ণুকে কহিলেন,—ভগবন্! বিরোচনতনয় বলি এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে, ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতেই দেবরক্ষা-রূপ স্বকার্য্য সম্পাদন আপনাকে করিতে হইবে। ঐ যজ্ঞে নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাচকেরা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, উহারা যে বিষয়ে যাহা কিছু প্রার্থনা করিতেছে, দানবরাজ বলিও তৎ-সমুদায় অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রদান করিতেছে। অতএব আপনি এখন দেবগণের হিতের নিমিত্ত মায়াযোগ অবলম্বন করিয়া বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক আমাদের কল্যাণ সাধন করুন।

বৎস রাম! এই সময়ে সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্য প্রভাসম্পন্ন তেজঃপ্রদীপ্ত ভগবান্ কশ্যপ সহধর্ম্মিণী অদিতির সহিত দিব্য বর্ষ সহস্র কাল ব্যাপক একটী ব্রত সমাপন করিয়া বর-দানোন্মুখ মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে দেব! তুমি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্ত্তি ও জ্ঞানস্বরূপ। আমি অতিকৃচ্ছ্র সাধ্য, তপোবলেই পুরুষোত্তম তোমার সাক্ষাৎ-কার লাভ করিলাম। হে প্রভো! তোমার শরীরে এই সমস্ত জগৎ আমি দেখিতে পাইতেছি। তুমি অনাদি ও অনন্ত, আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি।

কশ্যপের এই স্তুতিবাদ শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া ভগবান্ হরি সেই নিষ্পাপ কশ্যপকে কহিলেন,—তপোধন! তুমি আমার অভিমত বরদানের উপযুক্ত পাত্র, এক্ষণে যাহা অভিলষিত হয়, বর প্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হউক। মরীচিতনয় কশ্যপ ভগবানের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে বরদ! যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর প্রদান কর তবে অদিতি, দেবগণ ও আমি, আমরা সকলেই প্রার্থনা করিতেছি তুমি অদিতির গর্ভে আমার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর। হে অরিসূদন! তুমি সুরপতি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া শোকাকুল দেবগণের সাহায্য কর। হে দেবেশ! তুমি এই আশ্রমে বাস করিয়া যে তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, উহা সিদ্ধ হইয়াছে এবং তোমার প্রসাদে এই আশ্রমও সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইবে। হে ভগবন্ দেবেশ! এক্ষণে তুমি সুরকার্য্য সাধনার্থ এ স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর।

অনন্তর মহাতেজা বিষ্ণু দেবী অদিতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বামনরূপে বিরোচন পুত্র বলির নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করিলেন এবং সর্ব্বলোক-হিতের নিমিত্ত পদত্রয় দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সমস্ত মেদিনী আত্মবশে আনিয়া আত্মবলে বলিকে বন্ধন পূর্ব্বক দেবরাজকে পুনরায় ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রদান করিলেন। বৎস! সেই বামনদেব পূর্ব্বে এই শ্রমবিনাশন আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও তাঁহার প্রতি ভক্তি বশতঃ সেই আশ্রমই আশ্রয়

করিয়া রহিয়াছি। যজ্ঞ বিঘ্নকারী রাক্ষসেরা এই আশ্রমেই আসিয়া থাকে, এইখানেই তোমাকে সেই সমুদায় দুরাচার দিগকে বিনাশ করিতে হইবে। বৎস রাম! অদ্যই আমরা সেই সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হইব। এই আশ্রমে আমার যেরূপ অধিকার, তোমারও সেইরূপ।

এই কথা বলিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র পরম প্রীতিসহকারে রাম লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রদ্বয়যুক্ত হিমনির্ম্মুক্ত হিমাংশুর ন্যায় তিনি পরম শোভা ধারণ করিলেন। সিদ্ধাশ্রমবাসী তাপসগণ বিশ্বামিত্রকে সমাগত দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার যথোপচারে অর্চ্চনা করিলেন এবং রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণেরও অতিথি সৎকার করিলেন।

অনন্তর অরিন্দম রাম ও লক্ষ্মণ মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন,—ভগবন্! আপনি অদ্যই যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ করুন, আপনার মঙ্গল হইবে এবং সঙ্কল্পিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া এই আশ্রমের নাম অন্বর্থ করুন, আর আপনার বাক্যও সফল হউক।

মহামুনি বিশ্বামিত্র রামের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সংযতচিত্তে সেই দিনেই যজ্ঞাগারে প্রবেশ ও দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল, কার্ত্তিকেয় ও বিশাখের ন্যায় রাজপুত্রদ্বয় সমাহিতচিত্তে সে রাত্রি সুখে বাস করিয়া প্রভাতকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা ও নিয়মপূর্ব্বক গায়ত্রীজপ সমাপনান্তে অগ্নিহোত্র গৃহে সমাসীন মহর্ষিকে অভিবাদন করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

—০০—

দেশ কালাভিজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণ অবসর বুঝিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন,—ভগবন্! যে সময়ে মারীচ ও সুবাহু হইতে যজ্ঞ-রক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদিগকেও নিবারণ করিতে হয় ঐ সময়টী আমরা জানিতে অভিলাষ করি, তাহা আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিউন। কারণ কালাতিক্রমে কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। দেখিবেন যেন সময় অতীত না হয়। যুদ্ধার্থ সমুৎসুক ও বদ্ধপরিকর হইয়া রাজপুত্রদ্বয় এইরূপ বলিতেছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া, সিদ্ধাশ্রমবাসী সমস্ত ঋষিগণ নিতান্ত প্রীত-মনে তাঁহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহি-লেন,—বৎস রাম ও লক্ষ্মণ! মহর্ষি এক্ষণে যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, অদ্য হইতে ছয় রাত্রি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন সুতরাং তোমাদের বাক্যের উত্তর দিতে পারিতেছেন না। তোমরা এই ছয় দিন যজ্ঞ ও মহর্ষিকে রক্ষা কর। যশস্বী রাজপুত্রদ্বয় সেই নিদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বর্ম্ম পরিধান ও ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক দিবারাত্র তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নিদ্রা পরিহার করিয়া যজ্ঞস্থানে যাহাতে কোন বিঘ্ন উপ-স্থিত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হইয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রের রক্ষাকার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত রহিলেন।

এইরূপে পঞ্চ রাত্রি অতীত হইল। ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইলে রাম লক্ষ্মণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—বৎস লক্ষ্মণ! অদ্য সতত সজ্জীভূত ও বিশেষ সতর্ক হইয়া থাক। এদিকে যজ্ঞ বেদিতে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, ব্রহ্মা পুরো-

হিত উপদেষ্টা ও অন্যান্য পুরোহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত ন্যায়ানুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি-তেছেন; চতুর্দ্দিকে কুশ, কাশ, স্রুক্, সমিধ্, পানপাত্র ও কুসুম প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া যজ্ঞস্থল এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; এই সময়ে যজ্ঞবেদি সহসা আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আকাশে ভীষণ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। প্রাবৃট্কালে জলদাবলী সমস্ত গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া অশনিপাত, ভীষণ গর্জ্জন ও অবিরলধারায় বৃষ্টিপাত করিলে যেরূপ দেখায়, তদ্রূপ ভীষণাকার মারীচ, সুবাহু ও তদীয় অনুচর প্রভৃতি নিশাচরেরা মায়াবিস্তার পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল আবৃত করিয়া মহাবেগে ধাবিত এবং যজ্ঞবেদির উপর অনবরত রুধির ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।

রাম তখন বেদির উপর রক্তবৃষ্টি দেখিয়া বেগে তদভিমুখে গমন করিলেন এবং আকাশে ঐ সমস্ত রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মারীচ ও সুবাহু ইহারা দুইজনে তাঁহারই দিকে দ্রুতবেগে উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া রাজীবলোচন রাম লক্ষ্মণের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—দেখ লক্ষ্মণ! আমি এই অল্পপ্রাণ দুরাচার নিশাচরদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না, বরং বায়ুবেগ প্রভাবে মেঘ বৃন্দের ন্যায় মানবাস্ত্র দ্বারা ইহাদিগকে দূরে অপসারিত করিয়া দিই। এই কথা বলিয়া রঘুরাজ রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবর্ষী অত্যুৎকৃষ্ট মানবাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক মারীচের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ সেই মানবাস্ত্রে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ণ শতযোজন দূরে সাগরজলে নিক্ষিপ্ত হইল।

তখন রাম সেই নিশিত শরবলে প্রপীড়িত মারীচকে যুদ্ধে নিরস্ত দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—দেখ লক্ষ্মণ! এই মনু-প্রযুক্ত শিতেষু নামক মানব-অস্ত্রের কি অদ্ভুত শক্তি, মারীচকে অচৈতন্য করিয়া দূরে লইয়া গেল কিন্তু প্রাণে মারিল না। এক্ষণে আমি এই নিষ্ঠুর দুরাচার পাপিষ্ঠ রুধিরপিপাসু যজ্ঞবিঘ্নকারী নিশাচরদিগকে সংহার করিব। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কার্ম্মুকে অমোঘ আগ্নেয় অস্ত্র যোজনা করিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে সুবাহুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন; সুবাহু সেই শরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সমরশায়ী হইল। মহাবীর রাম সুবাহুকে বিনাশ করিয়া বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা দেবাসুর যুদ্ধে বিজয়ী দেবরাজের ন্যায় রামকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন।

এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র দিক্ সমুদায় নিরুপদ্রব হইয়াছে দেখিয়া রামকে বলিতে লাগি-লেন;—হে মহাবাহো! অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম, তুমি গুরুবচন প্রতিপালন করিলে; এই আশ্রমও তুমি যথার্থতঃই সিদ্ধাশ্রম করিলে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এইরূপে রামের বহু প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া সন্ধ্যার উপাসনার্থ গমন করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

—০০—

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপে রাক্ষসবধে কৃতকার্য্য হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সে রাত্রি যজ্ঞশালাতেই বাস করি-

লেন। রজনী প্রভাত হইলে ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিগণ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক উদার ও মধুর বচনে কহিলেন,—ভগবন্! এই আপনার কিঙ্কর আমরা দুইজন উপস্থিত, আজ্ঞা করুন, এক্ষণে আমাদিগকে আর কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সমস্ত মুনিগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের ধর্ম্মপ্রধান একটী যজ্ঞ হইবে, আমরা তথায় গমন করিব। বৎস! আমাদের সমভিব্যাহারে তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে। তুমি তথায় যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিলে জনকের এক অদ্ভুত ধনু দেখিতে পাইবে। পূর্ব্বকালে দেবতারা মহারাজ দেবরাত নামক প্রাচীন জনকের যজ্ঞসভায় পরমোজ্জ্বল অপরিচ্ছিন্ন শক্তি ও ভয়ঙ্কর ঐ ধনু প্রদান করিয়াছিলেন। মানুষের কথা আর কি বলিব! কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি রাক্ষস,—ইহাঁরাও ঐ কঠোর কার্ম্মুকে গুণযোগ করিতে সমর্থ নহে। অনেক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ও রাজপুত্রগণ উহার শক্তি জানিবার জন্য আগমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাহাতে জ্যারোপণ করিতে পারেন নাই। বৎস রাম! চল তোমরা মিথিলা নগরীতে মহাত্মা জনকের সেই অদ্ভুত ধনু ও যজ্ঞ দর্শন করিয়া আসিবে। মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক দেবগণের নিকট এই দৃঢ় মুষ্টি ধনু যজ্ঞের ফল স্বরূপে প্রার্থনা করিয়া-

ছিলেন, দেবতারাও উহা যজনীয় দেবতা রূপে প্রদান করেন। জনকরাজ ঐ ধনু গৃহে রাখিয়া আরাধ্য দেবতার ন্যায় বিবিধ গন্ধ, অগুরুগন্ধী ধূপ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন।

অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র প্রস্থান কালে বনদেবতাগণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—হে বনদেবতাগণ! আমি এক্ষণে এই সিদ্ধাশ্রম হইতে পূর্ণমনোরথ হইয়া উত্তরদিকে জাহ্নবী-তীরস্থিত হিমালয়ে চলিলাম; তোমাদের মঙ্গল হউক। এই কথা বলিয়া তপোধন বিশ্বামিত্র বনবাসী ঋষিগণ ও রাম লক্ষ্মণের সহিত উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ শত সংখ্যক শকটে অগ্নিহোত্রের যাবতীয় দ্রব্য সম্ভার আরোপিত করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সিদ্ধাশ্রমবাসী মৃগ পক্ষিগণও তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মহামুনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। অতঃপর তাঁহারা অনেক দূর পথ অতিক্রম করিলে দিবাকরকে অস্তোন্মুখ দেখিয়া সন্নিহিত শোনা নদীর তীরে সে রাত্রি বাস করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন; সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলেন।

তখন তাঁহারা সায়ন্তন স্নান সমাপন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক সকলে সমবেত হইয়া একত্র উপবেশন করিলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত তাৎকালিক স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া ধীমান্ বিশ্বামিত্রের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর মহা-তেজা রাম কৌতূহল পরবশ হইয়া তপোনিধি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! দেখিতেছি এই স্থানটী অতি

সুন্দর কানন দ্বারা পরিশোভিত রহিয়াছে, ইহা কোন্ স্থান? বলুন, শুনিতে আমাদের নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। মহাতপা মহর্ষি রামের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সমস্ত ঋষিদিগের সমক্ষে ঐ দেশের নিখিল বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

—:•:—

মহর্ষি কহিলেন,—পূর্ব্বকালে অক্লিষ্ট-ব্রতাচারী মহাতপা সাধুজন-পূজিত কুশনামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ভগবান্ ব্রহ্মার পুত্র। সেই মহাত্মা কুশ, মহাকুল সম্ভূতা অশেষ স্ত্রীগুণালঙ্কৃতা বৈদর্ভী নাম্নী স্বকীয় ভার্য্যা হইতে আত্মগুণানুরূপ চারিটী পুত্র রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম কুশাম্ব, কুশনাভ, অসূর্ত্তরজা ও বসু। একদা রাজর্ষি কুশ ক্ষত্রধর্ম্ম প্রতিপালনের নিমিত্ত ঐ সমস্ত দীপ্তিশালী উৎসাহসম্পন্ন সত্যবাদী ধার্ম্মিক পুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—বৎসগণ! তোমরা এক্ষণে প্রজাপালনরূপ ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা কর, তাহাতেই ধর্ম্মের পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে।

লোক পূজিত মনুজশ্রেষ্ঠ চারিটী পুত্রই পিতার আদেশে চারিটী নগর সংস্থাপিত করিলেন। কুশাম্ব হইতে কৌশাম্বীপুরী, ধর্ম্মাত্মা কুশনাভ হইতে মহোদয়, মহামতি অসূর্ত্তরজা হইতে ধর্ম্মারণ্য এবং রাজা বসু হইতে গিরিব্রজ নামে এক

একটী নগর স্থাপিত হইল। মহাত্মা বসু হইতে এই ভূভাগের নাম বসুমতী হইয়াছে। আর চতুর্দ্দিকে যে পাঁচটী শৈলবর শোভা পাইতেছে এবং উহাদের মধ্য দিয়া যে শোনা নদী মালার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, এই সমস্ত প্রদেশই কুশের অধিকৃত। এই রমণীয় স্রোতস্বতী মগধদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, সেইজন্য উহা মাগধী নামে বিশ্রুত হইয়াছিল। ইহার উভয় পার্শ্বস্থ ক্ষেত্র সমুদায় সুপ্রশস্ত এবং শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ।

ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি কুশনাভের পত্নীর নাম ঘৃতাচী। এই ঘৃতাচীর গর্ভে কুশনাভের একশত কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করে। তাঁহারা কালক্রমে রূপ ও যৌবন লাভ করিলেন। একদা তাঁহারা বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া প্রাবৃটকালে চপলার ন্যায় উদ্যানে আগমন পূর্ব্বক নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহকারে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন, তৎকালে মেঘান্ত-রালে তারকারাজির ন্যায় শোভমানা পৃথিবীমধ্যে অনুপম রূপ-যৌবন-সম্পন্না চারুসর্ব্বাঙ্গী পরম গুণবতী রাজকুমারীদিগকে দেখিয়া সর্ব্বাত্মরূপী ভগবান্ বায়ু তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—অয়ি সুন্দরীগণ! আমি তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা সকলে আমার ভার্য্যা হও এবং মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর। যৌবন নিতান্ত চঞ্চল, তাহাতে মানুষের যৌবন ত ক্ষণস্থায়ী বলিলেই হয়। অতএব আমার পত্নীত্ব লাভ করিলে স্থিরযৌবন পাইয়া অমরী হইবে। অক্লিষ্টকর্ম্মা বায়ুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যাগণ হাস্য করিয়া কহিল, হে সুরসত্তম! তুমি সমস্ত জীবেরই হৃদয়ে বিরাজমান

রহিয়াছ, সুতরাং তাহাদের হৃদ্গত ভাবও তোমার অজ্ঞাত নাই; আর আমরাও তোমার প্রভাব সম্যক্ অবগত আছি, তবে কিজন্য এইরূপ অনুচিত প্রার্থনা করিয়া আমাদিগের অবমাননা করিলে? আমরা রাজর্ষি কুশনাভের দুহিতা, আমরা মনে করিলে তোমার বায়ুত্ব ভ্রষ্ট করিতে পারি কিন্তু তাহা করিলে তপঃ ক্ষয় হইবে, সেই জন্য তোমাকে ক্ষমা করিলাম। রে দুর্ব্বুদ্ধে! আমরা সত্যপরায়ণ পিতাকে অবমাননা করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া স্বয়ম্বর আশ্রয় করিব সে কাল যেন কখনই আসে না। পিতাই আমাদের প্রভু, পিতাই আমাদের পরম দেবতা। পিতা আমাদিগকে যাহার হস্তে প্রদান করিবেন তিনিই আমাদের ভর্ত্তা হইবেন।

ভগবান্ সমীরণ তাহাদিগের এই বচন শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-ভরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের সর্ব্ব-গাত্রে প্রবেশ করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন তাহারা কুব্জভাবাপন্ন হইয়া পিতৃভবনে প্রবেশ করিল এবং নিতান্ত ত্রস্ত ও লজ্জিত হইয়া অনবরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। রাজা কুশনাভ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পরম সুন্দরী কন্যাদিগকে কুব্জভাবাপন্না ও রোরুদ্যমানা দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; এ কি? কে তোমাদিগকে অবমাননা করিয়াছে? কেই বা তোমাদিগকে কুব্জা করিয়া-দিল? কিজন্যই বা এত রোদন করিতেছ? কেনই বা তোমা-দের মুখ হইতে একটী কথাও সরিতেছে না? রাজা কন্যাগণকে এই রূপ বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

—oo—

অনন্তর কন্যাগণ ধীমান কুশনাভের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কহিল,—পিতঃ! সর্ব্বব্যাপী সমীরণ অসৎপথ আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে অপমানিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহার ধর্ম্মভয় একেবারেই নাই। আমরা তাহাকে কহিলাম, আমাদের পিতা আছেন, সুতরাং আমরা তাঁহারই অধীন, স্বেচ্ছাচার আশ্রয় করিতে আমরা প্রবৃত্ত নহি। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা কর। যদি তিনি আমাদিগকে তোমায় প্রদান করেন তাহা হইলে আমরা তোমারই হইব। এইরূপ বলিলে সেই দুরাচার পাপমতি আমাদের বাক্য ত গ্রাহ্যই করিল না, প্রত্যুত আমাদিগকে এইরূপ বিকলাঙ্গ করিয়া দিল।

পরম ধার্ম্মিক রাজা কুশনাভ কন্যাদিগের এইরূপ দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—কন্যাগণ! তোমরা সকলে একমত হইয়া বায়ুর প্রতি যে সুমহৎ ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছ, উহাতে আমার কুলগৌরবই রক্ষা হইয়াছে। নারী হউক বা পুরুষই হউক, ক্ষমা সকলেরই ভূষণ। বিশেষতঃ দেবতাদের উপর ক্ষমা প্রদর্শন অতীব দুষ্কর। হে পুত্রীগণ! তোমাদের সকলের যেরূপ ক্ষমা, উহা যেন আমার বংশের সকলেই অবিশেষে শিক্ষা করে। ক্ষমা দান, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ ও ক্ষমাই ধর্ম্ম; এই ক্ষমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অমরতুল্য পরাক্রমশালী রাজা কুশনাভ

এই কথা বলিয়া কন্যাগণকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিলেন। অতঃপর উপযুক্ত দেশ, উপযুক্ত কাল, রূপগুণ ও কুলশীলাদির অনুরূপ পাত্রে কন্যা প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত তাহার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে চূলী নামক এক মহাদ্যুতি ব্রহ্মচারী সদাচার পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মসমাধি সাধন করিতেছিলেন। সেই সময়ে উর্ম্মিলাতনয়া সোমদা নাম্নী এক গন্ধর্ব্ব কুমারী তাঁহার প্রসাদ-লাভার্থ প্রণাম পূর্ব্বক নিরন্তর পরিচর্য্যা করিত।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে গুরু ব্রহ্মচারী সেই ধর্ম্মশীলা সোম-দার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—সোমদে! আমি তোমার পরিচর্য্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, বল তোমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব, তোমার মঙ্গল হউক। তখন সোমদা মহর্ষিকে পরিতুষ্ট জানিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে মধুর স্বরে কহিল,—তপোধন! আপনি ব্রহ্মশ্রীসম্পন্ন ব্রহ্মস্বরূপ ও মহাতপা, আপনার প্রসাদে আমি একটী স্বাধ্যায়পর ধার্ম্মিক পুত্রলাভ করি, ইহাই আমার অভিলাষ। আমি কাহাকেও পতিত্বে বরণ করি নাই, কাহার ভার্য্যাও হইব না। আমি কিঙ্করীভাবে আপনার নিকট উপ-স্থিত হইয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মবিধান অনুসারে আমাকে একটী পুত্র প্রদান করুন।

ব্রহ্মর্ষি চূলী তখন সোমদার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মদত্ত নামে একটি মানস পুত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। গন্ধর্ব্বী সোমদার ক্ষত্রিয়ত্ব নিবন্ধন রাজা ব্রহ্মদত্ত ইন্দ্রের অমরা-বতীর ন্যায় পরমৈশ্বর্য্য সম্পন্ন কাম্পিল্যা নগরীতে এক পুরী

নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। বৎস! পরম ধার্ম্মিক মহারাজ কুশনাভ এই ব্রহ্মদত্তকেই আপনার একশত কন্যা প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন।

তখন তিনি ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহার হস্তে স্বীয় কন্যাগণকে প্রদান করিলেন। দেবপতি ইন্দ্রের ন্যায় মহীপাল ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে তাহাদিগের পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্তের পাণি স্পর্শমাত্রেই তাহাদের কুব্জভাব বিদূরিত হইয়া গেল এবং উহারা নির্ম্মুক্তসন্তাপ হইয়া পূর্ব্ববৎ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মহীপতি কুশনাভ তনয়াদিগকে সহসা বায়ুর হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত দেখিয়া বারংবার হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কন্যাগণের পরিণয় ব্যাপার সমাধা করিয়া তিনি সস্ত্রীক রাজা ব্রহ্মদত্তকে উপাধ্যায়গণের সহিত পরম সমাদরে তদীয় রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত জননী সোমদা পুত্রের অনুরূপ উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইল দেখিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইলেন এবং নববধূদিগকে পাইয়া তাহাদিগের গাত্রে পুনঃ পুন হস্ত পরামর্শ পূর্ব্বক কুশনাভের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

-০০-

বৎস রাম! ব্রহ্মদত্ত এইরূপে দারপরিগ্রহ করিয়া প্রস্থান করিলে, পুত্রহীন রাজা কুশনাভ পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইলে তদীয় পিতা

সাক্ষাৎ ব্রহ্মার তনয় উদারস্বভাব কুশ তথায় আগমন করিয়া কুশনাভকে কহিলেন,—বৎস! তুমি অচিরে বংশানুরূপ পরম ধার্ম্মিক গাধিনামে এক পুত্র লাভ করিবে। তদ্দ্বারা তুমি ইহলোকে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিবে। তিনি এই কথা বলিয়া আকাশপথে শাশ্বত ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে মহারাজ কুশনাভের পরম ধার্ম্মিক গাধিনামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। এই গাধি আমার পিতা। হে রঘুনন্দন! আমি কুশবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই জন্য লোকে আমাকে কৌশিক বলে। আমার সত্যবতী নামে এক ব্রতচারিণী জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন, ঋচিক নামক মহর্ষি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভর্ত্তার অনুগামিনী হইয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমার সেই ভগিনী লোকহিতের নিমিত্ত মহতী স্রোতস্বতীরূপে পরিণত হইয়া হিমাচলে প্রবাহিত হইতেছেন। তাঁহার নাম কৌশিকী, সেই দিব্য রমনীয় নদীর জলও অতি পবিত্র। সেই জন্য আমি এক্ষণে সেই ভগিনী কৌশিকীর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া হিমালয় পার্শ্বে পরম সুখে বাস করি। সেই সরিদ্বরা আমার ভগিনী সত্যবতী অতি পুণ্যশীলা, পতিব্রতা ও ভাগ্যবতী, তাঁহার সত্যে এবং ধর্ম্মবিষয়ে যথেষ্ট অনুরাগ আছে।

বৎস রাম! আমি কেবল সিদ্ধিলাভের অপেক্ষায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছিলাম, তোমারই তেজঃপ্রভাবে আমি সিদ্ধকাম হইলাম। রাম! এই আমার বংশের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। আর তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে সেই এই দেশের

কথা কহিলাম। দেখ বৎস! এই কথা বলিতে বলিতে আমাদের অর্দ্ধরাত্র অতীত হইয়াছে, এক্ষণে নিদ্রা যাও, নচেৎ কল্য আবার পথ পর্য্যটনের বিঘ্ন হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। দেখ তরু সকল নিস্পন্দ হইয়াছে, মৃগ পক্ষিগণ স্ব স্ব আবাসে নিলীন হইয়া রহিয়াছে, নৈশ অন্ধকারে সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে। রাত্রি সার্দ্ধ প্রহরা, নক্ষত্র-তারা-খচিত নভোমণ্ডল সহস্রাক্ষের ন্যায় নেত্রবৎ অসংখ্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলে আকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে। এদিকে শীতল কিরণবর্ষী শশধর স্বকীয় প্রভাজালে জগতের তমোরাশি ভেদ করিয়া জীবগণের হৃদয়ে আনন্দ বিধান পূর্ব্বক সমুদিত হইতেছেন। যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি নিশাচর এবং মাংসলুব্ধ প্রাণিগণ ইতস্তত বিচরণ করিতেছে।

মহামুনি বিশ্বামিত্র রামকে এই সমস্ত বাক্য বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। মুনিগণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজর্ষি কুশিকের বংশ অতি মহৎ, তাঁহার বংশীয়গণ ধর্ম্মপরায়ণ, সাক্ষাৎ প্রজাপতিসদৃশ এবং মহাত্মা। হে মহর্ষে! বিশেষতঃ ঐ সমুদায় নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মাদিগের মধ্যে আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আর আপনার ভগিনী সরিদ্বরা কৌশিকীও পিতৃকুলকে উজ্জ্বল করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র মুনিদিগের মুখে প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতে করিতে অস্তোন্মুখ সহস্রাংশুর ন্যায় নিদ্রাগত হইলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হইয়া মহর্ষিকে যথেষ্ট প্রশংসা পূর্ব্বক নিদ্রাবেশে অবশ হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

—০০—

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুনিগণের সহিত শোণকূলে রাত্রি-শেষ যাপন করিয়া প্রভাত কালে রামকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—বৎস রাম! রজনী সুপ্রভাত হইয়াছে, প্রাতঃসন্ধ্যার কাল উপস্থিত, এক্ষণে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গমনার্থ প্রস্তুত হও। রাম তাঁহার বাক্য শ্রবণে শয্যা পরিত্যাগ ও পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এই ত স্বচ্ছ-সলিল পুলিন-সুশোভিত অগাধ শোণ, এখন আমরা কোন্ পথ দিয়া উত্তরণ করিব? বিশ্বামিত্র কহিলেন,—বৎস! ঐ দেখ, মহর্ষিরা যে পথে যাইতেছেন আমরাও ঐ পথ দিয়া যাইব। এইরূপে অনেক দূর পথ অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নকালে মুনিজন-সেবিতা সরিদ্বরা জাহ্নবীকে দেখিতে পাইলেন। তখন সেই হংস-সারস-কূজিত পবিত্রসলিলা মুনিজন-সেবিতা ভাগীরথীকে সন্দর্শন করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই গঙ্গাতীরে বাসস্থান নিরূপণ পূর্ব্বক স্নান, যথাবিধি দেব পিতৃ উদ্দেশে তর্পণ, অগ্নিহোত্র হোম ও অমৃতবৎ হবির্ভোজন করিয়া সকলে উপবেশন করিলেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র সেই সমুদায় মুনিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া আসনপরিগ্রহ করিলে রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ যথাস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— ভগবন্! এই ত্রিপথগামিনী গঙ্গা কিরূপে ত্রিলোক আক্রমণ

করিয়া নদ নদীপতি মহাসাগরে নিপতিত হইয়াছেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

রামের বাক্য শ্রবণে মহামুনি কৌশিক গঙ্গার উৎপত্তি ও ত্রিলোক বিস্তৃতির বিষয় কহিতে আরম্ভ করিলেন;—রাম! সর্ব্বধাতুর আকর হিমালয় নামে এক মহান্ শৈলরাজ আছেন, তাঁহার মনোরমা পত্নীর নাম মেনা, ইনি সুমেরুর দুহিতা। ঐ মেনা হইতে হিমালয়ের দুই কন্যা জন্মে, তাহাদের মধ্যে একের নাম গঙ্গা ও অপরের নাম উমা। এই গঙ্গাই হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, উমা তাঁহার দ্বিতীয়া দুহিতা। বৎস! এই পৃথিবীতে গঙ্গা ও উমার রূপের তুলনা নাই।

অনন্তর একদা সমুদায় দেবগণ স্বকার্য্য সাধনার্থ হিমালয়ের নিকট এই ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে প্রার্থনা করেন, হিমালয়ও ত্রিলোকের হিত কামনা করিয়া সেই স্বেচ্ছাবিহারিণী লোক-পাবনী, তনয়া গঙ্গাকে ধর্ম্মানুসারে সুরগণকে অর্পণ করিয়া-ছিলেন। ত্রিলোক-হিতাকাঙ্ক্ষী দেবগণ তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থহৃদয়ে প্রস্থান করিলেন। আর যিনি হিমালয়ের দ্বিতীয়া কন্যা ছিলেন, সেই উমা কঠোর ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তাপসী-বেশে তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শৈলরাজ এই সর্ব্বজন-বন্দনীয়া নন্দিনীকে অপ্রতিমরূপ মৃত্যুঞ্জয় হস্তে সম্প্রদান করিলেন। সর্ব্ব-পাপ-বিনাশিনী গঙ্গা জলবাহিনী হইয়া প্রথমত আকাশপথে, পশ্চাৎ সুরলোকে আসিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। রাম! আমি এই ত্রিপথগামিনী সরিদ্বরা গঙ্গা ও দেবী উমার বিবরণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

—oo—

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ মুনির এই সমুদায় বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি এই ধর্ম্মযুক্ত অপূর্ব্ব কথাই কহিলেন। এক্ষণে শৈলরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যার কথা আপনি বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করুন। আপনার দিব্য ও মানুষ সংক্রান্ত কোন বিষয়ই অজ্ঞাত নাই। লোকপাবনী গঙ্গা কি জন্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন? কি জন্যই বা ইনি ত্রিপথগা নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন? হে ধর্ম্মজ্ঞ! ত্রিলোকে ইহাঁর কার্য্যই বা কি?

রামের বাক্যাবসানে তপোধন বিশ্বামিত্র ঋষিদিগের সমক্ষে পুনরায় নিখিল বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন,—রাম! পূর্ব্বকালে মহাতপা ভগবান্ নীলকণ্ঠ দারপরিগ্রহ করিয়া স্ত্রীসহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন, ধীমান্ মহাদেবের স্ত্রীসংসর্গে বিহার করিয়া দিব্য শত বর্ষ অতিক্রান্ত হইল। তথাপি তাঁহার পুত্র জন্মিল না। তদ্দর্শনে পিতামহ প্রভৃতি, সমস্ত দেবগণ মিলিত ও নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন,—যদি এই উমার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করে, তবে তাহার বীর্য্য কে সহ্য করিতে পারে? অনন্তর তাঁহারা সকলে মহাদেব সকাশে গমন করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব! আপনি চিরদিনই লোকের হিতকর কার্য্যে আসক্ত আছেন, আমরা আপনাকে প্রণিপাত করিয়া নিবেদন করিতেছি, আপনি

আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে সুরোত্তম! ত্রিজগতে এমন কেহ নাই যে আপনার তেজ ধারণ করিতে পারে। অতএব আপনি ব্রহ্মযোগ অবলম্বন করিয়া তপশ্চরণ করুন এবং ত্রিলোকের হিতের নিমিত্ত ঐ তেজ আপনার আত্মাতেই ধারণ করিয়া সর্ব্বলোক রক্ষা করুন। নচেৎ সমুদায় ধ্বংস হইয়া যাইবে; তাহা আপনার কর্ত্তব্য নহে।

সর্ব্বলোক মহেশ্বর মহাদেব দেবগণের বচন শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি ও উমা আমরা উভয়েই স্ব স্ব তেজ আত্মশরীরে ধারণ করিব, তদ্দ্বারা পৃথিবী ও দেবগণ শান্তি লাভ করুন, কিন্তু দিব্য শত বর্ষ সম্ভোগ বশত হৃদয় পুণ্ডরীক হইতে যে তেজ স্খলিত হইয়াছে, উহা তোমাদের প্রার্থনায় উমা গর্ভের অযোগ্য হইলে কে আর ধারণ করিবে তাহা তোমরা নিরূপণ কর। তখন দেবগণ কহিলেন, —দেব! আপনার হৃদয় পদ্ম হইতে যে তেজ অদ্য স্খলিত হইয়াছে উহা সর্ব্বংসহা পৃথিবী ধারণ করিবেন। দেবপতি মহাদেব দেবগণের বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ তেজ পরিত্যাগ করিলেন, ঐ তেজ গিরি কাননের সহিত সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া দেবগণ হুতাশনকে কহিলেন, তুমি বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া ঐ অত্যুগ্র রুদ্রতেজে প্রবেশ কর। হুতাশন তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে উহা সঞ্চালন বশত একস্থানে বদ্ধ হইয়া শ্বেত পর্ব্বত রূপ ধারণ করিল এবং তদুপরি অনল ও ভাস্করের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল এক দিব্য শরবন উৎপন্ন হইল। পরে এই শরবনেই মহাতেজা কার্ত্তিকেয় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

তদ্দর্শনে দেবতা ও ঋষিগণ সমবেত হইয়া পরম-প্রীত-মনে উমাপতি ও পার্ব্বতীকে যথেষ্ট অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শৈলরাজ তনয়া উমা ঐ দেবপূজা স্বীকার করিলেন না; প্রত্যুত ক্রোধে আরক্ত লোচনা হইয়া অভিসম্পাত প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—হে দেবগণ! আমি পুত্র কামনা করিয়া বহুকাল ধরিয়া স্বামি সহবাসে প্রবৃত্তা হইয়াছিলাম, তোমরা তাহা হইতে আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ, অতএব তোমরাও স্ব স্ব ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন করিতে পারিবে না এবং অদ্য হইতে তোমাদের পত্নী সমুদায়ও নিঃসন্তান হইবে। দেবগণকে এই অভিশাপ প্রদান করিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, বসুন্ধরে! তুইও বহুরূপা ও অনেক-ভোগ্যা হইবি। রে দুর্মেধে! আমার পুত্র হওয়া যখন তোর অভিলষিত নহে তখন তুই আমার কোপে পড়িয়া পুত্রপ্রীতি কখন সম্ভোগ করিতে পারিবি না।

অনন্তর দেবপতি মহাদেব উমার শাপে দেবগণকে ব্যথিত দেখিয়া তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া হিমবৎপ্রভবনামক তদীয় শৃঙ্গে উমাদেবীর সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৎস রাম! শৈলতনয়া উমার বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর ভাগীরথীর উৎপত্তির কথা কহিতেছি, লক্ষ্মণের সহিত শ্রবণ কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ।

—০০—

ভগবান্ পশুপতি পার্ব্বতীর সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেনাপতি প্রাপ্তির আশয়ে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবান্ পিতামহকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, —হে দেব ! যিনি ইতঃপূর্ব্বে আমাদিগকে সেনাপতি প্রদান করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি এখন উমার সহিত মৌনাবলম্বন করিয়া তপশ্চর্য্যা করিতেছেন। এক্ষণে লোক হিতার্থ যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনিই তাহার বিধান করুন। হে ভগবন ! আপনি ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।

দেবতাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ মধুর বচনে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, শৈলতনয়া পার্ব্বতী তোমাদের স্ব স্ব পত্নীতে যে সন্ততি হইবে না বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন তাহার আর অন্যথা হইবে না। অধুনা এই আকাশ গঙ্গা মন্দাকিনীতে হুতাশন হইতে একটী পুত্র জন্মিবে। তিনিই দেবতাদিগের অরিন্দম সেনাপতি হইবেন। জ্যেষ্ঠা শৈলরাজদুহিতা তাঁহাকে স্বকীয় পুত্র বলিয়া মানিবেন এবং কনিষ্ঠা উমারও তিনি অনাদরের হইবেন না। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ কৃতার্থ হইলেন এবং ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম ও পূজা করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা বিবিধ ধাতুমণ্ডিত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া অগ্নিকে পুত্রার্থ নিয়োগ করিয়া কহিলেন,—

দেব হুতাশন! তুমি শৈলসুতা গঙ্গাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ কর, ইহা একটী দেবকার্য্য; উহা সম্পাদন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণের এই প্রার্থনা স্বীকার করিয়া হুতাশন গঙ্গাসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে গর্ভ ধারণ কর, ইহা দেবগণের অতীব প্রীতিকর হইবে।

শৈলনন্দিনী মন্দাকিনী দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন নারী রূপ ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে অগ্নিও বিশীর্ণ তেজা হইয়া পড়িলেন তথাপি তৎক্ষণাৎ রুদ্রতেজে তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ রুদ্রতেজ দেবীর শরীরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নাড়ীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তখন গঙ্গা দেবাগ্রগণ্য বিভাবসুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে দেব! এই পাশুপত তেজ তোমার আগ্নেয় তেজে মিশ্রিত হইয়া অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, উহা আমি কোনরূপে সহ্য করিতে পারিতেছি না, উহা আর ধারণ করিতেও পারিলাম না। আমার অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত, চেতনা বিলুপ্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছে। অগ্নিদেব কহিলেন, দেবি! তবে তুমি এই গর্ভ হিমালয়ের একপার্শ্বে স্থাপন কর। গঙ্গা অগ্নির বচনানুসারে সেই অতি ভাস্বর তেজ নাড়ী প্রবাহ হইতে আকর্ষণ করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তেজ গঙ্গার গর্ভ হইতে তপ্তকাঞ্চনের প্রভা ধারণ করিয়া নির্গত হইল বলিয়া, তৎসংসর্গে তত্রত্য পার্থিবপদার্থ সুবর্ণরূপে পরিণত হইল এবং তৎসমীপবর্ত্তী ভূমিস্থিত পদার্থ রজত, দূরস্থ কতকগুলি পার্থিবপদার্থ ঐ তেজের তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধ

নিবন্ধন তাম্র ও লৌহ রূপ ধারণ করিল; আর উহার মলভাগ সীসক হইল। এইরূপে নানাবিধ ধাতুর উৎপত্তি হইল এবং ঐ নিক্ষিপ্ত গর্ভতেজে রঞ্জিত হইয়া সমস্ত পর্ব্বত-স্থিত বনভাগ সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। বৎস! ঐ সঞ্জাত বস্তু হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি হইল বলিয়া, উহার নাম জাতরূপ হইয়াছে।

হে পুরুষব্যাঘ্র! ঐ হুতাশননিঃসৃত তেজ হইতে হুতাশনবৎ দীপ্তিশালী একটী সুকুমার কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাকে স্তন্য প্রদানার্থ কৃত্তিকাগণকে নিযুক্ত করিলেন, কৃত্তিকাগণও আমাদের একটী পুত্র হইল এইরূপ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ পর্য্যায়ক্রমে দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত দেবতা কৃত্তিকা-গণকে কহিলেন,—হে কৃত্তিকাগণ! তোমাদের এই পুত্র ত্রিলোক মধ্যে কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইবে। দেবতা-দিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃত্তিকাগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং সেই মহাবাহু পরমরূপবান্ কুমারকে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় দুষ্পর্শ বোধে তদীয় শরীরের শৈত্যসম্পাদনার্থ স্নান করাইয়া দিলেন। এই মহাবীর্য্য কুমার প্রথমত উমাসংসর্গী ঈশ্বর স্কন্ন (স্খলিত) বীর্য্য হইতে অতঃপর গঙ্গার গর্ভ পরিশ্রুত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উহার নাম স্কন্দ হইল।

এই সময়ে কৃত্তিকাগণের স্তনে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট দুগ্ধসঞ্চার হইল। কুমার তখন ষড়মুখ হইয়া ছয়জনেরই স্তন্য দুগ্ধ যুগপৎ পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিভু কার্ত্তিকেয়

ছয় মুখ দ্বারা একদিন মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া সুকোমল কলেবর হইলেও স্বীয় বীর্য্যবলে দৈত্যসেনাগণকে পরাজয় করিলেন। অনন্তর অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়া সেই মহাদ্যুতি কুমারকে দেবতাদিগের সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করিলেন। বৎস রাম! আমি তোমার নিকট আকাশ-গঙ্গার বিশেষ বিবরণ ও পবিত্র এবং প্রশংসনীয় কুমারের জন্ম বৃত্তান্ত বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করিলাম। হে রঘুনন্দন! এই পৃথিবীতে যিনি কার্ত্তিকেয়ের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেন, তিনি ইহলোকে পুত্র-পৌত্র-সমন্বিত ও আয়ুষ্মান্ হইয়া পরলোকে স্কন্দসালোক্যতা লাভ করিবেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

—০০—

কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র মধুরবচনে রামকে এই কথা বলিয়া পুনরায় আর একটী উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন। রাম! পূর্ব্বকালে সগর নামে এক মহাবীর ধর্ম্মাত্মা নৃপতি অযোধ্যা নগরী শাসন করিতেন। তাঁহার কেশিনী নামে বিদর্ভ-রাজ-তনয়া ধর্ম্মশীলা সত্যবাদিনী জ্যেষ্ঠা মহিষী এবং সুপর্ণ-ভগিনী কশ্যপসুতা সুমতি নাম্নী দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন। মহারাজ সগর নিঃসন্তান ছিলেন, সেইজন্য তিনি পুত্রকামনা করিয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত হিমালয়গিরিশিখরে গমন করিয়া মহর্ষি ভৃগুর অধিষ্ঠিত নির্ঝর সমীপে তপস্যা

করিতে লাগিলেন। এইরূপে শত বর্ষ পূর্ণ হইলে তপস্যা দ্বারা আরাধিত মহামুনি ভৃগু প্রসন্ন হইয়া মহারাজ সগরকে বর প্রদানার্থ উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—হে পুরুষর্ষভ! আমি তোমার তপস্যায় নিতান্ত প্রীত হইয়াছি; তোমার বহু পুত্র লাভ হইবে এবং ঐ সমুদায় পুত্র দ্বারা তুমি অনুপম কীর্ত্তি লাভ করিবে। তোমার এই পত্নীদ্বয়ের মধ্যে একটী, বংশধর এক পুত্র প্রসব করিবে আর অপরা ভার্য্যা ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপাদন করিবে। মহামুনি ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজমহিষীদ্বয় পরম প্রীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য সত্য হউক। আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন, এক পুত্র কাহার হইবে? বহু পুত্রই বা কে প্রসব করিবে? তাহা আমাদের শুনিবার অভিলাষ হইতেছে। পরম ধার্ম্মিক মহর্ষি ভৃগু তাঁহাদের উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বচনে কহিলেন,—বৎসে! এ বিষয়ে তোমাদের স্ব স্ব ইচ্ছাই বলবতী, তোমরা ইহার একতর পক্ষ নির্ণয় করিয়া আমাকে জানাও। একের বংশ বৃদ্ধিকর এক পুত্র, অপরের মহাবল পরাক্রান্ত কীর্ত্তিমান্ মহোৎসাহসম্পন্ন বহু পুত্র হইবে, ইহার মধ্যে কে কোন্ বরটী ইচ্ছা কর? মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদর্ভরাজতনয়া কেশিনী রাজার সমক্ষেই বংশধর একপুত্র প্রার্থনা করিলেন এবং সুপর্ণ-ভগিনী সুমতি মহোৎসাহসম্পন্ন কীর্ত্তিমান্ ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তখন মহর্ষি "তথাস্তু" বলিয়া বর প্রদান করিলেন। মহারাজ সগর তখন সফল মনোরথ হইয়া ভার্য্যা সমভিব্যাহারে মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ

ও প্রণাম পূর্ব্বক স্বকীয় রাজধানী অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী অসমঞ্জ নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সুমতিও তুম্বাকার এক গর্ভপিণ্ড উৎপাদন করিলেন। ঐ তুম্ব বিদীর্ণ করিলে তাহা হইতে ষষ্টিসহস্র ক্ষুদ্রাকার পুত্র নিঃসৃত হইল। ধাত্রীগণ তাহাদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে স্থাপন করিয়া বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। কাল-ক্রমে তাহাদের যৌবনাবস্থা উপস্থিত হইল। এইরূপে মহারাজ সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্র দীর্ঘকাল পরে রূপ-যৌবন-শালী হইয়া উঠিল। এ দিকে মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র অস-মঞ্জ ক্রমে ক্রমে দুর্দ্দান্ত হইয়া বৈমাত্র ভ্রাতৃগণকে শৈশবাবস্থায় সরযূজলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া বিকট হাস্য করিত। এইরূপে সে পাপাচারী ও সজ্জন-বিরোধী হইয়া পুরবাসিগণের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইলে রাজা তখন তাহাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন, কিন্তু তদীয় পুত্র অংশুমান্, বীর্য্যবান্, সর্ব্বলোকপ্রিয় ও প্রিয়ংবদ হইয়াছিলেন।

এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইলে মহারাজ সগরের হৃদয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের কামনা সমুদিত হইল। তখন তিনি যজ্ঞ আহরণে কৃতসঙ্কল্প হইলে বেদজ্ঞ উপাধ্যায়গণ তাঁহার যজ্ঞানু-ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

একোন চত্বারিংশ সর্গ।

—০০—

রঘুনন্দন রাম প্রদীপ্ত হুতাশনবৎ তেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্রের কথাবসানে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ সগর কিরূপে যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি সবিস্তরে বর্ণন করুন। আপনার মঙ্গল হউক। মহর্ষি, রাম-বাক্য-শ্রবণে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন,—বৎস! মহাত্মা সগরের যজ্ঞ বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যভাগে যে ভূভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই সগরের যজ্ঞানুষ্ঠানের স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ স্থানই যজ্ঞের প্রশস্ত ক্ষেত্র। মহারথ অংশুমালী মহারাজের আদেশানুসারে ধনুর্ধারী হইয়া যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকর্ত্তা মহারাজের যজ্ঞে অশ্বালম্ভনের* দিন উপস্থিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র উহার বিঘ্ন করিবার জন্য রাক্ষসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অশ্ব অপহরণ করেন। অশ্ব অপহৃত হইলে উপাধ্যায়গণ যজমান সগরকে কহিলেন,—মহারাজ! অদ্য অশ্বালম্ভনের দিন, আজিই কে বলপূর্ব্বক অশ্ব অপহরণ করিল? আপনি ঐ অপহর্ত্তাকে বিনাশ করিয়া অশ্ব আনয়ন করুন। নতুবা এই যজ্ঞছিদ্র উপস্থিত হইলে আমাদের সকলেরই অমঙ্গল ঘটিবে। অত-

---

* অশ্ব ভ্রমণ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উহাকে প্রোক্ষণ ও বধ করাকে অশ্বালম্ভন কহে।

এব যজ্ঞ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাহারই উপায় অবধারণ করুন।

মহারাজ সগর উপাধ্যায়গণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ষষ্টিসহস্র পুত্রকে সেই সভায় আহ্বান করিয়া কহিলেন,—বৎসগণ! মন্ত্রপূত মহাভাগ ঋষিগণকর্ত্তৃক এই মহাক্রতু অশ্বমেধ সমাহিত হইয়াছে, ইহাতে রাক্ষসদিগের প্রবেশ হইতে পারে ইহা ত আমার মনে হয় না। হয় ত কোন দেবতাই উহা অপহরণ করিয়াছে। অতএব তোমরা যাও, অশ্বাপহারীকে অনুসন্ধান কর। এই সমুদ্ররসনা পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনুসন্ধান কর। হে পুত্রগণ! উহার এক এক যোজন বিস্তৃত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবে। যদি তাহাতেও কৃতকার্য্য না হও তাহা হইলে যাবৎকাল তুরগদর্শন না হয়, তাবৎ আমার আজ্ঞায় পৃথিবী খনন করিবে এবং অশ্বহর্ত্তাকে অন্বেষণ করিবে। আমি দীক্ষিত হইয়া পৌত্র অংশুমান্ ও উপাধ্যায়গণের সহিত এই স্থলেই অবস্থান করিয়া রহিলাম। তোমাদের মঙ্গল হউক।

সেই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র পিতার নিয়োগে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল কিন্তু কোন স্থানেই অশ্বের দর্শন পাইল না। তখন তাহারা এক একজন করিয়া এক যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন প্রস্থ পরিমিত স্থান বজ্রস্পর্শ কঠোর হস্তে বিদারণ করিতে লাগিল। বসুমতী অশনি-কল্প শূল ও সুদারুণ হল দ্বারা ভিদ্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। উরগ, অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি প্রাণিগণের কাতর ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্র রসাতল অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ষষ্টিসহস্র যোজন ধরণীতল খনন করিল। এইরূপে রাজ-তনয়েরা বহুপর্ব্বতাকীর্ণ জম্বুদ্বীপ খনন করিতে করিতে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগগণ ভীত চিত্তে পিতামহ প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই সশঙ্ক ও বিষণ্ণবদনে তাঁহাকে কহিলেন,—ভগবন্! সগরতনয়েরা সমগ্র পৃথিবী খনন করিতেছে, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অনেক অনেক মহাত্মা এবং জলচর জীবগণকেও বিনাশ করিতেছে! "এ আমাদের যজ্ঞধ্বংসকারী, এ আমাদের অশ্ব হরণ করিয়াছে" এই কথা বলিয়া ঐ দুরাত্মারা অবিদিত বৃত্তান্ত প্রাণিগণেরও হিংসা করিতেছে।

চত্বারিংশ সর্গ

-oo-

ভগবান্ পিতামহ দেবগণকে সন্ত্রস্ত ও সগরতনয়গণের সর্ব্বলোক-বিনাশন বলবীর্য্যে মোহিত দেখিয়া কহিলেন, এই বসুধা ধীমান্ বাসুদেবের মহিষী, সেই ভগবান্ মাধবই ইহার সম্পূর্ণ অধীশ্বর। সম্প্রতি তিনি কপিল রূপ ধারণ করিয়া নিরন্তর এই ধরা ধারণ করিতেছেন। সেই কপিলের কোপা-নলে সগরতনয়গণ ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। পৃথিবীর বিদারণ ও অদূরদর্শী সগরসন্ততিদিগের বিনাশ ইহা অবশ্যম্ভাবী, তজ্জন্য তোমাদের শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

পিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতা পরম সন্তুষ্ট হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে পৃথিবী-বিদারণ-কালে সগরতনয়দিগের ঘোর বজ্র-ধ্বনির ন্যায় ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। তাহারা সমস্ত পৃথিবী বিদারণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া সগরসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমরা সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া আসিলাম এবং দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও পন্নগ প্রভৃতি বল-বান্ জীবগণকে সংহার করিলাম কিন্তু কোথাও আপনার অশ্ব বা অশ্বাপহারকের দর্শন পাইলাম না। এক্ষণে আমরা আর কি করিব, আপনি উহার উপায় স্থির করুন। মহারাজ সগর পুত্র-দিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, তোমরা এখনই গিয়া পুনরায় ধরাতল খনন কর। তোমাদের এবারে সেই অশ্বহর্ত্তাকে লইয়াই আসিতে হইবে। তোমরা কৃতার্থ হইতে পার প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, নচেৎ নিবৃত্তিই আমার বাঞ্ছনীয়।

মহাত্মা সগরের সেই ষষ্টিসহস্র পুত্র পিতার আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই পুনরায় ধরাতলে ধাবিত হইল এবং উহা খনন করিতে করিতে পর্ব্বত তুল্য বিরূপাক্ষ নামে এক দিগ্‌গজকে দেখিতে পাইল। এই দিক্ হস্তী পর্ব্বত-কানন-পরিব্যাপ্ত মহীতলের একাংশ মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যখন এই মহাগজ ভার বহনে শ্রান্ত হইয়া তিথি বিশেষে শিরশ্চালন করে, তখনই ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। সগরতনয়েরা তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক ধরাতল ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল, অনন্তর তাহারা পূর্ব্বদিক্ ভেদ করিয়া দক্ষিণ দিক্ খনন করিতে লাগিল। তথায় প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায়

মহাপদ্মনামে এক মহাগজ পৃথিবীর একদেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহারা নিতান্ত বিস্মিত হইল এবং উহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পশ্চিম দিক্ ভেদ করিয়া চলিল। ঐ পশ্চিম-দিকেও সুমনা নামে অচলতুল্য এক প্রকাণ্ড হস্তী রহিয়াছে দেখিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ ও অনাময় প্রশ্ন পূর্ব্বক পৃথিবী খনন করিতে করিতে উত্তর দিকে উপস্থিত হইল। তথায় তুষারবৎ শুভ্রবর্ণ প্রকাণ্ড শরীর ভদ্রনামক হস্তী স্বীয় বৃহৎ শরীরদ্বারা ধরা ধারণ করিতেছে দেখিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ ও স্পর্শ করিয়া বসুধাতল বিদারণ করিতে লাগিল। অতঃপর সেই মহাবল পরাক্রান্ত ষষ্টিসহস্র সগরতনয় সর্ব্বজন-বিশ্রুত পূর্ব্বোত্তর দিকে উপস্থিত হইয়া মহাক্রোধে ভূমি খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই স্থানেই কপিলরূপধারী সনাতন বিষ্ণুকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহারই অদূরে যজ্ঞীয় অশ্বটীও বিচরণ করিতেছে দেখিয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখন তাহারা সেই কপিলকেই যজ্ঞদ্রোহী স্থির করিয়া ক্রোধকষায়িত লোচনে খনিত্র লাঙ্গল, নানাবিধ বৃক্ষ ও শিলা হস্তে লইয়া মহা-বেগে ধাবিত হইল এবং মহাক্রোধে কহিল রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই আমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্! থাক্ থাক্ এখনই জানিতে পারিবি, যে, আমরা সগরতনয় উপস্থিত হইয়াছি। এই পাপাত্মাই আমাদের অশ্ব অপহরণ করিয়া নিমীলিত লোচনে বসিয়া আছে। ঐ পাপিষ্ঠ ভণ্ডতপস্বীকে বধ কর এইরূপ বাক্য শ্রবণমাত্র সেই অপরিচ্ছিন্ন মহিমা মহাত্মা কপিল ভীষণ ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। সেই হুঙ্কার মাত্রেই সমস্ত সগরতনয় ভস্মীভূত হইয়া গেল।

হর-ধনু ভঙ্গ।

একচত্বারিংশ সর্গ।

—oo—
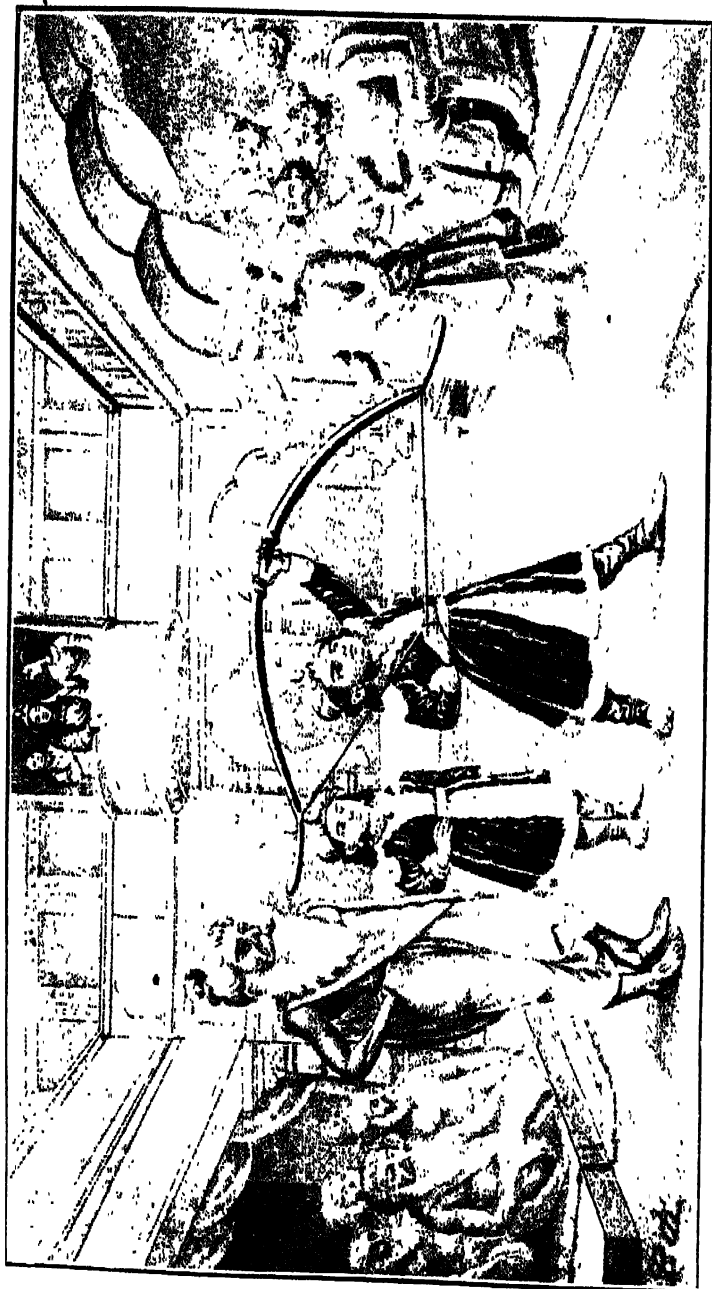
বৎস রাম! এদিকে মহারাজ সগর, পুত্রগণ বহুকাল হইল গিয়াছে অদ্যাপি আসিতেছে না দেখিয়া পৌত্র অংশুমান্‌কে কহিলেন,—বৎস! তুমি মহাবীর, কৃতবিদ্য এবং পিতৃগণের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছ। তুমি এক্ষণে তোমার পিতৃব্যগণের এবং অপহৃত অশ্বের অন্বেষণ করিয়া আইস। ভূগর্ভে অনেক বীর্য্যশালী জীবজন্তু আছে তাহাদিগের সংহারার্থ অসি ও কার্ম্মুক গ্রহণ কর। তুমি পূজ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন এবং বিঘ্নকারীকে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কর। বৎস! আমার মনে হয় তুমিই আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে পারিবে।

মহাত্মা সগর-কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া অংশুমান্ অসি ও কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া পিতৃব্যগণনিখাত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট একটী সুন্দর পথ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া একস্থানে একটী দিগ্‌গজকে অবলোকন করিলেন এবং দেখিলেন, দেবতা, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, পতগ ও উরগগণ তাহাকে পূজা করিতেছেন। তদ্দর্শনে অংশুমান্ তাহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক স্বীয় পিতৃব্যগণ ও অশ্বাপহারকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামতি দিগ্‌গজ কহিল,—রাজপুত্র! তুমি কৃতার্থ হইয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিতে পারিবে। অংশুমান্ তাহার বাক্য শুনিয়া যথাক্রমে সমস্ত দিঙনাগগণকে ঐ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা

করিতে আরম্ভ করিলেন। বাক্‌পটু দিঙনাগগণ তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

অনন্তর অংশুমান্ যে স্থানে তাঁহার পিতৃব্যগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সত্বরগমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় পিতৃব্যগণের স্তূপীকৃত ভস্মরাশি দেখিয়া যারপর নাই ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং তদবস্থায় অদূরে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব সঞ্চরণ করিতেছে দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর অংশুমান্ পিতৃগণের উদকক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত ইতস্তত জলাম্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি নিপুণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে পিতৃব্যগণের মাতুল অনিল-তুল্য বেগগামী খগাধিরাজ গরুড়কে দেখিতে পাইলেন। মহাবল বিনতানন্দন অংশুমান্‌কে নিতান্ত শোকাভিভূত দেখিয়া কহিলেন,—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! তুমি শোক পরিত্যাগ কর, তোমার পিতৃগণের বিনাশে জগতের একটী মহৎ হিত সাধন হইবে। তোমার এই সকল মহারথ পিতৃগণ কপিল কোপে দগ্ধ হইয়াছেন। হে প্রাজ্ঞ! এইরূপ ব্রহ্ম-কোপানল-দগ্ধ ব্যক্তিগণের লৌকিক সলিল ক্রিয়া নাই। সুতরাং ইহাদিগের সলিল দান তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে পুরুষর্ষভ! হিমালয়ের গঙ্গা নামে এক জ্যেষ্ঠা দুহিতা আছেন, তুমি তাঁহারই স্রোতো-জলে পিতৃগণের সলিল ক্রিয়া করিবে। সেই লোকপাবনী স্রোতস্বতী গঙ্গা যৎকালে এই ভস্মরাশীভূত সগর তনয়-গণকে আপ্লাবিত করিবেন, তৎকালে সেই ষষ্টি সহস্র সগর-

সন্তানেরা স্বর্গধামে গমন করিবেন। অতএব হে মহাত্মন্! তুমি এক্ষণে অশ্বটী লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং পিতামহের যজ্ঞটী যাহাতে সুসম্পন্ন হয় তাহার চেষ্টা কর।

অতি বীর্য্যবান্ অংশুমান্ খগরাজের বচন শ্রবণ করিয়া অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর স্বনগরে গমন করিলেন এবং যজ্ঞদীক্ষিত মহারাজ সগর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পিতৃব্যগণের বৃত্তান্ত ও খগরাজের উপদেশ যথাবৎ কীর্ত্তন করিলেন। মহারাজ অংশুমানের মুখে সেই ঘোর বিপৎপাতের কথা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তপ্ত হইলেন এবং যজ্ঞফলাভিলাষী হইয়া আরব্ধ-যজ্ঞ-শেষ যথাবিধি সমাপন করিলেন। অনন্তর পুর-প্রবেশ করিয়া কিরূপে পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ হইবে, সতত চিন্তা করিয়াও তাহার কিছুই উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। অতঃপর ত্রিংশৎসহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করি

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

মহারাজ সগর পরলোক গমন করিলে প্রজারা ধর্ম্মাত্মা অংশুমান্‌কে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। তিনি একজন অদ্বিতীয় রাজা বলিয়া পৃথিবীতে প্রথিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দিলীপ নামে এক পুত্র জন্মে। কিয়ৎকাল অতীত হইলে অংশুমান্ দিলীপের প্রতি রাজ্যভার প্রদান করিয়া, রমণীয় হিমালয়-শিখরে দ্বাত্রিংশৎসহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা

করিলেন ; ঐ তপোবলেই তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার পর মহারাজ দীলিপও পিতামহ-গণের অপমৃত্যুর বিষয় শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কিরূপে ভূলোকে গঙ্গার অবতরণ হইবে, কিরূপেই বা ষষ্টিসহস্র সগরসন্তানের উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইবে, এবং কিরূপেই বা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিব। নিরন্তর এই চিন্তা করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এইরূপ চিন্তাকুল ধর্ম্মশীল দিলীপের ভগীরথ নামে এক পুত্র জন্মিল। মহাতেজা রাজা দিলীপ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণকে প্রীত করিয়া ত্রিংশৎসহস্র বর্ষ রাজ্য পালন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু পিতৃগণের উদ্ধারের কোন উপায়ই নিরূপণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি এই চিন্তাতেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পুত্র ভগীরথকে রাজ্যে অভিষেক পূর্ব্বক সোপার্জ্জিত কর্ম্মফলে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন।

ধর্ম্মশীল রাজর্ষি ভগীরথ অনপত্য ছিলেন, তিনি নিঃসন্তান বলিয়া সমস্ত রাজ্য পালনের ভার মন্ত্রিদিগের প্রতি অর্পণ করিয়া ভূমণ্ডলে গঙ্গার অবতরণের নিমিত্ত গোকর্ণ পর্ব্বতে দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ভগীরথ ইন্দ্রিয় সংযমন পূর্ব্বক কখন ঊর্দ্ধবাহু, কখন পঞ্চতপা ও কখন বা মাসান্তে আহার করিয়া ঘোর তপস্যায় আসক্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহার সহস্র বৎসর অতীত হইল।

অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া দেবগণের সহিত তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন,—ভগীরথ! তোমার এই সুমহৎ তপস্যা দ্বারা আমি অত্যন্ত

প্রীতিলাভ করিয়াছি। হে জনাধিপতে! তুমি এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। মহাবাহু ভগীরথ তখন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আর যদি তপস্যার কিঞ্চিৎ ফল থাকে, তাহা হইলে আমার পিতামহ সগরসন্ততিগণ যেন আমার সলিলাঞ্জলি গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ মহাত্মাদিগের ভস্মরাশি গঙ্গাসলিলে সিক্ত হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিতে পারিবেন, ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা। হে দেব! আমি ইক্ষাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সন্ততি বিরহে যেন সেই বংশ অবসন্ন না হয় ইহা আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা রাজার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন,—মহারথ ভগীরথ! তোমার এই মনোরথ অতি মহৎ, আমার বরে তাহাই হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। পরন্তু হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা দুহিতা হৈমবতী গঙ্গার পতনবেগ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিবেন না, অতএব তুমি মহাদেবের আরাধনা কর। মহাদেব ব্যতীত ইহাকে ধারণ করিতে পারে এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা ভগীরথকে এইরূপ বলিয়া দেবলোকে গঙ্গাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক সমস্ত দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

—০০—

দেবদেব ব্রহ্মা স্বর্গধামে গমন করিলে ভগীরথ অঙ্গুষ্ঠাগ্র-ভাগ দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া একবৎসর কাল মহাদেবের উপাসনা করিলেন। অনন্তর একবৎসর পূর্ণ হইলে ত্রিলোক-পূজিত উমাপতি পশুপতি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে কহিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার আরাধনায় নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। সর্ব্বলোক-বন্দনীয়া শৈলনন্দিনীকে আমি মস্তক দ্বারা ধারণ করিব।

ভগবান্ দেব উমাপতি এইরূপ বলিলে জ্যেষ্ঠা হৈমবতী সুরধনী স্বীয় জলময়ীমুর্ত্তি অতি বিস্তীর্ণ করিয়া দুঃসহ বেগে আকাশমার্গ হইতে শিবশিরে পতিত হইতে লাগিলেন। পতনকালে দেবী মনে করিলেন,—আমি স্রোতোবেগে শঙ্করকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিব। ভগবান্ হর তাঁহার এই অন্তর্গত অহঙ্কারভাব জানিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে আপনার জটাজুটমধ্যে তিরোহিত করিবার অভিলাষ করিলেন। পুণ্য-সলিলা গঙ্গা তখন সেই জটামণ্ডল মণ্ডিত হিমগিরি সদৃশ পবিত্র হরশিরে নিপতিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তথা হইতে মহীতল স্পর্শ করিতে পারিলেন না। এইরূপে বহুবৎসরকাল সেই জটাজালে পর্য্যটন করিয়া কথঞ্চিৎ প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেও কোন-রূপে তথা হইতে নিস্ক্রান্ত হইতে পারিলেন না।

অনন্তর ভগীরথ দেবী শৈলনন্দিনীকে শঙ্করের জটাটবীগহনে

বিলীন দেখিয়া পুনরায় মহাদেবের উদ্দেশে তপশ্চরণে আসক্ত হইলেন। মহাদেব সেই তপস্যায় অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে জটাজাল হইতে বিন্দুসরোবর অভিমুখে পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গা বিমুক্ত হইবামাত্র সপ্তধারায় প্রবাহিত হইলেন। তাঁহার হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী এই তিন ধারা পূর্ব্বদিকে, সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু এই তিনটী স্রোত পশ্চিম দিকে, অবশিষ্ট সপ্তমী ধারা মহারাজ ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। রাজর্ষি ভগীরথ দিব্যরথে আরূঢ় হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। এইরূপে গঙ্গা গগনমণ্ডল হইতে শঙ্করশিরে, তদনন্তর ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সেই জলপ্রবাহ যখন ঘোররবে প্রবাহিত হইতে লাগিল, তৎকালে মৎস্য কচ্ছপ শিসুমার প্রভৃতি জলচর ও উড্ডীয়মান খেচর দ্বারা আকীর্ণ হওয়াতে বসুন্ধরা এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। তৎকালে দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ আকাশমার্গ হইতে ভূলোকাবতীর্ণা জগৎপাবনীকে দেখিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত অপূর্ব্ব গঙ্গাবতরণ-দর্শনার্থী হইয়া অমিততেজা দেবগণ সসম্ভ্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত দেবগণ ও তাঁহাদের আভরণ-প্রভায় মেঘ-সম্পর্ক-শূন্য গগণতল কোটিসূর্য্য প্রকাশবৎ শোভা পাইতে লাগিল। চঞ্চল শিশুমার, উরগ ও মীন সমুদায়দ্বারা তদীয় জলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া তড়িৎমালা-সুশোভিত-গগনের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সুভ্রবর্ণ ফেনরাজি খণ্ড খণ্ড হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে হংসাকুল আকাশমণ্ডল যেন শারদীয় অভ্রবৃন্দে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইল। গঙ্গাপ্রবাহ কোথায়ও দ্রুতবেগে চলিল; কোথায়ও কুটিলগতিতে, কোন

স্থানে বিস্তৃত ভাবে, কোন স্থানে সঙ্কুচিত, কোথায়ও স্ফীত, কোথায়ও বা মন্দ মন্দ বেগে বহিতে লাগিল। কোন স্থানে গত প্রত্যাগত প্রবাহদ্বয় পরস্পর আহত হওয়াতে ঊর্দ্ধপথে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার নিম্নে পতিত হইল। সেই হর-শির-ভ্রষ্ট পাপাপহারী নির্ম্মল জাহ্নবীজল ভূতলে নিপতিত হইয়া কেমন এক অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল! ধরাতলবাসী ঋষি ও গন্ধর্ব্বেরা সেই গঙ্গাজল শম্ভুশির হইতে নিপতিত হইয়াছে সুতরাং অতি পবিত্র বোধে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। যাহারা শাপগ্রস্ত হইয়া দ্যুলোক হইতে ভূলোকে পতিত হইয়াছিল তাহারা এই গঙ্গা সলিলে অবগাহন করিয়া পাপমুক্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা পূর্ব্বসৌভাগ্য লাভ করিয়া আকাশ পথে উত্থিত হইয়া স্ব স্ব অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হইল। অধিক কি, ভূতলস্থ নরনারী সকল গঙ্গার পবিত্র জলদর্শন মাত্রেই পুলকিত এবং তাহাতে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ হইল।

রাজর্ষি ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। গঙ্গা এবং দেবতা, ঋষিগণ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, সর্প ও অপ্সরাদিগের সহিত ভগীরথরথের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগীরথের রথ যে দিকে যাইতেছে সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী সুরতরঙ্গিণী সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন জহ্নু নামক একজন মহামুনি যজ্ঞ করিতেছিলেন, গঙ্গা তাঁহার যজ্ঞক্ষেত্র স্রোতোজলে আপ্লাবিত করিলেন। তদ্দর্শনে মহামুনি জহ্নু "ইহাঁর মনে গর্ব্ব সঞ্চার হইয়াছে" মনে করিয়া ক্রোধে গঙ্গার সমুদায় জল পান করিয়া

ফেলিলেন। তখন দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ নিতান্ত বিস্মিত হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা জহ্নুকে পূজা করিতে লাগিলেন এবং এই সুরতরঙ্গিণী আপনারই দুহিতা এই বলিয়া তাঁহার ক্রোধাপনয়ন করিলেন। মহাতেজা জহ্নু তখন দেবগণের মধুর বচনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রোত্র বিবরদ্বারা তাঁহাকে নিঃসারিত করিলেন। তদবধি এই শৈলসুতা জহ্নুসুতা হইয়া জাহ্নবী নামে অভিহিত হইয়াছেন।

অনন্তর জাহ্নবী পুনরায় ভগীরথ-রথের অনুগামিনী হইয়া চলিতে লাগিলেন। সরিদ্বরা গঙ্গা এইরূপে মহাসাগরে পতিত হইয়া সগর সন্তানগণের উদ্ধারের নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। রাজর্ষি ভগীরথ গঙ্গাকে যত্ন সহকারে লইয়া গিয়া যেস্থলে পিতামহগণ কপিল শাপে ভস্মরাশী হইয়া আছেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হতচেতন হইয়া পড়িলেন। হে রঘূত্তম! তখন জাহ্নবী স্বীয় সলিলরাশি দ্বারা ষষ্টিসহস্র সগর-সন্ততির ভস্মরাশি প্লাবিত করিলে তাঁহারা পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

—০০—

এই সময়ে সর্ব্বলোকপ্রভু ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে নরশার্দ্দূল! তুমি মহাত্মা সগরের ষষ্টি-সহস্র তনয়কে উদ্ধার করিলে, তাহারাও পাপমুক্ত হইয়া দেবতার ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়াছে। রাজন্! যাবৎ ভূলোকে এই

সাগরের জল বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল সগর-সন্ততিগণ দ্যুলোকে দেবগণের ন্যায় বাস করিবে। আর এই গঙ্গাও তোমার জ্যেষ্ঠা দুহিতা হইলেন। তোমারই নামানুসারে ভাগীরথী এই নামে জগতে বিখ্যাত হইবেন। আর ইনি তিনটি পথ অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন সেইজন্য ইহাঁর আর একটী নাম ত্রিপথগা হইবে। হে মনুজাধিপ! তুমি এই জলে সমুদায় পিতৃগণের সলিলক্রিয়া সম্পাদন কর এবং প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হও। রাজন্! তোমার যশস্বী ধার্ম্মিকবর পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মধ্যে কেহই মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এইজন্যই অপ্রতিমতেজা অংশুমান্ গঙ্গার অবতরণার্থ বহু-কাল আরাধনা করিয়াও প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারেন নাই। তৎপরে রাজর্ষি গুণবান্ মহর্ষিসমতেজা মত্তুল্য তপস্বী ক্ষত্র-ধর্ম্মাবলম্বী তোমার পিতা দিলীপও ভগ্নমনোরথ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি তুমিই আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলে। জগতে সর্ব্বসম্মত পরম যশ লাভ করিলে। এই কার্য্য দ্বারা তোমার ধর্ম্মও বিস্তৃতি লাভ করিল। হে নরোত্তম! অশুচি কালেও গঙ্গাজলে স্নানাদি করিতে কোন বাধা নাই। অতএব এক্ষণে তুমি এই পবিত্র জাহ্নবী জলে অবগাহন করিয়া পবিত্র পুণ্যফল লাভ কর। পিতামহদিগের তর্পণাঞ্জলি প্রদান কর। তোমার মঙ্গল হউক। আমি প্রস্থান করিলাম। তুমিও স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন কর। এই কথা বলিয়া দেবদেব সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজর্ষি ভগীরথও যথাক্রমে বিধি অনুসারে সগর তনয়দিগের তর্পণা-ঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন এবং

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ রাজাকে পাইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইল এবং তদ্বিয়োগজনিত শোক পরিহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

বৎস রাম! আমি তোমার নিকট গঙ্গার বৃত্তান্ত বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করিলাম। তোমার মঙ্গল হউক। যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ইতরবর্ণকে এই ধন্য যশস্কর আয়ুঃপ্রদ পবিত্র ও স্বর্গফলজনক জাহ্নবী বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইবেন তাঁহার পিতৃলোক তৃপ্ত দেবগণ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। আর যিনি ইহা শ্রবণ করিবেন তাঁহার সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধ হয় এবং সন্তাপ বিদূরিত, আয়ু বর্দ্ধিত ও কীর্ত্তি বিস্তৃত হইতে থাকে। বৎস! এই কথা-প্রসঙ্গে সন্ধ্যাকাল অতীত প্রায় হইয়াছে।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

—০০—

রঘুকুলতিলক রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জাহ্নবী সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শর্ব্বরী প্রভাত হইল। প্রভাতে রাজকুমারদ্বয় পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া কৃতাহ্নিক মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি গঙ্গার অবতরণ, গঙ্গার জলে সাগরগর্ভ পূরণ প্রভৃতি যে অদ্ভুত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন, উহা শ্রবণ করিয়া ঐ কথা চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণ কালের ন্যায় আমাদের রজনী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর আপনার নিকট আরও অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিব। এখন আসুন,

আমরা পবিত্র ভাগীরথী পার হই। ঐ দেখুন, আপনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া পুণ্যকর্ম্মা ঋষিগণ সুন্দর আস্তরণাবৃত এই নৌকা অবিলম্বে প্রেরণ করিয়াছেন। রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র সকলকে লইয়া সেই তরণীযোগে গঙ্গা পার হইলেন। গঙ্গার উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া অভ্যর্থনার্থ সমাগত ঋষিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন।

মুনিবর তথা হইতে সুরলোকের ন্যায় পরম রমণীয় বিশালা নগরীকে দেখিয়া রামলক্ষ্মণের সহিত তদভিমুখে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। ধীমান্ রাম পথি মধ্যে যাইতে যাইতে কৃতাঞ্জলিপুটে মহামুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এই বিশালা নগরীতে কোন্ রাজবংশ বাস করিতেছেন? শুনিবার জন্য আমার নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। রামের প্রশ্ন শুনিয়া বিশ্বামিত্র বিশালার পুরাতন বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন;—রাম! আমি দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে এই বিশালা নগরীর কথা যাহা শ্রবণ করিয়াছি এবং এখানে যাহা কিছু ঘটনা হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পুরাকালে সত্যযুগে মহাবল পরাক্রান্ত দিতি-তনয় অসুরগণ এবং ধর্ম্মপরায়ণ মহাবীর্য্য অদিতি-সন্তান সুরগণের ইচ্ছা হইল, আমরা কিরূপে জরা মরণ হীন ও নিরাময় হইতে পারি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের ধারণা হইল আমরা ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করিয়া রস (অমৃত) পাইতে পারি, তদ্দারাই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। দেবাসুরগণ এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহারা নাগরাজ বাসুকিকে রজ্জু কল্পনা করিয়া এবং মন্দরগিরি

মন্থনদণ্ড করিয়া ক্ষীর সমুদ্রকে মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। দশ সহস্রবৎসর অতীত হইলে বাসুকিরাজ সহস্র ফণা হইতে অনবরত বিষ উদ্বমন ও দশন দ্বারা শিলাদংশন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত দষ্ট শিলাখণ্ড অনলতুল্য মহাবিষ হলাহল রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া দেবাসুর ও মানুষের সহিত নিখিল বিশ্বরাজ্য দগ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ শরণার্থী হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন,—হে ভগবন্ রুদ্র! আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা নিতান্ত বিপন্ন হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। এই বলিয়া স্তব করিতেছেন, সেই অবসরে শঙ্খচক্র গদাধারী হরি তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়া ঈষৎ হাস্যমুখে ভগবান্ শূলধারী পশুপতিকে কহিলেন,—হে দেব! তুমি দেবগণের অগ্রগণ্য, সাগর মন্থন করিতে করিতে যাহা অগ্রে উত্থিত হইয়াছে, তাহা তোমারই লভ্য; অতএব হে প্রভো! তুমি এই স্থলে অগ্র পূজার স্বরূপ ঐ বিষ গ্রহণ কর। লক্ষ্মীপতি পশুপতিকে এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মহাদেব বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ও দেবগণকে ভীত দেখিয়া ঘোর হলাহল বিষকে অমৃতের ন্যায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দেবগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অমৃত কুণ্ডে গমন করিলেন। হে রঘুনন্দন! দেবতারা পুনরায় সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন, এইরূপ মন্থন করিতে করিতে পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ মন্দর সহসা পাতালে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে দেবগণ গন্ধর্ব্বগণের সহিত মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেব! তুমি সর্ব্বভূতের বিশেষতঃ দেবতাদিগের একমাত্র

গতি। হে মহাবাহো! মন্দর গিরিকে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। হৃষীকেশ ত্রিদিবেশগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কমঠ রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক গিরিবরকে পৃষ্ঠে ধরিয়া সেই অতল সাগরসলিলে শয়ন করিলেন। সেই বিশ্বাত্মা ভগবান্ স্বীয় বিচিত্র মহিমার বলে সাগর গর্ভে শয়ন করিয়াও হস্তদ্বারা গিরিশিখর ধারণপূর্ব্বক দেবগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সহস্রবৎসর অতীত হইলে আয়ুর্ব্বেদময় ধর্ম্মশীল ধন্বন্তরি দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত হইলেন। অনন্তর অতি সুন্দরকান্তি ষাট্ কোটি অপ্সরা সমুদ্র জল হইতে উত্থিত হইল। মন্থননিবন্ধন (অপ্) ক্ষীররূপ নীরের সারভূত রস হইতে উদ্ভূত হইল বলিয়া উহাদের নাম অপ্সরা হইল। উহাদের পরিচারিকা যে কত তাহার সংখ্যা করা যায় না। ঐ সমস্ত অপ্সরা সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলে কি দেবতা কি দানব কেহই তাহাদিগকে গ্রহণ করিল না, সেই জন্য উহারা সাধারণ স্ত্রী বলিয়া গণনীয় হইল। হে রঘুনন্দন! অতঃপর বরুণদেবের দুহিতা বারুণী (সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী) উত্থিত হইয়া পরিগ্রহার্থীর অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু দিতির তনয় অসুরদিগের মধ্যে কেহই তাহার প্রতিগ্রহ করিল না। অবশেষে অদিতিসুত সুরগণই সেই অনিন্দিতা* বরুণাত্মজাকে গ্রহণ করিলেন। সেই অপ্রতিগ্রহ নিবন্ধন দিতি

* যাহা শাস্ত্রে নিষেধ আছে উহা মানুষের পক্ষে, সুতরাং দেবগণের পক্ষে বারুণী (মদিরা) সেবন নিন্দিত নহে।

তনয়েরা অসুর, অদিতি পুত্রেরা সুর এই উপাধি লাভ করিলেন। দেবগণ সেই বরুণ-নন্দিনীকে পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর উচ্চৈঃশ্রবা নামে উৎকৃষ্ট ঘোটক, কৌস্তভ নামে মণিরত্ন এবং উৎকৃষ্ট অমৃত সেই ক্ষীর সমুদ্র হইতে উত্থিত হইল। বৎস রাম! এই অমৃত প্রাপ্তির নিমিত্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবতারা অসুরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিস্তর অসুর নিপাত করিতে লাগিলেন; তখন অসুরেরা আপনাদের বলবৃদ্ধির নিমিত্ত রাক্ষসদিগের সহিত মিলিত হইল। পুনরায় ত্রৈলোক্যমোহন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে মহাবল বিষ্ণু যখন দেখিলেন সমস্ত ধ্বংস হইয়া যায়, তখন তিনি মায়াবলে মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অমৃত হরণ করিলেন। এই সময়ে সমুদায় অসুর অমৃত গ্রহণার্থী হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। প্রভাবশালী বিষ্ণু তাহাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই ভীষণ দেবাসুর সমরে বিস্তর অসুরবীর নিহত হইল। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রও অসুর সংহার ও সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে ঋষি ও চারণগণের সহিত ত্রিলোক শাসন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

—:•:—

অনন্তর দৈত্যজননী দিতি, আপনার সমস্ত পুত্র নিহত হইলে তাহাদের শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া স্বামী কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—ভগবন্! আপনার অদিতি-গর্ভজাত পুত্রেরা আমার সমস্ত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি দীর্ঘ কাল তপস্যা করিয়া, যে ইন্দ্রকে বিনাশ করিতে পারে তাদৃশ একটী পুত্র লাভের অভিলাষ করি। হে প্রভো! আপনি আমার গর্ভে সেইরূপ একটী পুত্র প্রদান করুন। মহাতেজা মরীচিনন্দন কশ্যপ পরমদুঃখিতা দয়িতা দিতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—প্রিয়ে! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে কিন্তু যাবৎ তোমার পুত্র না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়া থাক। যদি এই ভাবে সহস্রবৎসর অতীত করিতে পার তাহা হইলে আমা হইতে ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্রের প্রাণহন্তা পুত্র তুমি অবশ্যই পাইবে। এই কথা বলিয়া পুত্র-প্রতিবন্ধক-পাপবিনাশার্থ দিতির কলেবর করতলদ্বারা মার্জ্জনা এবং তাহাকে স্পর্শ করিয়া “স্বস্তি” এই শুভাশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক তপশ্চরণার্থ গমন করিলেন।

মহর্ষি কশ্যপ প্রস্থান করিলে তদীয় দয়িতা দিতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া বিশালনামক তপোবনে গমন পূর্ব্বক ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! তিনি তপস্যায় মনো-নিবেশ করিলে সহস্রলোচন দেবরাজ বিবিধ উপচারে তাঁহার

পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অগ্নি, কুশ, কাষ্ঠ, ফল, মূল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যাহা যখন ইচ্ছা করিতেন তখন তাহাই আনিয়া অর্পণ করিতেন। দিতি শ্রান্তি বোধ করিলে ইন্দ্র তাঁহার গাত্রসংবাহনাদি দ্বারা শ্রমাপনোদন করিয়া দিতেন। এইরূপে প্রায় সহস্রবৎসর অতীত হইয়া আসিল, দশবৎসর মাত্র অবশিষ্ট আছে তখন দৈত্যজননী দিতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন,—হে বীরবর! আমার তপোনুষ্ঠানের কাল আর দশ বৎসর মাত্র অবশিষ্ট আছে, এই সময়টীর অবসান হইলেই তুমি একটী সুন্দর ভ্রাতৃমুখ দেখিতে পাইবে। বৎস! আমি তোমারই বিনাশের নিমিত্ত যে পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তাহাকে তোমারই বিজয়ার্থ নিয়োগ করিব এবং তোমার সহিত নির্ব্বিরোধ ও ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ করিয়া দিব। তুমি নিশ্চিন্ত হৃদয়ে ভ্রাতার সহিত ত্রৈলোক্য বিজয়ের মহোৎসব উপভোগ করিবে। হে সুররাজ! আমি তোমার পিতার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনি বর্ষসহস্রান্তে আমার একটী মহাবীর্য্য পুত্র হইবে বলিয়া বর দিয়াছেন।

এই সময়ে দিনকর মধ্য আকাশে উপস্থিত হইলেন, দিতিও নিদ্রাবেশে অলসা ও অবশা হইয়া মস্তক স্থাপন স্থানে চরণদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। দেবী দিতি শীর্ষস্থানে পাদস্পর্শ এবং পাদবিন্যাসস্থানে কেশ ও মস্তক স্থাপনে অশুচি হইলেন দেখিয়া পুরন্দর হাস্য করিলেন এবং আনন্দিত হইলেন। এই সুযোগে ইন্দ্র তাঁহার শরীর বিবরে প্রবেশ করিয়া গর্ভপিণ্ড অতিসাবধানে সপ্তধা খণ্ড খণ্ড করিলেন। গর্ভস্থ শিশু শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা ভিদ্যমান

হইয়া সুস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। সেই রোদন-ধ্বনিতে দিতিও জাগরিত হইলেন।

অনন্তর দেবরাজ ঐ বালককে কহিলেন,—মারুদ! রোদন করিও না। তথাপি সে রোদন করিতে লাগিল, সেই অবস্থাতেই তাহাকে পুনর্ব্বার কুলিশ প্রহারে ছিন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দিতি বলিলেন, ইন্দ্র! তুমি আমার গর্ভস্থ বালককে বিনাশ করিও না। এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র, মাতৃবাক্যের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য বজ্রের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—দেবি! শয্যার ব্যতিক্রমনিবন্ধন অশুচি হইয়া আপনি নিদ্রিতা হইয়াছিলেন, আমি এই ছিদ্র পাইয়া আপনার গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক আমার ভাবী হন্তাকে সপ্তধা ছিন্ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

—০০—

দিতি, গর্ভ সপ্তধা ছিন্ন হইল দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রদেবকে অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস! আমারই দোষে এই গর্ভ তুমি খণ্ড খণ্ড করিয়াছ। হে দেবেশ! ইহাতে তোমার অণুমাত্র দোষ নাই। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তোমার এই কার্য্য যাহাতে আমাদের উভয়েরই প্রীতিকর হয়, তাহাই আমার নিতান্ত

বাঞ্ছনীয়। বৎস! তুমি আমার গর্ভকে যে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছ, উহারা সপ্ত-বায়ু স্থানের প্রতিপালক হউক। এই সমস্ত দিব্যরূপ আমার পুত্রেরা মারুত নামে বিখ্যাত হইয়া বাতস্কন্ধ নামে যে সাতটী বায়ুস্থান আছে তথায় বিচরণ করুক। ইহাদের মধ্যে একটী ব্রহ্মলোকে, আর একটী ইন্দ্রলোকে, তৃতীয়টী অন্তরীক্ষে থাকিয়া দিব্য বায়ুনামে প্রসিদ্ধ হউক। অপর চারিটী তোমার আদেশে চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করুক। আর তুমি রোদন করিতে দেখিয়া যে 'মারুদ' বলিয়াছিলে তদনুসারে ইহাদের নাম 'মারুত' হইল।

পুরন্দর দিতির এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন,—দেবি! আপনি যাহা কিছু অনুজ্ঞা করিলেন তৎসমুদায়ই যথোক্তরূপে প্রতিপালিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। আপনার দেবরূপী পুত্রেরা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানে সুখে বিচরণ করিবে। বৎস রাম! আমরা শুনিয়াছি সেই তপোবনে মাতাপুত্রে এইরূপ স্থির করিয়া পরস্পর কৃতার্থ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে সুররাজ ইন্দ্র যে স্থানে অবস্থান করিয়া তপশ্চরণদীক্ষিতা দিতির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, সেই এই দেশ। বৎস! ইক্ষাকু হইতে অলম্বুষার গর্ভে পরম ধার্ম্মিক বিশাল নামে এক পুত্র জন্মে, তিনিই এই বিশালা নামে পুরী নির্ম্মাণ করেন। মহাবল হেমচন্দ্র মহারাজ বিশালের পুত্র। তদীয় তনয় সুচন্দ্র। সুচন্দ্রের পুত্র ধূম্রাশ্ব নামে বিশ্রুত হন। ধূম্রাশ্বের সৃঞ্জয় নামে এক পুত্র জন্মে। ধীমান প্রতাপশালী সহদেব তাঁহার পুত্র। সহদেবের পুত্র কুশাশ্ব, ইঁনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন;

কুশাশ্বের পুত্র মহাতেজা সোমদত্ত। সম্প্রতি সেই সোমদত্তের পুত্র অন্যদুর্জ্জয় প্রিয়দর্শন সুমতি এই নগরীতে বাস করিতেছেন। এই বিশালা নগরীর রাজন্যগণ সকলেই ইক্ষ্বাকুর প্রসাদে দীর্ঘায়ু, বীর্য্যশালী ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছেন। বৎস! অদ্য আমরা এইস্থলে পরমসুখে একরাত্রি যাপন করি; কল্য প্রভাতে তুমি রাজর্ষি জনককে দেখিতে পাইবে।

এই সময়ে বিশালাধিপতি মহারাজ সুমতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে বন্ধুবান্ধবের ও উপাধ্যায়-গণের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসানন্তর যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—তপোধন! অদ্য আমার অধিকারে অপনার শুভাগমন হওয়াতে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনার দর্শনলাভে মনে হইতেছে, আমা অপেক্ষা ধন্যতর আর কেহ নাই।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

—oo—

বিশালাধিপতি মহামতি সুমতি মহামুনি বিশ্বামিত্রকে পাইয়া যথোচিত শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এই পদ্মপলাশলোচন অসি, তূণ ও ধনুর্দ্ধারী কুমার দুইটীকে দেখিয়া মনে হইতেছে ইহাঁরা দেবতুল্য পরাক্রমশালী, অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় পরম রূপবান্, যেন দুইটী দেবতা সদৃচ্ছাক্রমে

দ্যুলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেখিতেছি শার্দ্দূল ও বৃষভ তুল্য এই বীরদ্বয়ের গতি, করিশাবকের ন্যায় ধীর ও সিংহের ন্যায় অপ্রতিহত। ইহাদের অঙ্গে অভিনব যৌবনের রেখা পড়িয়াছে। যেমন দিবাকর ও শশধর অম্বরতলকে সুশোভিত করেন; সেইরূপ এই কুমারদ্বয় এই প্রদেশকে নিরতিশয় ভূষিত করিয়াছেন। ইহাদের উভয়েরই আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি এই নরশ্রেষ্ঠ দুইটী কিরূপে কি কারণেই বা পাদচারে এই দুর্গম পথের আগমনক্লেশ স্বীকার করিলেন এবং কোন্ মহাপুরুষেরই বা ইহাঁরা বংশধর? হে তপোধন! আপনি ইহা বিশেষরূপে বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

মহর্ষি রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া রামলক্ষ্মণ-সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং সেই মহাবল পরাক্রান্ত, বিশেষরূপে সৎকারের যোগ্য শ্লাঘ্য অতিথি রাজকুমার-যুগলকে অতি সমাদরে পূজা করিলেন। রাজকুমারদ্বয় ও সুমতি কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সে রাত্রি তথায় যাপন পূর্ব্বক পরদিন মিথিলা নগরীতে গমন করিলেন।

মহর্ষিগণ পরম রমণীয় জনক-নগরী সন্দর্শন করিয়া বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মিথিলার প্রান্তবর্ত্তী উপবনে পুরাতন জনশূন্য সুন্দর একটী আশ্রম দেখিয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আশ্রমসদৃশ অথচ মুনিজন-বিবর্জ্জিত এইটী কোন্

স্থান? ইহা কাহারই বা পূর্ব্বাশ্রম? বলুন, আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

মহামুনি বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস রাম! এই আশ্রম যাঁহার, আর যে জন্য ইহার এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে নরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে মহাত্মা গৌতমের এইটী স্বর্গতুল্য আশ্রম ছিল, এমন কি, দেবতারাও এই আশ্রমের প্রশংসা করিতেন। মহামুনি গৌতম এই স্থানে তদীয় সহধর্ম্মিণী অহল্যার সহিত বহুবর্ষ ধরিয়া তপস্যা করিতেন। একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে মহর্ষি স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন; জানিতে পারিয়া ইন্দ্র গৌতমবেশ ধারণ পূর্ব্বক অহল্যাকে কহিলেন,—সুন্দরি! রতি-প্রার্থী কখন ঋতুকাল অপেক্ষা করে না। অয়ি সুমধ্যমে! আমি তোমার সহিত সহযোগ ইচ্ছা করি। দুর্ব্বুদ্ধি অহল্যা মুনিবেশধারী ইন্দ্রকে জানিতে পারিয়াও ইন্দ্র-সংসর্গ-লোভে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর অহল্যা কহিলেন, প্রভো! আমি কৃতার্থ হইলাম, আপনি এখন এইস্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান করুন এবং মহর্ষির অভিসম্পাত হইতে আপনাকে ও আমাকে রক্ষা করুন। ইন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! আমি বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছি, এখন স্বস্থানে চলিলাম। এই কথা বলিয়া ইন্দ্র মুনিভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মহর্ষির পর্ণ কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন,—যিনি দেবদানবদিগেরও দুরাক্রমণীয়, অসামান্য তপোবলসম্পন্ন সেই মহর্ষি গৌতম তীর্থোদকে স্নান

করিয়া সাক্ষাৎ দীপ্যমান অনলের ন্যায় সমিধ্ ও কুশ হস্তে আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন, তদ্দর্শনে সুরপতি নিতান্ত ভীত ও ম্লানবদন হইয়া পড়িলেন।

তখন সদাচারপূত মহর্ষি মুনিবেশধারী দুর্ব্বৃত্ত সুরপতিকে নির্গত হইতে দেখিয়া রোষভরে কহিলেন,—রে দুর্ম্মতে! তুই যখন আমার রূপ ধারণ করিয়া আমারই ভার্য্যাপহরণ রূপ অকার্য্য করিয়াছিস, তখন আমার শাপে এখনই তোর বৃষণ স্খলিত হইয়া পড়িবে। মহাত্মা মহর্ষি সক্রোধে এই কথা বলিবামাত্র সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের বৃষণদ্বয় তৎক্ষণাৎ স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। মহর্ষি ইন্দ্রকে এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিয়া অহল্যাকেও কহিলেন, রে পাপীয়সি! তুইও অনাহারে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া ভস্মরাশিতে শয়ন ও আত্মকৃত পাপের জন্য চিরদিন অনুতাপ ভোগ করিয়া বহু সহস্র বৎসর অন্যের অদৃশ্য হইয়া এইস্থানে বাস করিবি।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে যখন দশরথতনয় রাম এই ঘোর অরণ্যে আগমন করিবেন, তখন তুই লোভ মোহের বশবর্ত্তিনী না হইয়া তাঁহার আতিথ্য ও পাদ স্পর্শ করিলে এই ব্যভিচার জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবি। তখন তুই পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে আমার সহিত মিলিত হইতে পারিবি। *

* এইস্থানে পদ্ম পুরাণে আছে—

"বৎস রাম! পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের অপরাধে গৌতমপত্নী অহল্যা স্বামীর অভিসম্পাতে দগ্ধ হইয়া শিলা হইয়া গিয়াছিল, ইন্দ্রও মহর্ষির শাপে শত শত * * * চিহ্ন ধারণ করেন"। অনন্তর দেবরাজ বহুকাল সূর্য্যের আরাধনা করিলে তাঁহারই বরে ঐ সহস্র চিহ্ন চক্ষুরূপে পরিণত হইল। ইন্দ্র তখন সহস্রাক্ষ নাম ধারণ করেন। অহল্যাও বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পূর্ব্ববৎ দিব্য শরীর লাভ করেন।

মহাতপা গৌতম দুষ্টচারিণী অহল্যাকে এই কথা বলিয়া স্বকীয় আশ্রমপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধ-চারণ-সেবিত রমণীয় হিমালয় শিখরে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

—oo—

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র বৃষণবিহীন হইয়া সবিষাদনেত্রে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ এবং সিদ্ধচারণ ও গন্ধর্ব্বদিগকে কহিলেন, দেবগণ! আমি মহাত্মা গৌতমের তপোবিঘ্নার্থ ক্রোধ উৎপাদন করিয়া সুরকার্য্য সাধন করিয়াছি। নতুবা তপোবলে তিনি আমাদের সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইতেন। এক্ষণে শাপ প্রদান করাতে তাঁহার সমস্ত তপঃফল ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি তাঁহার কোপে পড়িয়া বৃষণ হীন হইয়াছি এবং তপস্বিনী অহল্যাও স্বকর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। হে দেবগণ! অধুনা তোমরা ঋষি ও চারণগণের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় আমি যাহাতে বৃষণলাভ করিতে পারি তাহার উপায় বিধান করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ, শচীপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃদেবলোকে উপস্থিত হইলেন। তথায় সকলে উপস্থিত হইলে অগ্নি সকলের পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,— হে পিতৃদেবগণ! ইন্দ্র বৃষণহীন হইয়াছেন, আপনাদের মেষটী দেখিতেছি সবৃষণ, এই মেষের বৃষণ দুইটী লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করুন; মেষ বৃষণহীন হইলেও আপনাদের যথেষ্ট প্রীতি

সাধন করিবে। অতঃপর যাহারা আপনাদের সন্তোষ সাধনের জন্য এইরূপ মেষ দান করিবে, আপনারা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অক্ষয় ফল প্রদান করিতে পারিবেন।

পিতৃদেবগণ অগ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে সমবেত হইয়া মেষবৃষণ উৎপাটন পূর্ব্বক ইন্দ্রশরীরে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। হে কাকুৎস্থ! তদবধি তাঁহাদের যণ্ড মেষ ভোজনের বিধি নিরূপিত হইল। ইন্দ্রও সেই সময় হইতে মহাত্মা গৌতমের প্রভাবে মেষবৃষণ হইলেন। বৎস! এস, তুমি সেই পুণ্যকর্ম্মা গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর।

বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাভাগা অহল্যার শরীরপ্রভা তপঃপ্রভাববলে আরও উদ্দীপ্ত হইয়াছে। অন্যের কথা কি বলিব, তদ্দর্শনে সুরাসুরদিগেরও চক্ষু প্রতিহত হইয়া আইসে। অধিক কি, তাহাকে দেখিলেই মনে হয় বিধাতা যেন অতি যত্ন সহকারে তাহাকে মায়া-রূপিনী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। রাম তাঁহাকে ধূমপরিব্যাপ্ত প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায়, নীহারাবৃত পৌর্ণমাসীর সুধাংশু-প্রভার ন্যায় এবং মেঘাচ্ছন্ন প্রখর দিনকরের ময়ূখ-মালার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। এইরূপ লাবণ্য-সম্পন্না অহল্যা গৌতমশাপে রামদর্শনাবধি ত্রিলোকের দুনিরীক্ষ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে শাপাবসান হওয়াতে সকলেরই দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ হৃষ্টচিত্তে তাহার পাদ গ্রহণ করিলেন,

অহল্যাও স্বামিবাক্য স্মরণ পূর্ব্বক রামের চরণ গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং সমাহিতচিত্তে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তাঁহাদের আতিথ্য করিলেন। কাকুৎস্থতনয় রাম তাহার অতিথি সংকার যথাবিধি প্রতিগ্রহ করিলেন। এই সময়ে দুন্দুভিধ্বনির সহিত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের মহান্ উৎসব আরম্ভ হইল, দেবগণ অহল্যাকে তপোবলবিশুদ্ধা ও ভর্ত্তৃপরায়ণা দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহর্ষি গৌতম তপোবলে রামের আগমন জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি রামের অর্চ্চনা করিয়া সহধর্ম্মিণী অহল্যার সহিত পরমসুখে পুনরায় তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামও মহামুনি গৌতম সকাশে সৎকৃত ও প্রীত হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন।

পঞ্চাশৎ সর্গ।

—oo—

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি গৌতমের আশ্রম হইতে উত্তর-পূর্ব্বাস্য হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিয়া রাজা জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন,—দেখুন, মহাত্মা জনকের যজ্ঞসমৃদ্ধি অতি সুন্দর হইয়াছে, দেখিতেছি এই যজ্ঞ দর্শনার্থ নানাদিক্-দেশ হইতে সমাগত বহু সহস্র বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের

জন্য নিবাস স্থান প্রস্তুত হইয়াছে এবং ঐ সমুদায় নিবাস-স্থান শত শত শকটে আকীর্ণ। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমরা যে স্থানে বাস করিব সেইরূপ একটী স্থান নির্ণয় করুন। মহামুনি বিশ্বামিত্র রামের বচনানুসারে একটী নির্জ্জন ও জলাশয়-যুক্ত বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। * এদিকে রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিক্‌গণকে অগ্রে করিয়া অর্ঘ্য হস্তে অবিলম্বে প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন এবং বিনীত হইয়া যথাবিধি পূজা করিলেন; বিশ্বামিত্রও মহাত্মা জনক-দত্ত পূজা স্বীকার পূর্ব্বক রাজার কুশল ও যজ্ঞের নিরাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর অভ্যর্থনার্থ সমাগত মুনি, উপাধ্যায় ও পুরোহিতদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক যথাযোগ্য শিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন,—ভগবন্! আপনি এই সমুদায় সহচর ঋষিগণের সহিত আসন পরিগ্রহ করুন।

মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজার বচনানুসারে নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হইলে মহারাজ জনক ও শতানন্দ প্রভৃতি পুরোহিত, ঋত্বিক্ ও মন্ত্রীদিগের সহিত চতুর্দ্দিকে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। তখন নৃপতি, মহর্ষি অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! অদ্য দৈবানুগ্রহে আমার যজ্ঞসম্পদ্ সফল হইল। আজি ভগবদ্দর্শনে আমি যজ্ঞফল সম্যক্ লাভ করিলাম। ব্রহ্মন্! যখন আপনি ঋষিগণের সহিত আমার যজ্ঞে স্বয়ং আগমন করিয়াছেন, তখন আমিও ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম।

হে ব্রহ্মর্ষে! মনস্বী ঋত্বিকগণ আমায় বলিয়াছেন "দীক্ষা-কাল এখনও দ্বাদশাহ অবশিষ্ট আছে। এই কাল পূর্ণ হইলে দেবগণ স্ব স্ব ভাগার্থী হইয়া যজ্ঞস্থলে আগমন করিবেন, তাঁহা-দিগকে দর্শন করা আপনারও কর্ত্তব্য।"

মহারাজ জনক প্রফুল্লমুখে মহর্ষিকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় সংযত ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এই পদ্মপলাশলোচন, অসি তূণ ও শরাসনধারী কুমার দুইটীকে দেখিয়া মনে হইতেছে, ইহাঁরা দেবতুল্য পরাক্রমশালী অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় পরম রূপবান্, যেন দুইটী দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে দ্যুলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন; দেখিতেছি, শার্দ্দূল ও বৃষভতুল্য এই বীরদ্বয়ের গতি করিশাবকের ন্যায় ধীর ও কেশরীর ন্যায় অপ্রতিহত। ইহাঁদের অঙ্গে অভিনব যৌবনের রেখা পড়িয়াছে। যেমন দিবাকর ও নিশাকর অম্বরতলকে সুশোভিত করিয়া উদিত হন, সেইরূপ এই কুমারদ্বয় আগমন করিয়া আমার গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহাঁদের উভয়েরই আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি এই কাকপক্ষধারী বীর দুইটী কোন ভাগ্যধরের পুত্র? আপনি বিশেষ করিয়া বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

মহাত্মা জনকের এই বাক্য শুনিয়া অপরিচ্ছিন্ন-মহিমা বিশ্বামিত্র কহিলেন,—রাজন্! এই বীরকেশরী কুমার দুইটী মহারাজ দশরথের পুত্র। এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধাশ্রম নিবাস, রাক্ষসদিগের বধ, অকুতোভয়ে বনপর্য্যটন, বিশালাদর্শন, অহল্যা দর্শন, গৌতম সমাগম এবং

অধুনা হরকার্ম্মুক দর্শনার্থ এইস্থানে আগমন, এই সমুদায় আদ্যোপান্ত রাজাকে নিবেদন করিলেন।

একপঞ্চাশৎ সর্গ

—০০—

অনন্তর গৌতমের জ্যেষ্ঠপুত্র তপোবল-প্রদীপ্ত মহাতেজা শতানন্দ, ধীমান্ বিশ্বামিত্রের মুখে জননীর শাপ-মোচন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিত এবং অসুলভদর্শন রাম সন্দর্শন লাভে অতীব বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণকে সুস্থ হৃদয়ে উপবিষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া বিশ্বামিত্রকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি এই রাজকুমারকে আমার যশস্বিনী দীর্ঘকাল তপোঽনুরক্তা মাতাকে দেখাইয়াছেন ত? সেই আমার জননী কি সর্ব্বজন-পূজনীয় মহাভাগ রামচন্দ্রকে বন্যফল পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন? দেবরাজ তাঁহার প্রতি যে অনুচিত আচরণ করিয়াছিলেন, আপনি সেই পুরাতন বৃত্তান্ত ইহাঁকে বলিয়াছেন ত? হে কুশিকাত্মজ! জননী রামের প্রসাদে শাপমুক্ত হইলে আমার পিতা কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছেন ত? মহাতেজা রাম আমার পিতৃদেবের পূজাগ্রহণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন ত? ইনি আশ্রমে গিয়া আমার পিতৃদত্ত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছেন ত?

বাগ্মিবর মহামুনি বিশ্বামিত্র, গৌতমতনয় শতানন্দের এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে তপোধন! যাহা

কর্ত্তব্য তাহার ত্রুটী হয় নাই। ভার্গবের সহিত রেণুকার ন্যায়. তোমার মাতা অহল্যা তপস্বী গৌতমের সহিত সমাগত হইয়াছেন। শতানন্দ ধীমান্ বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে কহিলেন,—নরোত্তম! তোমার শুভাগমন নির্ব্বিঘ্নে হইয়াছে ত? মহর্ষি বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে তোমার আগমন আমাদের সৌভাগ্যবলেই ঘটিয়াছে। যাঁহার কার্য্য কলাপ মনেরও অগোচর, যিনি তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই এই মহাতেজা বিশ্বামিত্র আমাদের উভয়েরই হিতকারী, ইহা তোমার অবিদিত নাই। এই মহাতপা কুশিকতনয় যখন তোমার রক্ষাকর্ত্তা, তখন তোমা অপেক্ষা ধন্যতর আর কেহ এ জগতে নাই। এক্ষণে এই মহাত্মা কুশিকতনয়ের যেরূপ তপোবল, যেরূপে ইনি ব্রহ্মর্ষিত্ব অধিকার করিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে সাক্ষাৎ প্রজাপতি তনয় কুশনামে এক মহাত্মা মহীপতি ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী শত্রুতাপন কুশ প্রজারঞ্জনে সতত অনুরক্ত থাকিয়া দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কুশনাভ পরম ধার্ম্মিক ও বলশালী ছিলেন, তাঁহার পুত্র গাধি। মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই গাধির তনয়। ইনি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া বহু সহস্র বৎসর নিষ্কণ্টকে পৃথিবী পালন করেন। একদা ইনি অক্ষৌহিণী-পরিমিত চতুরঙ্গিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটনার্থ নির্গত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বহু সংখ্যক নগর, জনপদ, নদী, মহাগিরি ও আশ্রমপদ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে বশিষ্ঠাশ্রমে উপনীত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এই

আশ্রম নানাবিধ ফল-পুষ্পাবনত বৃক্ষরাজি লতা ও মণ্ডপে আকীর্ণ। মৃগকুল তথায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। সিদ্ধ, চারণ, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণে আশ্রম পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি প্রভৃতি মহাত্মাগণ উহার পরম শোভা সম্পাদন করিতেছেন এবং তপশ্চরণসিদ্ধ, হুতাশনসন্নিভ ব্রহ্মকল্প ঋষিগণ দ্বারা নিরন্তর পরিব্যাপ্ত। তপঃ ক্লেশ সহিষ্ণু নির্দ্দোষ জিতেন্দ্রিয় জপহোম-পরায়ণ ঋষি বালখিল্য ও বৈখানসেরা সতত এখানে বিরাজমান রহিয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ জলমাত্র পান, কেহ বা বায়ুমাত্র, কেহ বা শীর্ণ পর্ণ, কেহ কেহ বা ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। বীরশ্রেষ্ঠ মহাবল বিশ্বামিত্র এই বশিষ্ঠাশ্রম সন্দর্শন করিয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ।

—oo—

অনন্তর মহাবল বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিনয়পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজাকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক আসন প্রদানের আদেশ দিলেন এবং তিনি উপবেশন করিলে মহর্ষি ফলমূলদ্বারা তাঁহার যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। মহারাজ বিশ্বামিত্র মহর্ষিদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও আশ্রমস্থ শিষ্যসম্প্রদায়ের এক এক করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেবও তদীয় প্রশ্নে সর্ব্বত্র কুশল, এই কথা বলিয়া সুখোপবিষ্ট রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! তোমার মঙ্গল ত? ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক রাজোচিত বৃত্তি আশ্রয় করিয়া তাহাদিগকে পালন করিতেছ ত? তোমার ভৃত্যবর্গ বেতনাদি দ্বারা সম্যক প্রতিপালিত হইয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আছে ত? হে রিপুসূদন! তুমি বিপক্ষকুলকে পরিভূত করিয়া আত্মবশে রাখিয়াছ ত? হে পরন্তপ! তোমার চতুরঙ্গসেনা, কোশাগার, মিত্র রাজা ও পুত্র পৌত্রদিগের কুশল ত? রাজা বিশ্বামিত্র বিনয় সহকারে সমস্ত বিষয়ের কুশল বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। এই রূপে পরস্পর কথোপকথনে অনেক ক্ষণ অতিবাহিত করিয়া উভয়েই পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

হে রঘুনন্দন! উভয়ের কথাবসানে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে মহাবল! আমি এই চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত তোমার আতিথ্য করিতে অভিলাষী, তুমি আমার শ্লাঘ্য অতিথি, সুতরাং সর্ব্বথা পূজণীয়। অতএব মৎকৃত অতিথিসৎকার গ্রহণ করিতে তুমি সম্মত হও। রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—ভগবন্। আপনার এই আতিথ্য প্রস্তাবনাতেই আমার যথেষ্ট আতিথ্য করা হইয়াছে। আপনার আশ্রমের ফল মূল পাদ্য আচমনীয় দ্বারা আমি প্রীত হইয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি আমার পূজার্হ, আপনার দর্শন লাভেই আমি চরিতার্থ হইলাম; অতঃপর আপনি আমাকে স্নিগ্ধ নেত্রে অবলোকন করিবেন, আপনাকে নমস্কার, আমি এক্ষণে চলিলাম।

রাজা এই কথা বলিয়া প্রস্থানের জন্য উদ্যত হইলে ধীমান্ ধর্ম্মপরায়ণ বশিষ্ঠ তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণার্থ পুনঃপুন অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা বিশ্বামিত্র, আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না, কহিলেন,—ভগবন্! তবে বেশ কথা, আপনার যাহা প্রিয় তাহাই হউক। এইরূপে রাজা নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলে মহর্ষি প্রীত হইয়া তাঁহার আশ্রমে নিষ্পাপা বিচিত্রবর্ণা হোম-ধেনুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, শবলে! একবার শীঘ্র আইস, আমার একটী কথা শুনিয়া যাও। দেখ, আজি আমি এই রাজর্ষির বলবাহনের সহিত আতিথ্য করিতে উদ্যত হইয়াছি। তুমি ইহাঁদের জন্য উত্তম উত্তম রাজযোগ্য ভোজ্যবস্তু প্রদান করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ কর। অয়ি কামদে! মধুরাদি ছয় রসের মধ্যে যাঁহার যাহা অভিরুচি হইবে আমার প্রীতির জন্য তুমি তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিবে। তুমি প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয়, এই চতুর্ব্বিধ সুরস দ্রব্যের সৃষ্টি কর।

ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ।

—:•:—

বৎস রাম! কামধেনু শবলা মহর্ষির আদেশে যাহার যে বস্তুতে অভিলাষ তাহাকে সেই বস্তু প্রদান করিতে লাগিল। ইক্ষু, মধু, লাজ, উৎকৃষ্ট গৌড়ীয় মদ্য, পেয়, মহার্হ নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য, পর্ব্বতাকার উষ্ণোষ্ণ রাশীকৃত অন্ন, মিষ্টান্ন,

ভাইল, দধিকুল্যা অনেকবিধ রসযুক্ত সুস্বাদু খাণ্ডবপূর্ণ রজতময় সহস্র সহস্র ভোজন পাত্র ; এই সমস্ত ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্ট হইল। তখন সেই হৃষ্টপুষ্ট বহুজনাকীর্ণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণ মহর্ষির আতিথ্য বিধানে সন্তুষ্ট হইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিল। স্বয়ং মহারাজ বিশ্বামিত্রও প্রধান প্রধান অন্তঃপুরচারী, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী ও ভৃত্যগণের সহিত সমাদৃত ও পূজিত হইয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি মাদৃশ ব্যক্তির সবিশেষ পূজার্হ, আজ আমি ভবাদৃশ মহাপুরুষকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেছি। আপনার এই অতিথি সপর্য্যায় আমি অপর্য্যাপ্ত আনন্দলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমি একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে শত সহস্র ধেনু প্রদান করিতেছি, আপনি তাহার বিনিময়ে এই শবলাটী আমায় প্রদান করুন। আপনার এই শবলা একটী রত্নস্বরূপ, রত্নে ন্যায়ানুসারে রাজারই সম্পূর্ণ অধিকার। অতএব শবলাকে আমায় প্রদান করুন।

ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ মহামুনি বশিষ্ঠ মহীপতিকে কহিলেন, রাজন্! তুমি শত সহস্র, কি শত কোটী ধেনু অথবা রাশি রাশি রজত দান করিলেও শবলাকে কোনরূপেই দান করিতে পারিব না। হে অরিন্দম! এই শবলা আমার কোন রূপে ত্যাগের পাত্রী নহে। এই শবলা মহাত্মাদিগের কীর্ত্তির ন্যায় আমার চিরসঙ্গিনী। ইহা হইতে হব্য, কব্য ও প্রাণধারণ নির্ব্বাহ হয়। অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার, বষট্‌কার ও বিবিধ বিদ্যা ইহারই আয়ত্ত ; ইহাতে সংশয়মাত্র

নাই। অধিক কি, আমি সত্যকে শপথ করিয়া বলিতে পারি এই শবলাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহার দর্শনেও আমার প্রীতি জন্মে। হে রাজন্! এইরূপ বহু কারণে আমি শবলাকে তোমায় দিতে পারিব না।

বাক্যবিশারদ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া নিরতিশয় আগ্রহাতিশয় সহকারে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন,—তপোধন! আমি আপনাকে স্বর্ণশৃঙ্খল, সুবর্ণময় গ্রীবাবন্ধন ও স্বর্ণনির্ম্মিত অঙ্কুশযুক্ত চতুর্দ্দশ সহস্র কুঞ্জর, চতুরশ্বযুক্ত কিঙ্কিণী-মালাসুশোভিত অষ্টশত হেমময় রথ, বাহ্লীক-দেশ-জাত উচ্চৈঃশ্রবাজাতীয় মহাবেগবান্ দশাধিক এক সহস্র ঘোটক এবং নানাবর্ণে বিভক্ত তরুণ কোটি ধেনু, তদ্ভিন্ন যাবৎসংখ্যক্ মণি কাঞ্চন প্রার্থনা করেন তৎসমুদায়ই আপনাকে দিতেছি আপনি আমাকে এই ধেনুটী প্রদান করুন।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন,—রাজন্! আমি কোনরূপেই শবলাকে দিতে পারিব না। শবলা আমার রত্ন, শবলা আমার ধন, শবলা আমার জীবন সর্ব্বস্ব। ইনিই আমার দর্শ ও পৌর্ণমাস-সাধ্য সদক্ষিণ যজ্ঞ, ইনিই আমার বিবিধ দৈবী ক্রিয়া। অধিক কি আমার যাহাকিছু ক্রিয়া কাণ্ড আছে তৎসমুদাযেরই ইনিই মূল। বেশী বাক্যব্যয়ে কি ফল, আমি কোন মতেই তোমাকে এই বাঞ্ছিত ফলদাত্রী শবলাকে দিব না।

চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ।

—০০—

বৎস রাম! মহারাজ বিশ্বামিত্র যখন দেখিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ কোনমতেই কামধেনুকে পরিত্যাগ করিতেছেন না, তখন বলপূর্ব্বক ইহাকে লইয়া চলিলেন। তখন শবলা, আশ্রম হইতে রাজা আমাকে লইয়া যাইতেছে বুঝিয়া দুঃখিতা ও শোকাকুলিতচিত্তে রোদন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিল,—মহাত্মা বশিষ্ঠ কি আমাকে সত্য সত্যই পরিত্যাগ করিলেন, নতুবা কেন আমাকে রাজভৃত্যেরা নির্য্যাতন করিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি মহর্ষির এমন কি অপকার করিয়াছি যে তিনি আমাকে নিতান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত জানিয়াও নিরপরাধে পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপ চিন্তা ও পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শত শত রাজভৃত্যকে দূরে আক্ষেপ করিয়া বায়ুবেগে মহাত্মা বশিষ্ঠের পাদমূলে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মেঘ-গম্ভীর-স্বরে গলদশ্রু-লোচনে আকুল বচনে কহিল,—ভগবন্ ব্রহ্মতনয়! আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? রাজভৃত্যেরা কেন আমাকে আপনার নিকট হইতে লইয়া যাইতেছে? তখন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়া দুঃখিনী ভগিনীর ন্যায় শবলাকে কহিলেন,—শবলে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই, তুমি আমার কোন অপকারও কর নাই। এই মহাবল রাজা আমার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। ইহাঁর তুল্য আমার বল নহে। ইনি বলবান্, রাজা, ক্ষত্রিয়,

পৃথিবীর অধীশ্বর। দেখ, ইহাঁর হস্তী অশ্বরথসঙ্কুল ধ্বজপট-সমাকীর্ণ অক্ষৌহিণী সেনা রহিয়াছে অতএব আমা অপেক্ষা বলবান্। বিশেষতঃ অদ্য ইনি আমার অতিথি, অতিথিকে বধ করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

বাক্‌পটীয়সী শবলা বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিনীতবাক্যে কহিল, তপোধন! ক্ষত্রিয়ের বল ব্রাহ্মণের বল অপেক্ষা যৎসামান্য, ব্রাহ্মণেরাই অপেক্ষাকৃত বলসম্পন্ন। হে ব্রহ্মন্! আপনার শক্তি অলৌকিক ও অপরিচ্ছেদ্য, আপনা অপেক্ষা অধিক বলশালী আর কেহ নাই। বিশ্বামিত্র মহাবীর্য্য হইলেও আপনার তেজ অন্যদুর্লভ এবং অপ্রতিহত; সুতরাং আপনা অপেক্ষা কোনক্রমেই বলবান্ হইবেন না। যাহা হউক আপনার প্রসাদে আমিও ব্রহ্মার ন্যায় অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারি, আপনি আমাকেই নিয়োগ করুন। আমি এই দুরাত্মার দর্প বল ও যত্ন যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই চূর্ণ করিয়া দিব।

বৎস! মহাবল বশিষ্ঠ শবলার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—শবলে! তবে তুমিই শত্রুবল-বিমর্দ্দন সৈন্য সৃষ্টি কর। শবলা বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণমাত্র সৈন্য সৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহার একমাত্র হুম্বারবে শত শত পহ্লব নামক ম্লেচ্ছসেনা নির্গত হইল। তাহারা বিশ্বামিত্রের সমক্ষেই তাঁহার সমস্ত বল সংহার করিতে লাগিল। মহারাজ বিশ্বামিত্রও ক্রোধবিস্ফারিত নেত্রে বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগে পহ্লব সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন শবলা তাহাদিগকে বিশ্বামিত্রশরে নিপীড়িত দেখিয়া যবন মিশ্রিত ভীষণ

শকজাতীয় সৈন্য পুনরায় সৃষ্টি করিল। এই সমুদায় সৈন্যে রণভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; ইহারা মহাবীর্য্য, পীতাম্বরধারী ও পীতবর্ণ। ইহাদের হস্তে তীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশ অস্ত্র রহিয়াছে। ইহারা রণক্ষেত্রে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মহাবল রাজা বিশ্বামিত্রও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা যবন, কাম্বোজ ও বর্ব্বরেরা নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল।

পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গ।

—:o:—

অনন্তর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে স্বীয় সৈন্যগণকে মোহিত ও পলায়মান দেখিয়া শবলাকে কহিলেন,—শবলে! তুমি যোগবলে পুনরায় সেনা সৃষ্টি কর। শবলা হুঙ্কার করিবা মাত্র দিবাকর সন্নিভ প্রখর কাম্বোজ সৈন্য উৎপন্ন হইল। পরে তাহার আপীন (গোস্তন) হইতে শস্ত্রপাণি বর্ব্বর জাতি, যোনিদেশ হইতে যবন, অপান (গলদ্বার) দেশ হইতে শক, রোমকূপ হইতে ম্লেচ্ছ, হারীত ও কিরাত জাতি নির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের পদাতি হস্তী অশ্ব ও রথের সহিত সমস্ত সৈন্য নিপাত করিল। হে রঘুনন্দন! তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্রের শত পুত্র "এই বশিষ্ঠই ধেনুর বল" এই মনে করিয়া নানাবিধ অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বশিষ্ঠের অভিমুখে ধাবিত হইল। বশিষ্ঠও তাহাদিগকে বেগে ধাবিত

হইতেছে দেখিয়া এক হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। সেই হুঙ্কার শব্দ মাত্রেই বিশ্বামিত্রের তনয়গণ অশ্ব, রথ ও পদাতির সহিত দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন বিখ্যাত কীর্ত্তি বিশ্বামিত্র সমস্ত বল-বাহনের সহিত পুত্রদিগকে নিহত দেখিয়া লজ্জিত ও চিন্তাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণে বেগশূন্য সমুদ্রের ন্যায়, ভগ্নদংষ্ট্র উরগের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত আদিত্যের ন্যায়, নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। এইরূপে সৈন্য সামন্তের সহিত পুত্রদিগের নিধনে ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় নিতান্ত কাতর ও ভগ্নোৎসাহ হওয়াতে শারীরিক ও মানসিক সমস্ত শক্তি হারাইয়া সাতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে একটী পুত্রহস্তে সমস্ত রাজ্যপালনের ভার অর্পণ করিয়া বন গমন করিলেন এবং কিন্নর ও উরগসেবিত হিমালয়ের পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে দেবাদিদেব বৃষভধ্বজ মহাদেব মহামুনি বিশ্বামিত্রের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—রাজন্! কিজন্য তুমি তপস্যা করিতেছ? তোমার যাহা প্রার্থনীয় তাহা আমাকে বল। তোমাকে বর প্রদানার্থ আমি আসিয়াছি, তোমার অভিলষিত বর প্রকাশ কর। তাহা শুনিয়া মহাতপা বিশ্বামিত্র মহাদেবকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন,—হে দেব! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে সাঙ্গোপাঙ্গ সমন্ত্র ও সরহস্য ধনুর্ব্বেদ আমায় প্রদান করুন। ভগবন্! দেব দানব যক্ষ রাক্ষস ও মহর্ষি-কুলে যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্যমান আছে আপনার প্রসাদে ৬২

সমুদায়ই যেন আমাতে প্রতিভাত হয়, ইহাই আমার প্রার্থনীয়। তখন মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় জাতি, ক্ষত্রিয় মাত্রেই স্বভাবতঃই গর্ব্বিত, এক্ষণে মহাবল বিশ্বামিত্র দেব প্রসাদে অস্ত্র লাভ করিয়া দর্পে অন্ধ হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি পর্ব্ব দিবসে সমুদ্রের ন্যায় বলবীর্য্যে বিবর্দ্ধমান হইয়া মনে করিলেন, এবারে আমার হস্তে ঋষি বশিষ্ঠের মৃত্যু নিশ্চয়। এইরূপ স্থির করিয়া বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার আশ্রমপদে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অস্ত্র-তেজে তপোবন দগ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। তত্রত্য মুনিগণ বিশ্বামিত্র-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র দর্শনে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আশ্রমস্থ শিষ্য মৃগ ও পক্ষিসমুদায় ভয়চকিত চিত্তে দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইল। এইরূপে মহর্ষির আশ্রমপদ শূন্যপ্রায় হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে জনপ্রাণিহীন মরুভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ উচ্চৈঃস্বরে বারংবার কহিতে লাগিলেন, 'ভয় নাই ভয় নাই' ভাস্কর যেমন নীহারকে নষ্ট করেন সেইরূপ আমি এখনই গাধেয়কে বিনাশ করিব। এই কথা বলিয়া সক্রোধে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন,—রে দুরাচার মূর্খ ! তুই যখন আমার এই চিরপ্রবৃদ্ধ আশ্রমকে ধ্বংস করিলি তখন আর তোকে থাকিতে হইবে না। এই বলিয়া প্রলয়কালে নির্ধূম অনলের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া দ্বিতীয় যমদণ্ডের স্বরূপ দণ্ড উত্তোলন করিলেন।

ষট্ পঞ্চাশৎ সর্গ।

—০০—

মহাবল বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ বাক্য ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠও অপর কাল-দণ্ড-সদৃশ ব্রহ্মদণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন,—রে ক্ষত্রিয়াধম! এই আমি দণ্ডায়মান রহিলাম। তোর যাহা কিছু বল আছে তাহা তুই প্রদর্শন কর্। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তপোবলে অস্ত্র লাভ করিয়া তোর বড়ই দর্প উপস্থিত হইয়াছে, আমি এই দণ্ডেই উহা খর্ব্ব করিতেছি। রে কুলপাংশন! ব্রহ্মবলের কাছে তোর ক্ষত্রিয় বল কোথায়? তুই এখনই এই অলৌকিক ব্রহ্মবল দেখিতে পাইবি। এই কথা বলিয়া সলিল দ্বারা যেমন প্রজ্বলিত হুতাশনকে নির্ব্বাপিত করে, তদ্রূপ ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা সেই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রকে নিবারণ করিলেন। অনন্তর গাধিনন্দন ক্রোধে বারুণ, রৌদ্র, ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষিক, মানব, মোহন, গান্ধর্ব্ব, স্বাপন, জৃম্ভন, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারুণ, সুদুর্জ্জয় বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, প্রিয় পিণাক, শুষ্ক ও আর্দ্র অশণিদ্বয়, দণ্ডাস্ত্র, পৈশাচাস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্যাস্ত্র, মথনাস্ত্র, হরশিরোস্ত্র, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুষল, বৈদ্যাধরনামক মহাস্ত্র, ভীষণ কালাস্ত্র, ঘোর ত্রিশূলাস্ত্র, কাপালাস্ত্র, ও কঙ্কণাস্ত্র, এই সমুদায় ভয়ঙ্কর অস্ত্র তপস্বী বশিষ্ঠের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মতনয় বশিষ্ঠ একমাত্র দণ্ডদ্বারা সমুদায় অস্ত্র সংহার

করিলেন্। তখন গাধিতনয় এই সমুদায় অস্ত্র নিষ্ফল হইল দেখিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত হইল দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও অন্যান্য সমস্ত লোক সন্ত্রস্ত হইলেন। তৎকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রাহ্মতেজোময় ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা সেই মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রকেও নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহার মূর্ত্তি ত্রিলোক-মূর্চ্ছাকর অতি দুর্দ্দর্শ ও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল এবং ধূমাকুল শিখাবর্ষী বায়ুসখার ন্যায় সমস্ত রোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার করোদ্ধৃত যমদণ্ড সদৃশ ব্রহ্মদণ্ডও প্রলয় কালীন বিধূম অনলের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর মুনিগণ তপঃপরায়ণ বশিষ্ঠকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন—হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আপনার এই অমোঘ ব্রাহ্মতেজ স্বীয় তেজে সংবরণ করুন। শত্রুর প্রতি উহা প্রয়োগ করিলে আপনার তপোবলের ক্ষয় হইতে পারে, অতএব প্রতিসংহার করাই কর্ত্তব্য। আপনার ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ ও অব্যর্থ। ভগবন্! আপনি সেই বলে মহাবল বিশ্বামিত্রকে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে সকলে শান্তি সুখের উপভোগ করুন। তখন মহাতপা বশিষ্ঠ ঋষিদিগের প্রার্থনায় শত্রু বিনাশ-বাসনা পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র ব্রহ্মবলে নিগৃহীত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—ধিক্ ক্ষত্রিয় বলে! ব্রাহ্ম-তেজ রূপ বলই যথার্থ বল। বশিষ্ঠদেব একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা আমার সমুদায় অস্ত্র বিফল করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি

এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষত্রভাব পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারি, সেইরূপ তপস্যায় মনঃ সমাধান করিব।

সপ্তপঞ্চাশত সর্গ।

—০০—

মহারাজ বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে সন্তাপের আর অবধি রহিল না, আত্মনিগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার বৈরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় ফল মূলমাত্র আহার করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার সত্যধর্ম্মপরায়ণ চারিটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। উহাদের নাম হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ।

এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে লোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে মধুরবাক্যে কহিলেন,—হে কুশিকাত্মজ! তুমি এই তপস্যা দ্বারা রাজর্ষিলোক জয় করিয়াছ। অতএব তুমি অদ্য হইতে রাজর্ষি শব্দের বাচ্য হইলে। এই বলিয়া ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

বিশ্বামিত্র এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইয়া অতি দুঃখে ও দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, আমি এত কঠোর তপস্যা করিলাম, তাহাতে দেবগণ ও ঋষিগণ আমাকে

কেবল রাজর্ষি বলিয়া জানিলেন। অতএব বুঝিলাম, এ তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই। মহাতপা বিশ্বামিত্র এইরূপ স্থির করিয়া পুনরায় পরমাত্মচিন্তায় মনঃ সমাধান পূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ইক্ষ্বাকুবংশবর্দ্ধন ত্রিশঙ্কু নামে মহীপতি মনে করিলেন, আমি যজ্ঞ করিয়া সেই যজ্ঞফলে সশরীরে স্বর্গধামে গমন করিব। এইরূপ স্থির করিয়া বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান পূর্ব্বক নিজের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—মহারাজ! ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া মহারাজ ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একস্থানে বশিষ্ঠের শত পুত্র তপস্যায়নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া গুরুপুত্রগণকে যথাক্রমে অভিবাদন করিলেন এবং লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, হে তপোধনগণ! আপনারা শরণাগত-বৎসল, আমি অন্যের শরণ্য হইলেও এক্ষণে আপনাদের শরণাগত হইলাম। আমি একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার সংকল্প করিয়াছি, উহাতে ব্রতী হইবার জন্য মহাত্মা বশিষ্ঠের নিকট গমন করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আপনারা তপোরত, আমার গুরু পুত্র; আমি মস্তক দ্বারা প্রণিপাত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা করুন আমার যজ্ঞে ব্রতী হইয়া যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সশরীরে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইব। হে তপোধনগণ! আমি মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এক্ষণে গুরুপুত্র,

আপনারা ব্যতীত কোন উপায়ই দেখিতেছি না। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের পুরোহিতই একমাত্র গতি। তাহার পর আঁপনারাই আমার পরমারাধ্য দেবতা।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

—০০—

অনন্তর ঋষিপুত্রেরা ত্রিশঙ্কুর বাক্য শুনিয়া ক্রোধাকুলিতচিত্তে কহিলেন,—দুর্ব্বুদ্ধে! সত্যবাদী গুরু তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কি রূপে অন্যকে আশ্রয় করিবে? ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গুরুই পরমগতি, তাঁহার বাক্য কোন ক্রমে তোমরা অতিক্রম করিতে পার না। আমাদের পিতা ভগবান্ মহর্ষি যে কার্য্য অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই কার্য্য আমরা করিতে কিরূপে সাহসী হইব? হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি নিতান্ত মূর্খ। এক্ষণে স্বালয়ে প্রতিগমন কর। ভগবান্ মহর্ষি ত্রৈলোক্য সিদ্ধির নিমিত্তও যজ্ঞ করিতে সমর্থ; তাঁহার যাহা অসাধ্য সেই কার্য্য করিতে গিয়া কিরূপে আমরা তাঁহার অবমাননা করিব?

রাজা ত্রিশঙ্কু ঋষিপুত্রদিগের বাক্য শুনিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে কহিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এক্ষণে গুরুপুত্র আপনারাও করিলেন, ভাল, তবে আমি গত্যন্তর চেষ্টা করি, আপনাদের মঙ্গল হউক। ঋষিপুত্রেরা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার কুলগুরু পরিত্যাগরূপ

অসদভিপ্রায় বুঝিয়া—ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অভিসম্পাত প্রদান করিয়া কহিলেন,—রে নরাধম! তুই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবি। এই রূপ অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক তাদৃশ পাপিষ্ঠের মুখাবলোকন পর্য্যন্ত পরিহার্য্য মনে করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা চণ্ডালতা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা ত্রিশঙ্কুর বস্ত্র নীলীরসরাগরঞ্জিত, শরীর নীলবর্ণ ও কর্কশ; মস্তকের কেশ সমুদায় অতিশয় খর্ব্ব, চিতাভস্ম অঙ্গানুলেপন ও আভরণ সমুদায় লৌহময় হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রিগণ রাজাকে বিকটাকার চণ্ডাল রূপী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং যে সমস্ত পুরবাসী তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজা তখন অসহায় হইয়া অহোরাত্র অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তপোধন বিশ্বামিত্র সকাশে উপস্থিত হইলেন।

পরম ধার্ম্মিক মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজাকে বিকটদর্শন ভগ্নমনোরথ চণ্ডালরূপী দেখিয়া নিতান্ত করুণা পরবশ হইলেন এবং সেই কারুণ্যবশতঃ সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজকুমার! তোমার কুশল ত? তোমার আগমন প্রয়োজন কি? হে অযোধ্যাধিপতে! হে মহাবল! তোমার আকার প্রকার দর্শনে মনে হইতেছে, তুমি কাহার নিকট শাপগ্রস্ত হইয়া চণ্ডালতা প্রাপ্ত হইয়াছ।

বাক্যবিশারদ ত্রিশঙ্কু বাগ্মিবর মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—হে সৌম্যদর্শন! আমি সশরীরে

স্বর্গে যাইবার উদ্দেশে কোন যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠানার্থ গুরুদেব বশিষ্ঠের নিকট গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ও তদীয় পুত্রেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। মনোরথ সিদ্ধি দূরে থাকুক, প্রত্যুত এইরূপ জাতিভ্রংশ ও বিকৃতাকার রূপ-বিপর্য্যয় লাভ করিয়াছি। আমি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার ফল লাভ করিতে পারিলাম না। ভগবন্! আমি কখন মিথ্যা বলি নাই, এখনও ক্ষাত্রধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি, আমি কষ্টের অবস্থায় পড়িলেও কদাচ অসত্যের প্রশ্রয় দিব না। আমি বহুবিধ যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছি, ধর্ম্মানুসারে প্রকৃতিবর্গ পালন করিয়াছি, সাধুশীলতা দ্বারা মহাত্মা গুরুগণকে প্রীত করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মপ্রয়াসী হইয়া যজ্ঞ আহরণে প্রবৃত্ত হওয়াতে সেই গুরুদেবগণেরই বিরাগ ভাজন হইলাম; অতএব বুঝিলাম— ভাগ্যই প্রবল, পুরুষকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। একমাত্র অদৃষ্টই সমস্ত জীবকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, অদৃষ্টই সকলের পরমগতি। আমি সেই ভাগ্যদোষেই ঐহিককার্য্যে বঞ্চিত হইয়া যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি! ভগবন্! এক্ষণে আমি আপনার প্রসাদ ভিক্ষা করি, আমার আর অন্য গতি নাই, অন্য শরণ্যও নাই! একমাত্র আপনার পুরুষকারই আমার ভাগ্য পরিবর্ত্তনে সম্যক্ সমর্থ।

ঊনষষ্টিতম সর্গ

—oo—

কুশিকবংশাবতংশ বিশ্বামিত্র রাজার বাক্য শ্রবণে কৃপা-পরবশ হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন,—বৎস ! তুমি ইক্ষ্বাকু-বংশধর পরম ধার্ম্মিক, তাহা আমার অজ্ঞাত নাই। এক্ষণে আমি তোমাকে আশ্রয় দিতেছি, আর তোমার ভয় নাই। আমি পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিদিগকে যজ্ঞের সহকারিতা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা আগমন করিলে তুমি পরম-সুখে যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। যদিও গুরুতনয়দের শাপে তোমার রূপের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা হইলেও ইহা লইয়াই তুমি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে। তুমি যখন শরণাগত বৎসল কৌশিকের শরণাগত হইয়াছ তখন স্বর্গ তোমার হস্তগত বলিয়া মনে করি।

মহাতেজা বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়া মহাপ্রাজ্ঞ পরম-ধার্ম্মিক পুত্রদিগকে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণার্থ আদেশ করিলেন এবং সমস্ত শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা আমার আদেশানুসারে শিষ্যবর্গের সহিত সমুদায় ঋষি ও বশিষ্ঠতনয়দিগকে এবং বহুদর্শী ঋত্বিকগণের সহিত সুহৃদবর্গকে আহ্বান করিয়া আইস। যদি কেহ আহূত অথবা অনাহূতই হউক কোন অনাদরের কথা বলে, তোমরা আসিয়া তাহা অবিকল আমাকে কহিবে।

মহর্ষির বাক্য শ্রবণ মাত্র শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। অনন্তর সর্ব্বদেশ হইতে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ

আগমন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শিষ্যগণ আসিয়া প্রদীপ্ততেজা মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন,—ভগবন্! সমস্ত দেশের সমুদায় দ্বিজাতিগণ আপনার বাক্য শুনিয়া এই যজ্ঞে আসিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কেবল মহোদয় নামক ঋষি ও বশিষ্ঠের শতপুত্র আসিবেন না, তাঁহারা আপনার কথা শুনিয়া ক্রোধারক্তলোচনে যাহা কহিলেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। তাঁহারা কহিলেন ক্ষত্রিয় যাহার যাজক, বিশেষতঃ যজ্ঞ কর্ত্তা যাহার স্বয়ং চণ্ডাল, তাহার সভায় দেবর্ষিগণ কিরূপে হবির্ভোজন করিবেন? মহাত্মা ব্রাহ্মণেরাই বা কিরূপে চণ্ডালান্ন আহার করিয়া বিশ্বামিত্রের সাহায্যে স্বর্গে গমন করিবেন? মহর্ষি মহোদয়ের সহিত বশিষ্ঠ-তনয়েরা ক্রোধারুণিত-নেত্রে এই নিষ্ঠুরবাক্য আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র শিষ্যমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষ-কষায়িতলোচনে কহিলেন,—দেখ, আমি চিরদিন কঠোর তপস্যা করিয়া আসিতেছি কখন কোন দোষের কার্য্য করি নাই। ইহা জানিয়াও যখন দুরাত্মারা আমার প্রতি দোষারোপ করিয়াছে, তখন তাহারা নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে; অদ্য তাহারা কালপাশে বদ্ধ হইয়া যমালয়ে গমন করিবে। ইহারা সপ্তশত-জন্ম শববস্ত্র আহরণ এবং মুষ্টিক (ডোম) নামে প্রসিদ্ধ হইয়া নির্ঘৃণ হৃদয়ে কুক্কুরমাংসে উদর পূর্ত্তি করিবে এবং বিকৃত আচার ও বিকট আকার হইয়া সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিবে। দুর্ব্বুদ্ধি মহোদয় আমাকে নির-পরাধে দোষী করিতেছে, অতএব সেও সর্ব্বলোকদূষিত চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে। নির্দ্দয়ভাবে জীবহত্যা করিবে এবং আমার

এই ক্রোধে পড়িয়া দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করিবে। তেজস্বী মহাতপা বিশ্বামিত্র ঋষিদিগের সমক্ষে এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন।

ষষ্টিতম সর্গ

—oo—

অনন্তর তেজস্বী বিশ্বামিত্র যোগবলে মহোদয় ও বশিষ্ঠ-তনয়দিগকে তপোবল ভ্রষ্ট জানিয়া ঋষিদিগের সমক্ষে কহি-লেন,—এই ইক্ষ্বাকু-বংশধর ত্রিশঙ্কু ধর্ম্মশীল ও বদান্য। ইনি সশরীরে দেবলোক প্রাপ্তির আশয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। আপনারা যাহাতে ইহাঁর মনোরথ সিদ্ধি হয়, আমার সহিত সেইরূপ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হউন।

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ পরস্পর পরামর্শপূর্ব্বক কহিলেন,—এই মহামুনি কৌশিক অত্যন্ত কোপন স্বভাব। ইনি যাহা বলিতেছেন তাহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে, নচেৎ অগ্নিকল্প মহামুনি রুষ্ট হইলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অভিসম্পাত করিবেন। এক্ষণে ইহাঁরই প্রভাবে যাহাতে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গলাভ হয়, এস আমরা সেইরূপ যজ্ঞ আরম্ভ করি।

এইরূপ স্থির করিয়া সকলে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যজ্ঞে মহাতেজা বিশ্বামিত্র স্বয়ং যাজকের পদ গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য মন্ত্রকুশল ঋষিগণ ঋত্বিক্‌পদে ব্রতী হইয়া

কল্পানুসারে যথাবিধি সমস্ত কার্য্য আনুপূর্ব্বিক করিতে লাগিলেন। বহুকাল অতীত হইল; তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ দেবগণকে আবাহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই আগমন করিলেন না। তদ্দর্শনে মহামুনি বিশ্বামিত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্রুক্ উত্তোলন পূর্ব্বক ত্রিশঙ্কুকে কহিলেন,—হে নরনাথ! তুমি আমার স্বোপার্জ্জিত তপোবীর্য্য অবলোকন কর। এই আমি তোমাকে স্বপ্রভাবেই স্বর্গলোকে সশরীরে প্রেরণ করিতেছি। যদিচ সশরীরে স্বর্গগমন নিতান্ত দুর্লভ, তথাচ আমার যাহা কিছু তপঃ সঞ্চয় আছে তাহারই বলে তুমি তথায় গমন কর। মহর্ষি এই কথা বলিলে নররাজ ত্রিশঙ্কু সমুদায় মুনিদিগের সমক্ষে সশরীরে সুরলোকে গমন করিলেন।

ত্রিশঙ্কু স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া সুররাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন,—ত্রিশঙ্কো! তোমার এমন কোন পুণ্যসঞ্চয় নাই যাহাতে তুমি স্বর্গধামে বাস করিতে পাইবে। তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। রে মূঢ়! তুমি গুরুশাপে অধঃপাতে গিয়াছ, অতএব তুমি এই দণ্ডেই অধোমুণ্ড হইয়া অধঃপতনরূপ দণ্ডভোগ কর।

মহেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ত্রিশঙ্কু ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন, পতনকালে আর্ত্তস্বরে "রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র সেই কাতরধ্বনি শ্রবণে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অনন্তর ঋষিদিগের মধ্যে তেজস্বী দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় সেই মুনিবর

দক্ষিণদিকে অন্য সপ্তর্ষি মণ্ডল এবং অন্যান্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে নক্ষত্র মণ্ডল সৃষ্টি করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, আমি অদ্য অন্য ইন্দ্র সৃষ্টি করিব, না হয় মৎকৃত স্বর্গলোকে ত্রিশঙ্কুই ইন্দ্র হইবে। বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়া দেবতা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন।

তদ্দর্শনে ঋষিগণ ও সুরাসুরবর্গ পর্য্যাকুলচিত্তে মহাত্মা বিশ্বামিত্রসকাশে উপস্থিত হইয়া সানুনয় বচনে কহিলেন, হে মহাভাগ! এই রাজা ত্রিশঙ্কু গুরুদেবের শাপে চণ্ডাল হইয়াছেন, সুতরাং সশরীরে স্বর্গলোক প্রাপ্তি ইহাঁর কোনরূপেই উচিত হইতেছে না। মহর্ষি কৌশিক দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন;—দেবগণ! আমি এই ভূপতি ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিব এই কথা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে উহার অন্যথা করিতে আমি প্রস্তুত নহি। ত্রিশঙ্কু এই স্বর্গ নিত্যকাল ভোগ করুক, আর আমার এই নক্ষত্রলোক ও দেবলোক, যাবৎকাল পৃথিব্যাদি লোক সমুদায় থাকিবে তাবৎ অবস্থান করিবে; ইহা আপনারা অনুজ্ঞা করুন।

দেবগণ কহিলেন, তবে তাহাই হউক। এক্ষণে তোমার সৃষ্ট নক্ষত্রমণ্ডল জ্যোতিশ্চক্রের গমন পথের বহির্ভাগে বিরাজ করুক এবং ঐ সমুদায় জোতিষ্ক মণ্ডলীর মধ্যে মহারাজ ত্রিশঙ্কু অবাঙ্‌মুখে অমরের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকুন। আর এই জ্যোতিষ্ক মণ্ডল কীর্ত্তিমান্ ত্রিশঙ্কুর অনুসরণ করিবে; ফলতঃ ইনি স্বর্গবাসী হইলে যেরূপে কৃতার্থ হইতেন এস্থানেও তাহাই হইবেন। ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র

দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ঋষিগণের সমক্ষে কহিলেন, দেবগণ! অপনারা যাহা কহিলেন তাহাতেই আমি সম্মত হইলাম। অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ

—৩০—

বৎস রাম! ঋষিদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তেজস্বী বিশ্বামিত্র তপোবনবাসীদিগকে কহিলেন, দেখ, ত্রিশঙ্কু এই দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করাতে আমাদের তপস্যার বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইল, চল আমরা অন্যদিক্ আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিব। হে তপোধনগণ! শুনিতে পাই পশ্চিম দিকে বিশাল তপোবন সকল রহিয়াছে তথায় পুষ্কর নামে এক তীর্থ আছে। ঐ পুষ্করতীরস্থিত তপোবনে আমরা পরম সুখে তপস্যা করিতে পারিব। এই কথা বলিয়া মহাতেজা বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ফলমূল আহার করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই অবসরে অম্বরীষনামে অযোধ্যাধিপতি একটী যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ অম্বরীষ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার যজ্ঞীয় পশুটী হরণ করিলেন। তদ্দর্শনে পুরোহিত রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা যে পশু নির্ব্বিঘ্নে আনিয়াছিলাম তাহা আপনার দুর্নীতি নিবন্ধনই অপহৃত হইল। রাজন্! পশুকে অনবধান বশতঃ রক্ষা

করিতে না পারিলে তজ্জনিত দোষ সমুদায় রাজাকেই বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব আরব্ধ যজ্ঞের শেষ হইবার পূর্ব্বেই হয় সেই অপহৃত পশুটী অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন করুন, অথবা তৎপ্রতিনিধি রূপে একটী নরপশু ক্রয় করিয়া আনুন। মহারাজ! এইরূপ বলি বিপর্য্যয় ঘটিলে এইরূপ গুরুতর প্রায়শ্চিত্তেরই ব্যবস্থা আছে।

হে রঘুনন্দন! উপাধ্যায়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবুদ্ধি রাজা অম্বরীষ সহস্র সহস্র ধেনু নিষ্ক্রয় স্বরূপ দান করিয়া একটী পশু সংগ্রহ করিতে অভিলাষ করিলেন। তখন তিনি নানা দেশ, জনপদ, নগর, অরণ্য ও পবিত্র আশ্রম পর্য্যটন পূর্ব্বক ভৃগুতুঙ্গ নামক এক পর্ব্বত শিখরে উপনীত হইলেন। দেখিলেন,—তথায় ব্রহ্মর্ষি ঋচীক পুত্রকলত্রের সহিত উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তখন সেই তপঃপ্রদীপ্ত মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর কহিলেন, মহাভাগ! আমার যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে, যদি আপনি লক্ষ ধেনুর বিনিময়ে একটী পুত্রকে বিক্রয় করেন তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। আমি যজ্ঞীয় পশুর নিমিত্ত সমস্ত দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, কোথাও মিলিল না। অতএব মূল্য গ্রহণ করিয়া আপনি আমাকে একটী পুত্র প্রদান করুন।

রাজা অম্বরীষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ঋচীক কহিলেন, নরনাথ! আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন রূপেই বিক্রয় করিতে পারিব না। তাঁহাদের কথা শুনিয়া ঋষিপত্নী কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ ভার্গব তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রে বিক্রয়

করিতে পারিবেন না। কনিষ্ঠ পুত্র আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব আমিও কনিষ্ঠ পুত্রকে দিতে পারিব না। হে নরশ্রেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায়ই পিতার যেরূপ প্রিয়তম, কনিষ্ঠ পুত্রও মাতার সেইরূপ রক্ষণীয়। মুনি ও মুনিপত্নী উভয়ে এইরূপ কহিলে শুনঃশেফ নামে মধ্যম পুত্র স্বয়ং তখন কহিতে লাগিলেন, রাজপুত্র! পিতা জ্যেষ্ঠপুত্র, মাতা কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিবেন না, সুতরাং মধ্যম আমিই বিক্রেয় বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব আপনি আমাকে লইয়া চলুন।

শুনঃশেফের এইকথা শুনিয়া কোটি কোটি সুবর্ণ, রত্নরাশি ও শত সহস্র ধেনু প্রদান করিয়া মহারাজ অম্বরীষ শুনঃশেফকে গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে তাহাকে লইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্বনগরে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

—oo—

হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই রাজা অম্বরীষ শুনঃশেফকে লইয়া মধ্যাহ্ন সময়ে পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এই অবসরে শুনঃশেফ তথায় জ্যেষ্ঠ মাতুল মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিদিগের সহিত তপস্যা করিতেছেন দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে কাতর সেই যশস্বী ঋষিতনয় বিষন্নবদনে দীননয়নে মাতুল বিশ্বামিত্রের অঙ্কে নিপতিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, হে সৌম্যদর্শন! আমার এ জগতে মাতা নাই পিতা

নাই, বন্ধু বান্ধব বা জ্ঞাতির কথা আর কি বলিব ? আপনি কেবল ধর্ম্মাপেক্ষী হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি সকলের ত্রাতা ও ইষ্ট ফলপ্রদ। আপনি যাহাতে রাজা কৃতকার্য্য হন এবং আমিও দীর্ঘজীবী হইয়া তপশ্চরণ পূর্ব্বক অনুত্তম স্বর্গ লোক আশ্রয় করিতে পারি, তাহার বিধান করুন। আমি অনাথ, আপনি প্রসন্ন হৃদয়ে আমার নাথ হউন। হে ধর্ম্মাত্মন্ ! আপনি পিতার ন্যায় এই ঘোর-জীবন-বিপত্তি-রূপ পাপ হইতে আমায় পরিত্রাণ করুন।

মহাতপা বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া তাহাকে বহুবিধ বাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রগণকে কহিলেন ;—দেখ পিতা যেজন্য শুভার্থী পুত্রদিগকে উৎপাদন করেন তাহার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই বালক মুনিতনয় আমার শরণাগত হইয়াছে, ইহার নিমিত্ত জীবন দান করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। তোমরা সকলেই পুন্যকর্ম্মা ও ধর্ম্মশীল , এই নরেন্দ্রের যজ্ঞে এই বালক পশুভূত হইয়া গৃহীত হইয়াছে তোমরা উহার প্রতিনিধি হইয়া অগ্নিদেবের তৃপ্তি বিধান কর। তাহা হইলেই ঋষিকুমার সনাথ হইবে, রাজার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন, দেবগণ তৃপ্ত এবং পিতৃবাক্যও প্রতিপালন করা হইবে।

মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি তনয়েরা সাহঙ্কারে পরিহাস পূর্ব্বক কহিল, বিভো ! আপনি আত্মতনয়-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য পরসন্তানকে রক্ষা করি-তেছেন। এরূপ কার্য্য লোকতঃ ধর্ম্মতঃ স্বমাংসভোজনের ন্যায় অকার্য্য বলিয়াই মনে হয়। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র

তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—রে দুরাত্মা পাপিষ্ঠগণ! তোরা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে এই ধর্ম্মবিগর্হিত ঘোর কর্কশ কথা মুখে আনিতে পারিলি; তোদের বাক্য শুনিলে রোমাঞ্চ উস্থিত হয়। তোরা যখন নির্ভয়ে' আমাকেও এই দারুণ বাক্য বলিতে পারিয়াছিস্, তখন তাহার সমুচিত ফল পাইবি; তোরাও বশিষ্ঠ-পুত্রদিগের ন্যায় চণ্ডাল ও কুক্কুরমাংস-ভোজী হইয়া পূর্ণ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস করিবি।

মুনিবর এইরূপে পুত্রদিগকে অভিসম্পাত করিয়া ভয়াকুল শুনঃশেফের সর্ব্বদুঃখনাশিনী রক্ষা বিধানপূর্ব্বক কহিলেন, মুনিপুত্র! তুমি আপাততঃ পবিত্র দর্ভপাশে বদ্ধ রক্তমাল্য ও রক্ত অনুলেপনে অলঙ্কৃত ও বৈষ্ণব যূপে বদ্ধ হইয়া অগ্নিকে স্তব কর। আর আমি যে দুইটী গাথা প্রদান করিতেছি উহা ঐ সময় পাঠ করিবে, তাহা হইলেই তুমি অম্বরীষ যজ্ঞে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। শুনঃশেফ গাথা দুইটী সুসমাহিত চিত্তে গ্রহণ করিয়া রাজসিংহ অম্বরীষকে কহিল, রাজসিংহ! মহাবুদ্ধে! চলুন, আমরা শীঘ্র গমন করি। আমাকে দীক্ষিত করিয়া যজ্ঞ কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।

নৃপতি ঋষিপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দের সহিত অবিলম্বে যজ্ঞ-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং সদস্যগণের উপদেশানুসারে শুনঃশেফকে পবিত্র কুশরজ্জু দ্বারা চিহ্নিত ও রক্তাম্বর, রক্তমাল্য এবং রক্ত অনুলেপনে সুশোভিত করিয়া পশুরূপে যূপে বন্ধন করিলেন। তখন মুনিপুত্র সুন্দর বাক্য দ্বারা অগ্রে অগ্নির স্তোত্র পাঠ করিয়া,

পরে ইন্দ্র ও যূপদেবতা বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র সেই বিশ্বামিত্রোপদিষ্ট স্তুতিবাদে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া শুনঃশেফকে দীর্ঘায়ু প্রদান করিলেন। রাজা অম্বরীষও যজ্ঞ সমাপন করিয়া দেবেন্দ্রের প্রসাদে বহুগুণ ফল প্রাপ্ত হইলেন। মহাতপা বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের প্রতি ক্রোধ-প্রদর্শন বশতঃ পূর্ব্বতপঃ ক্ষয় হইল দেখিয়া পুনর্ব্বার পুষ্কর তীর্থে সহস্র-বর্ষ-ব্যাপক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

--:০:--

এইরূপে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি ব্রতান্ত স্নান সমাধা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ স্বয়ম্ভূ তপস্যার ফল-প্রদানার্থ দেবগণের সহিত তথায় আগমন করিয়া মধুরবচনে মহর্ষিকে কহিলেন,—তপোধন! তুমি স্বোপার্জ্জিত শুভকর্ম্ম-ফলে অদ্য হইতে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলে। তোমার মঙ্গল হউক। প্রজাপতি ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিয়া দেবগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। তেজস্বী বিশ্বামিত্রও পুনরায় পূর্ব্ববৎ কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল অতীত হইলে পরম রূপবতী মেনকা নাম্নী এক অপ্সরা ঐ পুষ্কর তীর্থে স্নান করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী মেনকাকে জলদাবলীমধ্যে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় সেই

সরোবর-সলিলে দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, তখন তিনি ঐ দিব্যাঙ্গনাকে আহ্বান করিয়া মধুর বচনে কহিলেন,—সুন্দরি! তোমার শুভাগমন হউক, এস, তুমি আমার আশ্রমে বাস কর। আমি অনঙ্গশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি, তুমি আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ কর। তখন বিপুল জঘনা মেনকা ঋষির অনুরোধে আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। তাহার সহবাসে ক্রমে ক্রমে দশবৎসর কাটিয়া গেল। তখন তপস্যার ঘোরতর বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষির হৃদয়ে শোক, চিন্তা ও লজ্জার আবির্ভাব হইল। অনন্তর তিনি দেবগণের প্রতি সামর্ষচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, এই সমস্ত দেবতাদিগেরই কার্য্য; তাঁহারাই আমার এই মহৎ তপোবল অপহরণ করিলেন, সন্দেহ নাই। হায়! আমি কামমোহে অভিভূত হইয়া এই দশবৎসর কাল এক অহোরাত্রের ন্যায় কাটাইয়া দিলাম। আমার সঙ্কল্পিত ব্রতের বিলক্ষণ অন্তরায় উপস্থিত। এই বলিয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

তৎকালে মেনকা মুনির তাদৃশ ভাবান্তর দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। তদ্দর্শনে মহামুনি তাহাকে মধুরবাক্যে বিদায় দিয়া উত্তর পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কামপ্রবৃত্তি দমনের সঙ্কল্প করিয়া অত্যুৎকট ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া কৌশিকী নদীতীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ

করিলেন। তথায় ঘোর তপস্যা করিতে করিতে সহস্র বৎসর উত্তীর্ণ হইল। তদ্দর্শনে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! এই কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র মহর্ষিত্ব লাভ করিতে অভিলাষ করে, আপনি তাহার মনোরথ পূর্ণ করুন।

সর্ব্বলোক-পিতামহ দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র-সকাশে তাঁহাদের সহিত আগমন করিয়া মধুর বচনে কহিলেন,—মহর্ষে! তোমার এই উগ্র-তপস্যা দ্বারা আমি যার-পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি, আজি হইতে তুমি ঋষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলে। তোমাকে মহর্ষিত্ব প্রদান করিলাম। তপোধন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পিতামহকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—ভগবন্! আমি স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফলে অতুল ব্রহ্মর্ষি পদ লাভ করিতে পারিলাম না, তাহা হইলেই মনে হইতেছে, এখনও আমি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারি নাই। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! না, এখনও তাহা হয় নাই, বিকারের কারণ সন্নিহিত হইলে যদি তোমার চিত্ত-বিকৃতি না হয় তাহা হইলেই তোমাকে জিতেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। হে মুনিশার্দ্দূল! তুমি যত্ন কর অবশ্য সিদ্ধ হইবে, এই বলিয়া তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ প্রস্থান করিলে মহামুনি বিশ্বামিত্র নিরালম্ব ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ু মাত্রভোজনে জীবিকা ধারণ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, বর্ষায় নিরাশ্রয় ও শীত কালে সলিলে শয়ন করিয়া সহস্রবৎসর

ঘোর তপস্যা করিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্রের এইরূপ অদ্ভুত সন্তাপকর তপস্যা দেখিয়া সুরগণ ও সুরপতির বিষম সন্তাপ উপস্থিত হইল। তখন ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া আপনাদের হিতসাধন ও কুশিক-তনয়ের অহিত সম্পাদন, এই উভয় কার্য্যের উদ্দেশে অপ্সরা রম্ভাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

অপ্সরা রম্ভা উপস্থিত হইলে দেবরাজ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—রম্ভে! তুমি এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কামমোহে মুগ্ধ করিয়া প্রতারণাজালে আবদ্ধ কর। এই গুরুতর দেবকার্য্য একমাত্র তোমারই আয়ত্ত। রম্ভা সুর-পতির এই বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, দেব! এই মহর্ষি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বভাব, তাঁহাকে ছলনা করিতে গেলে, তাঁহার ক্রোধে পড়িয়া নিশ্চয়ই আমাকে ঘোরতর অভিশাপে পড়িতে হইবে। সেই জন্য আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে, আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

রম্ভা কৃতাঞ্জলি হইয়া ভয়কম্পিত হৃদয়ে এইরূপ নিবেদন করিলে, দেবরাজ তাহাকে কহিলেন,—রম্ভে! তোমার ভয় নাই, তোমার মঙ্গল হইবে, আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। আমিও এই বসন্ত সময়ে হৃদয়গ্রাহী কোকিল হইয়া কন্দর্পের সহিত তোমারই পার্শ্বে কোন রমণীয় পাদপে অবস্থান

করিব। তুমি পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া হাব-ভাব-কটাক্ষাদি দ্বারা মুনির চিত্তবিকার উৎপাদন করিবে।

অনন্তর রম্ভা ইন্দ্রের আদেশে মুনিজন-মনোহারিণী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুললিত বেশ ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া মৃদু মধুর হাস্যে মহর্ষিকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। এ দিকে কোকিল সুললিত স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহর্ষি প্রফুল্ল হৃদয়ে রম্ভার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই কোকিলের অপ্রতিম গীতশব্দে ও রম্ভার রূপ দর্শনে মুনি-হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র যোগবলে ইন্দ্রের এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া ক্রোধাবেশে রম্ভাকে অভিসম্পাত করিয়া কহিলেন,—রম্ভে! তুই যখন কামক্রোধের জয়াভিলাষী আমাকে প্রলোভিত করিতে আসিয়াছিস্, রে হতভাগিনি! তখন তুই দশ সহস্র বৎসর শৈলী হইয়া থাকিবি। কোন সময়ে তপঃপরায়ণ তেজস্বী এক ব্রাহ্মণ আসিয়া আমার এই শাপ হইতে তোকে উদ্ধার করিবেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্র ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এই অভিসম্পাত প্রদান পূর্ব্বক সন্তপ্ত হইলেন। রম্ভাও সেই শাপে শিলাময়ী হইল। ইন্দ্র ও কন্দর্প মহর্ষির এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তেজস্বী বিশ্বামিত্র ক্রোধবশতঃ আপনাকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও তপোরক্ষায় অসমর্থ দেখিয়া কোনরূপে শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি আর কখন ক্রোধ করিব না, কদাচ কাহাকেও শাপ দিব না, শত-শত বৎসর কুম্ভক করিয়া শরীর শোষণ করিব এবং ইন্দ্রিয়

সমুদায়কে জয় করিব। যতদিন পর্য্যন্ত তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে না পারি, তাবৎকাল নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া অনাহারে থাকিব। এইরূপ তপস্যায় আমার শরীর কদাচ ক্ষয় হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া সহস্র বর্ষব্যাপিনী গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

---০---

বৎস রাম! অনন্তর মহামুনি বিশ্বামিত্র উত্তরদিক্ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। তথায় সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া কাষ্ঠবৎ নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া রহিলেন। এইরূপে অতি দুষ্কর ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে নানা বিঘ্ন আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিল, তথাপি ক্রোধ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিল না। প্রত্যুত পরম শত্রু ক্রোধকে আত্মবশে রাখিবার জন্য তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া অবিনশ্বর তপঃ সাধন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সহস্র বৎসর ব্রতকাল পূর্ণ হইল দেখিয়া তাহার পারণ-স্বরূপ অন্নভোজন করিতে তাঁহার বাসনা জন্মিল। অন্নও প্রস্তুত হইয়াছে এই অবসরে সুরপতি ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সকাশে সিদ্ধান্ন প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষিও অম্লানবদনে সেই সিদ্ধান্ন সমস্তই ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং অভুক্ত অবস্থায় নিশ্বাস রোধ করিয়া

পুনরায় মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। এইরূপে পুনরায় তাঁহার সহস্রবৎসর অতীত হইয়া গেল। তখন সেই নিশ্বাস-প্রশ্বাস-বিহীন মহাতপার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যেমন অগ্নিতাপে সন্তাপিত হইয়া কোন পুরুষ আকুল হইয়া পড়ে, তদ্রূপ এই অগ্নি প্রভাবে ত্রৈলোক্য যেন প্রদীপ্ত ও সন্তপ্ত হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, উরগ ও রাক্ষসগণ তাঁহার তপঃপ্রভাবে মোহিত, দুঃখিত ও ক্ষীণপ্রভ হইয়া পিতামহ প্রজাপতিকে কহিলেন,—ভগবন্! আমরা মহামুনি বিশ্বামিত্রের নানা উপায়ে লোভ ও ক্রোধোৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। প্রত্যুত তাঁহার তপোবল ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, কিঞ্চিন্মাত্র পাপ-স্পর্শ দেখিতে পাই না। যদি আপনি ইহার অভীপ্সিত প্রদান না করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহার তপঃপ্রভাবে সচরাচর বিশ্ব দগ্ধ হইবে। দেখুন, দিক্ সমুদায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে, কোন পদার্থই আর বিকাশ পাইতেছে না, সাগর ক্ষুভিত হইতেছে, পর্ব্বত সমুদায় বিদীর্ণ, বসুধা কম্পিত এবং বায়ু বিপর্য্যস্ত হইয়া সঞ্চরণ করিতেছে।

হে ব্রহ্মন্! লোক সমুদায় চঞ্চল-চিত্ত হইয়া নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতেছে, কর্ম্মানুষ্ঠানে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অধিক কি, সেই মহর্ষির তেজে ভাস্করও নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হইতেছে। এক্ষণে ইহার প্রতিকার কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এই অগ্নিকল্প দ্যুতিমান্ মহামুনি প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় যাবৎ বিশ্বনাশের অভিলাষ

না করিতেছেন তাবৎকালের অগ্রেই ইহাঁকে প্রসন্ন করা বিধেয়। আপনাকে অধিক আর কি বলিব, যদি ইনি দেবরাজ্যও অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন, না হয় তাহাও প্রদান করুন।

অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের সহিত মহাত্মা বিশ্বামিত্র সমীপে উপস্থিত হইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! তোমার মঙ্গল হউক, তোমার তপস্যায় আমরা অতীব প্রীত হইয়াছি, তুমি এই কঠোর তপোমহিমায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছ। তুমি দীর্ঘজীবী হও। বৎস! এক্ষণে পরমসুখে অভীষ্ট প্রদেশে গমন কর।

মহামুনি বিশ্বামিত্র দেবগণের সমক্ষে লোকপিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রফুল্ল-হৃদয়ে কহিলেন, যদি আমি আপনাদের প্রসাদে দীর্ঘ আয়ু ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলাম তবে ওঙ্কার, বষট্‌কার ও বেদ সমুদায় আমাকে বরণ করুন এবং যিনি ধনুর্ব্বেদবিৎ ও ব্রহ্মবেদজ্ঞ-দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মপুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠও আমার এই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে অনুমোদন করুন। যদি আপনারা আমার এই পরম মনোরথ সিদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন, যান, নচেৎ আমি পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হই।

অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ প্রসন্ন হইয়া বিশ্বামিত্রের সহিত মৈত্রী স্থাপন ও তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন; দেবতারাও "তুমি ব্রাহ্মণ হইলে এবং ব্রাহ্মণোচিত আচার ও সংস্কারাদি কার্য্যে অধি-কারী হইলে, এ বিষয়ে কোন সংশয় রহিল না" এই কথা

বলিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্রও এইরূপে চিরপ্রার্থিত ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে কহিলেন,—"ভগবন্! আপনিই আমার এই উন্নত পদলাভের প্রধান সহায়, আপনার প্রসাদে আজি আমি কৃতার্থ হইলাম" এই কথা বলিয়া যথোপচারে অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তিনি তপস্যায় আসক্ত থাকিয়া সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

রাম! এই মহাত্মা এই প্রকারে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ইনি মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মূর্ত্তিমান্ তপস্যা, ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, বীর্য্য ইঁহাকে সতত আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। দ্বিজবর শতানন্দ এইরূপে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক রাম লক্ষ্মণের সমক্ষে শতানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—ভগবন্! আমার যজ্ঞে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আপনার আগমনে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। হে ব্রহ্মন্! আপনি দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন। আপনার সন্দর্শনে আমি অশেষ গুণ প্রাপ্ত হইলাম। মহর্ষি শতানন্দ আপনার তপোবল ও বীর্য্যবল বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করিলেন, আমি মহাত্মা রামের সহিত আদ্যোপান্ত উহা শ্রবণ করিলাম; সদস্যগণও আপনার গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন। আপনার তপস্যা অপ্রমেয়, বলও অপরিচ্ছেদ্য, গুণেরও আপনার ইয়ত্তা নাই। আপনার এই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য চরিত শ্রবণেও আমি সম্যক্ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না। মুনিবর! এক্ষণে রবিমণ্ডল অস্তাচলে গমন

করিতেছেন, সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায়। কল্য প্রভাতে পুনরায় আপনার সন্দর্শন লাভে চরিতার্থ হইব। অনুমতি করুন এখন আমি আসি, আপনার মঙ্গল হউক।

মিথিলাধিপতি জনক এইরূপ বলিয়া বান্ধব ও উপাধ্যায়-গণের সহিত তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রও তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং মহাত্মা জনককর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া তত্রত্য আবাস-গৃহে রাত্রি যাপন করিলেন।

ষট্ ষষ্টিতম সর্গ।

—০০—

অনন্তর নির্ম্মল প্রভাত কাল উপস্থিত হইলে রাজর্ষি জনক নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে রাম লক্ষ্মণের সহিত আহ্বান করিলেন এবং শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া কৌশিককে কহিলেন,—ভগবন্! আমি আপনার সর্ব্বথা আজ্ঞাবহ, আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব। বাক্য বিশারদ ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র কহিলেন, আপনার আলয়ে যে ধনু সংগৃহীত আছে, উহার দর্শনার্থী হইয়া এই ত্রিলোকবিশ্রুত ক্ষত্রিয় কুমারদ্বয় এখানে আগমন করিয়াছেন। সেই শ্রেষ্ঠ ধনু

ইহাদিগকে প্রদর্শন করুন। তদ্দর্শনে সফলমনোরথ হইয়া এই নৃপ-কুমারদ্বয় যথেষ্ট প্রদেশে প্রতি গমন করিবেন।

রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—তপোধন! যে কারণে এই হরশরাসন আমার গৃহে সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে, তাহার বিবরণ অগ্রে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে আমারই পূর্ব্ব পুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবরাত নামে বিখ্যাত এক মহীপতি ছিলেন। তাঁহারই হস্তে এই হরধনু ন্যাস রূপে প্রদত্ত হয়। পূর্ব্বে দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশ-সময়ে মহাবীর্য্য মহেশ্বর দক্ষযজ্ঞধ্বংস করিয়া ক্রোধ বশতঃ এই কার্ম্মুকে অবলীলা ক্রমে গুণ আরোপণ পূর্ব্বক দেবগণকে কহিলেন,—হে সুরগণ! আমি যজ্ঞভাগার্থী হইলেও তোমরা যখন আমার ভাগ নির্দ্দেশ কর নাই, তখন এই ধনুর্দ্বারা তোমাদের মস্তক ছেদন করিব। হে মুনি-শ্রেষ্ঠ! এই বাক্যশ্রবণে সমস্ত দেবগণ বিমনায়মান হইয়া স্তুতি বাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। দেবগণের স্তুতিবাদে আশুতোষ সন্তোষ লাভ করিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া ঐ ধনু দেবগণকে প্রদান করিলেন। দেবগণ ঐ দেব-দেবদত্ত ধনুরত্ন আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজ দেবরাত হস্তে ন্যাসরূপে রক্ষা করিলেন।

অনন্তর আমি একদা যজ্ঞের নিমিত্ত হলাকর্ষণ দ্বারা ক্ষেত্র সংশোধন করিতেছিলাম, ঐ সময় লাঙ্গল পদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিত হইল।

ঐ কন্যা লাঙ্গল পদ্ধতি হইতে উত্থিত হইল বলিয়া আমি উহার নাম সীতা রাখিলাম। এই অযোনিজা তনয়া আমার

গৃহে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যিনি এই হর-শরাসনে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই আমি কন্যা প্রদান করিব বলিয়া পণ করিয়া রাখিলাম। ক্রমে আমার এই দুহিতা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল। তখন অনেক অনেক রাজা আসিয়া ইহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার কন্যা বীর্য্যশুল্কা এই কথা বলিয়া কাহাকেই প্রদান করিলাম না।

অনন্তর সমস্ত নৃপতি এই হর-কার্ম্মুকের সার জানিবার নিমিত্ত সকলে মিলিত হইয়া মিথিলায় আগমন করিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে এই ধনু দেখাইয়া ছিলাম। কিন্তু কেহই ইহাকে ধারণ বা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহাদিগকে অল্পবীর্য্য জানিতে পারিয়া অগত্যা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইল। হে তপোধন! পরিশেষে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ করুন।

রাজন্যগণ এইরূপ বীর্য্যশুল্কে কন্যা গ্রহণ করা নিতান্ত সন্দেহস্থল মনে করিয়া সকলেই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং আমিই এক কঠিন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিতেছি স্থির করিয়া, বলপূর্ব্বক কন্যা-হরণ-মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন এবং নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তখন আমি দুর্গ আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম; উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে দুর্গস্থ সমুদয় উপকরণ সামগ্রী নিঃশেষিত হইল। তদ্দর্শনে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। তখন দেবগণের শরণাপন্ন হইয়া তপস্যা দ্বারা তাঁহাদের প্রসাদ প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। দেবগণ তপস্যায় প্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গিণী

সেনা প্রদান করিলেন। আমি পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। যুদ্ধে বহুতর সৈন্য সামন্ত নিহত হইল। তখন সেই নির্ব্বীর্য্য সন্দিগ্ধবীর্য্য দুরাত্মারা রণে ভঙ্গ দিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রস্থান করিল। হে মুনিশার্দ্দূল! সেই এই পরম ভাস্বর হর-কার্ম্মুক রামলক্ষ্মণকেও দেখাইতেছি, এই দশরথতনয় রাম যদি ইহাতে গুণসংযোগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি ইহাঁকেই অযোনিজা জানকী প্রদান করিব।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজা জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—তবে এখন হর-শরাসন রামকে প্রদর্শন করুন। রাজা তৎক্ষণাৎ অমাত্যগণকে আদেশ করিলেন,—তোমরা গন্ধমাল্যে অনুলিপ্ত দিব্য ধনু আনয়ন কর। আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই মহাবল অমাত্যগণ পুরপ্রবেশপূর্ব্বক সেই শরাসন অগ্রে করিয়া নির্গত হইল। এই ধনু অষ্টচক্র এক শকটে স্থাপিত লৌহময়ী মঞ্জুষায় আবৃত ছিল। পাঁচ হাজার পাঁচ শত অতি দীর্ঘাকার হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ মনুষ্য উহাকে অতি কষ্টে আকর্ষণ করিয়া আনিল।

অনন্তর রাজমন্ত্রিগণ নৃপতি সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, রাজেন্দ্র! সর্ব্বরাজপূজিত আপনার সেই মহৎ ধনু যদি দেখাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমরা উহাকে এখানে আনিয়াছি,

প্রদর্শন করান। রাজা সচিবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে ঐ ধনু প্রদর্শনের উদ্দেশে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ যাহার অর্চ্চনা করিয়া আসিয়াছেন, মহা-বীর্য্য নৃপতিগণ যাহার সার পরীক্ষা করিতে না পারিয়াও পূজা করিয়া গিয়াছেন, মানুষের কথা আমি আর কি বলিব, সুর, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগেরাও যাহার আকর্ষণ, উত্তোলন, আস্ফালন এবং যাহাতে জ্যা আরোপণ ও শরসংযোগ করিতে পারেন নাই; হে মুনি-পুঙ্গব! আমি সেই এই ধনু আনাইয়াছি, আপনি রাজকুমার-যুগলকে উহা প্রদর্শন করান।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজ জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে কহিলেন,—বৎস রাম! এই হরধনু অবলোকন কর। মহর্ষি বাক্যে রাম তৎক্ষণাৎ উহার মঞ্জুষা উদ্ঘাটনপূর্ব্বক অবলোকন করিয়া কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু পাণিতলে স্পর্শ করিতেছি, এক্ষণে কি উহা আমি উত্তোলন ও আকর্ষণ করিব? মহারাজ ও মহর্ষি তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন, তখন ধর্ম্মাত্মা রাম সহস্র সহস্র মহীপাল সমক্ষে অবলীলাক্রমে উহার মধ্যভাগ গ্রহণপূর্ব্বক উহাতে মৌর্ব্বী সংযোগ করিলেন এবং আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; ঐ আকর্ষণেই কোদণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তৎকালে তাহা হইতে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় একটী ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল এবং ভূধর বিদীর্ণ হইলে যেরূপ নিকটবর্ত্তী স্থান সমুদায় কম্পিত হইয়া উঠে, এই কার্ম্মুক পতনেও সেইরূপ ভূমিকম্প উপস্থিত হইল।

সেই শব্দে মুনিবর, রাজা ও রামলক্ষ্মণ ব্যতীত তত্রত্য সমস্ত লোকই অচেতন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

অনন্তর ঐ সমস্ত লোক সংজ্ঞালাভ করিলে মহীপতি জনক কৃতাঞ্জলিপুটে কৌশিককে কহিলেন,—ভগবন্! আমি জানকী-পরিণয়ে বিষম সন্দিহান হইয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার প্রসাদে তাহা আমার দূর হইল। দাশরথি রামের বলবীর্য্যের সম্যক্ পরিচয় পাইলাম। এই অদ্ভুত অচিন্তনীয় ধনুর্ভঙ্গ-ব্যাপার যে কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা আমি মনেও ভাবিতে পারি নাই। অতএব আমার তনয়া সীতা দশরথতনয় রামকে পতিলাভ করিয়া জনকের কুলে কীর্ত্তিস্থাপন করিবে। আমিও যে সীতাকে বীর্য্যশুল্কা বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহাও এখন সত্য হইল। আমি প্রাণতুল্য প্রিয়তমা নন্দিনী সীতাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিব। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন আমার দূতেরা রথে আরোহণ করিয়া সত্বর অযোধ্যায় গমন করুক। তাহারা সবিনয় বাক্যে মহারাজ দশরথকে আমার আলয়ে আনয়ন করিবে এবং বলিবে রাম ধনুর্ভঙ্গ পণে কৃতকার্য্য হইয়া সীতাকে লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষির তত্ত্বাবধানে থাকিয়া যে নির্ব্বিঘ্নে আছেন, তাহাও নিবেদন করিবে।

মহর্ষি, রাজার প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিলেন, মহাত্মা জনকও মহারাজ দশরথকে এই সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত দূতগণকে মঙ্গল সংবাদ সূচক পত্র দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।

মিথিলাধিপতি রাজা জনকের আদেশে দূতগণ অবিলম্বে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে, তাঁহাদের তিন রাত্রি অতীত হইল। তাঁহাদের বাহন সকল শ্রান্ত হইয়া পড়িল। বহুদূর অতিক্রম করিয়া ক্রমে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর রাজদ্বারে প্রবেশ করিয়া দ্বারবান্‌দিগকে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, তাহারা অবিলম্বে মহারাজ সমীপে লইয়া গেল। দূতগণ, অমরতুল্য প্রভাবশালী প্রাচীন মহারাজ দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নির্ভয়ে বিনয়পূর্ণ মধুরবচনে কহিলেন,—মহারাজ! মিথিলাধিপতি রাজা জনক মন্ত্রী ও পুরোহিতবর্গের সহিত মিলিত হইয়া স্নেহানুরক্ত মধুরবচনে আপনার ও ভবদীয় উপাধ্যায়, পুরোহিত, কর্ম্মচারি-বর্গের কুশলবার্ত্তা বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমোদিত কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত আপনাকে কহিয়াছেন, "রাজন্! পূর্ব্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যিনি ধনুর্ভঙ্গ-পণে কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিব, কিন্তু হীনবল বহুতর মহীপাল এই ব্যাপারে বিফলমনোরথ, হইয়া রোষাকুলহৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছেন ইহা আপনার অবিদিত নাই।" এক্ষণে আপনার পুত্র রাম বিশ্বামিত্রের সহিত যদৃচ্ছাক্রমে এখানে আগমনপূর্ব্বক বিশাল সভ্য-মণ্ডলী-মধ্যে, সেই দিব্যকোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া আমার সীতাকে পণে পরাজয় করিয়াছেন। অতএব আমি ইহাঁকে বীর্য্যশুল্কা তনয়া প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি, আপনি এ

আমার কন্যাদানের বিঘ্ন সমুদায় নিরাকৃত হইল। ভাগ্যগুণেই মহাবীর্য্য বীরাগ্রগণ্য রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন আমার কুল পবিত্র হইল। হে নরশ্রেষ্ঠ! কল্য প্রভাতে যজ্ঞ সমাপন হইলে আপনি স্বয়ং ঋষিদিগের সহিত বিবাহের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

ঋষিদিগের মধ্যে তাঁহার এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মিবর দশরথ কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি শুনিয়াছি, প্রতিগ্রহ করা দাতারই আয়ত্ত, দানগ্রহণ না করিলে প্রত্যবায় জন্মে, অতএব আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলেন তাহা আমি অবশ্য করিব। তখন মিথিলানাথ জনক সত্যবাদী রাজা দশরথের ধর্ম্মিষ্ঠ যশস্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। ঋষিগণ পরস্পর একত্র সমাগম নিবন্ধন পরম আহ্লাদ সহকারে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ পুত্রমুখাবলোকনে প্রীত এবং জনক কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সুষুপ্তি-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববিৎ রাজা জনকও যজ্ঞাবশিষ্ট কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহপূর্ব্বক কুমারদ্বয়েরী পরিণয়োচিত লৌকিক কার্য্য সমাধা করিয়া সুখশয্যায় শয়ন করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

—০০—

মিথিলাধিপতি রাজা জনকের আদেশে দূতগণ অবিলম্বে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের তিন রাত্রি অতীত হইল। তাঁহাদের বাহন সকল শ্রান্ত হইয়া পড়িল। বহুদূর অতিক্রম করিয়া ক্রমে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর রাজদ্বারে প্রবেশ করিয়া দ্বারবান্‌দিগকে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, তাহারা অবিলম্বে মহারাজ সমীপে লইয়া গেল। দূতগণ, অমরতুল্য প্রভাবশালী প্রাচীন মহারাজ দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নির্ভয়ে বিনয়পূর্ণ মধুরবচনে কহিলেন,—মহারাজ! মিথিলাধিপতি রাজা জনক মন্ত্রী ও পুরোহিতবর্গের সহিত মিলিত হইয়া স্নেহানুরক্ত মধুরবচনে আপনার ও ভবদীয় উপাধ্যায়, পুরোহিত, কর্ম্মচারি-বর্গের কুশলবার্ত্তা বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমোদিত কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত আপনাকে কহিয়াছেন, "রাজন্! পূর্ব্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যিনি ধনুর্ভঙ্গ-পণে কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিব, কিন্তু হীনবল বহুতর মহীপাল এই ব্যাপারে বিফলমনোরথ হইয়া রোষাকুলহৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছেন ইহা আপনার অবিদিত নাই।" এক্ষণে আপনার পুত্র রাম বিশ্বামিত্রের সহিত যদৃচ্ছাক্রমে এখানে আগমনপূর্ব্বক বিশাল সভ্য-মণ্ডলী-মধ্যে সেই দিব্যকোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া আমার সীতাকে পণে পরাজয় করিয়াছেন। অতএব আমি ইহাঁকে বীর্য্যশুল্কা তনয়া প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি, আপনি এ

আমার কন্যাদানের বিঘ্ন সমুদায় নিরাকৃত হইল। ভাগ্যগুণেই মহাবীর্য্য বীরাগ্রগণ্য রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন আমার কুল পবিত্র হইল। হে নরশ্রেষ্ঠ! কল্য প্রভাতে যজ্ঞ সমাপন হইলে আপনি স্বয়ং ঋষিদিগের সহিত বিবাহের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

ঋষিদিগের মধ্যে তাঁহার এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মিবর দশরথ কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি শুনিয়াছি, প্রতিগ্রহ করা দাতারই আয়ত্ত, দানগ্রহণ না করিলে প্রত্যবায় জন্মে, অতএব আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলেন তাহা আমি অবশ্য করিব। তখন মিথিলানাথ জনক সত্যবাদী রাজা দশ-রথের ধর্ম্মিষ্ঠ যশস্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। ঋষিগণ পরস্পর একত্র সমাগম নিবন্ধন পরম আহ্লাদ সহকারে নিশা যাপন করিতে লাগি-লেন। রাজা দশরথ পুত্রমুখাবলোকনে প্রীত এবং জনক কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া সুষুপ্তি-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববিৎ রাজা জনকও যজ্ঞাবশিষ্ট কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক কুমারদ্বয়েরী পরিণয়োচিত লৌকিক কার্য্য সমাধা করিয়া সুখশয্যায় শয়ন করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

—০০—

মিথিলাধিপতি রাজা জনকের আদেশে দূতগণ অবিলম্বে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের তিন রাত্রি অতীত হইল। তাঁহাদের বাহন সকল শ্রান্ত হইয়া পড়িল। বহুদূর অতিক্রম করিয়া ক্রমে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর রাজদ্বারে প্রবেশ করিয়া দ্বারবান্‌দিগকে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, তাহারা অবিলম্বে মহারাজ সমীপে লইয়া গেল। দূতগণ, অমরতুল্য প্রভাবশালী প্রাচীন মহারাজ দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নির্ভয়ে বিনয়পূর্ণ মধুরবচনে কহিলেন,—মহারাজ! মিথিলাধিপতি রাজা জনক মন্ত্রী ও পুরোহিতবর্গের সহিত মিলিত হইয়া স্নেহানুরক্ত মধুরবচনে আপনার ও ভবদীয় উপাধ্যায়, পুরোহিত, কর্ম্মচারি-বর্গের কুশলবার্ত্তা বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমোদিত কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত আপনাকে কহিয়াছেন, "রাজন্! পূর্ব্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যিনি ধনুর্ভঙ্গ-পণে কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিব, কিন্তু হীনবল বহুতর মহীপাল এই ব্যাপারে বিফলমনোরথ হইয়া রোষাকুলহৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছেন ইহা আপনার অবিদিত নাই।" এক্ষণে আপনার পুত্র রাম বিশ্বামিত্রের সহিত যদৃচ্ছাক্রমে এখানে আগমনপূর্ব্বক বিশাল সভ্য-মণ্ডলী-মধ্যে সেই দিব্যকোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া আমার সীতাকে পণে পরাজয় করিয়াছেন। অতএব আমি ইহাঁকে বীর্য্যশুল্কা তনয়া প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি, আপনি এ

আমার কন্যাদানের বিঘ্ন সমুদায় নিরাকৃত হইল। ভাগ্যগুণেই মহাবীর্য্য বীরাগ্রগণ্য রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন আমার কুল পবিত্র হইল। হে নরশ্রেষ্ঠ! কল্য প্রভাতে যজ্ঞ সমাপন হইলে আপনি স্বয়ং ঋষিদিগের সহিত বিবাহের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

ঋষিদিগের মধ্যে তাঁহার এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাগ্মিবর দশরথ কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি শুনিয়াছি, প্রতিগ্রহ করা দাতারই আয়ত্ত, দানগ্রহণ না করিলে প্রত্যবায় জন্মে, অতএব আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলেন তাহা আমি অবশ্য করিব। তখন মিথিলানাথ জনক সত্যবাদী রাজা দশ-রথের ধর্ম্মিষ্ঠ যশস্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। ঋষিগণ পরস্পর একত্র সমাগম নিবন্ধন পরম আহ্লাদ সহকারে নিশা যাপন করিতে লাগি-লেন। রাজা দশরথ পুত্রমুখাবলোকনে প্রীত এবং জনক কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সুষুপ্তি-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববিৎ রাজা জনকও যজ্ঞাবশিষ্ট কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক কুমারদ্বয়েরী পরিণয়োচিত লৌকিক কার্য্য সমাধা করিয়া সুখশয্যায় শয়ন করিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ

—০০—

রাত্রি প্রভাত হইল। রাজা জনক মহর্ষিদিগের সহিত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে কহিলেন,—ব্রহ্মন্! যাহার প্রাচীর পরিসরে পরবল নিবারণের জন্য যন্ত্রফলক সমুদায় স্থাপিত রহিয়াছে, যেখানে ইক্ষুমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, যাহাকে দেখিলে পুষ্পক রথ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, সেই স্বর্গসদৃশী সাঙ্কাশ্যা-নাম্নী নগরীতে মহাতেজা বীর্য্য-বান্ অতি ধার্ম্মিক কুশধ্বজ নামে আমার এক ভ্রাতা বাস করেন। এক্ষণে তাঁহাকে আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। কুশধ্বজ স্বীয় নগরীতে অবস্থান করিয়াই যজ্ঞসংক্রান্ত আহরণীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ দ্বারা আমার এই যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন। তিনিও এস্থানে আসিয়া আমার সহিত জানকী-পরিণয়-প্রীতি উপভোগ করিবেন।

রাজর্ষি জনক পুরোহিত শতানন্দের নিকটে এইরূপ বলি-তেছেন, এই অবসরে কএকজন কার্য্যদক্ষ দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি কুশধ্বজকে আনিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের আদেশে বিষ্ণুর ন্যায় কুশধ্বজের আনয়নের জন্য যাত্রা করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা কুশধ্বজের নিকট জানকী-বিবাহ-সংক্রান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মহারাজ কুশধ্বজ দূতমুখে সীতার পরিণয় সংবাদ পাইয়া রাজার আজ্ঞায় বিদেহ নগরে গমন করিলেন।

গর্ভে এক মহাবল পরাক্রান্ত পরম সুন্দর তেজস্বী পুত্র গরলের সহিত জন্মগ্রহণ করিবে। শোক করিও না।

পতিব্রতা রাজপুত্রী মহর্ষি চ্যবনকে প্রণাম করিয়া প্রতি গমন করিলেন। সেই বিধবা মহিষীর গর্ভে মহর্ষির বরপ্রভাবে এক পুত্র জন্মিল। সপত্নী গর্ভ-বিনাশ-বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল তাহাও পুত্রের সহিত নির্গত হইল, সেই-জন্য পুত্রের নাম সগর হইল। সগরের পুত্র অসমঞ্জ। অস-মঞ্জ হইতে অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপ হইতে ভগীরথের জন্ম হয়। ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ, ককুৎ-স্থের পুত্র রঘু; রঘু হইতে তেজস্বী প্রবৃদ্ধের জন্ম হয়। ইনি শাপবশতঃ পুরুষভোজী রাক্ষস হইয়াছিলেন। তাহার পরে ইহারই নাম কল্মাষপাদ হইয়াছিল, কল্মাষপাদ হইতে শঙ্খন, শঙ্খনের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের তনয় শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশু-শ্রুকের পুত্র মহারাজ অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র মহীপতি নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতি হইতে নাভাগ জন্মগ্রহণ করেন। নাভাগের পুত্র অজ। অজের পুত্র মহারাজ দশরথ। রাম ও লক্ষ্মণ এই দশরথের আত্মজ। হে মহারাজ! আমি এই বংশ-পরম্পরায় বিশুদ্ধ পরমধার্ম্মিক সত্যবাদী মহাবীর ইক্ষাকু-বংশীয় রাজন্যগণের কুলভূষণ রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত আপনার কন্যাদ্বয় প্রার্থনা করিতেছি। আপনি এই অনুরূপ পাত্রে তুল্যকুলশীলা কন্যা সম্প্রদান করুন।

সপ্ততিতম সর্গ

—oo—

রাত্রি প্রভাত হইল। রাজা জনক মহর্ষিদিগের সহিত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে কহিলেন,— ব্রহ্মন্! যাহার প্রাচীর পরিসরে পরবল নিবারণের জন্য যন্ত্রফলক সমুদায় স্থাপিত রহিয়াছে, যেখানে ইক্ষুমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, যাহাকে দেখিলে পুষ্পক রথ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, সেই স্বর্গসদৃশী সাঙ্কাশ্যা-নাম্নী নগরীতে মহাতেজা বীর্য্য-বান্ অতি ধার্ম্মিক কুশধ্বজ নামে আমার এক ভ্রাতা বাস করেন। এক্ষণে তাঁহাকে আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। কুশধ্বজ স্বীয় নগরীতে অবস্থান করিয়াই যজ্ঞসংক্রান্ত আহরণীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ দ্বারা আমার এই যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন। তিনিও এস্থানে আসিয়া আমার সহিত জানকী-পরিণয়-প্রীতি উপভোগ করিবেন।

রাজর্ষি জনক পুরোহিত শতানন্দের নিকটে এইরূপ বলি-তেছেন, এই অবসরে কএকজন কার্য্যদক্ষ দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি কুশধ্বজকে আনিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের আদেশে বিষ্ণুর ন্যায় কুশধ্বজের আনয়নের জন্য যাত্রা করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা কুশধ্বজের নিকট জানকী-বিবাহ-সংক্রান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মহারাজ কুশধ্বজ দূতমুখে সীতার পরিণয় সংবাদ পাইয়া রাজার আজ্ঞায় বিদেহ নগরে গমন করিলেন।

গর্ভে এক মহাবল পরাক্রান্ত পরম সুন্দর তেজস্বী পুত্র গরলের সহিত জন্মগ্রহণ করিবে। শোক করিও না।

পতিব্রতা রাজপুত্রী মহর্ষি চ্যবনকে প্রণাম করিয়া প্রতি গমন করিলেন। সেই বিধবা মহিষীর গর্ভে মহর্ষির বরপ্রভাবে এক পুত্র জন্মিল। সপত্নী গর্ভ-বিনাশ-বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল তাহাও পুত্রের সহিত নির্গত হইল, সেই-জন্য পুত্রের নাম সগর হইল। সগরের পুত্র অসমঞ্জ। অস-মঞ্জ হইতে অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপ হইতে ভগীরথের জন্ম হয়। ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ, ককুৎ-স্থের পুত্র রঘু; রঘু হইতে তেজস্বী প্রবৃদ্ধের জন্ম হয়। ইনি শাপবশতঃ পুরুষভোজী রাক্ষস হইয়াছিলেন। তাহার পরে ইহারই নাম কল্মাষপাদ হইয়াছিল, কল্মাষপাদ হইতে শঙ্খন, শঙ্খনের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের তনয় শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশু-শ্রুকের পুত্র মহারাজ অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র মহীপতি নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতি হইতে নাভাগ জন্মগ্রহণ করেন। নাভাগের পুত্র অজ। অজের পুত্র মহারাজ দশরথ। রাম ও লক্ষ্মণ এই দশরথের আত্মজ। হে মহারাজ! আমি এই বংশ-পরম্পরায় বিশুদ্ধ পরমধার্ম্মিক সত্যবাদী মহাবীর ইক্ষাকু-বংশীয় রাজন্যগণের কুলভূষণ রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত আপনার কন্যাদ্বয় প্রার্থনা করিতেছি। আপনি এই অনুরূপ পাত্রে তুল্যকুলশীলা কন্যা সম্প্রদান করুন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

—০০—

মহর্ষি বশিষ্ঠ বরপক্ষীয় বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিলে মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কন্যা প্রদান কালে সদ্বংশীয়দিগের নিরবশেষে বংশ মর্য্যাদা কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব আমিও আমাদের কুলক্রম বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

স্বীয় কর্ম্মগুণে ত্রিলোক-বিশ্রুত পরমধার্ম্মিক নিমি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মিথি, মিথির পুত্র জনক। ইহাঁরই নামানুসারে আমাদের বংশীয় সকলেই জনক নামে আহূত হইয়া আসিতেছেন। জনকের পুত্র উদাবসু, উদাবসু হইতে ধর্ম্মাত্মা নন্দিবর্দ্ধন জন্মগ্রহণ করেন। নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র সুকেতু, ইনি বীর বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাবল দেবরাত। রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ নামে বিখ্যাত ছিলেন। বৃহদ্রথের তনয় মহাপ্রতাপ শৌর্য্যশালী মহাবীর, মহাবীরের পুত্র ধৃতিমান্ সুধৃতি, সুধৃতির আত্মজ ধার্ম্মিকবর ধৃষ্টকেতু, রাজর্ষি ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধকের পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা কীর্ত্তিরথ, তাঁহার পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ, বিবুধের তনয় মহীধ্রক। এই মহীধ্রক হইতে মহাবল রাজা কীর্ত্তিরাত উৎপন্ন হন। কীর্ত্তিরাত হইতে রাজর্ষি মহারোমা জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মাত্মা স্বর্ণরোমা তাহার আত্মজ। স্বর্ণরোমার পুত্র হ্রস্বরোমা। মহাত্মা হ্রস্বরোমার দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীর কুশধ্বজ্। আমাদের বৃদ্ধ পিতা জ্যেষ্ঠ

বলিয়া আমাকে রাজ্যে অভিষেক ও কনিষ্ঠ কুশধ্বজকে রাজ্য রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া বন গমন করেন।

অনন্তর আমাদের পিতা কালধর্ম্মে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলে আমার এই দেবপ্রভাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ ও যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিতেছিলাম। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে সাঙ্কাশ্য নগর হইতে সুধন্বা নামক এক বীর্য্যবান্ মহীপতি আসিয়া মিথিলা নগর অবরোধ করেন এবং দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন,—অত্যুত্তম শৈবধনু ও পদ্মপলাশ-লোচনা কন্যা সীতাকে আমায় প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমি ঐ উভয়ের কোনটীই দান করিতে স্বীকার করিলাম না। সেই জন্য আমার সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু আমি তাঁহাকে সমরে পরাঙ্মুখ ও নিহত করিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সুধন্বা নিহত হইলে আমিই তাহার সাঙ্কাশ্য রাজ্যে ভ্রাতা কুশধ্বজকে অভিষিক্ত করিয়াছি। হে মহামুনে! ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজ, আমি ইহাঁর জ্যেষ্ঠ। এক্ষণে আমি পরম প্রীতি সহকারে এই দুইটী কন্যাই বধূরূপে আপনাকে প্রদান করিব। আমার দেবরূপিণী বীর্য্যশুল্কা দুহিতা সীতাকে রামের হস্তে এবং দ্বিতীয়া ঊর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে প্রদান করিব। আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, এ কার্য্য সাতিশয় আহ্লাদ সহকারে সম্পাদন করিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর মহারাজ দশরথকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—রাজন্! এক্ষণে আপনি রাম লক্ষ্মণের বিবাহোচিত মঙ্গলোদ্দেশে গোদান বিধি ও পিতৃকার্য্য সম্পাদন করুন।

হে মহাবাহো! অদ্য মঘানক্ষত্র, আগামী তৃতীয় দিবসে প্রশস্ত উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এক্ষণে রাম লক্ষ্মণের অভ্যুদয়ের জন্য গো, ভূমি, তিল, যব ও হিরণ্যাদি দান করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

—oo-

বিদেহাধিপতি জনক এইরূপে বংশপর্য্যায় কীর্ত্তন করিলে মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের মতানুসারে তাঁহাকে কহিলেন,—নরনাথ! ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ এ উভয়ের বংশমর্য্যাদার কথা আমি আর কি বলিব। অন্য কোন রাজবংশ ইহাঁদের তুল্য হইতে পারে না, এই উভয়কুলের প্রভুশক্তি অচিন্তনীয় ও অপরিচ্ছেদ্য। রাজন্! আপনার সীতা ও ঊর্ম্মিলার সহিত রাম লক্ষ্মণের পরিণয় সম্বন্ধ, কি রূপ, কি গুণ, কি কুলমর্য্যাদা, সর্ব্বাংশেই অনুরূপ হইল। এক্ষণে আমার আর একটী বক্তব্য আছে, শ্রবণ করুন। আপনার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা রাজা কুশধ্বজের দুইটী কন্যা আছে। কন্যা দুইটীই পৃথিবীতে অলৌকিক রূপলাবণ্য-সম্পন্না। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমরা রাজকুমার ভরত শত্রুঘ্নের নিমিত্ত ঐ দুইটী কন্যাও প্রার্থনা করিতেছি। মহারাজ দশরথের এই পুত্রেরা সকলেই রূপবান্, তরুণবয়স্ক, লোকপাল সদৃশ এবং দেবতুল্য পরাক্রমশালী। অতএব এক্ষণে আপনি ঐ রাজকুমার ভরত শত্রুঘ্নের

সহিত এই কন্যাদ্বয়ের বিবাহ সম্বন্ধ অবধারণ করিয়া ইক্ষাকু-কুলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করুন।

তখন রাজর্ষি জনক বশিষ্ঠের অভিপ্রায়ানুরূপ বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিদ্বয়কে কহিলেন,—তপোধন! যখন আপনারা উভয়েই স্বয়ং এই কুলসম্বন্ধ অনুরূপ বলিয়া অনুজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমাদের কুল ধন্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি; এক্ষণে আপনারা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হউক। কুশধ্বজের এই কন্যা দুইটী ভরত ও শত্রুঘ্ন পত্নীত্বে স্বীকার করুন। এক্ষণে মহাবল রাজপুত্র চতুষ্টয়ই এক দিনে চারিটী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করুন।

ব্রহ্মন্! আগামী তৃতীয়দিবসে উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র; ঐ নক্ষত্রে প্রজাপতি ভগদেবতা আছেন, ঐরূপ দিনই মনীষিগণ বৈবাহিক প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব সেই দিনে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সাধুশীল জনক এই কথা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া উভয় মুনিবরকে কহিলেন,—আপনাদের প্রসাদে আমি কন্যাদান-রূপ পরমধর্ম্ম উপার্জ্জন করিলাম। রাজা দশরথের ন্যায় আমিও আপনাদের শিষ্য মনে করিবেন। আপনারা আমাদের তিন জনেরই রাজ সিংহাসন অধিকার করুন। আমার এই মিথিলা মহারাজ দশরথের যেরূপ যথেচ্ছ বিনিযোগের যোগ্য, রাজধানী অযোধ্যাও আমার তদ্রূপ। অতএব আপনারা আমাদের উভয় রাজ্যেই তুল্য প্রভুত্ব বিস্তারে সম্পূর্ণ সমর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। আপনারা যাহা যোগ্য মনে করিবেন, তাহাই হইবে।

মহারাজ জনক এই কথা কহিলে মহীপতি দশরথ পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—মিথিলেশ্বর! আপনাদের উভয়েরই গুণের সীমা নাই। আপনাদের দুই ভ্রাতার বিনয় ও সৌজন্য গুণে জনক বংশীয় ঋষিতুল্য রাজন্যগণ সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পূজিত হইতেছেন। আপনি সুখী হউন। সম্প্রতি আমি স্বশিবিরে গমন করিলাম। আমাকে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমুদায় বিধিবৎ বিধান করিতে হইবে।

রাজা দশরথ নরপতি জনককে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা করিলেন। পর দিবস প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকর্ত্তব্য গোদান সংস্কার সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-বর্গকে এক একটী পুত্রের কল্যাণার্থ অসংখ্য গোদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রবৎসল পুরুষপ্রধান রাজা পুত্রদিগের গোদান সংস্কার উদ্দেশে চারিলক্ষ সুবর্ণ-শৃঙ্গ-সম্পন্না সবৎসা ধেনু, ব্রাহ্মণগণকে কাংস্যময় দোহন পাত্রের সহিত দান করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর বিত্তও প্রদান করিলেন। তখন মহীপাল দশরথ গোদান সংস্কারে সংকৃত পুত্র চতুষ্টয় দ্বারা পরিবৃত হইয়া লোকপাল পরিবেষ্টিত প্রজাপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

—oo—

মহারাজ দশরথ যে দিবসে পুত্রদিগের গোদান সংস্কার নির্ব্বাহ করেন, সেই দিন কেকয়রাজ-তনয় ভরতের মাতুল মহাবীর যুধাজিৎ মহারাজ দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন ও কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক কহিলেন,—মহারাজ! কেকয়রাজ স্নেহ-সম্ভাষণপূর্ব্বক আপনার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—বৎস! তুমি যাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়া থাক সম্প্রতি তাহাদের সকলেরই মঙ্গল। রাজেন্দ্র! পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমার ভাগিনেয়কে একবার দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি অযোধ্যায় গিয়াছিলাম, তথায় শুনিলাম আপনার পুত্রেরা বিবাহ করিতে আপনারই সহিত মিথিলায় গমন করিয়াছেন। ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য আমি অবিলম্বে এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

অনন্তর মহারাজ দশরথ, প্রিয় অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া সম্মানার্হ যুধাজিৎকে যথোপচারে সৎকার করিলেন। রাত্রি উপস্থিত হইল। সে রাত্রি পুত্রদিগের সহিত সুখে বাস করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিত্য ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ঋষিগণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। এদিকে রাজকুমার রামও বৈবাহিক মঙ্গল কার্য্য সমুদায় সমাধা হইলে শুভলগ্নে বিজয়মুহূর্ত্তে সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত ভ্রাতৃগণের সহিত বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণকে অগ্রে করিয়া

যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। সকলে দ্বারদেশে উপনীত হইলে ভগবান্ বশিষ্ঠ একাকী বিদেহনাথের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—রাজন্! নরবরাধিরাজ মহারাজ দশরথ মঙ্গলসূত্রধারী পুত্রদিগের সহিত দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রবেশার্থ দাতার অনুমতি আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, দাতা ও প্রতিগৃহীতার সংযোগ হইলেই সমস্ত কার্য্যই হইতে পারিবে। আপনি এক্ষণে বিবাহোপযোগী ও লৌকিক অলৌকিক কার্য্য সমুদায় নিষ্পন্ন করিয়া তাঁহাকে প্রবেশানুমতিরূপ দাতৃধর্ম্ম পালন করুন।

মহাত্মা বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া পরম উদার স্বভাব ধর্ম্মজ্ঞ তেজস্বী দাতা জনক কহিলেন,—তপোধন! আমার দ্বারে এমন কে দ্বারপাল আছে? সে কাহারই বা আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে? এ রাজ্য যেমন আমার আপনারও তদ্রূপ, স্ব গৃহে প্রবেশে আবার বিচারই বা কি? দেখুন, আমার কন্যাদিগের সমস্ত বৈবাহিক মঙ্গলাচরণ সমাপন হইয়াছে, ইহারা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় বেদিমূলে উপস্থিত রহিয়াছে। আমিও এই বেদিতে অবস্থান করিয়া এখনই আপনার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আপনি অবিলম্বে সমুদায় বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করুন। মহারাজ কেন বিলম্ব করিতেছেন?

মহারাজ দশরথ বশিষ্ঠের মুখে এই সমুদায় জনকবাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের সহিত তনয়দিগকে সভায় প্রবেশ করাইলেন। বিদেহপতি রাজা সকলকে সভায় প্রবিষ্ট দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে কহিলেন,—প্রভো! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের সমুদায় পরিণয়োচিত কার্য্য সম্পাদন

করুন। তখন বশিষ্ঠদেব জনকের বাক্য সম্যক্ অনুমোদন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও ধার্ম্মিক শতানন্দকে পুরোবর্ত্তী করিয়া যজ্ঞ-শালা মধ্যে যথাবিধি এক বেদি নির্ম্মাণ করিলেন,—চতুর্দ্দিকে গন্ধ পুষ্পদ্বারা ঐ বেদিকে অলঙ্কৃত করিলেন। যবাঙ্কুরযুক্ত চিত্রিত সুবর্ণ কুম্ভ, অঙ্কুরপূর্ণ বহু শরাব, ধূপপূর্ণ ধূপপাত্র, স্রুক্, স্রুব, অর্ঘ্য পাত্র, শঙ্খ পাত্র, লাজ পাত্র, হরিদ্রালিপ্ত অক্ষত প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণ বেদির চতুর্দ্দিকে সজ্জিত হইল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐ বেদির উপর সমপ্রমাণ মন্ত্রপূত দর্ভ যথাবিধানে আস্তীর্ণ করিলেন। অনন্তর বেদিতে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নি স্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা জনক সর্ব্বাভরণভূষিতা তনয়া সীতাকে আন-য়নপূর্ব্বক অগ্নির সমক্ষে ও রামের অভিমুখে স্থাপন করিয়া কহিলেন,—বৎস রাম! এই সীতা আমার দুহিতা, তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। তুমি ইহাকে প্রতিগ্রহ কর এবং তোমার পাণি দ্বারা পাণি গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হউক। এই পতিব্রতা মহাভাগা আমার জানকী ছায়ার ন্যায় তোমার অনু-গতা থাকুন। রাজা জনক এই কথা বলিয়া মন্ত্রপূত জল-প্রক্ষেপ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সাধু সাধু বলিয়া অভিনন্দন করিলেন। আকাশে দেবদুন্দুভি ধ্বনি ও দম্পতি-মস্তকে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল।

রাজর্ষি জনক মন্ত্রসংস্কৃত জল প্রক্ষেপ দ্বারা দুহিতা সীতাকে রাম হস্তে প্রদান করিয়া হর্ষ-নির্ভর-হৃদয়ে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমি এই স্থানে আগমন কর। তোমার

মঙ্গল হউক। আমি উর্ম্মিলাকে তোমায় প্রদান করিতেছি, তুমি অবিলম্বে ইহার পাণিগ্রহণ কর। রাজা লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া ভরতকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—ভরত! তুমি মাণ্ডবীর পাণিগ্রহণ কর। অতঃপর ধর্ম্মাত্মা মিথিলেশ্বর শত্রুঘ্নকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—মহাবাহো শত্রুঘ্ন! তুমি শ্রুতকীর্ত্তিকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। হে কুকুৎস্থতনয়গণ! তোমরা সকলেই সৌম্যদর্শন ও ব্রতপরায়ণ, তোমরা এক্ষণে পত্নীদিগের সহিত সমাগত হও; কালাতিক্রম করিবে না।

তৎকালে ভ্রাতৃচতুষ্টয় জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠের অভিপ্রায়ানুসারে স্ব স্ব পাণিদ্বারা কুমারী চতুষ্টয়ের পাণি স্পর্শ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা অগ্নি, বেদি, রাজা ও ঋষিগণকে ভার্য্যা সমভিব্যাহারে প্রদক্ষিণ করিয়া যথোক্তবিধানে উদ্বাহ সংস্কার সম্পাদন করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে গৌরভময়ী পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্য দুন্দুভিধ্বনি, গীত ও অন্যান্য বাদ্যঘোষ আরম্ভ হইল। অপ্সরোগণ নৃত্য ও গন্ধর্ব্ব সমুদায় মধুরস্বরে গান করিতে লাগিল। তৎকালে এই রঘুকুমারদিগের বিবাহোৎসব এক অদ্ভুত দৃশ্য হইয়া উঠিল। পরে পরিণয়সাঙ্গ সূচক তূর্য্যধ্বনি আরম্ভ হইলে তেজস্বী রাজকুমারেরা পুনরায় বারত্রয় অগ্নি পরিক্রম করিয়া ভার্য্যার সহিত শিবিরে গমন করিলেন। রাজা, ঋষি ও বন্ধুগণের সহিত বরবধূ উদ্দেশে মঙ্গলাচরণ করিতে করিতে উহাদের অনুগমন করিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

—:o:—

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র, রাজা দশরথ ও জনককে সম্ভাষণপূর্ব্বক উত্তর পর্ব্বতে গমন করিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রস্থান করিলে মহারাজ দশরথও মিথিলাধিপতি জনককে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বীয় রাজধানী অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন রাজা মিথিলেশ্বর হৃষ্টান্তঃকরণে কন্যাদিগের যৌতুকস্বরূপ প্রচুর ধন, বহু সহস্র ধেনু, উত্তমোত্তম কম্বল, কৌশেয় বসন, কোটী-সংখ্য সাধারণ বস্ত্র, সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসৈন্য এবং রজত সুবর্ণ ও প্রবাল দান করিলেন, তদ্ভিন্ন প্রত্যেকেরই শত সংখ্যক্ সখী ও দাস দাসী তাহাদের সহিত প্রেরণ করিলেন। এইরূপে বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী কুমারী চতুষ্টয়কে প্রদান করিয়া মহারাজ দশরথের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজা জনক স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। রাজা দশরথও ঋষিগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পুত্রগণ সমভিব্যাহারে অযোধ্যার অভিমুখে গমন করিলেন। চতুরঙ্গিণী সেনা তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল।

মহারাজ দশরথ কিয়দ্দূর পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন ইত্যবসরে পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে ঘোর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। ভূতলস্থ হরিণ সকল তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেল। তদ্দর্শনে রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! শকুনিগণ ঘোর শ্রুতিকঠোর শব্দে চীৎকার

করিতেছে, মৃগেরাও আমাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছে, এ কি ব্যাপার? ইহা দেখিয়া আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে, অন্তরাত্মাও অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। মহামুনি বশিষ্ঠ রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন,—রাজন্! ইহার যাহা ফল তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

আকাশে পক্ষীদিগের যে ভীষণ রব শ্রুতিগোচর হইতেছে উহাতে ঘোর বিপৎপাতের আশঙ্কা উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু এই মৃগকুল দক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ করিয়া উহার প্রশমন সূচনা করিতেছে। অতএব আপনি সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের সম্মুখে প্রচণ্ড বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া ভূমণ্ডল কম্পিত ও মহামহীরুহগণকে ভগ্ন ও ভূতলশায়ী করিতে লাগিল। অন্ধকার সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিল, দিক্ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। তদীয় সৈন্যগণ বায়ুবেগে উড্ডীন ভস্মরাশিতে আবৃত হইয়া হতচেতন-প্রায় হইল। কেবল বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ সপুত্র রাজা দশরথ তৎকালে হতজ্ঞান হইলেন না, অন্যান্য সকলেই বিচেতন হইয়া রহিল।

এই অবসরে সেই ঘোর তিমিরের মধ্যে ভীষণ মূর্ত্তি জটা-মণ্ডলধারী ক্ষত্রকুলান্তকারী জমদগ্নিতনয় পরশুরাম স্কন্ধে পরশু, এক হস্তে বিদ্যুৎপ্রভ গুণযুক্ত শরাসন, অন্য হস্তে অত্যুগ্র শর গ্রহণ করিয়া ত্রিপুর-সংহারকর্ত্তা সাক্ষাৎ রুদ্রমূর্ত্তি মহাদেবের ন্যায় তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। মহারাজ দশরথ সেই কৈলাস-শিখরীর ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় একান্ত দুঃসহ, তেজঃপ্রদীপ্ত অন্য দুর্নিরীক্ষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রগণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া নির্জ্জনে পরস্পর কহিতে লাগিলেন,—ইনি কি পিতৃবধজনিত ক্রোধে ক্ষত্রকুলকে নির্ম্মূলই করিবেন। ইনি ত পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া ক্রোধানল নির্ব্বাণই করিয়াছিলেন, আবার কি সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিল? এই কথা বলিয়া অর্ঘ্যহস্তে মধুর বচনে রাম! রাম! বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে প্রতাপশালী পরশুরাম ঋষিদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া দাশরথি রামকে কহিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

—০০—

হে বীরাগ্রগণ্য দশরথতনয় রাম! আমি তোমার অদ্ভুত বীর্য্য শুনিয়াছি। শুনিয়াছি তোমার ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার, এই ধনুর্ভঙ্গ যেমন অচিন্তনীয় তেমনি অত্যাশ্চর্য্য। আমি ইহা শ্রবণ করিয়া আর একখানি অতি অপূর্ব্ব ধনু গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। তুমি আমার এই পুরুষ-পরম্পরাগত ভীষণ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া আকর্ষণ ও আপনার বল প্রদর্শন কর। এই কার্ম্মুকের আকর্ষণে তোমার বল পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ তোমার সহিত বীর্য্যশ্লাঘ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

রাজা দশরথ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদনে দীননয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,—ভগবন্! আপনি

মহাতপা ব্রাহ্মণ, আপনার ক্ষত্রিয়ান্তকারী জাতক্রোধ পূর্ব্বেই প্রশমিত হইয়াছে। আপনি আমার এই বালক পুত্রদিগকে অভয় প্রদান করুন। আপনি স্বাধ্যায়পরতন্ত্র ব্রতশালী মহাত্মা ভৃগুর বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মে মনঃ-সমাধানপূর্ব্বক সমস্ত বসুন্ধরা মহর্ষি কাশ্যপকে প্রদান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হে মহামুনে! সম্প্রতি আপনি কি আমারই সর্ব্বনাশের জন্য এখানে উপস্থিত হইলেন? একমাত্র রামের অমঙ্গল হইলে আমরা ত কেহই জীবনধারণ করিতে পারিব না।

মহারাজ দশরথ এই কথা বলিলে মহাপ্রতাপ জমদগ্নিতনয় রাম তাঁহার বাক্যে নিতান্ত অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দাশরথি রামকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—রাম! দেবশিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা দৃঢ় সারবৎ অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বলোক-পূজিত দুইখানি দিব্য শরাসন অতি যত্ন সহকারে নির্ম্মাণ করেন, তন্মধ্যে এক-খানি দেবগণ ত্রিপুরাসুর বিনাশকালে ভগবান্ ত্রিলোচনকে প্রদান করেন, ঐ ধনু তুমি ভাঙ্গিয়াছ। উহার দ্বিতীয় কার্ম্মুক আমারই হস্তে রহিয়াছে। দেবতারা ঐ দুর্দ্ধর্ষ ধনু বিষ্ণুকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই পরপুরঞ্জয় বৈষ্ণব ধনু সর্ব্বাংশে শৈবধনুরই তুল্য সার।

একদা দেবগণ শিব বিষ্ণুর বলাবল জিজ্ঞাসু হইয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন। সত্যসঙ্কল্প কমলযোনি তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। বিরোধ উপস্থিত হইলে

শিতিকণ্ঠ ও বিষ্ণু উভয়েই পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বিষ্ণুর একমাত্র হুঙ্কার ধ্বনিতে ভীমপরাক্রম শৈবধনু শিথিল হইয়া গেল, ত্রিলোচন মহাদেবও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

তখন দেবতা, ঋষি ও চারণগণের প্রার্থনায় দেবোত্তম উভয়েই যুদ্ধে বিরত ও প্রসন্ন হইলেন। ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পরাক্রমে শৈবধনু শিথিল হইল দেখিয়া দেবতা ও ঋষিগণ বিষ্ণুকেই অধিক বল বলিয়া মনে করিলেন। রোষপরবশ মহাযশা ভগবান্ রুদ্র এইরূপে দেবগণের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদেরই ইচ্ছানুসারে বিদেহাধিপতি রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে শরের সহিত ঐ শরাসন অর্পণ করেন। বিষ্ণুও স্বীয় ধনু ভার্গব ঋচীককে ন্যাসরূপে দান করেন। ইহাই সেই পরপুরধ্বংসকারী বৈষ্ণব ধনু আমার হস্তে দেখিতেছ। মহাতেজা ঋচীক প্রতিহিংসা-বিবর্জ্জিত তদীয় পুত্র এবং আমার পিতা মহাত্মা জমদগ্নিকে দান করেন। আমার পিতা তপস্যায় অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া ঐ বৈষ্ণব ধনু পরিত্যাগ করিলে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্য নীচজনোচিত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া আমার পিতার বধ সাধন করে। আমি পিতার এই নিদারুণ অসদৃশ বিনাশ- বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রোষ বশতঃ অনেক বার ক্ষত্রকুল উৎসন্ন করিয়াছি। এমন কি জাত মাত্রেই অনেক ক্ষত্র শিশুকে বিনাশ করিয়াছি। রাম! পরে আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া যজ্ঞান্তে পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মা কাশ্যপকে উহার দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়াছি। পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাসস্থান নির্ণয় করিয়া তপশ্চরণ করিতেছিলাম। এক্ষণে তুমি জনকালয়ে হরকার্ম্মুক ভাঙ্গি-

য়াছ শুনিয়া আমি দ্রুতপদে তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। এখন তুমি ক্ষত্রধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়া এই উত্তম ধনু গ্রহণ কর এবং ইহাতে শরযোজনা কর, ইহাতে যদি সমর্থ হও তাহা হইলে তোমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিব।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

—০০—

দশরথতনয় রাম, জামদগ্ন্যের এইরূপ বাক্য শুনিয়া পিতৃসন্নিধানবশতঃ বাক্য সংযমন-পূর্ব্বক কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি পিতৃবৈরশুদ্ধি আশ্রয় করিয়া যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা আমি শুনিয়াছি, ঐরূপ বৈরনির্য্যাতন যে বীরোচিত অবশ্য-কর্ত্তব্য তাহাও আমি স্বীকার করিলাম। কিন্তু হে ভার্গব! আমি এক জন ক্ষত্রিয়, আমাকে যে আপনি নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য অপদার্থের ন্যায় অবজ্ঞা করিতেছেন তাহা আমি কোনরূপে সহ্য করিতে পারিব না। অতএব এখন আমার তেজ ও পরাক্রম উভয়ই দর্শন করুন।

এই কথা বলিয়া রঘুকুলধুরন্ধর রাম সক্রোধে জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে অবলীলাক্রমে সেই ভীষণ ধনুর্ব্বান গ্রহণ করিলেন এবং উহাতে জ্যারোপণ ও শরসন্ধান করিয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন,—হে জমদগ্নিপুত্র! আপনি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজ্য, সেই কারণে আপনার উপর এই প্রাণ-হর-শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

এক্ষণে বলুন, এই শর দ্বারা আপনার তপোবলসঞ্চিত যথেচ্ছগতি অথবা অপ্রতিম পুণ্যলোক-সমুদায় নষ্ট করিব? এই দিব্য বৈষ্ণব শর স্বীয় শক্তিতে বিপক্ষের বলদর্প চূর্ণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ, ইহার সন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে।

এই সময়ে পিতামহ ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণ, এই অদ্ভুত ব্যাপার ও অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী রামকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। ঐ বৈষ্ণব-শরাসনধারী দাশরথি রামের তেজোরাশিতে জামদগ্ন্যের তেজ সমুদায় সংক্রমিত হইল। তখন জামদগ্ন্য নির্ব্বীর্য্য ও জড় প্রায় হইয়া রামের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন এবং মৃদু-মন্দস্বরে কমললোচন রামকে কহিতে লাগিলেন,—রাম! আমি পূর্ব্বে যখন কাশ্যপকে বসুন্ধরা দান করিয়াছিলাম তখন তিনি বলিয়াছিলেন 'তুমি আমার রাজ্যে আর বাস করিতে পারিবে না; আমি সেই গুরু বাক্য প্রতিপালন করিয়া পৃথিবীতে আর এক রাত্রিও বাস করি নাই। হে বীর! এক্ষণে তুমি আমার সেই অপ্রতিহত গতি নাশ করিও না। আমি এই মনো-জবগতিতে মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিব। তবে আমি তপোবলে যে সকল অপ্রতিম লোক অর্জ্জন করিয়াছি তাহাই তুমি এই শরমুখ্য দ্বারা অবিলম্বে সংহার কর। তুমি এই ধনু গ্রহণ করা-তেই আমি বুঝিয়াছি যে, তুমি সাক্ষাৎ সুরপতি অবিনাশী মধু-রিপু। এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। এই সমস্ত সুরগণ কেবল তোমাকেই দর্শন করিবার জন্য এ স্থলে সমাগত হইয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার তুল্যকর্ম্মা বা প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই।

হে রঘুনন্দন! তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বর, তুমি যে আমাকে পরাভব করিলে তাহাতে আবার আমার লজ্জা কি? তুমি এক্ষণে এই অপ্রতিম শর শরাসন হইতে মোচন কর, তাহা হইলেই আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করি।

জামদগ্ন্য রাম এই কথা বলিলে মহাপ্রতাপ শ্রীমান্ দাশরথি রাম সেই উত্তম শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শরে স্বীয় তপোবলার্জ্জিত লোক সমুদায় নিহত হইল দেখিয়া পরশুরাম মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত দিক্ তিমির-নির্ম্মুক্ত হইল। দেবতা ও ঋষিগণ ধনুর্দ্ধারী রামকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গমনকালে জামদগ্ন্য দাশরথি রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং রামও জামদগ্ন্যকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

—oo—

পরশুরাম প্রস্থান করিলে মহাযশা দাশরথি রাম প্রশান্ত চিত্ত হইয়া স্বীয় হস্তস্থিত বৈষ্ণব ধনু জলাধিপতি বরুণকে প্রদান করিয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণকে অভিবাদন করিলেন এবং পিতা দশরথকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া কহিলেন,—পিতঃ! জমদগ্নিতনয় রাম প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের চতুরঙ্গ সেনা আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করুক।

মহারাজ দশরথ জামদগ্ন্যের প্রস্থান বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রামকে বাহুযুগল দ্বারা বারংবার আলিঙ্গন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি নিতান্ত সন্তুষ্ট ও পুলকিত হইয়া রামের ও আপনার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল মনে করিলেন।

অনন্তর তিনি সসৈন্যে অযোধ্যায় গমন করিলেন। তৎকালে রমণীয় সেই অযোধ্যানগরী ধ্বজপতাকায় সুশোভিত কুসুম মাল্যে আকীর্ণ হইয়াছে এবং তূর্য্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। উহার রাজপথ সলিলসেকে সুসিক্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। পুরবাসীরা মঙ্গল দ্রব্য হস্তে করিয়া প্রবেশদ্বারে দণ্ডায়মান, সর্ব্বত্র লোকারণ্য, সকলেরই মুখশ্রী প্রসন্ন ও প্রফুল্ল। মহারাজ আসিতেছেন শুনিয়া নগরবাসী বিপ্রবর্গ অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন। শ্রীমান্ রাজা দশরথ উজ্বল বেশধারী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে হিমাচল সদৃশ অত্যুন্নত সুধাধবলিত স্বকীয় প্রিয় প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া ভোগসুখে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বজনগণের সহিত নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবী কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীরা মঙ্গলাচরণ সহকারে হোম-ধূম-পূত ক্ষৌম-বসন-সুশোভিতা মহাভাগা সীতা, যশস্বিনী ঊর্ম্মিলা, কুশধ্বজতনয়া মাণ্ডবী ও শ্রুতিকীর্ত্তিকে পাইয়া আগ্রহ সহকারে উহাদের পরিগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা উহাদিগকে গৃহপ্রবেশ করাইয়া গৃহদেবতাগণকে ও নমস্যগণকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন।

এইরূপে বিবাহোপযোগী মঙ্গলাচরণ সমুদায় সমাপ্ত হইলে

বধূগণ নির্জ্জনে স্বামি-সহবাস লাভ করিয়া পরম সুখে হৃষ্টান্তঃ-করণে ভোগসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃগণও কৃতদার কৃতাস্ত্র হইয়া পিতৃশুশ্রূষায় আসক্ত হইলেন এবং সুহৃদ্বর্গের সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে রাজা দশরথ কৈকেয়ী-নন্দন ভরতকে কহিলেন,—বৎস! তোমার মাতুল কেকয় রাজপুত্র যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি ইহাঁর সহিত গমন কর। ভরত পিতার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মাতামহের আলয়ে যাইতে অভিলাষী হইলেন। তখন তিনি পিতা মাতা ও অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকে সম্ভাষণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত যাত্রা করিলেন। মহা-বীর যুধাজিৎ ভরত ও শত্রুঘ্নকে পাইয়া পরম আহ্লাদ সহকারে স্বনগরে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার পিতাও ভরত ও শত্রুঘ্নকে দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

ভরত মাতুলালয়ে গমন করিলে মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ দেব-তুল্য পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সমুদায় পৌরকার্য্য এবং তাঁহার প্রিয় ও হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে মাতৃগণের ও অন্যান্য গুরুজনের গুরুতর কার্য্য সমুদায় অভিনিবেশপূর্ব্বক সমাধা করিতেন।

তখন রাজা দশরথ রামের এই পবিত্র চরিত্রগুণে অতিমাত্র প্রীত হইলেন। ব্রাহ্মণ বণিক্ ও নগরবাসী অন্যান্য সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। ঐ চারি ভ্রাতাদিগের মধ্যে সত্যপরাক্রম রামই অতিশয় যশস্বী ও ভূতগণমধ্যে স্বয়ম্ভুর ন্যায় সমধিক গুণশালী হইয়া উঠিলেন। মনস্বী রাম দ্বাদশ

বৎসর সীতার সহিত বিহার করিলেন। তিনি সীতা-গত-প্রাণ ছিলেন, সীতাও তাঁহাকে হৃদয়ের দেবতা করিয়া রাখিয়া ছিলেন। পিতা রাজর্ষি জনক ব্রাহ্ম-বিবাহ-সদৃশ করিয়াই রামের সহিত জানকীর বিবাহ দিয়াছিলেন, এই কারণে এবং তাঁহার রূপমাধুরী ও গুণ গরিমা বলেও তাহার প্রতি রামের প্রীতি বিশেষ রূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জানকীর হৃদয়েও রামের প্রতি দ্বিগুণতর প্রীতি রসের সঞ্চার হইল। অধিক কি, রাম জানকীর হৃদ্গত অভিপ্রায়ও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি-তেন। মৈথিলী সীতাও রামের হৃদ্গত ভাব অনায়াসে সুবিদিত হইতে পারিতেন। ফলতঃ সেই রূপবতী সীতা রামগৃহে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

বিভু সুরপতি বিষ্ণু যেমন কমলাকে পাইয়া আনন্দিত হইয়া ছিলেন, প্রিয়দর্শন রামও সেইরূপ এই রাজকুমারী জনকনন্দিনীকে পাইয়া যারপর নাই হৃষ্ট ও সুশোভিত হইয়াছিলেন।

বালকাণ্ড সম্পূর্ণ।

বাল্মীকি রামায়ণ

অযোধ্যা-কাণ্ড।

জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক,

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত।

প্রকাশক

জি, পি, বসু।

শ্যামপুকুর—২ নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

এল, এন, প্রেস,—৪৩, গ্রে-ষ্ট্রীট।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৬ সাল।

ভূমিকা।

—:*:—

ভগবৎপ্রসাদে সপ্ত কাণ্ডাত্মক রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইল। অতঃপর যত সত্বর সম্ভব রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ডগুলিও যথাযথ অনূদিত হইয়া যথানিয়মে প্রকাশিত হইবে। আমাদের প্রকাশিত এই রামায়ণের বঙ্গানুবাদ পাঠে ইতিমধ্যে গ্রাহকমণ্ডলীর যেরূপ আগ্রহাতিশয্য দেখা যায়, তাহাতে আশা হয়, গ্রন্থ সমাপ্তিপর্য্যন্ত এ আগ্রহ তাঁহাদের অটল রহিবে। এ কাণ্ডে সচিত্র রাম চরিতের অনেক কথাই বর্ণিত আছে। অনুবাদে আমরা মহর্ষিবর্ণিত মূলাংশের ভাব যথাসাধ্য সম্পূর্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, এক্ষণে সহৃদয় পাঠক মণ্ডলীর পরিতৃপ্তির উপরই আমাদের সে চেষ্টার সম্পূর্ণ সাফল্য নির্ভর। ইতি—

কলিকাতা;
মহাভারত কার্য্যালয়।
পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩১৬।

জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স

অযোধ্যাকাণ্ডের সূচীপত্র।

অযোধ্যাকাণ্ড সূচীপত্র সমাপ্ত।

অযোধ্যা-কাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

—০০—

রাজকুমার ভরত যৎকালে মাতুলালয়ে গমন করেন, তৎকালে ভ্রাতৃবৎসল অন্তঃশত্রুজিৎ শত্রুঘ্নকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। তথায় তিনি ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত মাতুল অশ্বপতির প্রযত্নে সমাদৃত ও পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা বৃদ্ধ পিতাকে ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। তেজস্বী রাজা দশরথও বিদেশগত বাসব-বরুণ-সদৃশ পুত্রদ্বয়কে অনুক্ষণ স্মরণ করিতেন। তাঁহার চারিটী পুত্রই স্বশরীরনির্গত বাহুচতুষ্টয়ের ন্যায় নিতান্ত প্রিয় ছিলেন। যদিও তাঁহার সকল পুত্রই তুল্যস্নেহের আস্পদ ছিলেন তথাপি তিনি রামকেই অপেক্ষাকৃত প্রীতি নেত্রে দেখিতেন। রাম ভূতগণের মধ্যে স্বয়ম্ভূর ন্যায় অন্য সাধারণ গুণশালী ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু; দেবগণের প্রার্থনায় বলদর্পিত রাক্ষসরাজ রাবণকে নিধন করিবার জন্য তিনি মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেমন দেবগণের বরপ্রভাবে দেবমাতা অদিতি বজ্রপাণি ইন্দ্রকে পাইয়া সুশোভিত হইয়াছিলেন, দেবী কৌশল্যাও অমিততেজা সেই পুত্র রামকে পাইয়া সেইরূপ পরম শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। রাম যেরূপ রূপবান্ সেইরূপ বীর্য্যবান্ ছিলেন,

অসূয়া তাঁহার হৃদয়ে কখনও স্থান পাইত না। তিনি পিতার ন্যায় অনুপম গুণশালী ও প্রশান্তহৃদয় ছিলেন। সকলকেই মৃদুবচনে সম্ভাষণ করিতেন। যদি কেহ কখনও তাঁহার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিত তথাপি তাহার প্রত্যুত্তর দিতেন না। একবার মাত্র তাঁহার কিঞ্চিৎ উপকার করিলেই তিনি পরম সন্তুষ্ট হইতেন, পরে শত শত অপকার করিলেও স্বীয় ঔদার্য্য গুণে তাহা আর মনে করিতেন না। তিনি অস্ত্র-শিক্ষার অবকাশ কালেও শীলবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ ও সজ্জনগণের সহিত শাস্ত্র-রহস্যের আলাপ করিতেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ও মধুরভাষী। তিনি আগন্তুক লোকদিগের সহিত অগ্রেই মধুরবচনে আলাপ করিতেন। তিনি অসাধারণ বীর্য্যবান্; কিন্তু স্বীয় বীর্য্যে কখন গর্ব্বিত হইতেন না। সত্যবাদী বিদ্বান্ রাম কখন কাহাকেও অপ্রিয় কথা কহিতেন না। বৃদ্ধগণের সতত সৎকার করিতেন। প্রজাদিগের প্রতি তিনি বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিলেন, প্রজারাও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিত। তিনি বিপ্রভক্তি-পরায়ণ, দীনশরণ ও জিতক্রোধ। তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। তাঁহার বুদ্ধি স্বকীয় কুলেরই অনুরূপ ছিল। সেই জন্য ক্ষাত্রধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া অত্যন্ত আদর করিতেন এবং ঐ ধর্ম্ম পালন করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরকালে অনপায়ী স্বর্গফল লাভ হয় ইহাই তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। তিনি অমঙ্গল প্রসঙ্গে কখন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কথার অবতারণা করিতেন না, বরং উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা বৃহস্পতির ন্যায় স্বপক্ষ সমর্থন করিতেন। তিনি তরুণবয়স্ক অরোগী বাক্‌পটু ও দেশ কালানুরূপ কার্য্য-

কুশল। বিধাতা যেন তাঁহাকে এ জগতে পুরুষসারজ্ঞ অদ্বিতীয় সাধু করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ-গুণশালী রাজকুমার স্বীয় গুণে প্রজাদিগের বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় অতি প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি গুরুগৃহে থাকিয়া সমস্ত বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অধিক কি সর্ব্ববিদ্যা পারদর্শী হইয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ধনুর্ব্বিদ্যায় তিনি পিতাকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি কল্যাণের জন্মভূমি, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অক্ষুব্ধ হৃদয়, সঙ্কটস্থলেও সত্যবাদী ও সরল। ধর্ম্মার্থদর্শী দ্বিজগণ তাঁহার আচার্য্য। তিনি ত্রিবর্গের তত্ত্বাভিজ্ঞ স্মৃতিমান্ ও প্রতিভা সম্পন্ন। তিনি লৌকিক আচারে কৃতকর্ম্মা, বিনীত, গম্ভীর, গূঢ়মন্ত্র ও সহায়বান্। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখন বিফল হইত না। ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত অর্থ যে সৎপাত্রে দান করিতে হয় তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। অসৎ বস্তু কখন গ্রহণ করিতেন না। তিনি নিরলস, সকল কার্য্যে সাবধান পরদোষবৎ স্বদোষদর্শী। তিনি শাস্ত্রে অকুণ্ঠিতবুদ্ধি, কৃতজ্ঞ ও অন্যের অন্তরজ্ঞ। তিনি ন্যায়ানুসারে নিগ্রহ বা অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং আয় ব্যয় নিরূপণ করিতেন। কাব্য নাটকাদি শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, ধর্ম্ম ও অর্থে অবিরোধে তিনি সুখভোগ করিতেন। তিনি বিহারোপযোগী শিল্প, গীত, বাদ্য ও চিত্রকর্ম্মাদিতেও অভিজ্ঞ ছিলেন। হস্তী ও অশ্বে আরোহণ এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দান এই উভয় বিষয়েই তাঁহার যোগ্যতা ছিল। ধনুর্ব্বেদজ্ঞদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং অতিরথ। তিনি শত্রুসেনার

অভিমুখে গমন, তাহাদিগকে প্রহার ও ব্যূহরচনাদি কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী। সংগ্রামস্থলে দেবতা কি অসুর ক্রুদ্ধ হইলেও তাঁহাকে পরাভব করিতে পারিতেন না। তিনি অসূয়াশূন্য, জিতক্রোধ, অদৃপ্ত ও নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি কাহার অবজ্ঞার ভাজন ছিলেন না; তিনি কখন কালের অনুসরণ করিয়া চলিতেন না; পার্থিবাত্মজ রাম এইরূপে বিবিধ গুণে অলঙ্কৃত হইয়া ত্রিলোকপূজিত হইয়া ছিলেন। তিনি ক্ষমাগুণে বসুধার তুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, পরাক্রমে ইন্দ্রসদৃশ। রাম প্রকৃতিপুঞ্জের অভীষ্টসাধন ও পিতার প্রিয়কার্য্য-সাধন প্রভৃতি গুণদ্বারা কিরণমালাপরিবৃত প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ সাধুশীল অপরাজেয় পরাক্রমে লোকনাথ সদৃশ রামকে দেবী বসুধাও স্বীয় পতিত্বে বরণ করিতে কামনা করিলেন।

বৃদ্ধ রাজা দশরথ এই রূপে অনুপম বহু গুণালঙ্কৃত পুত্র রামকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমার জীবদ্দশায় বৎস রাম রাজা হইলে, তদ্দর্শনে না জানি আমার কতই আনন্দ হইবে? কবেই বা আমি প্রিয় রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব? রাম আমার সকলের অভ্যুদয় কামনা করেন, সর্ব্ব-ভূতেই ইহাঁর অনুকম্পা, ইনি বারিবর্ষী বারিদের ন্যায় আমা অপেক্ষাও সকল লোকের প্রিয়। ইহাঁর বীর্য্য যম ও ইন্দ্রের ন্যায়, বুদ্ধি ইহাঁর বৃহস্পতির ন্যায়, ধৈর্য্য ভূধর সদৃশ, সর্ব্বাংশেই-বৎস আমার আমা অপেক্ষা গুণবান্। অতএব আমি এই বৃদ্ধ বয়সে রামকে সমস্ত পৃথিবীরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখিয়া স্বর্গলাভ করিব।

মহারাজ দশরথ পুত্রকে এবম্বিধ এবং অন্যবিধ লোকোত্তর অপরিমেয় উৎকৃষ্টগুণে বিভূষিত দেখিয়া সচিবগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেখ মন্ত্রিগণ! অন্তরীক্ষে মহাবাত্যা দিগ্ দাহাদি, দ্যুলোকে গ্রহ-তারা নক্ষত্রাদির বিপর্য্যয়, ভূলোকে ভূমিকম্পাদি নানাবিধ অকুশলসূচক ঘোর উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে; আর আত্মদেহে জরা সঞ্চার হইয়াছে, এসকল কারণে আমি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব মনে করিয়াছি। এই যৌবরাজ্য প্রদানপ্রস্তাব সকলেরই প্রীতিকর হইবে। উহা প্রথমে আমার শোকাপ-হরণ, পরে পূর্ণচন্দ্রনিভানন লোকাভিরাম মহাত্মা রামের ও প্রকৃতিপুঞ্জের আনন্দকর হইবে।

অনন্তর মহারাজ দশরথ যথাযোগ্য অবসরে আপনার ও প্রজাগণের মঙ্গল সাধনার্থ এবং প্রকৃতিবর্গের রামের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি উৎপাদনার্থ—রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে মন্ত্রীদিগকে ত্বরা করিতে লাগিলেন। তিনি তখন মন্ত্রিগণ দ্বারা নানা নগর ও ভিন্ন ভিন্ন জনপদবাসী প্রধান প্রধান লোকদিগকে আনাইলেন এবং তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য বাসস্থান ও নানা প্রকার আভরণ প্রদানে পুরস্কৃত করিয়া প্রজা-পতি সন্নিধানে প্রজার ন্যায় তাহাদিগকে দর্শন করিতে লাগি-লেন। কিন্তু সত্বরতা বশতঃ কেকয়রাজ ও মিথিলানাথ জনককে আনয়ন করিলেন না; তিনি মনে করিলেন, ইহাঁরা এ প্রিয় সংবাদ পরে অবশ্যই শুনিবেন।

অনন্তর বিজয়ী রাজা দশরথ সভামণ্ডপে সিংহাসনে আসীন

হইলে লোকপূজিত রাজন্যগণ তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বিবিধ আসন প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও রাজার অভিমুখে উপবেশন করিলেন। ইহাঁরা রাজভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রায়ই রাজধানী অযোধ্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন; তাঁহারা সকলে এবং অন্যান্য জনপদবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা রাজা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বিনয় সহকারে রাজার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলে মহারাজ দশরথ অমরগণপরিবৃত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

—০০—

বসুধাধিপতি রাজা দশরথ দুন্দুভিতুল্য মেঘ-গম্ভীর-স্বরে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া পরিষদ্ বর্গকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক হিতকর সুতরাং অত্যুৎকৃষ্ট হর্ষজনক বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে পরিষদ্‌গণ! রাজশ্রেষ্ঠ আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা এই আমার বিস্তীর্ণ রাজ্য অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন তাহা তোমরা অবশ্য জান। এক্ষণে আমি সেই মহাত্মা ইক্ষ্বাকুপ্রভৃতি নরেন্দ্রগণ পালিত সুখাভ্যস্ত সমস্ত রাজ্য বিশিষ্ট সুখে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। দেখ আমি পূর্ব্বপুরুষদিগের অবলম্বিত প্রজাপালন পদ্ধতি আশ্রয় পূর্ব্বক আত্মসুখে নিরপেক্ষ হইয়া যথাশক্তি প্রজাপালন করিয়া আসিয়াছি। আমি এই সমস্ত লোকের হিতানুষ্ঠানব্রতে ব্রতী হইয়া শ্বেতাতপত্র-

চ্ছায়ায় শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। আমার বয়ঃক্রম বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, এক্ষণে আমার ইচ্ছা যে এই জীর্ণ শরীরকে একেবারেই বিশ্রাম দিই। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা যে ভার বহনে অক্ষম, যাহা শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন মহা-প্রভাব নৃপতিদিগেরই যোগ্য, আমি এক্ষণে সেই গুরুতর ধর্ম্ম-ভার বহনে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। অতএব আমি এই সন্নিহিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজার হিত-কর কার্য্যে পুত্রকে নিয়োগ করিয়া বিশ্রাম লাভের ইচ্ছা করি। আমার আত্মজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাবীর রাম আমারই সমস্ত গুণ অধিকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি সেই পুষ্যা-সমন্বিত চন্দ্রমার ন্যায় প্রিয়দর্শন ধর্ম্মাত্মা রামকে যৌবরাজ্যে কল্য অভিষেক করিব। এই লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তোমাদের অনু-রূপ নাথ হইবেন, ইহা দ্বারা তোমরা, অথবা তোমরাই বা কেন বলিতেছি ত্রিলোকও নাথবান্ হইবে। অতএব আমি কল্যই তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া তাহার হস্তে বসুমতীর ভার অর্পণ করিব এবং পৃথিবীর কল্যাণ সাধনপূর্ব্বক আপনিও বিগতক্লম হইব। এক্ষণে আমার এই হিতকর মন্ত্রণা তোমরা যদি সাধু বলিয়া মনে কর তবে আমাকে অনুমতি দাও। আর যদি আমি প্রীতিনিবন্ধন এইরূপ প্রসঙ্গ করিয়া থাকি তবে ইহা অপেক্ষা হিতকর কি হইতে পারে তাহাও তোমরা চিন্তা কর। কারণ মধ্যস্থদিগের চিন্তা, রাগদ্বেষাদি বিরহিত হওয়াতে পূর্ব্বা-পর-পক্ষ সংস্পৃষ্ট লোকের অপেক্ষাও অসাধারণী হইয়া থাকে সুতরাং অধিক ফলোপধায়িনী।

জলভারাবনত জলধরকে দেখিয়া যেমন শিখিকুল আনন্দে রব করিতে থাকে তদ্রূপ অন্যান্য নৃপতিগণ দশরথের এই বাক্য পরমানন্দ সহকারে অঙ্গীকার করিলেন। তৎকালে রাজসভা-মধ্যে সামন্ত গণের আনন্দকোলাহলের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, তাহার বহির্দ্দেশে সাধারণের আনন্দশব্দে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ ও সেনাপতিগণ, পুরবাসী ও জনপদ-বাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মার্থদর্শী মহারাজ দশরথের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং মহীপতিকৃত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া বৃদ্ধ রাজা দশরথকে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার বয়ঃ-ক্রম বহুসহস্র বৎসর হইয়াছে। আপনি প্রাচীনও হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার রামকেই যুবরাজপদে অভিষেক করুন। মহাবাহু মহাবীর রঘুবীর রামকে একটী মহাকায় বারণ পৃষ্ঠে আরোহণ ও শ্বেতচ্ছত্রে মুখমণ্ডল সংবৃত করিয়া রাজমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছেন এইটীই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

রাজা দশরথ এই বাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াও না বুঝার ন্যায় ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, হে রাজন্যগণ! আপনারা আমার প্রস্তাব শ্রবণমাত্রেই যে রামের যৌবরাজ্যাভিষেকে সম্মতি প্রদান করিলেন, উহাতে আমার মনে সংশয় উপস্থিত হইল, হয়ত আপনারা আমার বাক্যে নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনেই "রামকে পতি ইচ্ছা করি" এই কথা বলিতেছেন। এক্ষণে বস্তুতঃ আপনাদের আন্তরিক অভি-প্রায় কি, তাহা অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করুন। আচ্ছা, বলুন দেখি—আমি জীবিত থাকিয়া ধর্ম্মানুসারে যখন পৃথিবী শাসন

করিতেছি তখন আপনারা কি কারণে মহাবল রামকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে বাসনা করেন ?

তখন মহাত্মা নৃপতিবর্গ, পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন,—হে রাজন্! দেবতুল্য ধীমান্ গুণবান্ আপনার পুত্র রামের কল্যাণকর বিপক্ষগণেরও আনন্দকর যে সকল বহু সদ্‌গুণ আছে তাহা আমরা আপনার সমক্ষে বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই অমোঘবীর্য্য দেবরাজসদৃশ রাম স্বীয় অসামান্য গুণে আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগকেও অতিক্রম করিয়াছেন। এই ভূলোকে রামই একমাত্র সৎপুরুষ সত্যপরায়ণ, ধর্ম্ম ও অর্থ এই রামকর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি প্রজাপুঞ্জের সুখবিতরণে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে বসুন্ধরার ন্যায়, বুদ্ধিতে তিনি বৃহস্পতিরতুল্য, পরাক্রমে সুরপতি সদৃশ। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ সাধুশীল এবং অসূয়াশূন্য। কাহাকেও দুঃখিত দেখিলে তিনিই তাহার সান্ত্বনা প্রদান করেন। তিনি প্রিয়ভাষী, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, মৃদু,দৃঢ়চিত্ত ও সৌম্যদর্শন। তিনি কখন কাহাকে অপ্রিয় বাক্য বলিতে জানেন না। তিনি বহুশাস্ত্রজ্ঞ, বৃদ্ধ ও বিপ্রগণের সেবাপর। এই সমস্ত গুণে তাঁহার অতুল কীর্ত্তি ও তেজ বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি দেবতা, অসুর ও মানবগণের মধ্যে সর্ব্বাস্ত্র পারদর্শী। সর্ব্ববিদ্যা ও সাঙ্গবেদে, তাঁহার সম্যক্ অধিকার জন্মিয়াছে; পৃথিবীতে তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রেও একজন অগ্রগণ্য। তিনি কল্যাণের আস্পদ, ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি অক্ষুব্ধহৃদয়, ধর্ম্মার্থ নিপুণ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ কর্তৃক তিনি সুশিক্ষিত হইয়াছেন। যখন তিনি গ্রাম বা নগর

রক্ষার্থ সংগ্রামে গমন করেন, তখন ঐ মহাবীর রাম জয়শ্রী অধিকার না করিয়া লক্ষ্মণের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হন না। তিনি হস্তী বা রথে আরোহণপূর্ব্বক সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত পুরবাসীদিগকে স্বজনের ন্যায় কুশল জিজ্ঞাসা করেন। পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রদিগকে সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন তদ্রূপ তিনি তাহাদিগের প্রত্যেককেই পুত্র কলত্র প্রেষ্য শিষ্য ও অগ্নিবিষয়ক সমগ্র সংবাদ আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। শিষ্যগণ আপনার শুশ্রূষা করিতে-ছেন ত? এই কথা ব্রাহ্মণকে, ভৃত্যবর্গ অবহিত চিত্তে আপনার সেবা করিতেছে ত? এইরূপ ক্ষত্রিয়দিগকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। প্রজাদিগের দুঃখ দেখিলে তিনি যার পর নাই দুঃখিত হন। উহাদের উৎসব সময়ে তিনি সহাস্য বদনে সকলের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, সর্ব্ব-প্রযত্নে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন। তিনি বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া দেন। বৃথা কলহে তাহার বিন্দুমাত্র রুচি নাই। তাঁহার ভ্রূযুগল সুন্দর, লোচনদ্বয় আয়ত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ। দেখিলেই মনে হয় যেন সাক্ষাৎ বিষ্ণু ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই লোকাভিরাম রাম শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমে প্রজাপালন বিষয়ে সম্পূর্ণ যোগ্য অথচ বিষয়-স্পৃহা-শূন্য। এই সামান্য পৃথিবীর কথা আর কি বলিব, ত্রৈলোক্যের ভার বহনেও তিনি সম্পূর্ণ সমর্থ। ইহাঁর ক্রোধ বা প্রসাদ কখন নিষ্ফল হয় না। তিনি দণ্ডার্হ লোককে যথাবিধি দণ্ড প্রদান করেন, নিরপরাধের উপর কদাচ ক্রোধ প্রকাশ করেন না। তিনি যে বিষয়ে সন্তোষ লাভ করেন

সেই বিষয়েই তাহাকে নিয়োগ করিয়া থাকেন। ভাস্কর যেমন স্বীয় রশ্মিমালায় উদ্ভাসিত হইয়া প্রকাশ পান, আপনার রামও সেইরূপ সর্ব্বজন-স্পৃহনীয় উদার প্রজারঞ্জন-গুণে সর্ব্বত্র বিকাশমান হইয়াছেন। মহারাজ! আপনার ঈদৃশ গুণ-সম্পন্ন সত্যপরাক্রম লোকপাল সদৃশ রামকে পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি বা কামনা না করে? তিনি আমাদেরই ভাগ্যবশতঃ এইরূপ প্রজারক্ষণ-কার্য্যে সর্ব্বথা সমর্থ হইয়াছেন। বলিতে কি, মরীচি তনয় কশ্যপের ন্যায় আপনি ভাগ্যক্রমে এইরূপ গুণের পুত্র লাভ করিয়াছেন। দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ-গণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই আপনার রামের বল আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতেছেন। কি, স্ত্রী কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই সমাহিত হইয়া সায়ং প্রাতঃ-কালে আপনার রামের মঙ্গল কামনা করিয়া দেবগণকে নমস্কার করিতেছেন। এক্ষণে আপনার প্রসাদে তাঁহাদের সেই মনস্কামনা পূর্ণ হউক। হে রাজসিংহ! আমরা আপনার সেই ইন্দীবরশ্যাম শত্রুসূদন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব। হে বরদ! আপনি সেই মহাদেবসদৃশ সর্ব্বলোক-হিতকর উদারাশয় রামকে আমাদের হিত সাধনার্থ প্রফুল্ল হৃদয়ে রাজ্যে অভিষেক করুন।

তৃতীয় সর্গ

অনন্তর মহারাজ দশরথ তাঁহাদিগের শিরোনিহিত কৃতাঞ্জলি রূপ কমলোপহার সাদরে প্রতিগ্রহ করিয়া প্রিয় ও হিতকর বাক্যে কহিলেন,—তোমরা আমার জ্যেষ্ঠ প্রিয় পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ, ইহাতে আমার আনন্দের আর পরিসীমা নাই; আমার প্রভাবেরও আর তুলনা রহিল না।

রাজা এইরূপে পৌর জনপদ বর্গকে আদরাতিশয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদেরই সমক্ষে বশিষ্ঠ ও জাবালি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণকে কহিলেন,—বিপ্রগণ! এক্ষণে পবিত্র চৈত্রমাস উপস্থিত, কাননসমুদায় বিচিত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়াছে, ইহাই রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের প্রকৃত সময়, অতএব আপনারা সমুদায় আয়োজন করুন।

রাজা দশরথ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে সভামধ্যে তুমুল আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। ক্রমে সেই জনকোলাহল প্রশমিত হইলে রাজা বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন,—ভগবন্! রামের অভিষেকার্থ যাহা কিছু উপকরণ সামগ্রীর প্রয়োজন হইবে, তৎসমুদায় আহরণ করিবার নিমিত্ত অদ্যই অধিকৃত জন-গণকে আদেশ করুন। মুনি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ভূপালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দণ্ডায়মান মন্ত্রিগণকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন, পূজোপকরণ, সর্ব্বৌ-ষধি, শুক্লমাল্য, লাজ, পৃথক পৃথক মধু ও ঘৃত, দশাযুক্ত বস্ত্র,

রথ, সর্ব্ববিধ অস্ত্র, চতুরঙ্গবল, লক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামরদ্বয়, ধ্বজা, শ্বেতচ্ছত্র, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল শতসংখ্যক সুবর্ণকুম্ভ, হিরণ্যশৃঙ্গবৃষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং অন্যান্য যাহাকিছু আব-শ্যক তৎসমুদায় তোমরা সংগ্রহ করিয়া প্রাতঃকালে মহারাজের অগ্নিগৃহে রাখিবে। চন্দন মাল্য, ঘ্রাণতর্পণ, ধূপদ্বারা রাজ-প্রসাদ ও নগরদ্বার সমুদায় সুশোভিত কর। পরে শত সহস্র ব্রাহ্মণের অভিমত ও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে এইরূপ উৎকৃষ্ট দধি-ক্ষীর-সম্পৃক্ত সুদৃশ্য ও সংস্কৃত অন্নসম্ভার ঘৃত দধি-লাজ এই সমুদায় দ্রব্য কল্য প্রভাতে প্রভূত দক্ষিণার সহিত বিপ্রবর্গকে প্রদান করিবে। আর কল্য সূর্য্যোদয় হইবামাত্র স্বস্তিবাচন হইবে। তদর্থ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখ এবং তাঁহাদের নিমিত্ত আসন সমুদায় প্রস্তুত কর। পতাকা-সকল সর্ব্বত্র উড্ডীন করিয়া দাও, রাজমার্গ সমুদায় জলসিক্ত কর। তালদায়ী বাদক ও গায়িকা গণিকারা সুসজ্জিত হইয়া রাজ প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান করুক। দেবায়তন ও চৈত্য সমুদায়ে অন্ন ও অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য এবং দক্ষিণার সহিত গমন করিয়া গন্ধ পুষ্প প্রভৃতি পূজোপকরণ দ্বারা পূজা কর; বীরপুরুষেরা দীর্ঘ অসি, চর্ম্ম, বর্ম্ম ও অলঙ্কার ধারণ করিয়া উৎ-সবময় অঙ্গনে প্রবেশ করুক। বশিষ্ঠ ও বামদেব রাজকর্ম্ম-চারি ব্যক্তিবর্গের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া স্ব স্ব পৌর-হিত্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এতদ্ভিন্ন যাহা কিছু অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য অবশিষ্ট ছিল তৎসমুদায়ও মহারাজকে জানাইয়া করিতে লাগিলেন। অতঃপর সমুদায় প্রস্তুত হইলে মহর্ষিদ্বয় পরমানন্দ সহকারে মহারাজকে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র ! তুমি ধর্ম্মাত্মা রামকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর। সারথি সুমন্ত্র "যে আজ্ঞা মহারাজ !" বলিয়া তাঁহার আদেশে মহারথী রামকে রথে আরোপণ করিয়া আনিতে লাগিলেন। এই সময়ে চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী নৃপতিগণ এবং ম্লেচ্ছ, আর্য্য, আরণ্য ও পার্ব্বত্য জাতি সমুদায় সেই সভায় সমাসীন হইয়া মহারাজ দশরথের উপাসনা করিতেছিলেন। রাজর্ষি দশরথ দেবগণের মধ্যে দেবরাজ বাসবের ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া সেই প্রাসাদ হইতে দেখিতে পাইলেন—গন্ধর্ব্বরাজ সদৃশ পরম রূপবান্, বিখ্যাত পৌরুষ,মহাবীর,দীর্ঘবাহু, মহাবল মত্ত মাতঙ্গগামী চন্দ্রের ন্যায় কান্তবদন, অতীব প্রিয় দর্শন রূপ ও ঔদার্য্য গুণে পুরুষেরও নয়ন ও মন আকর্ষণ করিয়া নিদাঘতপ্ত প্রজাদিগকে জলধরের ন্যায় আহ্লাদরসে আপ্লুত করিয়াই যেন আগমন করিতেছেন। তৎকালে নরাধিপতি তাঁহাকে অনিমেষ লোচনে পুনঃ পুন দেখিয়াও তৃপ্তি সুখ লাভ করিতে পারিলেন না।

সুমন্ত্র রামকে রথ হইতে অবতারিত করিলে তিনি পিতৃসকাশে গমন করিতে লাগিলেন, সুমন্ত্রও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রঘুনন্দন রাম পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে কৈলাস-শিখর-সদৃশ প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সন্নিহিত হইয়া আপনার নামোল্লেখ পূর্ব্বক পিতার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। রাজা দশরথ প্রিয় পুত্র রামকে পার্শ্বে করজোড়ে প্রণত দেখিয়া অঞ্জলিগ্রহণ ও আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর তাঁহারই জন্য উপস্থাপিত মণিকাঞ্চনভূষিত পরম মনোহর সিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। সূর্য্যমণ্ডল যেমন উদয় কালে স্বীয় প্রভাদ্বারা সুমেরু শিখরীকে সমুদ্ভাসিত করে, সেইরূপ রাজীব লোচন রাম সেই কাঞ্চনময় উৎকৃষ্ট সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পরম শোভা ধারণ করিলেন। গ্রহ-নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত শারদীয় নভোমণ্ডল যেমন পূর্ণ শশধরবিম্বে অলঙ্কৃত হয়, তদ্রূপ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ পরিবৃত রামচন্দ্র দ্বারা রাজসভাও নিরতিশয় শোভা ধারণ করিল। মানবগণ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আদর্শতলে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিলে যেরূপ পরিতোষ লাভ করে, মহারাজ দশরথও আত্মপ্রতিবিম্ব প্রিয় পুত্র রামকে দেখিয়া সেইরূপ প্রীতিলাভ করিলেন।

অনন্তর পুত্রবান্ দিগের মধ্যে সৌভাগ্যশালী রাজা দশরথ কশ্যপসন্নিহিত দেবরাজের ন্যায় সুখোপবিষ্ট পুত্র রামকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—রাম! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা সুসদৃশী মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বাংশে আমার অনুরূপ, সকলের জ্যেষ্ঠ ও গুণবান্, বিশেষতঃ নিজগুণে তুমি সমস্ত প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়াছ, সুতরাং তুমি আমার প্রিয় পুত্র। অতএব তুমি পুণ্য পুষ্যাযোগে যৌবরাজ্য গ্রহণ কর। তুমি স্বভাবতই গুণবান্, তথাপি আমি স্নেহবশতঃ তোমায় হিতকর কিছু বলিব। দেখ, তুমি যদিও স্বভাবতঃ বিনীত তথাপি আরও অধিক বিনয়ী ও নিয়ত জিতেন্দ্রিয় হইবে। কামক্রোধোৎপন্ন ব্যসন সমুদায় পরিত্যাগ করিবে। তুমি ধান্যাগার, আয়ুধাগার ও ধনাগার বহু অথচ পরিপূর্ণ করিয়া পরোক্ষই

হউক বা প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক, ন্যায়তঃ বিচারপূর্ব্বক অমাত্যাদি প্রজাবর্গকে অনুরক্ত করিবে। যিনি প্রকৃতিবর্গকে অভিমত ও অনুরক্ত করিয়া রাজ্য পালন করিতে পারেন, তাঁহার মিত্রগণ অমৃত লাভে দেবগণের ন্যায় পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব বৎস! তুমি আপনাকে সংযত করিয়া স্বকার্য্য সাধনে অবহিত থাকিবে।

তখন রামের প্রিয়কারী সুহৃদ্‌গণ মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গতিতে রামমাতা কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইয়া এই প্রিয় সংবাদ প্রদান করিলেন। নারীকুলশ্রেষ্ঠা কৌশল্যা এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং সংবাদ-দাতৃগণকে যথেষ্ট সুবর্ণ, বিবিধরত্ন ও ধেনু দান করিতে আজ্ঞা দিলেন।

এদিকে রাম পিতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া স্বীয় আবাসে গমন করিলেন। সভাস্থ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সভাস্থ পুরবাসিগণ অভীষ্ট লাভের ন্যায় মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন এবং সন্তুষ্ট-হৃদয়ে রামাভিষেকের বিঘ্ন-শান্তি-কামনায় দেবগণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

—oo—

পৌরগণ রাজার নিকট অবসর লইয়া চলিয়া গেলে মহারাজ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন, কল্যই পুষ্যার সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে, অতএব পুত্রের অভিষেককার্য্য কল্যই কর্ত্তব্য হইতেছে। ঐ দিনেই আমার রাজীবলোচন রাম যুবরাজ হউন, ইহা নিশ্চয়। এই কথা বলিয়া রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রামকে পুনরায় আনিবার জন্য সুমন্ত্রকে আদেশ করিলেন। সুমন্ত্র মহারাজের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া রামকে পুনরায় আনিবার জন্য তাঁহার ভবনে সত্বর উপস্থিত হইলেন। রাম দ্বারবান্‌দিগের মুখে সুমন্ত্রের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র অতি মাত্র ব্যাকুলচিত্তে তাহাকে প্রবেশ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—সুমন্ত্র! এখনই আমি আসিতেছি, পুনরায় আমায় আহ্বান করিতেছেন, কারণ কি? আমায় বিশেষ করিয়া বল। সুমন্ত্র কহিল,—রাজকুমার! মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, আপনার যেরূপ অভিরুচি আদেশ করুন।

অনন্তর রাম, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তৎক্ষণাৎ রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। মহারাজও রাম আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে কোন শ্রেয়স্কর উপদেশ প্রদানার্থ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীমান্ রাম গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে দর্শন ও কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন। তখন রাজা প্রণতিপর পুত্রকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন করিয়া আসন গ্রহণের আদেশপূর্ব্বক কহিলেন,—

বৎস ! আমি সুদীর্ঘকাল অভিলাষানুরূপ বিষয়সুখ অনুভব করিয়া এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি অর্থীদিগকে বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান, অধ্যয়ন, অন্নদান ও ভূরি দক্ষিণার সহিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও পৃথিবীতে যাহার তুলনা নাই তাদৃশ তোমার মত পুত্র লাভ করিয়া দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, বিপ্র ও আত্মঋণ এই পঞ্চবিধ ঋণ হইতে সম্পূর্ণই মুক্তি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমায় রাজ্যাভিষেক করা ব্যতিরেকে আমার আর কিছু কর্ত্তব্য নাই। অতএব আমি তোমাকে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছি, তাহা তুমি বিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক পালন কর।

বৎস ! অদ্য সমস্ত প্রজারা রাজ্যপালনভার তোমার হস্তে ন্যস্ত দেখিবার অভিলাষ করিতেছেন। এইজন্য আমি তোমাকেই যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। অপিচ, অদ্য আমি নিদ্রাযোগে কতকগুলি অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, যেন দিবসে ঘোররবে অশনিপাতের সহিত উল্কাপাত হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা বলিতেছেন আমার জন্মনক্ষত্র সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। এইরূপ দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়ই রাজার মৃত্যু, না হয় ঘোর বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব যাবৎকাল আমার চিত্ত বিভ্রম না ঘটে, তাবৎকালের মধ্যেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর। মানুষের বুদ্ধি প্রায়ই চঞ্চল। দৈবজ্ঞেরা কহিতেছেন, অদ্য পুনর্ব্বসুতে চন্দ্রের সঞ্চার হইয়াছে, কল্য অবশ্যই পুষ্যানক্ষত্রে যাইবেন। এইরূপ পুষ্যাযোগই অভিষেকে প্রশস্ত। আমার মন নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে, কল্যই ঐ শুভযোগে

কৈকেয়ীর ক্রোধাগার।

মন্থরা রাজা দশরথ কৈকেয়ী

তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। তুমি অদ্য রাত্রিতে বধূ সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া কুশশয্যায় উপবাস করিয়া থাক। তোমার সুহৃদ্‌গণ যেন বিশেষ সাবধানে অদ্য রাত্রিতে তোমাকে রক্ষা করেন। বৎস! এইরূপ শুভ-কার্য্যেই বহুবিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে বৎস ভরত যাবৎ প্রবাসে আছেন, তাবৎকালের মধ্যেই তোমার অভিষেক-ক্রিয়া যাহাতে নির্ব্বাহ হয় তাহাই আমার অভিমত। তোমার ভ্রাতা ভরত সত্যসত্যই সচ্চরিত্র ও ভ্রাতৃবৎসল, দয়া ধর্ম্ম তাঁহার নিত্য সহচর, তাহাতে আবার তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত, ইহাতে আমার মনে হয়, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি কোন নিকৃষ্ট বৃত্তি যে তাঁহার মনকে কলুষিত করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বৎস! ইহা আমার দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে, বিকারের কারণ উপস্থিত হইলে মানুষের মন নিশ্চয়ই বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। অধিক কি, পরমধার্ম্মিক সাধুদিগেরও চিত্ত রাগদ্বেষাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। অতএব তুমি এক্ষণে যাও, কল্যই তোমার অভিষেক হইবে।

অনন্তর রাম পিতাকে সম্ভাষণ করিয়া স্বগৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় জানকীকে পিতার আজ্ঞা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত স্বীয় বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু সীতাকে দেখিতে না পাইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মাতার অন্তঃ-পুরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার মাতা তাঁহারই নিমিত্ত রাজ্যলক্ষ্মী কামনা করিয়া পট্ট-বস্ত্র পরিধান ও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দেবালয়ে দেবতার আরা-ধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বেই প্রিয় রামাভিষেক

শ্রবণ করিয়া সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, দেবী কৌশল্যা ঐ প্রিয় সংবাদ পাইয়া সীতাকেও তথায় আনাইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই মাতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, মাতা তৎকালে নিমীলিতলোচনে প্রাণায়ামপূর্ব্বক পুরাণপুরুষ জনার্দ্দনকে ধ্যান করিতেছেন।

রাম তাদৃশ নিয়মাবলম্বিনী মাতার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিবাদন ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়া কহিলেন,—জননি! পিতা আমাকে প্রজাপালন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, কল্য আমার অভিষেক হইবে এইরূপ আজ্ঞাও করিয়াছেন। অদ্য রজনীতে সীতা আমার সহিত উপবাস করিয়া থাকিবেন। উপাধ্যায়গণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, পিতা আমাকে সেই কথা বলিয়া দিলেন। অতএব কল্য যে কিছু অভিষেকোপযোগী মঙ্গল কার্য্য জানকীকে করিতে হইবে, আপনি অদ্যই তাহার আয়োজন করিয়া রাখুন।

দেবী কৌশল্যা রামের মুখে চিরকালের প্রার্থনা সফল হইল শুনিয়া হর্ষগদ্‌গদবাক্যে কহিলেন,—বৎস রাম! তুমি চিরজীবী হও; তোমার শত্রুকুল বিনষ্ট হউক। তুমি রাজশ্রী লাভ করিয়া আমার ও সুমিত্রার আত্মীয়গণের আনন্দবর্দ্ধন কর। বৎস! আমি কি শুভক্ষণেই তোমায় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, তাই তুমি নিজ গুণে মহারাজকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছ; আজ আমার আহ্লাদের সীমা নাই। আমি কামনা বিবর্জ্জিত হইয়া কমললোচন বিষ্ণুর প্রীতিমাত্র প্রার্থনা করিয়া যে ব্রত ও উপবাসাদি করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইল। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজলক্ষ্মী তোমাকেই আশ্রয় করিবেন।

এই সময়ে লক্ষ্মণ বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে মাতৃসন্নিধানে উপবিষ্ট ছিলেন, রাম তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! তোমাকেও আমার সহিত এই বসুন্ধরার ভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা, এই রাজশ্রী তোমাকেও আশ্রয় করিয়াছেন। বৎস! তুমি এক্ষণে অভিলষিত ভোগ্য ও রাজ্য ফল উপভোগ কর। বৎস! আমার জীবন ও রাজ্য কেবল তোমারই জন্য। রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া মাতৃদ্বয়কে প্রণাম ও তাঁহাদের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সীতার সহিত স্বভবনে গমন করিলেন।

পঞ্চম সর্গ

—oo—

মহারাজ দশরথ পরদিবসে অভিষেক হইবে রামকে এইরূপ আদেশ করিয়া পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন,—তপোধন! অদ্য বিঘ্নশান্তি ও রাজ্যলাভের নিমিত্ত বধূর সহিত রামকে উপবাস করাইয়া আসুন। মন্ত্রবিৎ ঋষিদিগের অগ্রগণ্য ভগবান্ বশিষ্ঠ নৃপতিকে 'তথাস্তু' বলিয়া রামকে উপবাস করাইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণোচিত রথে আরোহণপূর্ব্বক রাজকুমারের আবা-সাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি সেই শুভ্র অভ্রখণ্ডের ন্যায় রামভবনে উপস্থিত হইয়া সেই রথের সহিত তিনটী প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলেন। রামও সমাগত সম্মানার্হ মহর্ষির সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সত্বরগতিতে গৃহ হইতে

নিক্রান্ত হইলেন এবং রথ সমীপে উপস্থিত হইয়া সাদরে তাঁহার করগ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করাইলেন।

অনন্তর পুরোহিত বশিষ্ঠ বিনয়াবনত প্রিয়পাত্র রামকে সম্ভাষণ ও প্রিয়বচন দ্বারা তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া কহিলেন,—রাম! তোমার পিতা রাজা দশরথ তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছেন, সেই জন্য তুমি রাজ্য অধিকার করিবে। তুমি অদ্য সীতার সহিত উপবাস করিয়া থাক। কল্য প্রভাতে যযাতিকে নহুষের ন্যায় মহারাজ দশরথ তোমাকে অতি প্রীতি সহকারে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। এই কথা বলিয়া বিশুদ্ধচরিত মহর্ষি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক রামকে বৈদেহীর সহিত উপবাসের সঙ্কল্প করাইলেন। অনন্তর রাজগুরু বশিষ্ঠদেব রামকর্ত্তৃক যথোপচারে অর্চ্চিত হইয়া তাহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে নির্গত হইলেন। রামও প্রিয়ভাষী সুহৃদ্গণের সহিত কিয়ৎক্ষণ কালযাপন করিয়া তাঁহাদেরই অনুজ্ঞানুসারে গৃহ প্রবেশ করিলেন। তৎকালে রাম-ভবন প্রফুল্লচিত্ত নরনারীগণে সমাকীর্ণ হইয়া প্রফুল্ল কমলকুলাকুলিত প্রমত্ত-বিহগগণ-কুজিত পদ্মাকরের ন্যায় এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

এ দিকে বশিষ্ঠদেব, রাজকুমার রামের রাজভবনসদৃশ আবাস গৃহ হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, রাজমার্গে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। রামাভিষেক দর্শনার্থ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অযোধ্যাবাসী সমস্ত লোক দলে দলে নির্গত হইয়া রাজমার্গ সমুদায় বিষম সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে; পথে তিলার্দ্ধ মাত্র স্থান নাই। সেই জনসঙ্ঘর্ষে রাজমার্গে উত্তাল তরঙ্গ

সমুদ্রের ন্যায় তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ঐ দিবস সমস্ত পথ জলসিক্ত ও পরিষ্কৃত, তোরণদ্বার সমুদায় বনমালায় সুশোভিত, অযোধ্যায় প্রতিগৃহেই ধ্বজাসমুদায় উচ্ছ্রিত হইয়াছে। অযোধ্যাবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমোদে বিহ্বল হইয়া রামাভিষেক দর্শনার্থে সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিতেছে। ফলতঃ সে রাত্রিতে সকলেই প্রজাগণের অভ্যুদয় নিদান ও আনন্দবর্দ্ধন সেই অযোধ্যা-মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিল।

তখন পুরোহিত বশিষ্ঠ এইরূপ রাজমার্গ লোকগহন দেখিয়া সর্ব্বপথব্যাপী জনগণকে এক পার্শ্বে করিয়া ধীরে ধীরে অতিকষ্টে রাজ গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং শুভ্র হিমগিরি সদৃশ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দেবেন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির ন্যায় নরেন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তপোধন! আমার অভিমত কার্য্য কি সমাধা করিয়া আসিলেন? মহর্ষি কহিলেন,—রাজন্! আপনার সমুদায় কার্য্যই সম্পাদন করিয়া আসিলাম। এই সময়ে সমস্ত সভাসদগণও মহর্ষির সংবর্দ্ধনার্থ উত্থিত হইয়াছিলেন। তখন মহারাজ দশরথ গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোককে বিদায় দিয়া গিরিগুহায় সিংহের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তৎকালে সুধাংশু যেমন তারকারাজি-বিরাজিত নভোমণ্ডলকে সমুজ্জ্বল করে, তদ্রূপ মহীপতি দশরথ সেই উজ্জ্বল বেশভূষায় বিভূষিত প্রমদা-জনপূর্ণ অমরাবতীতুল্য অন্তঃপুরকে সুশোভিত করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

—০০—

এ দিকে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ তথা হইতে গমন করিলে, রাম স্নাত ও সংযতচিত্ত হইয়া বিশালাক্ষী পত্নী জানকীর সহিত ভগবান্ নারায়ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নমস্কার পূর্ব্বক হবিঃপাত্র গ্রহণ করিয়া নারায়ণ উদ্দেশে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। আহুতি প্রদান শেষ হইলে হুতাবশিষ্ঠ হবি ভক্ষণ পূর্ব্বক নারায়ণের ধ্যান এবং তাঁহার নিকট আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনা করিয়া মৌনভাবে সেই বিষ্ণু মন্দিরের মধ্যেই বিদেহ নন্দিনীর সহিত কুশশয্যায় শয়ন করিলেন। রাত্রি এক প্রহর মাত্র অবশিষ্ঠ থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া অধিকৃত লোকদিগকে সম্যক্ প্রকারে গৃহসজ্জার আদেশ করিলেন। ইত্যবসরে সূতমাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ প্রভাতসূচক শ্রুতিসুখকর স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। তখন রাম প্রাতঃ সন্ধ্যা সমাপন করিয়া গায়ত্রী জপ করিলেন। অতঃপর তিনি পট্ট বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভক্তিভাবে মধুসূদনের স্তুতিপাঠ ও প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তাঁহাদের সেই মধুর গম্ভীর পুণ্যাহঘোষ তূর্য্যঘোষের সহিত অনুনাদিত হইয়া অযোধ্যাকে পূর্ণ করিয়া তুলিল। অযোধ্যাবাসী লোকেরা জানকীর সহিত রাম উপবাস করিয়া আছেন শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর পুরবাসিবর্গ রজনী প্রভাত হইল দেখিয়া রামের অভিসেক উপলক্ষে পুরীর শোভা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল।

শুভ্র-গিরিশিখর সদৃশ দেবমন্দির, চতুষ্পথ, রথ্যা চৈত্য, অট্টালিকা, নানা পণ্যপরিপূর্ণ বণিক্‌গণের আপণশ্রেণী, সুদৃশ্য সুসমৃদ্ধ লোকনিবাস, সমস্ত সভা ও অত্যুচ্চ পাদপসমূহে ধ্বজা পতাকা সকল উড্ডীন হইল। তত্রত্য লোকসমুদায় নটনর্ত্তক ও গায়কদিগের হৃদয়হারী ও শ্রুতি সুখকর নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিল। সকলে পরস্পর মিলিত হইয়া গৃহে ও চত্বরে রামাভিষেকের কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। বালকেরাও গৃহদ্বারে দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে অভিষেকের কথা কহিতে লাগিল। রমণীয় রাজপথসমুদায় পুষ্পমালায় সুশোভিত ও ধূপগন্ধে আমোদিত করিল। রাজ্যাভিষেকের পর গজস্কন্ধে আরোহণ করিয়া রাম নগরভ্রমণে নির্গত হইলে তৎপূর্ব্বেই যদি রাত্রি উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় সকলে পথের উভয় পার্শ্বে আলোক প্রদানের কামনায় নানাশাখা-সমন্বিত বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভসকল স্থাপিত করিল। এইরূপ সমস্ত নগর সুসজ্জিত করিয়া রামের অভিষেকদর্শনোৎসুক পৌরবর্গ সভাস্থলে ও প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়া মহারাজ দশরথের প্রশংসাবাদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল,—অহো! এই ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রাজা দশরথ কি মহাত্মা, ইনি আপনার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া রামকে রাজ্যভার প্রদান করিতেছেন, এই লোকচরিতাভিজ্ঞ রাম মহীপতি হইয়া চিরদিনের জন্য যখন আমাদের রক্ষাকর্ত্তা হইবেন, তখন ঈশ্বর আমাদের প্রতি নিতান্তই অনুকূল বলিতে হইবে। রাম বিনীত, বিদ্বান্‌, ধর্ম্মাত্মা ও ভ্রাতৃবৎসল। ইনি ভ্রাতৃগণের উপর যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করেন, আমাদের প্রতিও সেইরূপ। এক্ষণে

আমাদিগের ধর্ম্মপরায়ণ রাজা দশরথ চিরজীবী হউন ; আমরা ইহাঁরই প্রসাদে রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে পাইব। পৌরবর্গের এই সমস্ত কথা নানাদিগ্‌দেশে প্রচারিত হইল, তখন জনপদবাসীরা রামের অভিষেক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার মানসে অযোধ্যায় উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ বিদেশীয় লোকে রামের পুরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে প্রবেশার্থী জনগণের কোলাহল পর্ব্বদিবসে উত্তাল—তরঙ্গ সাগরের ঘোর রব বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ইন্দ্রের অমরাবতীসদৃশী অযোধ্যা, রামাভিষেকদর্শনার্থী সমাগত জনপদবাসীর কোলাহলে আকুল হইয়া সমুদ্রস্থিত ভীষণ জলজন্তুদ্বারা আলোড়িত মহাসাগরের জলরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সপ্তম সর্গ।

—oo—

রাজমহিষী কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্নী এক কিঙ্করী ছিল। এই মন্থরা পূর্ব্বে মাতৃকুলের দাসী ছিল। কৈকেয়ী তাহাকে মাতৃকুল হইতে আনিয়া সর্ব্বদা আপনার নিকটে রাখিতেন ও প্রতিপালন করিতেন। ইহার মাতা পিতা, কি জন্মস্থান, কেহই জানিত না। কিঙ্করী মন্থরা সেই দিন তুমুল জন-কোলাহল শুনিয়া যদৃচ্ছাক্রমে শশাঙ্কধবল প্রাসাদের উপর আরোহণ করিল। সেই প্রাসাদ হইতে দেখিল,—অযোধ্যায় সর্ব্বত্র উত্তমোত্তম ধ্বজপতাকা সকল পরম শোভা

ধারণ করিয়াছে। রাজধানীর কোন স্থানে নিম্নোন্নত পথ, কোন কোন স্থলে স্বচ্ছন্দ প্রবেশ নির্গমের জন্য প্রাচীরাদি ভঙ্গ দ্বারা বিস্তৃত পথ প্রস্তুত হইয়াছে। সমস্ত রাজপথ চন্দন-জলে সিক্ত এবং উহার সর্ব্বত্র কমলদল প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সকলেই অভ্যঙ্গস্নান করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছে; ব্রাহ্মণগণ রামকে উপহার প্রদানার্থ মাল্য, মোদক প্রভৃতি মঙ্গল দ্রব্য হস্তে করিয়া কোলাহল করিতেছে। দেবালয়ের দ্বার সমুদায় সুধা চন্দনাদি লেপনে শুক্লীকৃত হইয়াছে। বাদ্যধ্বনিতে সর্ব্বস্থান প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সকলেই আমোদে উন্মত্ত, বেদধ্বনিতে নগর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ; এমন কি, নগরস্থ হস্তী, অশ্ব, গো, বৃষ পর্য্যন্ত হর্ষরব পরিত্যাগ করিতেছে।

পরিচারিকা মন্থরা অযোধ্যাকে এইরূপ মহোৎসবে পূর্ণ দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইল। অনন্তর অবিদূরে শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে এক ধাত্রী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিয়া মন্থরা জিজ্ঞাসা করিল,—ধাত্রি! রামমাতা কৌশল্যা ব্যয়কুণ্ঠ হইয়াও কি কারণে মহা আনন্দে ধনদান করিতেছেন? আর এই সমস্ত লোকই বা কি কারণে এত অতিমাত্রায় হর্ষ প্রকাশ করিতেছে? আজ মহীপালই বা হৃষ্টান্তঃকরণে কি কাজ করিবেন? তখন ধাত্রী আনন্দের আবেশে বিদীর্ণ হইয়াই যেন কহিল,—মন্থরে! আমাদের কৌশল্যানন্দন রামের রাজ্যলক্ষ্মী উপস্থিত, কল্য পুষ্যানক্ষত্রে মহারাজ সুশীল রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন।

দুষ্টপ্রকৃতি মন্থরা ধাত্রীমুখে এই কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধে

প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ কৈলাস-শিখর-সদৃশ সেই প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইল। তৎকালে কৈকেয়ী শয়ন গৃহে নিদ্রা যাইতে ছিলেন, বিষম-ক্রোধ-পরতন্ত্রা পাপদর্শিনী কুব্জা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল,—মূঢ়ে! গাত্রোত্থান কর, কি বৃথা শয়ন করিয়া রহিয়াছ, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তুমি যে ভীষণ দুঃখ স্রোতে পড়িলে তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি মনে করিতে, 'আমার স্বামী মহারাজ আমাতে অনুরক্ত, আমারই আজ্ঞাবহ,' এ সকল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। তুমি কেবল বৃথা সৌভাগ্য গর্ব্বে স্ফীত হও, গ্রীষ্মকালীন নদীস্রোতের ন্যায় তোমার সৌভাগ্য নিতান্ত চঞ্চল।

পাপদর্শিনী কুব্জা ক্রোধভরে এইরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, কৈকেয়ী বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মন্থরে! আমার কি কোন অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে? তোমাকে নিতান্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণবদন দেখিতেছি কেন? বচনচতুরা মন্থরা কৈকেয়ীর যথার্থই হিতৈষিণী ছিল, সে তখন তাঁহার এই মধুর-বাক্য শ্রবণে অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত বিষাদের ভাব প্রদর্শন ও কৈকেয়ীর হৃদয়ে বিষাদ ও রামের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ রোষাবেশে কহিতে লাগিল;—দেবি! তোমার সৌভাগ্য বিনাশের অপ্রতিবিধেয় কারণ উপস্থিত হইয়াছে। মহারাজ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। এই কথা শুনিয়া আমি দুঃখ শোকে ব্যাকুল হইয়া গভীর ভয়ে নিমগ্ন হইয়াছি, অধিক কি, হুতাশনে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। আমি কেবল তোমার হিতার্থই এখানে আসিলাম। তুমি নিশ্চয় জানিবে, তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ, তোমার

সুখেই আমার সুখ, তোমার উন্নতিতেই আমার উন্নতি। দেবি! তুমি নরাধিপতির কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অদ্বিতীয় মহীপতির তুমি মহিষী হইয়া রাজধর্ম্মের কঠোরতা তুমি বুঝিলে না। তোমার স্বামী মুখে ধর্ম্ম কথা কহেন, কিন্তু অন্তরে তিনি শঠ। তিনি মুখে মধুরভাষী, কিন্তু তাঁহার হৃদয় যার পর-নাই ক্রূর, তুমি তাঁহাকে শুদ্ধভাব বলিয়াই জান, সেইজন্যই প্রতারিত হইলে। অদ্য হয় ত রাজা উপস্থিত হইয়া তোমাকে বৃথা দুই চারিটী মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া কৌশল্যাকেই সর্ব্বস্ব দান করি-বেন। দুষ্টবুদ্ধি রাজা তোমার ভরতকে মাতুলালয়ে নির্ব্বাসিত করিয়া এক্ষণে রামকে নির্ব্বিবাদে পৈতৃক রাজ্যে স্থাপন করি-বেন। তুমি যেই নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই আপনার হিত কামনা করিয়া পতিব্যপদেশে ভুজঙ্গের ন্যায় বিষম শত্রুকে পোষণ ও অঙ্গে ধারণ করিয়াছ। যেমন, কোন শত্রু বা সর্পকে উপেক্ষা করিলে মানুষের যাদৃশী দশা উপস্থিত হয়, আজ রাজা দশরথ হইতে তোমার ও তোমার পুত্র ভরতের সেই অবস্থা ঘটিল। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই খল প্রকৃতি রাজা তোমাকে বৃথা সান্ত্বনা দ্বারা মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন! এখন রামকে রাজ্য দান করিয়া সপরিবারে তোমায় বিনাশ করিতেছেন। এখনও সময় আছে, যাহা তোমার হিতকর হয়, তাহাই অবিলম্বে সম্পাদন করিতে চেষ্টা কর। তুমি আপনাকে, আমাকে ও পুত্র ভরতকে এই বিপত্তি হইতে রক্ষা কর। শুভাননা কৈকেয়ী মন্থরার বাক্য শুনিয়া সহসা রামের অভিষেকবার্ত্তা শ্রবণে হর্ষ-নির্ভর-হৃদয়ে শরৎকালীন শশিকলার ন্যায় হাস্যমুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং রামের রাজ্যাভিষেক রূপ শুভসংবাদ

পাইয়া অতীব সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কুব্জাকে উৎকৃষ্ট দিব্য কণ্ঠাভরণ প্রদান করিলেন। প্রমদোত্তমা কৈকেয়ী মন্থরাকে আভরণ প্রদান করিয়া প্রফুল্লবদনে তাহাকে কহি-লেন,—মন্থরে! তুমি আমাকে কি প্রিয় সংবাদই শুনাইলে, ইহার অনুরূপ তোমাকে আর কি প্রদান করিব? আমি রাম ও ভরতে কিছুই বিশেষ দেখিতে পাই না। অতএব মহা-রাজ যে রামকে রাজ্যদান করিবেন, তাহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

রামের এই রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা প্রিয় সংবাদ আর আমার কিছুই নাই। আজ তুমিই আমাকে অমৃততুল্য এই প্রিয় সমাচার প্রদান করিলে, এক্ষণে তুমি কি প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহাই দান করিব।

অষ্টম সর্গ।

অনন্তর দুষ্টমতি মন্থরা কৈকেয়ীর বাক্যে কোপ দুঃখে অভিভূত হইয়া সেই পারিতোষিক দিব্য আভরণ দূরে নিক্ষেপ করিল এবং তাহার প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া কহিতে লাগিল,-- মূঢ়ে! তুমি এ সময়ে হর্ষপ্রকাশ করিতেছ কেন? তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, তুমি আপনাকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইতেছ। তোমার ভাব দেখিয়া হাসিও পায় দুঃখও ধরে। তুমি ঘোর বিপদে পড়িয়া কোথায়

শোক করিবে; না তোমার আনন্দের আর সীমা নাই। তোমার এই দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া আমি নিতান্ত শোকাকুলা হই-তেছি, কোন্ বুদ্ধিমতী নারী ঘোর শত্রু সপত্নী পুত্রের অভ্যুদয় দেখিয়া আহ্লাদে পুলকিতা হয়? উহা ত মৃত্যুরই রূপান্তর, তাহা ভাবিয়াই আমার এত দুঃখ। দেখ, রাজ্য সকল ভ্রাতা-রই সাধারণ ভোগ্য, অতএব ভরত হইতে রামের ভয় সম্ভা-বনা। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ভীত ব্যক্তিই আবার ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। মহাবাহু লক্ষ্মণ রামের সর্ব্বথা অনুগত, সুতরাং লক্ষ্মণ হইতে রামের কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আবার লক্ষ্মণের ন্যায় শত্রুঘ্নও ভরতের নিতান্ত আশ্রিত, অতএব শত্রুঘ্ন হইতেও রামের পৃথকভয়ের প্রসঙ্গ নাই। দেবি! জন্মক্রমের ঘনিষ্ঠত্ব নিবন্ধন ভরতেরই রাজ্য আক্রমণ সম্ভব, কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের রাজ্যবিষয়ে অধিকার সুদূর পরাহত। রাম সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্বান্, ক্ষত্রিয়ো-চিত সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে অভিজ্ঞ, বিশেষতঃ সময়োচিত কর্ত্তব্য-বিষয়ে ক্ষিপ্রকারী, সে যে ভবিষ্যতে তোমার পুত্র ভরতের অনর্থ ঘটাইবে, তাহা ভাবিয়া আমি কম্পিত হইতেছি। দেবী কৌশল্যা যথার্থই ভাগ্যবতী, তাঁহার পুত্র রামকে কল্য পুষ্যা-নক্ষত্র যোগে ব্রাহ্মণগণ যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। তাহা হইলেই রাজ্য কৌশল্যার, তিনি মনের আনন্দে থাকি-বেন, সুতরাং যশ-প্রতিপত্তি তাঁহারই, শত্রু সমুদায় দূর হইল, তুমি দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যার অনুবৃত্তি করিবে। এইরূপে আমাদের সহিত তোমাকে তাঁহার দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে। তোমার পুত্র ভরতও রামের দাসত্ব লাভ

করিবে। রামপত্নী জানকী সহচরীবর্গের সহিত পরমানন্দ ভোগ করিবে। ভরতের প্রভাব ক্ষয় হইল দেখিয়া তোমার পুত্রবধূরা মনের দুঃখে অতি কষ্টে কালযাপন করিবে।

মন্থরা রামের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ এইরূপ বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছে দেখিয়া, পুণ্যশীলা কৈকেয়ী পুনর্ব্বার রামেরই গুণ-প্রশংসা পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন;—মন্থরে! বৎস রাম ধার্ম্মিক, গুণবান্, সুশিক্ষিত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও পবিত্র। বিশেষতঃ রাম রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এই কারণে তাঁহারই ত ন্যায়তঃ রাজ্যে সম্পূর্ণ অধিকার। আয়ুষ্মান্ রাম, পিতার ন্যায় ভ্রাতা ও ভৃত্যবর্গকে পালন করিবেন। কুব্জে! তুমি রামাভিষেক শুনিয়া কেন এত পরিতাপ করিতেছ? ভরতও রামের শতবর্ষ পরে পৈতৃক রাজ্য নিশ্চয়ই পাইবেন। তবে কেন তুমি এই উৎসবের সময় ভাবি কল্যাণের দিনে অন্তর্জ্জালায় দগ্ধ হইতেছ? ভরত আমার যেরূপ স্নেহের পাত্র, রামও আমার সেইরূপ প্রীতিভাজন। এই কারণে রাম কৌশল্যা অপেক্ষাও আমায় অধিক সেবা শুশ্রূষা করেন। রামের রাজ্য হইলে উহা ভরতেরও হইল। রাম আত্মনির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃগণকে মনে করেন।

মন্থরা কৈকেয়ীর বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইল এবং অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল,—কৈকেয়ি! তুমি যাহা শুভ, তাহাতেই অশুভ দর্শন করিতেছ, তুমি মূর্খতা নিবন্ধন আপনাকে যে শোকবিপত্তি-সমাকুল দুস্তর মহার্ণবে নিক্ষেপ করিতেছ, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। এখন রাম রাজা হইবেন, পরে তাঁহার যে পুত্র হইবে, সেও ত

পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিবে। তাহা হইলেই ভরত একে-বারেই রাজবংশ হইতে ভ্রষ্ট হইল। অয়ি ভামিনি! রাজার সকল পুত্রেরাই কিছু রাজ্য পায় না। সকল পুত্রেরা রাজ্য পাইতে হইলে মহান্ অনর্থ ঘটিয়া থাকে। এই জন্য নৃপতি-গণ হয় জ্যেষ্ঠ পুত্রে, না হয় গুণবান্ অন্য পুত্রে রাজ্যতন্ত্র অর্পণ করিয়া থাকেন। ইহাই যখন স্থির আছে, তখন তোমার পুত্র ভরত অনাথের ন্যায় কি রাজবংশ, কি সুখসৌভাগ্য, সর্ব্ববিষয়েই বঞ্চিত হইতেছেন। আমি যে তোমারই মঙ্গলের নিমিত্তে তোমার কাছে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা তুমি বুঝিলে না, প্রত্যুত সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতে আমার পুরস্কার দিতেও উদ্যত হইলে। তুমি নিশ্চয়ই জানিবে, রাম নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়া হয় ভরতকে নির্ব্বাসিত করিবেন, না হয়, একেবারেই লোকান্তর প্রেরণ করিবেন। ভরত বালক, তুমিই তাহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইলে। ভরত নিকটে থাকিলে মহারাজ কখনই তাহাকে বঞ্চনা করিতে পারিতেন না। দেখ, সন্নিকর্ষবশতঃ তৃণ, গুল্ম, লতা ও বৃক্ষাদিরও পরস্পর আলিঙ্গন ঘটিয়া থাকে। ভরতের নিতান্ত অনুগত শত্রুঘ্নও এ সময়ে তাঁহার সহিত চলিয়া গিয়াছেন; তিনি থাকিলেও ইহার কথঞ্চিত প্রতীকার হইতে পারিত। শুনিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন বনজীবী কোন বৃক্ষকে ছেদন করিতে বাসনা করে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে কণ্টকময় ক্ষুদ্র গুল্মাদিও তাহাকে রক্ষা করে। রাম ও লক্ষ্মণ ইহাঁরা পরস্পর পর-স্পরকে রক্ষা করিতেছেন। অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় ইহাঁ-দের সৌভ্রাত্র ত্রিলোক বিশ্রুত। অতএব রাম, লক্ষ্মণের

কিঞ্চিন্মাত্র অনিষ্ট করিবেন না। রাম যে ভরতের বধ সাধন করিবেন তাহাতে আর সংশয় কি ? অতএব রাজকুমার ভরত সেই মাতুল রাজভবন হইতে বন প্রস্থান করুন, ইহাই আমার প্রীতিকর। ইহাতে তোমার ও তোমার পরিবার-বর্গেরিও মঙ্গল হইবে। কারণ প্রাণনাশ অপেক্ষা জীবিত থাকিয়া বনবাসও কথঞ্চিৎ শ্রেয়স্কর। ভরত যদি পৈতৃক রাজ্য লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আর কথা কি ; নচেৎ চির দুঃখ ইহা স্থির। তোমার বালক ভরত চিরসুখে পালিত হইয়াছেন, এখন তিনি রামের সহজ রিপু। রাম রাজা হইয়া পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইবেন; ভরত অর্থহীন হইয়া কিরূপে তাঁহার বশে থাকিয়া জীবনযাপন করিবেন। অতএব হে দেবি! অরণ্যে সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত গজযূথপতির ন্যায় ভরতকে এই পরাভব হইতে পরিত্রাণ কর। তুমি পূর্ব্বে স্বামিসৌভাগ্যে গর্ব্বিত, হইয়া সপত্নী রামমাতা কৌশল্যাকে অবজ্ঞা করিয়াছ, এখন কেন তিনি বৈর নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত না হইবেন !

অয়িবিলাসিনি ! রাম যখন এই রত্নাকরপরিবৃত প্রভূত শৈল সমাকীর্ণ পৃথিবীর একাধীশ্বর হইবেন, তখন তুমি প্রিয় পুত্র ভরতের সহিত নিশ্চয়ই পরাভব প্রাপ্ত হইবে। অতএব কি উপায়ে তোমার পুত্রের রাজ্য প্রাপ্তি, কি উপায়েই বা রামের বনবাস হয়, তাহাই অবধারণ কর।

নবম সর্গ।

—০০—

রাজ মহিষী কৈকেয়ী মন্থরার এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন এবং দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্থরাকে কহিলেন,—মন্থরে! অদ্যই আমি এখান হইতে রামকে বন প্রেরণ করিতেছি এবং আজিই আমি ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি, কিন্তু কি উপায়ে উহা সম্পাদন করিতে পারিব তাহা তুমি ভাবিয়া দেখ।

তখন অসাধুদর্শিনী মন্থরা রামের রাজ্যাভিষেকে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া কৈকেয়ীকে কহিল,—দেবি! কেবল তোমার পুত্র ভরতই যাহাতে রাজ্যাধিকার করিতে পারেন তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং তুমিও এখন উহা সঙ্গত কি না বিচার করিয়া দেখ। কৈকেয়ি! তোমার কি কিছুই মনে হইতেছে না, যাহা তুমি অনেকবার আমার কাছে বলিয়াছ, অথবা আমার মুখ হইতে শুনিবার নিমিত্তই গোপন করিতেছ। যদি তাহাই তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কর।

কৈকেয়ী মন্থরার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোহর আস্তরণাবৃত শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, মন্থরে! তুমি বল, কি উপায়ে রাজ্য রামের না হইয়া কেবল আমার ভরতেরই হইবে। দুর্ম্মতি মন্থরা কহিল,—দেবি! দক্ষিণ দিকে দণ্ডকারণ্য নামে যে প্রদেশ আছে, তথায় বৈজয়ন্ত নামক নগরে তিমিধ্বজ নামা এক মায়াবী অসুর বাস

করিত। ইহারই সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ দেবাসুর যুদ্ধে তোমার স্বামী মহারাজ তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজর্ষিদিগের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। ঐ ভীষণ সংগ্রামে সৈনিক পুরুষেরা অসুরাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রাত্রিতে যুদ্ধ শ্রান্তিবশতঃ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইত। ঐ সময়ে রাক্ষসেরা বলপূর্ব্বক উহাদিগকে লইয়া গিয়া বিনাশ করিত। তৎকালে মহারাজ দশরথ তাহাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে মহাবল রাজা অসুরাস্ত্রে বিদ্ধ ও হতচেতন হইয়া পড়েন। দেবি! তখন তুমি সংগ্রাম স্থল হইতে তাঁহাকে দূরে অপসারিত করিয়া রক্ষা কর, সেই স্থানেও দূরপাতি অসুরাস্ত্রবর্ষণে তোমার স্বামীর শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে তুমি আরও দূরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলে। তখন মহারাজ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময় তুমি উহা না লইয়া কহিয়াছিলে,—নাথ! আমার যখন ইচ্ছা হইবে তখন উহা গ্রহণ করিব। মহাত্মা তোমার স্বামীও "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করেন। হে দেবি! এ কথা আমি পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না, তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে। কেবল তোমারই উপর স্নেহ আছে বলিয়া এ কথা আমি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে তুমি সেই বর প্রভাবে মহারাজকে রামের রাজ্যাভিষেক হইতে নিবৃত্ত কর। তুমি সেই দুইটী বর এইরূপে প্রার্থনা কর যে, এক বরে ভরতের অভিষেক, অন্য বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর

বনবাস। রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে পাঠাইলে তোমার পুত্র ভরত এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রজাদিগের হৃদয়ে অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়া রাজ্যে অটল হইয়া থাকিতে পারিবেন। তুমি এখনই মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া অনাস্তৃত ভূমিতলে ক্রোধভরে শয়ন করিয়া থাক। রাজাকে সন্নিহিত দেখিলে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিবে না, কথার ত কথাই নাই। কেবল ভূমিতে পড়িয়া শোকাকুলাশ্রুনয়নে রোদন করিতে থাকিবে। তুমি যে তোমার স্বামীর অতীব প্রিয়া, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

মহারাজ তোমার জন্য হুতাশনেও প্রবেশ করিতে পারেন। তোমার ক্রোধ উৎপাদন করা দূরে থাকুক, তোমাকে ক্রুদ্ধ দেখিতেও তিনি সমর্থ নহেন। তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। অতএব মহীপতি তোমার বাক্য অতিক্রম করিতে কখনই সাহসী হইবেন না। তিনি যে তোমার কথা শুনিবেন না তাহা তুমি মনেও ধারণা করিবে না। এক্ষণে তুমি তোমার সৌভাগ্যবল স্বয়ংই বুঝিয়া দেখ। এই স্থানে তোমাকে আরও একটা কথা বলিয়া রাখি, যদি মহারাজ তোমার ক্রোধ শান্তির জন্য মণি, মুক্তা, সুবর্ণ ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিতে চাহেন, দেখিও যেন তাহাতে তোমার মন আর্দ্র না হয়। হে মহাভাগে! মহারাজ দেবাসুর যুদ্ধে তোমাকে যে দুইটী বর দিয়াছিলেন, কেবল তাহাই তুমি স্মরণ করিয়া দিবে। দেখিও যেন তোমার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইও না। যখন তিনি তোমাকে স্বয়ং উঠাইয়া বর প্রদান করিতে স্বীকার করিবেন, তখন তুমি মহারাজকে শপথ

দ্বারা সত্য বদ্ধ করাইয়া পশ্চাৎ অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা করিবে বলিবে, রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বন প্রবাসন করুন ও ভরত পৃথিবীতে রাজ্যভার গ্রহণ করুন। দেবি! এইরূপে রাম নির্ব্বাসিত হইলে তোমার পুত্র ভরতের সর্ব্বাভিলাষই পূর্ণ হইবে। ভরত রাজ্যে বদ্ধমূল হইয়া প্রকৃতিবর্গেরও অনুরাগ-ভাজন হইবেন। পক্ষান্তরে রাম নির্ব্বাসিত হইলে তাঁহার উপর প্রজাগণের আর অনুরাগ থাকিবে না; ভরত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে পারিবেন। অতঃপর রাম যে সময়ে বন হইতে প্রত্যাগমন করিবেন, এতাবৎ কালের মধ্যে সম্যক্ প্রজাপালন বশতঃ সকলেরই অনুরাগ ভাজন হইয়া সুহৃদগণের সহিত প্রকৃতিবর্গের অন্তর্ব্বাহ্যে বদ্ধমূল হইতে পারিবেন। অতএব ইহাই যথার্থ অবসর, তুমি নির্ভয়ে রামের অভিষেক সংকল্প হইতে মহারাজকে নিবৃত্ত কর।

এইরূপে মন্থরা ঘোর অনর্থকে কৈকেয়ী হৃদয়ে অর্থকর বলিয়া বুঝাইয়া দিলে কৈকেয়ী হৃষ্টান্তঃকরণে তাহার বাক্য প্রতিগ্রহ করিলেন। বালবৎসা বড়বা যেমন স্বীয় ক্ষুদ্র শাবকের জন্য উৎপথে ধাবমান হয় সেইরূপ কৈকেয়ী মন্থরার প্রবর্ত্তনায় সৎপথ ভ্রমে বিপথে গমন করিলেন এবং নিতান্ত বিস্ময় সহকারে কহিলেন,—অয়ি কুশলবাদিনি! তুমি যে এত বুদ্ধি ধর তাহা আমি জানিতাম না। এই পৃথিবীতে যত কুব্জা আছে, তাহার মধ্যে তুমিই বুদ্ধি নিশ্চয় বিষয়ে সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমি নিয়ত আমার হিতৈষিণী এবং আমার শুভসাধনে সতত উদ্‌যুক্ত আছ। কুব্জে! আমি মহারাজের এই দুরভিসন্ধির বিষয় অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। মন্থরে! এই পৃথিবীতে

তুমি ভিন্ন বিকৃতাকার, বক্র ও অপ্রিয় দর্শন বহুতর কুব্জা আছে, কিন্তু তুমি বাতভগ্না নলিনীর ন্যায় প্রিয়দর্শনা। তোমার বক্ষস্থল স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উন্নত পার্শ্বদেশে অবনত! বক্ষস্থ-লের অধোভাগে সুন্দর নাভিবিশিষ্ট উদর লজ্জিতের ন্যায় অবনত। তোমার স্তন যুগল অতিশয় স্থূল। তোমার বিস্তৃত পরিষ্কৃত জঘন দেশ কাঞ্চীদামে বিভূষিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। মুখমণ্ডল নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় বিরাজ-মান, তোমার উরুযুগল সর্ব্বলোক-প্রশংসনীয়, তোমার চরণ দুইটী কেমন আয়ত। মন্থরে! তুমি যখন ক্ষৌমবসন পরিধান করিয়া আমার অগ্রে অগ্রে গমন কর, তৎকালে রাজহংসীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া থাক। অসুরাধিপতি সম্বরের যে সহস্র মায়া ছিল, তৎসমুদায় এবং তদ্ভিন্নও সহস্র সহস্র মায়া তোমার হৃদয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। অয়ি কুব্জে! ঐ যে তোমার রথচক্রের নাভির ন্যায় বিস্তীর্ণ স্থগু (কুজ) আছে, উহা কেবল ঐ সমস্ত মায়ার সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাতে তোমার বিবিধ বুদ্ধি ও রাজনীতি বাস করি-তেছে। সুন্দরি! রঘুনন্দন রামকে বনে দিয়া ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার ঐ স্থগুতে চন্দনে অনুলিপ্ত করিয়া অত্যুত্তম সুবর্ণময় হার পরা-ইয়া দিব। আর তোমার মুখে বিচিত্র সুবর্ণময় সুন্দর তিলক প্রস্তুত করিয়া দিব। তুমি ঐ সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দেবীর ন্যায় বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। তখন তোমার মুখের আর তুলনা থাকিবে না, উহার কাছে চন্দ্রমাও হীনপ্রভ হইয়া পড়িবে। শত্রু মণ্ড-

নীতে গর্ব্বিত হইয়া সকলের প্রাধান্য লাভ করিবে। তুমি যেমন আমার চরণ সেবা করিয়া থাক, সেইরূপ অন্যান্য কুব্জারা সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা তোমারও পরিচর্য্যা করিবে।

কৈকেয়ী বেদিমধ্যগতা অগ্নিশিখার ন্যায় শুভ্র শয্যায় শয়ন করিয়া মন্থরার প্রশংসা করিতে ছিলেন, মন্থরা সেই প্রশংসাবাদ শ্রবণে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া কহিল,—কল্যাণি! সলিল নির্গত হইয়া গেলে সেতু বন্ধন করা বৃথা। এক্ষণে গাত্রোত্থান কর এবং যাহাতে আপনার কল্যাণ হয় তাহারই চেষ্টা দেখ। ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া রাজাকে আপনার মনোভাব প্রদর্শন কর।

মন্থরাকর্ত্তৃক এইরূপে প্রোৎসাহিত হইয়া সৌভাগ্য মদ গর্ব্বিতা বিশালাক্ষী কৈকেয়ী মন্থরার সমভিব্যাহারে ক্রোধাগারে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে মহার্হ মুক্তাহার সমুদায় এবং অন্যান্য আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সেই হেমবর্ণা কৈকেয়ী তথায় ভূমিতলে উপবেশন করিয়া মন্থরাকে কহিলেন,—মন্থরে! হয়, রাম দীর্ঘ কালের জন্য বন প্রস্থান করিলে তুমি আমায় সংবাদ প্রদান করিবে ভরত রাজ্য পাইলেন, না হয় আমি এইস্থানে দেহ ত্যাগ করিলাম ইহা মহারাজের গোচর করিবে। যদি রামই রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তাহা হইলে সুবর্ণ, অর্থ, রত্ন ও অশন বসন প্রভৃতি কোন বস্তুতেই আর আমার প্রয়োজন নাই, এমন কি আমার জীবিত প্রয়োজনও এই পর্য্যন্ত শেষ হইয়া গেল।

অনন্তর কুব্জা রামের অহিতকর এবং ভরতের হিত-

কুব্জা বাক্যে রাজমহিষী কৈকেয়ীকে পুনরায় কহিল,—দেবি! যদি রাম এই রাজ্য লাভ করেন তাহা হইলে পুত্রের সহিত তোমার আর পরিতাপের সীমা থাকিবে না; অতএব হে কল্যাণি! তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে সেইরূপ চেষ্টা কর যাহাতে তোমার ভরতই রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারেন। এইরূপে রাজমহিষী কুব্জার বাক্যবাণে পুনঃপুন অভিহত হইয়া বিস্ময়াবেশে হৃদয়ে হস্তার্পণ পূর্ব্বক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন,—কুব্জে! হয়, আমি এই স্থান হইতে যমালয়ের অতিথি হইয়াছি শুনিয়া মহারাজকে সংবাদ প্রদান করিবে, অথবা রামের চিরদিনের জন্য বনবাস ও ভরত সিদ্ধমনোরথ হইবে। রাম যদি অরণ্যে প্রস্থান না করে তবে আমার শয্যা স্রক্, চন্দন, অঞ্জন, পান ও ভোজন ইহার কিছুতেই স্পৃহা নাই; এমন কি, আমি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিব। ক্রোধপরবশা দেবী কৈকেয়ী এই নিদারুণ বাক্য উচ্চারণ করিয়া আভরণ সমুদায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বর্গভ্রষ্ট কিন্নরীর ন্যায় নিরাবরণ ধরাসনে শয়ন করিলেন। তখন তাঁহার মুখশ্রী উৎকট ক্রোধান্ধকারে আবৃত হইল। এইরূপে বিমনায়মানা নরেন্দ্রপত্নী উত্তম মাল্য-ভূষণ-বিবর্জ্জিত হইয়া অস্তমিত তারকা তামসী নিশার আকাশের ন্যায় এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

দশম সর্গ।

—০০—

পাপীয়সী কুব্জাকর্ত্তৃক বিরুদ্ধ পথে চালিত হইয়া দেবী কৈকেয়ী বিষদিগ্ধবাণ-বিদ্ধা কিন্নরীর ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিলেন। অনন্তর তিনি দীনভাবে নাগকন্যার ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল আপনার সুখের পথ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া মৃদুবচনে মন্থরাকে সমুদায় কহিলেন। তখন পরম হিতকারী সুহৃৎ মন্থরা তাহার অধ্যবসায় সম্যক্ অবগত হইয়া স্বয়ং যেন কৃতকার্য্য হইয়াই পরমানন্দ লাভ করিল। দেবী কৈকেয়ী রোষারুণিতনেত্রে ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া ভূমিতলে শয়ন করিলেন। তদীয় মাল্য ও দিব্য আভরণ গৃহের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ছিল, ঐ সমুদায় বিক্ষিপ্ত মাল্য ও আভরণ নভোমণ্ডলবিকীর্ণ তারকারাজির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি তখন দৃঢ়ভাবে এক বেণী বন্ধন পূর্ব্বক মলিন বসনে অঙ্গ আবরণ করিয়া ক্ষীণ-প্রাণা কিন্নরীর ন্যায় ক্রোধাগারে পতিত রহিলেন।

এ দিকে মহারাজ দশরথ রামাভিষেকের আদেশ প্রদান করিয়া মন্ত্রী ও পুরোহিত প্রভৃতি সভাস্থ সকলের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য রামের রাজ্যাভিষেক হইবে এ সংবাদ কৈকেয়ী হয় ত জানিতে পারেন নাই, এইরূপ মনে করিয়া প্রিয়ার্হা তাঁহাকে এই প্রিয় সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত ধবলজলদাবৃত রাহুযুক্ত আকাশমণ্ডলে নিশাকরের ন্যায় তাঁহার প্রধান কক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন।

দেখিলেন তথায় শুভ্রবর্ণ ময়ূর, ক্রৌঞ্চ ও রাজহংস সমুদায় কলরব করিতেছে। বাদ্য যন্ত্র সংঘোষিত হইতেছে। কুব্জা ও বামনী নারীসকল চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছে। লতামণ্ডপ ও চিত্রগৃহ সমুদায় শোভা পাইতেছে। প্রতি-নিয়ত যাহারা ফল পুষ্প প্রদান করে তাদৃশ বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোক বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। গজদন্ত, রজত ও সুবর্ণময় বেদি ও আসন প্রস্তুত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর দীর্ঘিকা শোভা পাইতেছে। মহারাজ সেই বিবিধ অন্ন, পানীয় ও ভোজ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ এবং মহামূল্য ভূষণযুক্ত সুরপুর তুল্য সুসমৃদ্ধ স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয়ন তলে প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে দেখিতে পাইলেন না। এই সময়ে মহারাজ প্রতিদিনই তাঁহার সহিত সঙ্গত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে কোন দিনই কৈকেয়ী এ সময়ে অন্যত্র থাকিতেন না, রাজাও কখন এইরূপ শূন্য গৃহে প্রবেশ করেন নাই। অদ্য দয়িতা ভার্য্যাকে দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন এবং কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-মূঢ়া কৈকেয়ী, যে স্বপুত্র ভরতের রাজ্যাভি-ষেকের অভিলাষিণী হইয়াছেন ইহাও জানিতে না পারিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে পূর্ব্ববৎ একজন প্রতীহারীকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতীহারী ভীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল,—দেব! দেবী অত্যন্ত ক্রোধপরবশা হইয়া দ্রুতবেগে ক্রোধা-গারে প্রবেশ করিয়াছেন। মহারাজ দশরথ প্রতীহারীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ও বিষণ্ণবদনে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অত্যুত্তম কোমল শয্যায় শয়ন করা যাহার চিরাভ্যস্ত, তিনি

ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয় দুঃখ তাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ মহীপাল প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী তরুণী ভার্য্যা পাপীয়সী কৈকেয়ীকে ছিন্ন মূলা লতার ন্যায়, স্বর্গভ্রষ্টা ভূপতিতা সুরনারীর ন্যায়, পুণ্যক্ষয়ে দেবলোকচ্যুতা কিন্নরী অথবা অপ্সরার ন্যায়, দেবলোক হইতে পরমোহনার্থ আগতা মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায়, বাগুরাবদ্ধা হরিণীর ন্যায় ও বনমধ্যে ব্যাধবাণবিদ্ধা করিণীর ন্যায় ভূতলশায়িনী দেখিয়া স্নেহ বশতঃ বিভ্রান্তচিত্তে তাহার গাত্রে হস্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কামবশাপন্ন রাজা ঐ কমললোচনা কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! কি জন্য তোমার আমার প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমি কিছুই জানিতে পারিতেছি না। দেবি! কে তোমায় অবমাননা ও কেই বা তোমায় নিন্দা করিল? তুমি ধূলির উপর শয়ন করিয়া কেন আমায় অসুখী করিতেছ? নিরপরাধ আমি জীবিত থাকিতে কেন তুমি ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? অয়ি মচ্চিত্তোন্মাদিনি! তুমি কিজন্য ভূতাবিষ্টার ন্যায় ভূপতিত রহিয়াছ? আমার অধিকারে বহুসংখ্যক্ অভিজ্ঞ বৈদ্য আছেন, আমি তাঁহাদিগকে যথেষ্ট অর্থদানে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছি, বল, তোমার কিরূপ ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে; তাঁহারা নিঃসন্দেহ উহার প্রতীকার করিয়া তোমাকে সুখিনী করিতে পারিবেন। অথবা কোন্ ব্যক্তির উপকার করিতে তোমার অভিলাষ জন্মিয়াছে কিংবা কাহারই বা অপকার করিতে বাসনা হইয়াছে? তুমি অপাকট হৃদয়ে বল, আমি অদ্য

কাহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব? আর যদি কেহ তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকে, তবে বল আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিব। তুমি রোদন করিও না, আর আপনার অভিপ্রায় গোপন করিয়া নিরর্থক শরীরে ক্লেশ দিও না। যদি কোন অবধ্যকে বধ করিতে অথবা বধার্হকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা কর, তাহাও আমাকে বল, আমি তোমার অনুরোধে তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি। যদি কোন দরিদ্রকে ধনশালী এবং কোন ধনবান্‌কে দরিদ্র করিতে বাসনা কর তাহাও আমাকে বল। দেখ, আমি ও আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই তোমার বশবর্ত্তী। আমি তোমার কোন অভিলাষই অন্যথা করিতে সাহসী নহি। অধিক কি, নিজের প্রাণ দিয়াও তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি; এখন বল, তোমার মনে কি আছে? আমি যে তোমাতে নিতান্ত অনুরাগী তাহা তুমি বিলক্ষণ জান, অতএব আমা হইতে তোমার কোন বাক্য প্রতিপালিত হইবে কি না সে বিষয় তোমার শঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি আমার সুকৃত দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার যাহাতে প্রীতি হয় আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব। এই বসুন্ধরায় যত দূর পর্য্যন্ত সূর্য্যালোকে প্রকাশমান হয় তৎসমুদায়ই আমার অধীন। দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণা-পথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মাগধ, মৎস্য সমৃদ্ধ কাশী ও কোশল এই সমস্ত দেশে ধন ধান্য পশু প্রভৃতি বহু দ্রব্য আছে সেই সমস্তই আমার। ইহার মধ্যে যাহা কিছু তোমার মনে লয় তাহাই আমার কাছে প্রার্থনা কর। হে ভীরু! বৃথা আয়াসে প্রয়োজন কি? গাত্রোত্থান কর। যদি তোমার কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়া

থাকে, তাহা আমার কাছে বল। অংশুমালী সূর্য্য যেমন স্বীয় কিরণজালে অখিল নীহার বিনষ্ট করিয়া থাকেন আমি সেইরূপ তোমার সমস্ত শঙ্কা অপনয়ন করিব।

একাদশ সর্গ।

—oo—

অনন্তর কৈকেয়ী, কামবশবর্ত্তী মহারাজ দশরথের বাক্যে সম্যক্ আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণা প্রদানার্থ তাঁহার নিতান্ত অপ্রিয় বাক্য কহিতে আরম্ভ করিলেন,—নাথ! কেহ আমাকে অবমাননা করে নাই, তিরস্কারও করে নাই, আমার কোন একটী মনোগত অভিপ্রায় আছে তাহাই আপনাকে সিদ্ধ করিতে হইবে। যদি আপনি আমার সেই মনোরথ পূর্ণ করিতে বাসনা করেন, তবে অগ্রে প্রতিজ্ঞা করুন, তাহা হইলে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিব, নচেৎ কিছুতেই আমার প্রার্থিত প্রকাশ করিব না।

তখন মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া ধরালুণ্ঠিতা প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মস্তক স্বহস্তে উত্তোলন এবং স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া কহিলেন,—অয়ি সৌভাগ্য-মদগর্ব্বিতে! তুমি কি জান না, যে এক মাত্র মনুজশ্রেষ্ঠ রাম ব্যতীত তোমা অপেক্ষা এ জগতে আর কেহই আমার প্রিয় নাই। সেই আমার জীবন স্বরূপ, অজেয়, সকলের শ্রেষ্ঠ। মহাত্মা রঘুবর রামের শপথ করিয়া বলিতেছি, বল তোমার মনে কি অভিলাষ হইয়াছে।

যাহাকে মুহূর্ত্তকাল না দেখিলে আমি জীবন ধারণ করিতে পারি না,—হে কৈকেয়ি! সেই রামের নাম করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। আমি আপনার আত্মা ও অন্যান্য পুত্র অপেক্ষাও যাহাকে অধিক প্রিয় মনে করি, হে কৈকেয়ি! সেই রামের শপথ করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। অয়ি কুশলিনি! আমি বাক্যে যাহা বলিতেছি হৃদয় আমার তদনুরূপ তোমার বচন পালনে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, আর রাম আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক আমায় এই দুঃখ হইতে উদ্ধার কর। তোমার উপর আমার যে অনুরাগ আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমার প্রার্থনাভঙ্গের শঙ্কা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আমি ধর্ম্মপ্রমাণ শপথ করিতেছি, যে তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা আমি অকুণ্ঠিত হৃদয়ে দান করিব।

স্বার্থ-সাধন-তৎপরা কৈকেয়ী রাজা দশরথকে এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দেখিয়া স্বীয় অভীষ্ট-সাধন-বিষয়ে এক প্রকার নিঃসংশয় হইলেন, তখন তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে মনে মনে ভরতের রাজ্যাভিষেক কামনা করিয়া শিরঃ সন্নিহিত কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর ঘোর শত্রুরও অবাচ্য কঠোরবাক্যে কহিতে লাগিলেন।

মহারাজ! আপনি যথাক্রমে শপথ করিয়া আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে আমায় অভীপ্সিত বর প্রদান করিবেন উহা ইন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশকোটি দেবতারা শ্রবণ করুন। চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, গ্রহগণ, দিবা-রাত্রি, দিক্ সমুদয়, পরোক্ষ,

প্রত্যক্ষ, ভুবনদেবতা, গৃহদেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নিশাচর ও অন্যান্য প্রাণি সমুদায়ও আপনার এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হউন। অতঃপর দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—হে দেবগণ! এই সত্যসন্ধ মহাতেজা ধার্ম্মিক সত্যবাদী বিশুদ্ধ-চরিত মহীপতি আমাকে বরদান করিলেন আপনারা শ্রবণ করুন। কৈকেয়ী এইরূপে স্বকীয় মনোরথসিদ্ধির স্থৈর্য্য সম্পাদনার্থ মহাধনুর্দ্ধারী রাজার স্তুতিবাদ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আপনি সেই পূর্ব্বকালের দেবাসুর যুদ্ধের বিষয় একবার স্মরণ করিয়া দেখুন। সেই দেবাসুরের রাত্রিযুদ্ধে শম্বরাসুর আপনার বল বীর্য্যের এরূপ ধ্বংস করিয়াছিল যে প্রাণমাত্র ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। আমি জাগরিত থাকিয়া অতি যত্ন সহকারে আপনার প্রাণরক্ষা করিয়া ছিলাম। এই কারণে আপনি আমাকে দুইটী বর দিতে উদ্যত হইয়া-ছিলেন। হে দেব! সেই বর আমি তৎকালে আপনারই নিকটে ন্যস্তধন স্বরূপ রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে সময় উপস্থিত, আমি সেই বর দুইটী প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ধর্ম্মানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি উহা প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে এই অপমানে এখনই আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী স্বীয় সৌন্দর্য্য গুণে কামমোহিত রাজাকে আপনার বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মৃগ যেমন আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত পাশে বদ্ধ হয়, রাজা দশরথ সেইরূপ না বুঝিয়া প্রতিশ্রুত প্রতিপালন করিব বলিয়া নিজেই মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইলেন। তখন কৈকেয়ী কহিলেন, মহারাজ! আমার প্রার্থনীয় বর দুইটী প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

রাজন্! আপনি রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত যে সমুদায় দ্রব্য সম্ভারের আয়োজন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভরতকে অভিষেক করুন, ধৈর্য্যশালী রাম চীর ও অজিন বসন পরিধান পূর্ব্বক দণ্ড-কারণ্য আশ্রয় করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর তপস্বী হইয়া কালযাপন করুন। ভরত অদ্যই নিষ্কণ্টক যৌবরাজ্য [illegible]কার করুক। ইহাই আমার নিতান্ত কামনা, ইহাই আমার প্রার্থনা। অদ্যই আমি রামের বনগমন দেখিব।

হে মহারাজ! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞা পালন করিয়া কুল-শীল ও আভিজাত্য রক্ষা করুন। তপোধনগণ বলিয়া থাকেন, সত্যবাদিতাই মানুষের পরলোকে সুখাবহ হয়।

দ্বাদশ সর্গ।

—০০—

মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর এই বজ্রনির্ঘোষ তুল্য কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল প্রতপ্তহৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন; ইহা কি আমার দিবাস্বপ্ন, অথবা চিত্তবৈকল্য উপস্থিত, কিম্বা ভূতাবেশবশতঃ চিত্তের বিভ্রম ঘটিল, না আধিব্যাধি-জনিত মনেরই বিপ্লব ঘটিয়াছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি-লেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া রাজা কৈকেয়ী-বাক্য স্মরণে দগ্ধ হইয়াই যেন ব্যথিত হৃদয়ে সম্মুখাগত ব্যাঘ্রীকে মৃগের ন্যায় তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং

অনাবৃত ধরাসনে উপবিষ্ট হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে মন্ত্র দ্বারা রুদ্ধবীর্য্য মহাবিষ পন্নগের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও শোকে অধীর হইয়া 'অহো ধিক্' এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

অনন্তর [illegible] বহুক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুঃখানলে কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়াই যেন রোষাবেশে কহিতে লাগিলেন,— নৃশংসে! দুশ্চারিণি! কুলনাশিনি! পাপীয়সি! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছেন ও আমিই বা তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি। রাম জননীর ন্যায় তোমার শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তবে তুমি তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত কিজন্য উদ্যত হইয়াছ? আমি অজ্ঞানবশতঃ রাজকন্যা-ভ্রমে আত্মবিনাশের নিমিত্ত তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীকে স্বগৃহে আনিয়াছিলাম। পৃথিবীর সমস্ত লোক যখন রামের গুণ-প্রশংসা করিয়া থাকেন, তখন কোন্ অপরাধে প্রিয় রামকে পরিত্যাগ করিব। আমি, কৌশল্যা, সুমিত্রা অথবা রাজলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আমার জীবনসর্ব্বস্ব পিতৃবৎসল রামকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না। অগ্রজতনয় রামকে দেখিলে আমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠে কিন্তু তাহাকে দেখিতে না পাইলে আমার আর চেতনা থাকে না। সূর্য্য ব্যতীত জগৎ থাকিতে পারে, সলিল বিনা শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রাম বিনা আমার দেহে জীবন থাকিতে পারে না। অতএব তুমি এই পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমি মস্তক দ্বারা তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই নিদারুণ চিন্তা কিরূপে তোমার মনে আসিল।

তুমি, ভরত আমার প্রিয় কি অপ্রিয় এ কথা কখন কখন জিজ্ঞাসা করিতে, করিতে পার, কিন্তু তাহা বলিয়া রামের প্রতি যে তোমার স্নেহ নাই তাহা ত কখন ধারণা করিতে পারি নাই বরং তুমি পূর্ব্বে রামের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছ, শ্রীমান্ রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সর্ব্বাপেক্ষা রামই ধার্ম্মিক। ইহা আমারই মনোরঞ্জনের নিমিত্ত, নতুবা রামের অভিষেকের কথা শুনিয়া এত শোকাকুল হইতে না এবং আমাকেও সন্তপ্ত করিতে না। অথবা নির্জ্জন গৃহে অবস্থান নিবন্ধন তোমাতে ভূতাবেশ হইয়াছে, সেই ভূতাবেশে আক্রান্ত হইয়া এইরূপ কহিতেছ। নতুবা তোমার সহসা এরূপ ভাবান্তর ঘটিবে কেন ? ইক্ষ্বাকুকুলে যে চিরন্তন নীতি প্রচলিত আছে তাহাও তোমার অজ্ঞাত নহে, তবে কিজন্য এই জ্যেষ্ঠাতিক্রমরূপ সুমহতী দুর্নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যত হইয়াছ, অতএব এ বিষয়ে তোমার চিত্ত-বিকার ব্যতীত আর কি কারণ হইতে পারে ? হে বিশালাক্ষি ! তুমি ইতঃপূর্ব্বে আমাকে কখন অযুক্ত বা অপ্রিয় কথা বল নাই সেই জন্য আমি তোমার এরূপ অভিপ্রায় বিশ্বাস করিতেই পারিতেছি না। তুমি আমার কাছে অনেক বার কহিয়াছ, মহাত্মা ভরত ও রাম উভয়েই তোমার কাছে তুল্য,—হে ভীরু ! তবে সেই ধর্ম্মাত্মা যশস্বী রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস কিরূপে তোমার অভিলষিত হইল ? সেই ধর্ম্মাত্মা রাম নিতান্ত সুকুমার, তুমি তাঁহার কঠোর অরণ্যবাস কিরূপে কামনা করিলে। অয়ি শুভলোচনে ! লোকাভিরাম রাম সর্ব্বদা তোমার শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কি বলিয়া বনে পাঠাইবে। রাম ভরত অপেক্ষাও তোমায় অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, অতএব

রাম অপেক্ষা তোমাতে ভরতের কিছুই বিশেষ লক্ষিত হয় না। তোমার শুশ্রূষা, গৌরব ও আদেশ প্রতিপালন একমাত্র পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রাম ভিন্ন আর কে অধিক করিয়া থাকেন। বহুসংখ্যক্ নারী ও বহুসংখ্যক্ ভৃত্যদিগের মধ্যে একব্যক্তিও ইহাঁর কখন কোন পরীবাদ বা অপবাদ খ্যাপন করে না। মনুজশ্রেষ্ঠ রাম পবিত্র হৃদয়ে সমস্ত প্রাণীকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া থাকেন এবং প্রিয় কার্য্য সাধনদ্বারা স্বদেশবাসীকে আত্মবশে আনয়ন করিয়াছেন। তিনি দানে ব্রাহ্মণগণকে, শুশ্রূষাদ্বারা গুরুজনকে, সমরক্ষেত্রে ধনু দ্বারা অরিমণ্ডলকে এবং সত্ত্বগুণে সমস্ত লোককে জয় করিয়াছেন। সত্য, দান, তপস্যা, স্বার্থত্যাগ, মিত্রতা, শুচিতা, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুসেবা, এই সমুদায় গুণ রামেতে বিদ্যমান আছে। সেই অমরপ্রভাব মহর্ষিসম-তেজস্বী উদারপ্রকৃতি রামের বনবাস তুমি কেমন করিয়া প্রার্থনা করিলে। প্রিয়বাদী রাম কখন কাহাকে অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছেন ইহাত আমার মনে পড়ে না, সেই প্রিয় রামকে তোমার নিমত্ত কিরূপে আমি অপ্রিয় বাক্য কহিব। ক্ষমা, তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম ও কৃতজ্ঞতা যাহাকে নিরন্তর আশ্রয় করিয়া আছে, হায়! সেই রাম ব্যতীত আমার আর কি গতি আছে। হে কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ, আমার চরমকাল উপস্থিত, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দীনভাবে বিলাপ করিতেছি তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর। এই সসাগরা ধরায় যাহা কিছু পাওয়া যাইতে পারে তৎসমুদায় তোমাকে দান করিব, তুমি আমায় মৃত্যুপথের পথিক করিও না। কৈকেয়ি! আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমার চরণদ্বয় ধারণ

করিতেছি তুমি আমার রামকে রক্ষা কর। নিরপরাধে পরিত্যাগ করিলে পাপ আমাকেই স্পর্শ করিবে।

মহারাজ দশরথ এইরূপ দুঃখ শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, কখন মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন, কখন তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, কখন বা শোক মহার্ণব হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পুনঃপুন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজাকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়া নিষ্ঠুরহৃদয়া কৈকেয়ী ঘোর নিদারুণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—রাজন্! যদি বর প্রদান করিয়া আপনি অনুতাপ করিবেন তাহা হইলে এই পৃথিবীতে লোকে আপনার ধার্ম্মিকতা কিরূপে কীর্ত্তন করিবে? যখন বহুতর রাজর্ষিগণ আপনার সহিত মিলিত হইয়া আমার এই বরদানের কথা উল্লেখ করিবেন তখন আপনি কি উত্তর প্রদান করিবেন। যাহার প্রসাদে আমি ঘোর সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছি, যে আমাকে বিবিধ উপচারে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীকে আমি যে বর দিয়াছিলাম তাহা আমি মিথ্যা করিয়া দিয়াছি এই কথাই বলিবেন কি? হে নরাধিপ! যে রাজা এখনই বর প্রদান করিয়া এখনই তাহার অন্যথা করেন, লোকে তাঁহার বংশপরম্পরাগত অকীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া থাকে। দেখ, শ্যেনকপোতীয় উপাখ্যানে আছে—মহারাজ শৈব্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শ্যেন পক্ষীকে স্বকীয় গাত্র হইতে মাংস উন্মোচন করিয়া দান করিয়াছিলেন। রাজর্ষি অলর্ক কোন অন্ধ ব্রাহ্মণকে স্বকীয় চক্ষু প্রদান করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মহাসাগর অদ্যাপি বেলা অতিক্রম করেন

না। অতএব হে মহারাজ! এই সমুদায় পুরাতন চরিত স্মরণ করিয়া কিছুতেই আপনার প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিবেন না। হে দুর্ম্মতে! আপনি মনে করিতেছেন, সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রামকে রাজ্যে অভিষেক পূর্ব্বক কৌশল্যার সহিত নিত্য বিহার করিয়া বেড়াইবেন, কিন্তু তাহা কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। রামধিবাসন ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক আমার নিকটে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছনে উহা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, কিছুতেই ইহা ব্যতিক্রম হইবার নহে। রাম যদি রাজ্যে অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে আমি এখনই বিষ পান করিয়া নিশ্চয়ই সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব। যদি একদিনও সকলে রামমাতাকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সন্মান প্রদর্শন করিতেছে দেখিতে পাই, তদপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়। হে মনুজাধিপ! আমি প্রাণতুল্য ভরতের দহায় দিয়া শপথ করিতেছি, রামের বিবাসন ব্যতীত অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হইব না। দেবী কৈকেয়ী এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন, রাজার বিলাপে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মুখে রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেকরূপ ঘোর অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, একটী বাক্যও কহিতে পারিলেন না। সেই অপ্রিয়বাদিনী প্রেয়সী কৈকেয়ীর দৃঢ় অধ্যবসায়, আর স্বকৃত ঘোর শপথের কথা মনে করিয়া যুগপৎ শোক, দুঃখ ও ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং হা রাম! বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্নতরুর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। তখন তিনি ভ্রান্ত-

চিত্ত উন্মত্তের ন্যায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ও মন্ত্রমুগ্ধ ভুজ-ঙ্গের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর তিনি বিষণ্ণহৃদয়ে ও কাতর বচনে কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,--কৈকেয়ি! কে তোমাকে এই বিষম অনর্থকর বিষয়কে শুভকর বলিয়া উপদেশ দিয়াছে। ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমার কাছে এইরূপ কথা কহিতে কি তোমার লজ্জা হই-তেছে না? তোমার স্বভাব যে একেবারে দূষিত হইয়া উঠি-য়াছে, ইহা আমি ইতঃপূর্ব্বে কখন অনুভব করিতে পারি নাই। বালিকারও এরূপ চরিত্র দেখিতে পাই না, তুমি ত প্রৌঢ়া, তোমার কথা আর কি বলিব? বল, তুমি কি কারণে আমার কাছে এইরূপ বর প্রার্থনা করিতেছ? কি জন্যই বা রাম হইতে তোমার এইরূপ শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যদি স্বামীর, জগতের ও ভরতের প্রিয় কার্য্য সাধন করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তবে তুমি এই অসাধু ভাব হইতে বিরত হও।

রে নৃশংসে! পাপসঙ্কল্পে! ক্ষুদ্রাশয়ে! দুষ্কৃতকারিণি! আমি ও রাম তোমার কি অপরাধ করিয়াছি? আমি রাম অপেক্ষা ভরতকে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করি, তিনি যে রামকে বঞ্চনা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন ইহা কখনই সম্ভব নহে। "রাম! তুমি অরণ্যে গমন কর" এ কথা তুমিই বা বলিবে কি রূপে? আর ঐ কথা শুনিয়া যখন রামের মুখবর্ণ রাহু-গ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া যাইবে, বল দেখি, তৎকালে আমিই বা কিরূপে চক্ষে দেখিব? আমি এই মাত্র সুহৃদ্-গণের সহিত রামের রাজ্যাভিষেক স্থির করিয়া আসিলাম এখনই আবার শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত সেনার ন্যায় কিরূপে

উহার প্রত্যাহার করিব? নানাদিগ্‌দেশ হইতে যে সমুদায় রাজন্যগণ আগমন করিয়াছেন তাঁহারাই বা আমাকে কি বলিবেন? হায়! তাঁহারা আমাকে নিশ্চয় বলিবেন, এই আমাদের ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বালকের ন্যায় নিতান্ত অমৃষ্য-কারী, ইনি এত কাল ধরিয়া কিরূপে রাজ্য পালন করিয়াছেন? যখন বহু শাস্ত্রজ্ঞ গুণবান্ বৃদ্ধেরা আসিয়া আমাকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তখনই বা আমি কি বলিব? কৈকেয়ীর নির্য্যাতনায় আমি রামকে বনবাস দিয়াছি যদি এই সত্য কথারও উল্লেখ করি তাহা সত্য বলিয়া কেহ গ্রহণ করিবেন না। রাম বন প্রস্থান করিলে কৌশল্যাই বা আমাকে কি বলিবেন। আর আমিই বা এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া তাঁহাকে কি কথা কহিব। তিনি সেবায় আমার দাসীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায়, হিতোপদেশে ভগিনীর ন্যায় ও ভোজনদানে মাতার ন্যায় আমার অনুবৃত্তি করেন। সেই প্রিয়বাদিনী কৌশল্যা নিরন্তর আমার প্রিয়-কার্য্য সাধনে তৎপর, তিনি সম্পূর্ণ সৎকার যোগ্য হইলেও আমি তোমার জন্য কখন তাঁহার সম্মান প্রদর্শন করিতে পারি নাই। অপথ্য অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিলে যেমন আতুর ব্যক্তিকে পীড়া দেয় এতকাল যে তোমার অনুবর্ত্তন করিয়াছি তাহাও আমাকে সেইরূপ ব্যথিত করিতেছে। দেবী সুমিত্রাও রামের রাজ্য নাশ ও বনবাস দেখিয়া ভীত হইয়া আমাকে কিরূপে বিশ্বাস করিবেন। বিদেহনন্দিনী বধূ জানকী যখন আমার পঞ্চত্ব ও রামের অরণ্যাশ্রয় এই দুইটী সংবাদ শুনিবেন, তখন তিনি হিমালয় পার্শ্বে কিন্নর বিরহিতা কিন্নরীর ন্যায় শোক

দুঃখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। আমি মৈথিলীকে অশ্রুমোচন করিতে এবং রামকে বনে বাস করিতে দেখিয়া অধিক দিন আর প্রাণধারণ করিতে পারিব না। তাহা হইলে তুমি বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজ্যভোগ করিবে। লোকে দৃষ্টিপ্রিয় মদিরা পান করিয়া পশ্চাৎ বিকার উপস্থিত হইলে তখন তাহাকে বিষাক্ত বলিয়া জানে, আমিও তোমাকে সেইরূপ এতদিন সতী বলিয়া জানিতাম এক্ষণে অসতী বলিয়া বুঝিলাম। ব্যাধ যেমন মধুর গীত শব্দ দ্বারা মুগ্ধ করিয়া মৃগ বধ করে, তুমিও সেইরূপ বৃথা সান্ত্বনা বাক্যে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়া আমার প্রাণ বিনাশ করিলে। পথিমধ্যে সুরাপায়ী ব্রাহ্মণকে দেখিলে লোকে যেমন তাহাকে তিরস্কার করিয়া থাকে, পুত্রবিনিময়ে আমি স্ত্রীসুখ ক্রয় করিলাম বলিয়া ভদ্রলোকেরা আমাকেও সেইরূপ নিশ্চয়ই নিন্দা করিবেন।

হা কি কষ্ট! তোমাকে বর দান করিয়া আজি আমাকে এইরূপ নিদারুণ বাক্য সহ্য করিতে হইল। পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফলস্বরূপ আজি আমাকে অপরিহার্য্য বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হইল। অয়ি পাপীয়সি! আমি নিতান্ত নরাধম, তাই কণ্ঠলগ্না উদ্বন্ধনী রজ্জুর ন্যায় অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে চিরদিন ধারণ করিয়া আসিয়াছি। বালক যেমন নির্জ্জনে স্বহস্তে কালসর্পকে স্পর্শ করে, আমিও সেইরূপ তোমার সহিত আমোদে উন্মত্ত হইয়া তোমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যু বলিয়া জানিতে পারি নাই। এই জীবসংসার আমাকে নিশ্চয়ই এই বলিয়া নিন্দা করিবেন যে, "দুরাত্মা! তুমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমার মহাত্মা পুত্র পিতৃহীন হইল।" আর এ কথাও বলিবে যে,—

মহারাজ দশরথ মূর্খ ও যথেচ্ছাচারী, যে স্ত্রীর নিমিত্ত প্রিয় পুত্র রামকে বনে পাঠাইলেন। বৎস রাম বাল্যকাল হইতে বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যা ও গুরুসেবা এই সমুদায় দ্বারা কৃশ হইয়া পড়িয়াছেন, এখন ভোগের সময় উপস্থিত—এ সময়েও আবার কিরূপে কঠোর বনবাস ক্লেশ সহ্য করিবেন? পুত্র রাম কখন আমার কথায় দ্বিরুক্তি করিবেন না; "বৎস! বনে যাও" একথা বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন। রাম বনগমনে আদিষ্ট হইলে যদি তিনি তাহার প্রতিকূল আচরণ করেন তাহা হইলে উহা আমার প্রীতিকরই হইবে কিন্তু বৎস তাহা কদাচ করিবেন না। রাম বনে প্রস্থান করিলে আমি সর্ব্বলোকের ধিক্কৃত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইব। আমি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে মনুজশ্রেষ্ঠ রাম বনবাস আশ্রয় করিলে আমার আর যে সকল প্রিয় লোক অবশিষ্ট থাকিবে, না জানি তাঁহাদের তুমি কিরূপ দুর্দ্দশা করিবে। দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা আমাদিগের বিচ্ছেদযন্ত্রনা সহ্য করিতে না পারিয়া আমারই অনুগমন করিবেন। কৈকেয়ি! তুমি এখন কৌশল্যা, সুমিত্রা ও পুত্র তিনটীর সহিত আমাকে নরকে নিক্ষেপ করিয়া সুখী হও। ইক্ষ্বাকুকুল গুণ দ্বারা চিরদিন সংকৃত হইয়া আসিতেছে, কখন ইহা আকুল হইবার নহে, এক্ষণে আমি ও রাম উহাকে পরিত্যাগ করিলে তুমি সেই ক্ষুভিত কুলকে পালন করিবে। রামের নির্ব্বাসন যদি ভরতের অভিমত হয় তাহা হইলে সে যেন আমার দেহান্তে কোনরূপ ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া না করে।

রাজপুত্রি! আমার দুর্ভাগ্য বশতই তুমি আমার গৃহে

বাস করিয়াছিলে। তোমা হইতে আমাকে অকীর্ত্তি পরাভব ও পাপীর ন্যায় সকলের নিকটে অবজ্ঞা সহ্য করিতে হইল। আমার বৎস রাম, হস্তী, অশ্ব ও রথে সর্ব্বদা গমন করিয়া থাকেন, তিনি মহারণ্যে পাদচারে কিরূপে বিচরণ করিবেন। যাঁহার আহার সময়ে কুণ্ডলধারী পাচকগণ "আমি অগ্রে আমি অগ্রে" বলিয়া ব্যগ্রচিত্তে প্রশস্ত পান ভোজন প্রস্তুত করিত, তিনি এখন বন্য কটু-তিক্ত-কষায় ফলমূল আহার করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন। যিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন দুঃখ ভোগ করেন নাই তিনি এখন কিরূপে কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া ভূমিতে শয়ন করিবেন। রামের বনগমন, ভরতের রাজ্যাভিষেক এই নিষ্ঠুর বাক্যই বা জানি না কাহার? স্বার্থপরা শঠপ্রকৃতি নারীজাতিকেই ধিক্। না— আমি সমুদায় স্ত্রীজাতিকে বলিতেছি না, কেবল ভরতমাতা কৈকেয়ীকেই কহিতেছি।

নৃশংসে! জগদনর্থ-সাধিকে! স্বার্থ-পরায়ণে! কৈকেয়ি! বিধাতা কি আমাকেই নির্য্যাতন করিবার নিমিত্ত তোমার হৃদয় এইরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তুমি আমার ও হিতকারী রামের কি অপ্রিয় কার্য্য করিতে দেখিলে? রামকে এইরূপ বিপন্ন দেখিলে সমস্ত জগৎ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। তখন কৃতানুরাগ পিতাও পুত্রকে এবং অনুরাগিণী ভার্য্যাও পতিকে পরিত্যাগ করিবে। আমি যখন দেবকুমারের ন্যায় পুত্র রামকে স্বরূপ ও সুবেশে আমার নিকটে আসিতে শুনি, তখন আমার চক্ষু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং দেখিবামাত্রেই আমি চির-বৃদ্ধ হইলেও যুবার ন্যায় সজীবতা লাভ করি। সূর্য্য ব্যতিরে-

কেও জগতের অবস্থান হইতে পারে, দেবরাজ ইন্দ্র বারিবর্ষণ না করিলেও জীবলোক বাঁচিতে পারে, কিন্তু রামকে বনবাসে যাইতে দেখিলে কেহই জীবন ধারণ করিবে না, ইহাই আমার ধারণা। তুমি অহিতকারিণী পরম শত্রু হইয়া আমার বিনাশ বাসনা করিতেছ, আমি আপনার মৃত্যুর ন্যায় তোমাকে গৃহে স্থান দিয়াছিঁ। হায়! আমি অজ্ঞান বশতঃ মহাবিষ ভুজঙ্গীকেই এত দিন ধরিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভরত তোমাকে লইয়া রাজ্য শাসন করুন, তুমিও পতি পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়া শত্রুর আনন্দদায়িনী হও। নৃশংসে! তুমি যখন আমার এই শেষাবস্থায় পুত্রবিয়োগরূপ যন্ত্রণা প্রদান এবং পতি পত্নী ভাব পরিত্যাগ করিয়া সহসা এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য আজ তুণ্ডাগ্রে আনিলে তখন তোমার দন্তসমুদায় সহস্রধা চূর্ণীভূত হইয়া মুখ হইতে বিচ্যুত হইল না কেন বুঝিতে পারিতেছি না। রাম তোমাকে কখন কোন অপ্রিয় কথা কহেন নাই, অপ্রিয় বাক্য বলিতেও জানেন না তথাপি সেই গুণা-ভিরাম রামের প্রতি এইরূপ অপ্রিয় অরণ্যবাসের কথা কিরূপে কহিতে পারিলে। তুমি দুঃখে শীর্ণ হইয়া পড় বা অগ্নিতেই প্রবেশ বা বিষ পানই কর, অথবা ভূগর্ভেই লীন হও, তোমার অনর্থকর নিষ্ঠুর বচন কখনই পালন করিব না। তুমি ক্ষুরধারের ন্যায় অসত্য প্রিয়ভাষিণী স্ববংশনাশিনী, অন্তরে দুষ্ট ভাব গোপন করিয়া মুখে লোকের মনোরঞ্জন করাই তোমার স্বভাব, তোমায় দেখিলে হৃদয় ও মন একেবারে দগ্ধ হইতে থাকে অতএব তোমার জীবন ধারণ কোন ক্রমেই সহনীয়

নহে। দেবি! আমার জীবন শেষ হইয়াছে, সুখের কথা ত সুদূর পরাহত, আত্মজ ব্যতীত আত্মজ্ঞদিগের সুখ কোথায়? দেখ, তুমি আর আমার অহিতাচরণ করিও না; আমি তোমার চরণ ধারণ করিতেছি, প্রসন্ন হও।

ভূমিপাল দশরথ এইরূপ অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে ভার্য্যা কৈকেয়ীর প্রসারিত চরণদ্বয় যেমন স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইবেন, তৎক্ষণাৎ আতুরের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

—০০—

পুণ্যভোগান্তে দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট রাজা যযাতির ন্যায় অযোগ্য ধরাসনে শয়িত হতচেতন এবং অনুচিত ভার্য্যার পাদস্পর্শে সমুদ্যত মহারাজ দশরথকে দেখিয়াও কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিতও হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া নির্ভয়ে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন;—মহারাজ! আপনি আপনাকে সত্যবাদী দৃঢ়ব্রত বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকেন, তবে কি জন্য আমাকে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতেছেন।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর বাক্য শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল-প্রায় হইয়া রোসভরে কহিলেন,—অনার্য্যে! তুমি আমার

প্রকৃতই শত্রু, তাই মনুজপুঙ্গব রাম বনপ্রস্থান এবং আমি লোকান্তর গমন করিলে তুমি পূর্ণমনস্কাম হইয়া সুখী হও। রাম-প্রবাস-দুঃখে মৃত্যু ত আমার নিশ্চয়, মৃত্যুর পর স্বর্গে আরোহণ করিলেও আমার সুখ নাই। কারণ তথায় যখন দেবতারা আমায় রামের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি উত্তর প্রদান করিব? রামের বনবাসের কথা শুনিয়া তাঁহারা আমাকে তিরস্কার করিবেন তাহা আমি কিরূপে সহ্য করিব? কৈকেয়ীর প্রিয় কামনায় রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি যদি এই সত্য কথাই কহি তাহা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। আমি অপুত্রক ছিলাম অতিকষ্টে বহুযত্নে পুত্র রামকে লাভ করিয়াছি, রাম অতিতেজস্বী বীর, কৃতবিদ্য, জিতক্রোধ ও ক্ষমাশীল; সেই কমললোচন রামকে কেমন করিয়া বনবাস দিব। আমি সেই ইন্দীবরশ্যাম দীর্ঘবাহু মহাবল রামকে কি বলিয়া দণ্ডকারণ্যে স্থাপন করিব। যিনি কখনও দুঃখের বার্ত্তাও জানেন না, চিরদিন ভোগ সুখেই কাল যাপন করিয়াছেন,সেই ধীমান্ রামের দুঃখ আমি কোন্ প্রাণে দেখিব,দুঃখের নিতান্ত অযোগ্য রামকে যদি দুঃখ না দিয়া আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয় সুখী হই। রে নিষ্ঠুরে কৈকেয়ি! তুমি কি জন্য আমার প্রিয় সত্যপরাক্রম রামকে কষ্ট দিতে চেষ্টা করিতেছ। যদি তোমার কথায় রামকে বনবাস পাঠাইতে হয়, তবে নিশ্চয়ই লোকে আমাকে স্ত্রৈণ বলিয়া অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

বিভ্রান্তচিত্ত রাজা দশরথ এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে সূর্য্য অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন, শর্ব্বরী

উপস্থিত হইল। সেই চন্দ্র-মণ্ডল-মণ্ডিতা ত্রিযামা রজনী দুঃখার্ত্ত রাজা দশরথের সুখপ্রদা হইল না বরং তাঁহার শোকাবেগ দ্বিগুণ হইয়া বর্দ্ধিত হইল। তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আকাশে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আর্ত্তের ন্যায় বিলাপ ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন;—অয়ি নক্ষত্রে-ভূষিতে রাত্রি! তুমি প্রভাত হইও না। আমি তোমার কাছে কৃতাঞ্জলি হইতেছি, তুমি আমার প্রতি দয়া কর; অথবা তুমি শীঘ্র চলিয়া যাও। যাহার জন্য এই ঘোর বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে সেই নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কৈকেয়ীকে আর দেখিতে চাই না

রাত্রি উদ্দেশে এইরূপ বলিয়া রাজধর্ম্মোচিত রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীকে পুনরায় প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কহিতে লাগিলেন;—দেবি! আমি তোমার নিতান্ত অনুগত, কখন তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই, আর আমার পরমায়ুও শেষ হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বিশেষতঃ আমি রাজা, রাজা বলিয়াও কি আমার প্রতি দয়া করা উচিত নহে। অয়ি প্রিয়ে! আমি নিতান্ত দুঃখ বশতঃ ব্যক্তব্যাবক্তব্যবিবেক রহিত হইয়া তোমার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার ঔদার্য্য গুণে আমায় ক্ষমা কর। অয়ি অসিতাপাঙ্গে! প্রসন্ন হও, আমার রাম তোমারই দত্ত রাজ্যসম্পদ্ লাভ করুন। ইহাতে তুমিই এ জগতে পরম যশ লাভ করিবে। অয়ি চারুলোচনে! ইহা আমার রামের, জগতের, ভরতের এবং বশিষ্ঠাদি গুরুজনেরও প্রীতিকর হইবে।

রাজা এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নেত্র যুগল অশ্রু-

পূর্ণ ও আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত দীনভাবে বিলাপ করিলেও নৃশংসা দুষ্ট প্রকৃতি কৈকেয়ী তাহাতে কর্ণপাতও করিল না, প্রত্যুত নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিকূল বাক্যে পুনঃপুন রামের বিবাসনই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুঃখিত ও পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন এবং ব্যথিতহৃদয়ে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন এই অবস্থায় সেই নিশা শেষ হইয়া আসিল। তৎকালে সূত মাগধ প্রভৃতি স্তুতি পাঠকগণ রাত্রির অবসান-সূচক স্তুতি গানে তাঁহাকে জাগরিত করিতে লাগিল কিন্তু রাজা তাহা অসহ্যবোধে তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

—০০—

অনন্তর পাপীয়সী কৈকেয়ী রাজা দশরথকে পুত্র-বিয়োগ-শোকে আকুল, মুমূর্ষুর ন্যায় হতচেতন ও ধরাতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়াও কহিলেন,—রাজন্! আপনি আমায় বর প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া পাপ করিয়াছেন বলিয়াই যেন বিষণ্ণ ভাবে শয়ান রহিয়াছেন। ধর্ম্মজ্ঞ লোকেরাই সত্যকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, আমি সেই সত্য ধর্ম্ম পালনোদ্দেশে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছি। দেখুন, জগৎপতি শৈব্য শ্যেন পক্ষীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া স্বীয় শরীর তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি উত্তম গতি লাভ করি-

লেন। তেজস্বী অলর্ক কোন বেদপারগ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বকীয় নেত্রদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক অবিকৃতচিত্তে তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, সরিৎপতি সমুদ্র সত্যবদ্ধ হইয়া সত্যরক্ষার্থ চন্দ্রোদয় সময়ে অণুমাত্র বেলাভূমি উল্লঙ্ঘন করেন না। সত্যই ব্রহ্ম, ধর্ম্ম সত্যেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; সত্যই অক্ষয় বেদ, সত্য দ্বারাই শ্রেয় লাভ হয়। অতএব হে সাধো! যদি আপনার সত্যে মতি থাকে, তবে সত্যকে অনুসরণ করুন। আপনি আমাকে বর দান করিয়াছেন উহা এক্ষণে সফল হউক। আপনার প্রার্থনীয় ধর্ম্ম-ফল-সিদ্ধির নিমিত্ত এই কার্য্যে নিয়োগ করিতেছি, আপনি পুত্র রামকে নির্ব্বাসিত করুন। এই কথা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিলাম, এই বরপ্রাপ্তি ব্যতীত কিছুতেই আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না। অন্যথা আপনার এই উপেক্ষা দোষে আপনারই সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী নিঃশঙ্কচিত্তে এই সকল কথা বলিলে বামনকৃত পাশ হইতে বলির ন্যায় রাজা স্বীয় প্রতিজ্ঞাপাশ উন্মোচন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি যুগচক্রের মধ্যে বদ্ধ অশ্বের ন্যায় উদ্ভ্রান্তচিত্ত ও বিবর্ণবদন হইয়া পড়িলেন। অনন্তর অতি কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া নেত্রদ্বয় বিকল হওয়াতে কৈকেয়ীকে না দেখিয়াই যেন কহিলেন,—রে পাপচারিণি! আমি অগ্নিসাক্ষী করিয়া মন্ত্রসংস্কৃত যে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা এবং আমার ঔরসজাত তোমার পুত্রকে তোমার সহিত পরিত্যাগ করিলাম। রজনী প্রভাত হইয়াছে, এখনই সূর্য্যোদয় হইবে। সূর্য্যোদয় হইলেই গুরুজনেরা

রামের অভিষেকের নিমিত্ত ত্বরা করিবেন। আমি তখন রামের নিমিত্ত উপকল্পিত দ্রব্যসম্ভার দ্বারা রামের অভিষেক করিব, যদি তুই উহার ব্যাঘাত করিস্ তাহা হইলে আমার মৃত্যু নিশ্চয়, রাম ঐ সমুদায় দ্রব্য সম্ভার দ্বারা আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবেন, তুই পুত্রের সহিত আমার সলিল ক্রিয়া কদাচ করিবি না। আমি রামের যে প্রফুল্ল বদন দেখিয়াছি তাহা এখন মলিন দেখিতে পারিব না। মহাত্মা রাজা দশরথ এই কথা বলিতে বলিতে চন্দ্র-নক্ষত্র-শালিনী পুণ্যা শর্ব্বরী বিগত হইল।

অনন্তর পাপচারিণী কৈকেয়ী রাজার বাক্যশ্রবণে ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পুনর্ব্বার পরুষবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন,—মহারাজ! আপনি এখন আবার কি কথা বলিতেছেন, আপনার কথা শুনিয়া বিষের জ্বালায় যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে, আপনার পুত্র রামকে এখনই এখানে আনান এবং বনবাস দিয়া ভরতকে রাজ্যে স্থাপন করুন। আপনি আমার ঋণ পরিশোধ ও শত্রুকে দূর না করিয়া এখান হইতে এক পাও যাইতে পারিবেন না।

তীক্ষ্ণ কশাঘাতে অশ্ব যেমন আরোহীর বশীভূত হয়, মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যবাণে সেইরূপ বশীভূত হইয়া কহিলেন, কৈকেয়ি! আমি ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয় কর, আর আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিব না। আমার চেতনা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। ইহার পূর্ব্বে এক বার রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি, এইমাত্র আমার ইষ্টসাধন কর।

এ দিকে রজনী প্রভাতে দিবাকর উদিত হইলে পুণ্য নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্ত্ত সমাগত হইল দেখিয়া বশিষ্ঠদেব শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে অভিষেকের দ্রব্য সামগ্রী লইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহার পথ সকল সম্মার্জ্জিত ও জলসিক্ত হইয়াছে, উড্ডীয়মান উত্তমোত্তম পতাকা দ্বারা সমস্ত পুরী সুশোভিত হইয়াছে, আপণ সমুদায় পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ; চন্দন, অগুরু ও ধূপ গন্ধে সর্ব্বদিক্ আমোদিত করিয়াছে। রামের অভিষেক দর্শনার্থে সকলেই উৎসুক, সকলেই মহোৎসবে মত্ত, সকলেই আমোদ আহ্লাদে আসক্ত। বশিষ্ঠ সেই অমরাবতী তুল্য পুরী অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় ধ্বজ দণ্ড সকল উচ্ছ্রিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণে ঐ স্থান আকীর্ণ হইয়াছে, যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণ আগমন করিয়াছেন, যষ্টিধারী রাজসেবক ও সুসজ্জিত অশ্বদ্বারা সমুদায় স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বশিষ্ঠদেব অন্যান্য মহর্ষিগণের সহিত সেই জন সংমর্দ্দ ভেদ করিয়া প্রীতমনে অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে মহারাজ মনুজসিংহের প্রধান অমাত্য প্রিয়দর্শন সুমন্ত্রনামক সারথি অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে ছিলেন, বশিষ্ঠদেব দ্বারদেশে তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র মহারাজকে সংবাদ দাও, আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি এবং ইহাও বলিবে যে, গঙ্গোদক ও সাগর-সলিলে পূর্ণ কাঞ্চনময় ঘট সমুদায় আহৃত হইয়াছে। ঔডুম্বর পীঠ, সর্ব্ব-প্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প,

দুগ্ধ, রুচির বেশা আটটী কুমারী, মত্ত মাতঙ্গ, চারিটী অশ্ব, রথ, উত্তম খড়্গ ও ধনু, মনুষ্য বাহ্য যান, শ্বেতচ্ছত্র, শুভ্র চামরদ্বয়, সুবর্ণ ভৃঙ্গার, সুবর্ণ শৃঙ্খলবদ্ধ ককুদ্বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ বৃষ, চতুর্দন্ত মহাবল সিংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সমিধ্, হুতাশন, সর্ব্বপ্রকার বাদ্য যন্ত্র, সুসজ্জিত বারবনিতা, আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, ধেনু এবং সুন্দর সুন্দর মৃগ ও পক্ষী আনীত হইয়াছে। প্রধান প্রধান পুরবাসী ও জনপদবাসী লোক, ভৃত্যবর্গের সহিত বণিক সম্প্রদায় এবং অন্যান্য প্রিয়ংবদ ও প্রীতিভাজন বহু লোক অভিষেক দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। অতএব মহারাজকে সত্বর প্রস্তুত হইতে বল, যাহাতে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত সময়ের মধ্যে রাম রাজ্য লাভ করিতে পারেন।

মহাবল সুমন্ত্র বশিষ্ঠদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার বাসগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজাজ্ঞায় এই বৃদ্ধ মন্ত্রীর গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিসিদ্ধ ছিল, সুতরাং রাজবল্লভ প্রতিহারীদিগের মধ্যে কেহই ইহাঁকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। এই সময়ে মহারাজ দশরথের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সুমন্ত্র জানিতেন না। সুতরাং তিনি পূর্ব্ববৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতিকর স্তুতিবাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ আপনি আমাদের একমাত্র প্রীতির আশ্রয়, দিনমণি উদিত হইলে তদীয় তরুণ অরুণ কিরণে রঞ্জিত হইয়া সাগর যেমন সকলকে আনন্দিত করে, আপনি সেইরূপ প্রীতচিত্তে আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। পূর্ব্বকালে সারথি মাতলি এইরূপ প্রত্যূষ সময়ে ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র

সেই স্তুতিবাদে উৎসাহিত হইয়া সমস্ত দানবগণকে জয় করিয়াছিলেন, আমিও আপনাকে সেইরূপ স্তুতিপাঠে জাগরিত করিতেছি, সাঙ্গবেদ ও সমস্ত বিদ্যা যেরূপ প্রভু স্বয়ম্ভূকে বোধিত করে আমিও সেইরূপ আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। যেমন চন্দ্র সূর্য্য উদয় অস্ত দ্বারা ভূতধাত্রী শুভময়ী পৃথিবীকে বোধিত করে আমিও আপনাকে সেইরূপ প্রবোধিত করিতেছি। মহারাজ! আপনি এক্ষণে গাত্রোত্থান করুন। রাজকুমার রামের অভিষেকোৎসবের সমস্ত মঙ্গলাচার দ্রব্য প্রস্তুত আছে, আপনি উজ্জ্বলবেশ ধারণ করিয়া সুমেরু হইতে দিবাকরের ন্যায় গাত্রোত্থান করুন। পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় এবং বণিকগণ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্গের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত। আপনি এক্ষণে সত্বর রামাভিষেকের আজ্ঞা প্রদান করুন। মহারাজ! যেমন পালকশূন্য পশু, নায়করহিত সেনা, চন্দ্রবিরহিত রজনী, বৃষবর্জ্জিত ধেনু শোভা পায় না, সেইরূপ রাজশূন্য রাজ্যও কখন শোভা পায় না।

মহীপতি দশরথ সুমন্ত্রের এইরূপ সান্ত্ববাদপূর্ণ অর্থসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা নিরানন্দহৃদয়ে শোকারুণিতনেত্রে সুমন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—সুমন্ত্র! তোমার এই স্তুতিবাদে আমাকে অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতেছে।

সুমন্ত্র রাজার করুণবাক্য শ্রবণ এবং দীন অবস্থা দর্শন করিয়া ভীত চিত্তে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। যখন রাজা স্বয়ং ঘোর বিষাদনিবন্ধন সুমন্ত্র-

বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, তখন স্বকার্য্য-চতুরা দেবী কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে কহিলেন,—সুমন্ত্র! রাজা রামাভিষেকের আনন্দে উৎকণ্ঠিত হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন এক্ষণে নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, অতএব তুমি যশস্বী রাজপুত্র রামকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর। এ বিষয়ে তোমার কোন বিচারের আবশ্যকতা নাই, তোমার মঙ্গল হইবে। সুমন্ত্র কহিলেন, দেবি! আমি রাজার আদেশ শ্রবণ না করিয়া কিরূপে গমন করিব।

রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি বৎস রামকে দেখিতে চাই, তুমি তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রামেরই মঙ্গল হইবে মনে করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং রাজাজ্ঞায় হৃষ্টচিত্তে সত্বর গমনে তথা হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রামণকালে কৈকেয়ী পুনরায় কহিলেন,—দেখ মন্ত্রি! রামকে শীঘ্র আনয়ন কর। সুমন্ত্র দেবী কৈকেয়ীর মুখে বারম্বার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন, ইনি বুঝি কুমারের রাজ্যাভিষেক-মহোৎসব দর্শনার্থ এইরূপ ত্বরা করিতেছেন। রাজা জাগরণক্লেশে শ্রান্ত হইয়াছেন সেইজন্য বাহিরে আসিবেন না, সারথি এইরূপ স্থির করিয়া মহা আনন্দে রাম দর্শন বাসনায় সাগর গর্ভস্থ হ্রদতুল্য সুশোভন অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া সহসা রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় দ্বারপাল সকল এবং পুরবাসী মহাজন প্রভৃতি বহুবিধ লোক অবস্থান করিতেছেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

—০০—

মহারাজ দশরথ পূর্ব্বদিন যে সমুদায় বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদিগকে রামের অভিষেকের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সে রাত্রি রাজধানীতে বাস করিয়া পরদিন প্রভাতে রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তথায় মন্ত্রিগণ, সৈন্যাধ্যক্ষ এবং প্রধান বণিক্গণ রামের অভিষেক দর্শনার্থ প্রীতমনে সমবেত হইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন। সূর্য্য উদিত হইলে পুষ্যা নক্ষত্র এবং রামের জন্ম কালীন কর্কট লগ্ন উপস্থিত হইল দেখিয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণ অভিষেকের সমুদায় উপকরণ সামগ্রী আহরণ করিয়াছেন। সুবর্ণময় জল কুম্ভ, অলঙ্কৃত সুন্দর পীঠ, ব্যাঘ্রচর্ম্মের আস্তরণ যুক্ত রথ, গঙ্গা যমুনার পুণ্য-সঙ্গম-স্থল হইতে আহৃত সলিল, অন্যান্য নদী, পুণ্যহ্রদ, কূপ, সরোবর, প্রাগ্‌বহা, ঊর্দ্ধবাহা, তির্য্যগ্‌বাহা, জলবাহিনী নদী ও সমুদ্রের জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, দুগ্ধ, আটটী কুমারী, মত্ত হস্তী, বট-পল্লব-শোভিত, পদ্ম-পলাশ-সমন্বিত, স্বচ্ছ সলিল-পূর্ণ সুবর্ণ-রজত-নির্ম্মিত কুম্ভ, চন্দ্র কিরণের ন্যায় শুভ্র রত্ন খচিত উত্তম চামর, চন্দ্র মণ্ডল তুল্য শ্বেতাতপত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত অশ্ব, সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র, বন্দী প্রভৃতি ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের অভিষেকার্থ যে সমস্ত বস্তু আহৃত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই রাজার আদেশে আনীত হইয়াছে। তৎকালে ঐ সমস্ত সমবেত ব্রাহ্মণগণ মহীপতিকে দেখিতে না পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন,

কে আমাদের আগমন বার্ত্তা মহারাজকে জানাইবে, দিবাকর উদিত হইয়াছেন, রামের অভিষেক সামগ্রীও প্রস্তুত, কিন্তু মহারাজকে এখনও দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজসৎকৃত সুমন্ত্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি রাজার আদেশে রামকে আনিবার জন্য চলিয়াছি, কিন্তু আপনারা রাজা ও রাম উভয়েরই পূজ্য, অতএব অগ্রে আপনা-দিগের হইয়া আমিই মহারাজকে সুখ শয়ন প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, জাগরিত হইয়াও কিজন্য তিনি বাহিরে আসিতে-ছেন না, এই কথা বলিয়া তিনি অন্তঃপুর দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর সেই অতিবৃদ্ধ মন্ত্রী শয়ন গৃহের প্রত্যাসন্ন হইয়া যবনিকার অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক কহিলেন,—মহারাজ! চন্দ্র, সূর্য্য, শিব, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্র ইহাঁরা আপনার বিজয় প্রদান করুন এক্ষণে ভগবতী যামিনী অতীত হইয়াছে শুভদিন উপস্থিত। আপনি গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করুন। ব্রাহ্মণ, সেনাপতি ও বণিকগণ দ্বারে উপস্থিত হইয়া আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। আপনি নিদ্রা পরিহার করুন।

তখন কণ্ঠস্বরে সুমন্ত্র আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—সারথে! আমি তোমাকে রামকে আনয়ন করিবার আদেশ দিয়াছিলাম, তুমি কি জন্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, আমি এখন নিদ্রা যাইতেছি না; তুমি শীঘ্র রামকে আনয়ন কর।

রাজা পুনরায় এইরূপ আদেশ করিলে সারথি সুমন্ত্র

তাঁহার আদেশ সসম্ভ্রমে শিরোধার্য্য করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ধ্বজপতাকা পরিশোভিত রাজমার্গে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নগরের শোভা অবলোকন করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে সকলের মুখে কেবল রামাভিষেকের কথা শুনিতে পাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই সুচারু রামসদন দেখিতে পাইলেন। উহা কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত এবং অমরাবতীর ন্যায় পরম সুদৃশ্য। তৎকালে গৃহদ্বার বৃহৎ কপাট দ্বারা রুদ্ধ এবং ক্ষুদ্র দ্বার উন্মোচিত হইয়াছিল। উহার চতুর্দ্দিকে শতশত বেদি প্রস্তুত রহিয়াছে। বহির্দ্বার মণি মুক্তায় খচিত শারদীয় জলদের ন্যায় শুভ্র বর্ণ, তদুপরি কাঞ্চনময়ী প্রতিমা শোভা পাইতেছে। দেখিলে উজ্জ্বল সুমেরু শিখর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মধ্যমণিযুক্ত মণিময় মাল্যদাম চতুর্দ্দিকে লম্বমান রহিয়াছে, চন্দন ও অগুরু গন্ধে চন্দন গিরির ন্যায় আমোদিত করিতেছে। চতুর্দ্দিকে সারস ও ময়ূরগণ কলরব করিতেছে, স্থানে স্থানে সুবর্ণাদি ধাতু-নির্ম্মিত ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গৃহ সমুদায় শিল্পিগণের সূক্ষ্ম চিত্র দ্বারা খচিত। উহার প্রখর তেজে প্রাণিমাত্রেরই মন ও চক্ষু আকর্ষণ করিতেছে। ফলতঃ উহা চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়ভাস্বর, কুবের ভবনের ন্যায়, সমৃদ্ধ, ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় পরম মনোহর এবং সুমেরু শৃঙ্গেরও অত্যুচ্চ।

সুমন্ত্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তথায় জনপদবাসী প্রজাবর্গ বিবিধ উপহার লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামাভিষেক দর্শনে উন্মুখ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সারথি সুমন্ত্র রথ

লইয়া জনসঙ্কুল রাজপথকে সুশোভিত এবং তত্রত্য সমস্ত জনগণের হৃদয়পুলকিত করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই মহা সমৃদ্ধ মৃগ-ময়ূর-সমাকুল ইন্দ্র-ভবন-তুল্য প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া পুলকিত কলেবরে ক্রমে তিনটী কক্ষ্যা অতিক্রম করিলেন এবং রামের অনুগত বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজন-দিগকে অপসারিত করিয়া রথের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণে রামাভিষেক-সংক্রান্ত কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন শুনিয়া সারথি যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। গমনকালে দেখিতে লাগিলেন,—কোনস্থলে রামকে বহন করিবার জন্য শত্রুঞ্জয় নামে এক মহাকায় মত্ত মাতঙ্গ মহাজলদজালজড়িত মহীধরের ন্যায় সজ্জিত রহিয়াছে, কোথাও বা অলঙ্কৃত অশ্বযুক্ত বহুরথ সুসজ্জিত হইয়া রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, কোথায়ও বা রামের প্রিয় প্রধান অমাত্যগণ অবস্থান করিতেছেন, সুমন্ত্র এই সমস্ত অতিক্রম পূর্ব্বক অদ্রিশিখরস্থিত মেঘসদৃশ আকাশাবলম্বী বহু পরিমিত দেবযান তুল্য রাম সদনে অপ্রতি-রুদ্ধ গমনে রত্নাকর মধ্যে মকরের ন্যায় প্রবেশ করিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

—০০—

অনন্তর পুরাতন মন্ত্রী সুমন্ত্র জনকোলাহলশূন্য রামের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী যুবকেরা হস্তে কার্ম্মুক ও প্রাস অস্ত্র ধারণ করিয়া একাগ্রচিত্তে সাবধান হইয়া প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে এবং কতকগুলি কাষায়-বস্ত্রধারিণী স্ত্রী সুসজ্জিত হইয়া বেত্রহস্তে দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছে। উহারা সুমন্ত্রকে আসিতে দেখিয়া স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে-গাত্রোত্থান করিল। কার্য্যদক্ষ বিনীতস্বভাব সুমন্ত্র তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র রামকে সংবাদ দাও, সুমন্ত্র দ্বারে উপস্থিত। দ্বারপালগণ তৎক্ষণাৎ রাম যে স্থানে সীতার সহিত উপবিষ্ট ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল,—যুবরাজ! সুমন্ত্র আপনাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। রাম দ্বারপালমুখে এই বাক্য শ্রবণ মাত্র পিতার নিতান্ত অন্তরঙ্গ সারথি আসিয়াছেন জানিয়া পিতার হিত কামনায় সেই স্থানেই আনিতে আদেশ করিলেন।

সুমন্ত্র গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাম উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সাক্ষাৎ ধনপতি কুবেরের ন্যায় উৎকৃষ্ট আস্ত-রণে আচ্ছাদিত স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার শরীর বরাহ-রুধির-প্রভ সুগন্ধি পবিত্র রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত। সীতাদেবী চামর হস্তে তদীয় পার্শ্বে ভগবান শশাঙ্কের সহিত মিলিত চিত্রার ন্যায় আসীন আছেন। তখন বিনীত সুমন্ত্র

প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপ্রভাব সম্পন্ন রামকে বন্দনা করিলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্নবদন ও বিহারাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—হে কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন রাম! মহারাজ দশরথ ও মহিষী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব আপনি শীঘ্র গমন করুন, আর বিলম্ব করিবেন না।

রাম হৃষ্টচিত্তে সুমন্ত্রের বাক্য সাদরে গ্রহণ করিয়া সীতাকে কহিলেন,—দেবি! আমার পিতা দেবী কৈকেয়ীর সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই আমার অভিষেক সংক্রান্ত কোন মন্ত্রণা করিতেছেন। রাজার প্রিয়হিতৈষিণী উদারচরিতা কৃষ্ণলোচনা কেকয়রাজনন্দিনী রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রফুল্ল মনে আমারই নিমিত্ত ত্বরা করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে মহারাজ প্রিয় মহিষীর সহিত মিলিত হইয়া আমার হিতাকাঙ্ক্ষী উপযুক্ত দূতই সুমন্ত্রকে প্রেরণ করিয়াছেন। অন্তঃপুরের সভা যেরূপ দূতও তদনুরূপই আসিয়াছেন। রাজা আমাকে অদ্যই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। অতএব আমি শীঘ্র যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি, তুমি সহচরীদিগের সহিত সুখে আমোদ প্রমোদ কর।

অসিতেক্ষণা সীতা পতির আদরে আদৃতা হইয়া মঙ্গলার্থ দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং কহিলেন,—নাথ! জগৎ-সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা যেমন বাসবকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, মহারাজ সেইরূপ তোমাকে অদ্য যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া পশ্চাৎ দ্বিজাতিগণসেবিত রাজসূয়োপযোগী মহারাজ্য প্রদান করিবেন। তখন তুমি যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রত-

পরায়ণ ও পবিত্র হইয়া মৃগচর্ম্ম পরিধান ও কুরঙ্গ শৃঙ্গ ধারণ করিবে, তাহাই আমি দর্শন করিয়া তোমার সেবা করিব। এক্ষণে বজ্রধর তোমার পূর্ব্বদিক্, যম দক্ষিণদিক্, বরুণ পশ্চিম-দিক্, কুবের উত্তরদিক্ রক্ষা করুন।

অনন্তর রাম অভিষেকোপযোগী মঙ্গলাচরণ শেষ করিয়া সীতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গিরিগুহাশায়ী সিংহ যেমন পর্ব্বত হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ স্বীয় বাসভবন হইতে সুমন্ত্রের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দ্বারদেশে কৃতাঞ্জ-লিপুটে দণ্ডায়মান লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর মধ্যকক্ষ্যায় সুহৃদ্বর্গের সহিত সমাগত হইলেন। তথায় সমা-গত অর্থীদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের বিশেষ সমাদর করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মসমলঙ্কৃত মণিকাঞ্চন-বিভূষিত মেঘ-গম্ভীর-ধ্বনি সুমে-রুর ন্যায় দ্যুতিশালী রথে আরোহণ করিলেন। করিশাবক সদৃশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত রথ ইন্দ্ররথের ন্যায় বায়ুবেগে ধাবিত হইল। মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাহার গভীর ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। জলদজাল হইতে নির্গত পরম শোভাকর চন্দ্রমা যেমন শোভা পাইতে থাকেন,—রামও সেই-রূপ স্বীয় নিকেতন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অতীব রম্য দর্শন হইয়া চলিলেন। তৎকালে অনুজ লক্ষ্মণ বিচিত্র চামর হস্তে রথের পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া রামকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে জনসমূহের তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। তৎপশ্চাৎ পরম সুসজ্জিত বহুসংখ্যক অশ্ব ও বৃহৎকায় হস্তী তাঁহার অনু-সরণ করিতে লাগিল। অগুরু চন্দনে চর্চ্চিতকলেবর বীর-পুরুষেরা অসি, খড়্গ ও ধনু ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল

এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জয়শব্দ করিতে লাগিল। নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি ও বন্দিগণের স্তুতি গগণ ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইল। পরম রূপবতী পুরনারীরা সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকার বাতায়নে উপবেশন পূর্ব্বক রামের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ হর্ম্ম্যতলে, কেহ কেহ বা ক্ষিতিতলে থাকিয়া রামের প্রীতি সাধনোদ্দেশে বন্দনা পূর্ব্বক কহিতে লাগিল। মাতার আনন্দবর্দ্ধন রাম! তোমার মাতা কৌশল্যা তোমাকে উপস্থিত পৈতৃক রাজ্যে সফল মনোরথ দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন। রামের হৃদয়হারিণী সীতা সমুদায় সীমন্তিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি জন্মান্তরে অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই তপস্যার ফলে শশাঙ্কের প্রণয়িনী রোহিণীর ন্যায় এমন গুণের স্বামী রামকে লাভ করিয়াছেন। নরশ্রেষ্ঠ রাম এইরূপ প্রাসাদ শিখরস্থ প্রমদাগণের শ্রুতিসুখকর মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে রাজমার্গে গমন করিতে লাগিলেন।

ঐ স্থানে নগরবাসী বহুলোক সমাগত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিতে লাগিলেন, আমাদের এই রাজকুমার রামচন্দ্র রাজার প্রসাদে বিপুল-রাজ-সমৃদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন। ইনি যখন আমাদের শাসন ভার গ্রহণ করিবেন তখন আমাদের সর্ব্বকামনাই পূর্ণ হইবে। ইনি যে এক কালে সমগ্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, ইহাই প্রজাদিগের পক্ষে পরম লাভ। ইনি রাজা হইলে কোন কালে কাহাকেও কোন অপ্রিয় বা দুঃখের মুখ দেখিতে হইবে না।

রাম সকলের মুখে এই সমস্ত আত্মপ্রশংসাবাদ শ্রবণ

ও সূত মাগধ প্রভৃতি বন্দিগণের স্তুতিবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রবর্ত্তী শব্দায়মান হস্তী অশ্ব সমভিব্যাহারে পিতৃ ভবনে গমন করিতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন, রাজপথ সমুদায় হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা আকুল হইয়া উঠিয়াছে, চত্বর জনতায় পরিপূর্ণ, পণ্য-বীথিকা প্রভৃত রত্ন ও পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

সপ্তদশ সর্গ।

—oo—

শ্রীমান্ রামচন্দ্র রথারোহণপূর্ব্বক রাজপথে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজপথ সমুদায় ধ্বজপতাকায় আকীর্ণ, অগুরু ও ধূপগন্ধে আমোদিত, পার্শ্ববর্ত্তী মেঘসদৃশ শুভ্র প্রাসাদ শ্রেণীতে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বত্রই লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে চন্দন, অগুরু ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত হইয়া রহিয়াছে, কোথায়ও বা উৎকৃষ্ট মণি মুক্তা পট্টবস্ত্র ও কৌশাম্বর রচনা দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করি-তেছে। রাজপথ অতি বিস্তীর্ণ; উহা বিবিধ কুসুমে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্য প্রস্তুত আছে। পার্শ্বস্থ পুরবাসীদিগের অঙ্গনে দধি, অক্ষত হবি, লাজ, বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; নানাবিধ মাল্যদ্বারা উহার পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে। রাজকুমার সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় এইরূপ সুসজ্জিত রাজপথ দর্শন ও বহুলোকের আশীর্ব্বাদ শ্রবণ পূর্ব্বক এবং যথাযোগ্য সমস্ত নর নারীর সম্মান প্রদর্শন করিয়া

গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সুহৃদ্বর্গের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

সকলেই একবাক্যে কহিতে লাগিলেন,—যুবরাজ! অদ্য তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তোমার পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন রাজন্যবর্গকর্ত্তৃক অবলম্বিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে পালন কর। তোমার পিতৃ পিতামহগণ আমাদিগকে যেরূপ সুখে রাখিয়া পোষণ করিয়াছিলেন, তুমি রাজা হইলে তদপেক্ষা অধিকতর সুখে আমরা বাস করিতে পারিব। যদি আজ আমরা রামকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ও নগর ভ্রমণার্থ পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইয়াছেন দেখিতে পাই, তাহা হইলে অদ্য আমাদের ভোজন বা পরমার্থ চিন্তার কিছুই প্রয়োজন নাই। অমিততেজা রামের অভিষেক আমাদের যেরূপ প্রিয়, তদপেক্ষা প্রিয়তর আর আমাদের কিছুই নাই। রাম সুহৃদ-গণের এই সমস্ত ও অন্যান্য আত্মপ্রশংসাসূচক বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে নির্ব্বিকারচিত্তে রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সমস্ত লোক রামের প্রতি এরূপ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন যে, তিনি চলিয়া গেলেও কোন ব্যক্তিই তাঁহা হইতে মন বা চক্ষু প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি-লেন না। ধর্ম্মাত্মা রাম চতুর্ব্বিধ বর্ণ ও চতুর্ব্বিধ আশ্রমস্থ সমস্ত লোকের প্রতিই তুল্য দয়া প্রদর্শন করিতেন, এ জন্য সকলে কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপর অনুরক্ত ছিলেন, সুতরাং তৎকালে যিনি তাঁহাকে দেখেন নাই, অথবা রামের দৃষ্টিগোচর হইলেন না, লোকসমাজে তিনি নিন্দনীয় হইয়া উঠিলেন। অধিক কি আপনার অন্তরাত্মাও তাঁহাকে নিন্দা করিতে

লাগিল। রাজকুমার চতুষ্পথ, দেবপথ, চৈত্য ও দেবায়তন সমুদায় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজসদনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তত্রত্য প্রাসাদ শৃঙ্গ সমুদায় শরৎকালীন মেঘশ্রেণী ও কৈলাস শিখরের তুল্য পাণ্ডুর, বিমানের ন্যায় গগণমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। উহা বিবিধ রত্ন-জালে-মণ্ডিত ক্রীড়া গৃহে পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। উজ্জ্বলবেশধারী রাজকুমার রাম সেই ইন্দ্র ভবন সদৃশ পিতৃ সদনে প্রবেশ করিলেন। তিনি রথারোহণে ধনুর্দ্ধারী বীরগণ-পালিত কক্ষ্যাত্রয় অতিক্রম করিয়া অপর কক্ষ্যে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পাদচারে গমন করিলেন। এইরূপে সমস্ত কক্ষ্য অতিক্রম পূর্ব্বক অনুগামী জনগণকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্র অস্তমিত হইলে সরিৎপতি সমুদ্র যেমন পুনরায় তাঁহার উদয় প্রতীক্ষা করেন, তদ্রূপ নৃপকুমার রাম পিতৃ সন্নিধানে গমন করিলে বহিঃস্থিত সমস্ত লোকই প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার নির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ সর্গ।

—০০—

রাম তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পিতা বিষণ্ণ বদনে দেবী কৈকেয়ীর সহিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ, দেখিলেই অতীব শোচনীয় অবস্থাপন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তিনি বিনীত হইয়া অগ্রে পিতার চরণ-

দ্বয় বন্দনা করিয়া পশ্চাৎ প্রফুল্লচিত্তে কৈকেয়ীর চরণযুগলে প্রণাম করিলেন। মহারাজ দশরথ রামকে দেখিবামাত্র বাষ্পাকুললোচনে দীন বচনে কেবল "রাম" এইমাত্র বাক্য বলিয়া আর কিছুই কহিতে পারিলেন না এবং তাঁহার দিকে চাহিতেও পারিলেন না। রামও নৃপতির সেই অননুভূতপূর্ব্ব ভয়াবহ রূপ দেখিয়া পদাহত বিষধরের ন্যায় ভয় প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে রাজা শোক দুঃখে ব্যাকুল হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হওয়াতে যেন ইন্দ্রিয় সমস্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। অক্ষোভ সাগর সহসা ঊর্ম্মিমালা সমন্বিত ও ক্ষুব্ধ হইলে যেরূপ হয়, রাজার অবস্থাও তদনুরূপ, তিনি রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, অনৃতবাদী ঋষির ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া এবং কি কারণেই বা ঈদৃশ অসম্ভাবিত শোক উপস্থিত হইল, ইহা চিন্তা করিয়া রামও পর্ব্বদিবসে সমুদ্রের ন্যায় যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন। তখন পিতৃবৎসল চতুর রাম মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, মহারাজ অদ্য কেন আমাকে আদর করিতেছেন না। অন্য দিন আমাকে দেখিলে কোন কারণে ক্রোধাবিষ্ট থাকিলেও প্রসন্ন হন। অদ্য আমাকে দেখিয়া তাঁহার কি দুঃখ উপস্থিত হইল? রাম এইরূপ চিন্তা করিয়া দীনের ন্যায় শোকাকুলিত চিত্তে বিষণ্ন বদনে কৈকেয়ীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—মাতঃ! আমি কি অজ্ঞান বশতঃ কোন অপরাধ করিয়াছি? বলুন, পিতা আমার প্রতি কুপিত হইলেন কেন? এক্ষণে আমার অপরাধ মার্জ্জনার জন্য আপনিই ইহাঁকে প্রসন্ন করুন। পিতা সর্ব্বদাই আমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ

করিয়া থাকেন তবে কি জন্য অদ্য অপ্রসন্নচিত্ত হইলেন। কি জন্যই বা দীন ও বিষণ্ণবদন হইয়া আমার সহিত একটী কথাও কহিতেছেন না। প্রাণিমাত্রেরই সর্ব্বদা সুখ-শান্তি নিতান্ত দুর্লভ, অতএব ইহাঁর শারীরিক কি মানসিক কোন সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে কি! প্রিয়দর্শন কুমার ভরত বা মহামতি শত্রুঘ্নের কোন অশুভ ঘটে নাই ত? অথবা আমার মাতৃগণের কোন অমঙ্গল ঘটনা হয় নাই ত? আমি মহারাজের অসন্তোষ বা আজ্ঞা লঙ্ঘন দ্বারা ক্রোধোৎপাদন করিয়া মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। মনুষ্য যাঁহার প্রসাদে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে কোন্ ব্যক্তি সেই প্রত্যক্ষ দেবতার স্বরূপ পিতার প্রতিকূলতা করিবে? মাতঃ! আপনি কি অভিমান বা ক্রোধ করিয়াই হউক আমার পিতাকে কোন পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহাতে ইহাঁর মন কলুষিত হইয়াছে? হে দেবি! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি ইহার নিগূঢ় কারণ বলুন, কি জন্য মহারাজের এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে।

তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী মহাত্মা রামের কথা শ্রবণ করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধিবাসনায় প্রগল্ভবাক্যে কহিলেন,—রাম! রাজা কুপিত হন নাই, ইহাঁর কোন বিপদ্‌ও উপস্থিত হয় নাই, ইহাঁর মনোগত কোন অভিপ্রায় আছে, তাহা তোমার ভয়ে বলিতে পরিতেছেন না। তুমি ইহাঁর প্রিয়, তোমাকে কোন অপ্রিয় কহিতে ইহাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। যদি তুমি পিতৃভক্ত হও, তবে মহারাজ আমার কাছে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা তোমার অপ্রিয় হইলেও তোমার অবশ্য তাহা প্রতিপালন করা

কর্ত্তব্য। এই মহারাজ পূর্ব্বকালে আমাকে সম্মান পূর্ব্বক বর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ অতি সামান্য লোকের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। জল নির্গত হইলে সেতুবন্ধনের প্রয়াস পাওয়া বৃথা। সত্যই ধর্ম্মের মূল, ইহা মহাত্মামাত্রেই বিদিত আছেন; দেখিও, যেন মহারাজ তোমার জন্য আমার উপর ক্রোধ করিয়া সেই সত্য পরিত্যাগ না করেন। এক্ষণে রাজা যাহা বলিবেন তাহা যদি তুমি ভালমন্দ বিচার না করিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লও, তাহা হইলে আমি সমস্ত বৃত্তান্তই তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতে পারি; অথবা মহারাজ স্বয়ং তোমাকে কিছুই কহিতে পারিবেন না। ইহাঁর আদেশে আমি যাহার প্রসঙ্গ করিব তাহার যদি তুমি অন্যথা না কর, তবে আমি সমুদায় ব্যক্ত করিব।

রাম কৈকেয়ীর নিকটে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে রাজসন্নিধানে কহিলেন,—দেবি! হায় ধিক্! আপনি আমাকে এ কথা বলিবেন না। আমি মহারাজের কথায় অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারি, ঘোর হলাহল ভক্ষণ করিতে পারি, ইনি আমার পিতা, গুরু, বিশেষতঃ রাজা। ইহাঁর আজ্ঞায় আমি মহার্ণবেও নিমগ্ন হইতে কুণ্ঠিত নহি। অতএব রাজার যাহা মনোগত তাহা আপনি বলুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি অবশ্য রক্ষা করিব। আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন রাম কখন দুই প্রকার কথা কহিতে জানে না।

অনার্য্যা কৈকেয়ী সেই সরল প্রাণ সত্যবাদী রামকে অতি নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন,—রাঘব! পূর্ব্বকালে দেবাসুর-যুদ্ধে তোমার পিতা রাত্রি সমরে ক্ষত বিক্ষত শরীরে অচেতন হইয়া

পড়িয়াছিলেন ; তৎকালে আমি সমরক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিয়া ইহাঁর প্রাণ রক্ষা করি, আমার সেবা শুশ্রূষায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া রাজা আমাকে দুইটী বর দিয়াছিলেন। সম্প্রতি মহারাজের নিকট আমি ঐ দুইটী বর প্রার্থনা করিয়াছি, উহার এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, দ্বিতীয় বরে তোমার অদ্যই দণ্ডকারণ্যে গমন। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি তোমার পিতাকে এবং আত্মাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। তোমার পিতা আমার কাছে শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন সেই পিতার প্রতিজ্ঞা সম্পাদনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার অরণ্যে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। রাজা তোমার অভিষেকের জন্য যে সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী আহ-রণ করিয়াছেন তদ্দ্বারা ভরত অভিষিক্ত হউন। তুমি এই অভিষেক পরিত্যাগ করিয়া জটা চীর ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্য আশ্রয় কর। ভরত কোশলপুরে থাকিয়া এই হস্তী-অশ্ব-রথসঙ্কুলা ও নানারত্ন-সমাকীর্ণা বসুন্ধরাকে শাসন করুন। মহারাজ আমাকে এই-রূপ বরদান করিয়া এখন শোকে অতিশয় বিষণ্ণবদন হইয়াছেন, কারুণ্য বশতঃ তোমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতে-ছেন না ; কিন্তু তুমি এই মহারাজের গুরুতর সত্য বাক্য রক্ষা করিয়া ইহাঁকে উদ্ধার কর।

মহানুভব রাম কৈকেয়ীর ঈদৃশ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত বা শোকসন্তপ্ত হইলেন না। কেবল মহারাজই পুত্রের ভাবী অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িলেন।

একোনবিংশ সর্গ

অনন্তর শত্রুনিহন্তা রাম কৈকেয়ীর এই হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে কহিলেন, মাতঃ! আপনার যাহা অভিমত তাহাই হউক। আমি মহারাজের প্রতিজ্ঞা পালনার্থ জটাবল্কলধারী হইয়া এ স্থান হইতে বনপ্রস্থান করিব, কিন্তু ইহাই জানিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে যে, মহীপতি আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্ভাষণ করিতেছেন না কেন? দেবি! আপনার সমক্ষেই বলিতেছি আমি রাজার অভিপ্রায় জানিবার জন্য এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাতে আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ইহা জানিতে পারিলেই জটাচীর ধারণ করিয়া বনগমন করিব। মহারাজ আমার পিতা, গুরু ও হিতকারী, বিশেষতঃ অন্যকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করণ বাসনায় আমায় আদেশ করিলে এমন কি কার্য্য আছে যাহা আমি নির্ভীকচিত্তে আনন্দ সহকারে করিতে না পারি; তবে মহারাজ যে স্বয়ং ভরতের অভিষেকের কথা আমাকে বলিতেছেন না এইমাত্র অলীক মনের দুঃখে আমার অন্তর্দ্দাহ হইতেছে। আমি স্বয়ংই সন্তুষ্টচিত্তে রাজ্য, ধন, সীতা ও নিজের অতিপ্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত ভরতকে প্রদান করিতে পারি, মনুজশ্রেষ্ট পিতা স্বয়ং আজ্ঞা করিলে তাহার কথা আর কি বলিব, অধিক কি, পিতার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াও কেবল মাত্র আপনারই প্রীতিসাধনোদ্দেশে ভরতকে ঐ সমস্ত প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিব। অতএব আপনি এক্ষণে মহারাজকে আশ্বাসিত করুন; উনি কি জন্য বৃথা লজ্জিত

ও অধোমুখ হইয়া মন্দ মন্দ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। দূতেরা মহারাজের আদেশে অদ্যই ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিবার নিমিত্ত দ্রুতগামী অশ্বে গমন করুক। এই আমি এখনই পিতার আজ্ঞা অবিচারিত হৃদয়ে শিরোধার্য্য করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিতেছি।

কৈকেয়ী রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বনগমন বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় না করিয়া তাঁহাকে ত্বরা করিবার নিমিত্ত কহিলেন, তাহাই হইবে; দূতেরা ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিবার নিমিত্ত শীঘ্রগামী অশ্বে গমন করিবে। রাম! তুমি যখন বনগমনে উৎসুক হইয়াছ, তখন বিলম্ব করা বিধেয় নহে; তুমি এখনই এস্থান হইতে গমন কর। রাজা লজ্জাবশতই তোমার সহিত আলাপ করিতে পারিতেছেন না, নতুবা এইরূপ মৌনাবলম্বনের অন্য কোন কারণই নাই। অতএব তুমি এ স্থান হইতে গমন করিয়া ইহাঁকে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে নিস্তার কর। তুমি যাবৎকাল এই নগর হইতে সত্বর হইয়া বনগমন না করিতেছ, তাবৎ কাল ইনি স্নান বা ভোজন কিছুই করিতেছেন না!

মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর এই সমস্ত মর্ম্মচ্ছেদী নিষ্ঠুর বচন শ্রবণ করিয়া শোক-বিহ্বল-চিত্তে "হা ধিক্ কি কষ্ট" এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক স্বর্ণ মণ্ডিত পর্য্যঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। রাম সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং কশাহত অশ্বের ন্যায় বনগমনে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং অনার্য্যা কৈকেয়ীর সেই দারুণ বাক্যবাণেও কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত না হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! আমি স্বার্থ-

পর হইয়া ইহলোকে বাস করিতে ইচ্ছা করি না, আপনি আমাকে তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদিগের ন্যায় নির্ম্মল ধর্ম্মেরই আশ্রিত বলিয়া জানিবেন। আমি পূজ্যপাদ পিতৃদেবের যাহা কিছু প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি তাহা প্রাণান্ত করিয়া সম্পন্ন করিলামই মনে করিবেন। পিতার শুশ্রূষা অথবা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন অপেক্ষা অন্য কোন মহত্তর ধর্ম্ম জগতে নাই। এক্ষণে পিতা আমাকে আদেশ না করিলেও আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া বাস করিব। দেবি! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমাতে যে কোন গুণ কিয়ৎ পরিমাণে আছে তাহা আপনার গোচর হয় নাই, কারণ আমার উপর আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিতেও কেন এই বিষয়ের জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিবেন। আমি অদ্যই জননীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিব। অতঃপর ভরত যাহাতে রাজ্য পালন ও পিতার শুশ্রূষা করেন আপনি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবতী হইবেন। পিতৃসেবাই পুত্রের সনাতন ধর্ম্ম। পিতা দশরথ রামের কথা শুনিয়া দুঃখ শোকে এরূপ অভিভূত হইলেন যে তাঁহার মুখ হইতে একটী বাক্যও স্ফূর্ত্তি পাইল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন মহাদ্যুতি রাম অচেতনপ্রায় পিতা ও অনার্য্যা কৈকেয়ীকে তুল্য ভক্তিতে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ এতক্ষণ সমীপে থাকিয়া এই সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন; তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া বাষ্পপূর্ণ লোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

রাম অভিষেকশালা ও তত্রত্য উপকরণ সমূহ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়াই ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। পরম শোভাকর সুধাংশুর কান্তি যেমন ক্ষয়পক্ষও নষ্ট করিতে পারে না সেইরূপ সর্ব্ব-লোক-কমনীয় প্রিয়দর্শন রামের স্বাভাবিক শোভা তাঁহার রাজ্যনাশও মলিন করিতে পারিল না। জীবন্মুক্তের যেমন সুখ দুঃখে সমান ভাব, সেইরূপ মহাত্মা রামের প্রাপ্তরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাস-কালেও সেই একই ভাব রহিল সুতরাং এ সময়েও তাঁহার চিত্তবিকার লক্ষিত হইল না।

অনন্তর সুধীর রাম মনের দুঃখ মনেই সংবরণ ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকেও নিগ্রহ করিয়া রাজোচিত ছত্র, চামর, আত্মীয়-স্বজন ও পৌরজনগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই অপ্রিয় সংবাদ প্রদানার্থ মাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ কালে তত্রত্য সমস্ত লোককে মধুর বাক্যে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক জননী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তুল্যগুণসম্পন্ন বিপুল-পরাক্রম ভ্রাতা লক্ষ্মণও আত্মদুঃখ সংবরণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। রাম মাতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তথায় অভিষেক-মহোৎসব-প্রসঙ্গে সকলেই মহা আনন্দে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, তদ্দর্শনেও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না, কিন্তু পাছে আমার এই উপস্থিত বিপত্তিতে জনক জননীর প্রাণ নাশ হয় এই শঙ্কায় তাঁহার হৃদয়ে বিষম চিন্তার উদয় হইল।

বিংশ সর্গ।

—০০—

পুরুষ-ব্যাঘ্র রাম কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কৈকেয়ীর অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তৎকালে অন্যান্য রাজমহিলাদিগের অন্তঃপুরে ঘোর আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা রামের রাজ্য নাশ ও বনবাস বার্ত্তা শ্রবণে একান্ত অধীর হইয়া আর্ত্ত-স্বরে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হায়! যে রাম পিতার অনুমতি ব্যতিরেকেও আমাদিগের সমস্ত অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, যিনি আমাদিগের একমাত্র গতি ও আশ্রয় ছিলেন সেই রাম অদ্য বনে চলিলেন! যিনি জন্মাবধি নিজ জননী কৌশল্যা-নির্ব্বিশেষে আমাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। কেহ ক্রোধ করিয়া তাঁহার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেও কদাচ তিনি ক্রোধ করেন না। প্রত্যুত ক্রোধজনক ব্যাপার একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করেন। হায়! আমাদের সেই রাম আজ বনে চলিলেন। অহো! আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি রাজা সমস্ত প্রাণীর গতিস্বরূপ রাঘবকে পরিত্যাগ করিয়া এই জীব-লোককে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রিয় মহিষীগণ এইরূপে রাজাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং বিবৎসা ধেনুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহীপতি দশরথ একেই ত পুত্র শোকে কাতর হইয়া ছিলেন তদুপরি অন্তঃপুরে এই ঘোর আর্ত্তনাদ শ্রবণে একেবারে আসনে বিলীন হইয়া রহিলেন।

জিতেন্দ্রিয় রামও এইরূপে স্বজনদুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া কুঞ্জরের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গৃহদ্বারে অতি সম্মানার্হ একটী বৃদ্ধ দ্বারাধ্যক্ষ পুরুষ এবং অন্যান্য অনেকেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহারা রামকে দেখিবামাত্র সকলেই সন্নিহিত হইয়া জয় শব্দ উচ্চারণ দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তিনি তখন প্রথম কক্ষ্যা অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় কক্ষ্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় রাজার অতি সৎকৃত বেদপারগ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন। রাম তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় বালিকা ও বৃদ্ধা নারীরা দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা জয় শব্দে রামকে সম্বর্দ্ধনা-পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে ত্বরিতগমনে গৃহপ্রবেশ করিয়া কৌশল্যাকে রামের আগমন-রূপ প্রিয়সংবাদ প্রদান করিল।

দেবী কৌশল্যাও সমাহিতচিত্তে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে পুত্রের হিতকামনায় পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃ-করণে বিষ্ণুপূজা করিয়াছেন, পশ্চাৎ মঙ্গলাচার সমাপন করিয়া ঋত্বিক্‌গণ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করাইতেছিলেন। রাম সেই মঙ্গলময় মাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় দেবকার্য্যের নিমিত্ত দধি, অক্ষত, ঘৃত, মোদক, হবি, লাজ, শুভ্র মাল্য, পায়স, তিল, তণ্ডুল ও মুদ্গ মিশ্রিত অন্ন, সমিধ্‌ ও পূর্ণ কুম্ভ রহিয়াছে। মাতা কৌশল্যা পুত্রের অভ্যুদয় কামনায় ব্রতোপবাসাদি দ্বারা নিতান্ত ক্ষীণাঙ্গী হইয়া তৎকালে জলাঞ্জলি-

প্রদানে দেবতর্পণ করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার চির-বাঞ্ছিত-ধন আনন্দ-বর্দ্ধন তনয়কে সমাগত দেখিয়া তিনি পুল-কিত হৃদয়ে বৎসাগমে বড়বার ন্যায় বেগে তাঁহার নিকট ধাব-মান হইলেন।

রাম মাতার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার অভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মাতা বাহুযুগলে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং পুত্রবাৎসল্যে প্রিয় ও হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন,—বৎস! তুমি ধর্ম্মশীল, বৃদ্ধ মহাত্মা রাজর্ষিদিগের আয়ু, কীর্ত্তি এবং কুলোচিত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হও। দেখ রাম! তোমার পিতা মহারাজ কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ, সেই ধর্ম্মাত্মা রাজা অদ্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। এই কথা বলিয়া রামকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান ও ভোজনের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। তখন স্বভাববিনীত রাম মাতার গৌরব রক্ষার্থ মাতৃদত্ত আসন হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া অবনত মুখে কিঞ্চিৎ অঞ্জলি প্রসারণ পূর্ব্বক কহিলেন;—জননি! আপনি নিশ্চয়ই জানিতে পারেন নাই, কি মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ইহা আপনার, বৈদেহীর এবং লক্ষ্মণেরই কেবল দুঃখের কারণ হইবে। আমি এখনই দণ্ডকারণ্যে গমন করিব, আর বৃথা আমার আসন গ্রহণে কি ফল? এক্ষণে কুশাসন-যোগ্য আমার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি মুনির ন্যায় আমিষ পরিত্যাগ করিয়া কন্দ-মূল ও ফলদ্বারা জীবন ধারণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিব। মহারাজ যৌবরাজ্য ভরতকে প্রদান করিবেন। আমাকে দণ্ডকারণ্যে তাপস করিয়া বিবাসিত করিলেন। সুতরাং এখন আমাকে

চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া বনজাত ফল-মূল-দ্বারাই জীবন ধারণ করিতে হইবে।

দেবী কৌশল্যা এই বাক্য শ্রবণমাত্র বনস্থলীতে পরশু-ছিন্ন শালযষ্টির ন্যায় ও স্বর্গচ্যুত সুরনারীর ন্যায় সহসা পতিত হইলেন। দেবী কৌশল্যা জন্মাবচ্ছিন্নে এরূপ দুঃখ কখন পান নাই। রাম তাঁহাকে কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমিপতিতা ও গত-চেতনা দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া উত্থাপিত করিলেন এবং বড়বা যেমন ভারবহনে শ্রান্ত হইয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য ভূমিতে লুণ্ঠিত হয় সেইরূপ তাঁহাকে লুণ্ঠিত ও ধূলিধূসরিত দেখিয়া স্বহস্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা এই অপ্রিয় সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—বৎস! আমি কেবল দুঃখভোগের নিমিত্ত যদি তোমায় গর্ভে ধারণ না করিতাম, তাহা হইলে এত অধিক লাঞ্ছনা আর আমাকে সহ্য করিতে হইত না; আমি অপুত্রা হইলাম, বন্ধ্যার এই একমাত্র মনঃ কষ্ট, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সন্তাপ নাই। স্বামীর অনুরাগ থাকিলে স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা কিছু সুখ সৌভাগ্য প্রাপ্য হয় তাহা আমার ভাগ্যে কদাচ ঘটে নাই, পুত্র জন্মিলে আমি সেই সমস্ত সুখের মুখ দেখিতে পাইব, কেবল এইমাত্র প্রত্যাশায় এতকাল জীবনকে রাখিয়াছি। বৎস! আমি রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী হইয়াও কনিষ্ঠা, মর্ম্মভেদিনী সপত্নীদিগের বহুতর অপ্রিয় বাক্য এখনও আমাকে শুনিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা প্রমদাগণের অধিক দুঃখ আর কি আছে? বুঝিলাম্ আমার এ দুঃখ-শোকের আর অবসান নাই। তুমি সন্নিহিত থাকি-

তেই যখন সপত্নীরা আমাকে এইরূপ নির্য্যাতন করিতেছে, তখন তুমি নির্ব্বাসিত হইলে আমার দুর্দ্দশা কি হইবে বলিতে পারি না ;—মৃত্যুই আমার নিশ্চিত। আমি স্বামীর অপ্রিয় হইয়া কত নিগ্রহই বা সহ্য না করিয়াছি ;—হায় ! আমি কৈকেয়ীর দাসীর সমান অথবা তাহা অপেক্ষাও অধম হইয়া রহিয়াছি। যদি কেহ আমার অনুগত হয় অথবা সেবা-শুশ্রুষা করে সেই আবার কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখিয়া আর আমার সহিত আলাপও করে না। বৎস ! আমি তোমার বিয়োগে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া সেই সততক্রোধবশা কৈকেয়ীর কটুভাষী মুখ কিরূপে দেখিব ? উপনয়নের পর তোমার এই সপ্তদশবৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, এতদিন কেবল দুঃখাবসানের প্রতীক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছি। এখন আমি জীর্ণ হইয়া পড়িলাম। আর আমি তোমার রাজ্যনাশ ও বনবাসজনিত অপ্রতিবিধেয় দুঃখ এবং সপত্নীদিগের অত্যাচার চিরদিন সহ্য করিতে কিছুতেই পারিব না। তোমার এই পূর্ণ-চন্দ্রদ্যুতি মুখমণ্ডল দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কিরূপে আমি বিড়ম্বিত-জীবনে কালযাপন করিব ? হায় ! আমার মত হতভাগিনী এ জগতে আর কেহ নাই। বৎস ! আমি কত উপবাস, কত কষ্ট ও কত পরিশ্রমে তোমায় মানুষ করিয়াছিলাম ; দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সমস্ত বিফল হইয়া গেল। বর্ষাকালে নূতন সলিলস্পৃষ্ট মহানদীর কূলের ন্যায় আমার হৃদয় যখন এত দুঃখেও বিদীর্ণ হইল না, তখন নিশ্চয়ই উহা বজ্রসার কঠিন। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার মত হতভাগিনীর মৃত্যু নাই, যমালয়েও আমার স্থান নাই। তাহা না হইলে কেশরী

যেমন রোরুদ্যমানা হরিণীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়, কালান্তক যম এখনও আমাকে সেইরূপ লইলেন না কেন? এখন আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, আমার হৃদয় ও শরীর উভয়ই লৌহময়! নচেৎ তোমার মুখে এই অসহ্য দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়াও হৃদয় বিদীর্ণ হইল না কেন? এবং ঈদৃশ দুঃখভারাক্রান্ত দেহ সহসা ভূমিতে পতিত হইয়াও শতধা চূর্ণ হইল না কেন? ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে অকালে কখন কাহারও মৃত্যু হয় না। যদি কোন ব্যক্তি গুরুশোকে অভিভূত হইয়া অকালে যদৃচ্ছাক্রমে মরিতে পারিত, তাহা হইলে আমি এখনই যমসদনে গমন করিতাম। আর ইহাও আমার বিষম দুঃখ যে, আমি পুত্র কামনা করিয়া যে ব্রত, দান, সংযম ও তপস্যা করিয়াছিলাম তৎসমুদায়ই ঊষরক্ষেত্রে উপ্তবীজের ন্যায় নিষ্ফল হইল। যদিও আপাততঃ আমার মৃত্যু হইল না, তথাপি তুমি নিকটে না থাকিলে আমার জীবনধারণ বৃথা। ধেনু দুর্ব্বল হইলেও যেমন বৎসের অনুগমন করে, আমিও সেইরূপ বাৎসল্যবশতঃ অরণ্যে তোমার পশ্চাৎপশ্চাৎ গমন করিব।

দেবী কৌশল্যা পুত্রবিরহে সপত্নীকৃত অসহ্য আত্মদুঃখ পর্য্যালোচনা করিয়া এবং পুত্র রামকে সত্যপাশে বদ্ধ দেখিয়া পাশসংযত পুত্র দর্শনে কিন্নরীর ন্যায় এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

একবিংশ সর্গ।

—০০—

তৎকালে দীনভাবাপন্ন লক্ষ্মণ রামজননী কৌশল্যাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন;—আর্য্যে! এই রঘুকুলধুরন্ধর, রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোকের কথায় বনে গমন করিবেন, ইহা আমার অভিমত নহে। বার্দ্ধক্য নিবন্ধন মহারাজের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ইনি নিতান্ত বিষয়াসক্ত, বিশেষতঃ কামার্ত্ত, সুতরাং স্ত্রীর বাক্যে বশীভূত হইয়া কি না বলিতে পারেন। আর্য্য রাম যাহাতে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইতে পারেন এরূপ অপরাধ বা দোষ ইহাঁর কিছুই দেখিতে পাই না। এ জগতে বিষম শত্রু বা অপরাধীদিগের মধ্যেও এমন কোন লোককে দেখিতে পাই না যে, পরোক্ষভাবেও ইহাঁর দোষ কীর্ত্তন করিতে পারে। ইনি দেবতুল্য প্রভাবশালী, সরল, গুরুগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত ও শত্রুগণেরও প্রিয়। যাঁহাদিগের ধর্ম্মে দৃষ্টি আছে, এরূপ কোন্ ব্যক্তি এতাদৃশ গুণবান্ পুত্রকে অকারণে পরিত্যাগ করিতে পারেন? পুনর্ব্বার বাল্যভাবাপন্ন সুতরাং অপরিণামদর্শী মহারাজের এই বাক্য কোন্ পুত্রই বা পূর্ব্বতন নৃপতি-চরিত স্মরণ করিয়া পালন করিবে? আর্য্য! যাবৎ এই ব্যাপার কাহারও কর্ণগোচর না হইতেছে, তাবৎকালের মধ্যেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করুন। আমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শরাসন ধারণ করিয়া পার্শ্বে

থাকিয়া আপনাকে রক্ষা করিলে কাহার সাধ্য যে আপনার আজ্ঞালঙ্ঘন পূর্ব্বক অভিষেকের বিঘ্ন করিতে পারে। হে মনুজর্ষভ! যদি কেহ আপনার বিপক্ষভাবে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কহিতেছি আমি তীক্ষ্ণশর দ্বারা এই অযোধ্যা নগরী নির্ম্মনুষ্যা করিব। যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষ অথবা যে উহার হিতাকাঙ্ক্ষা করে সেই সমস্ত লোককে আমি সংহার করিব। এ স্থলে মৃদুতা অবলম্বন কোন রূপেই শ্রেয় নহে। মৃদুলোকেরাই পরিভূত হইয়া থাকে। অধিক কি যদি আমাদের পিতা কৈকেয়ীকর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া তাঁহা-কেই সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বিপক্ষতা করেন তাহা হইলে ইহাঁকেও হয় বন্ধন না হয় বধ করিতে হইবে। গর্ব্বান্ধ গুরুও যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেকশূন্য হইয়া বিপথে পদার্পণ করেন তবে তাঁহারও শাসন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। হে পুরুষোত্তম! দেখুন, জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন এই রাজ্য ন্যায়তঃ আপনারই প্রাপ্য, তবে কোন্ বলে ও কি যুক্তিতেই বা মহা-রাজ উহা কৈকেয়ীকে দিতে ইচ্ছা করিতেছেন? হে অরিন্দম! আপনার ও আমার সহিত শত্রুতা করিয়া ভরতকে রাজ্য দিতে ইহাঁর কি ক্ষমতা আছে?

দেবি! আমি এক্ষণে সত্য, ধনু, দান ও প্রিয় বস্তু দ্বারা শপথ করিতেছি, আমি যথার্থতঃই আর্য্য রামের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। রাম যদি প্রজ্বলিত হুতাশন বা অরণ্যে প্রবেশ করেন তাহা হইলে আমিও তৎপূর্ব্বেই তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছি বলিয়া নিশ্চয় জানিবেন। সমুদিত সূর্য্য যেমন অন্ধকার নষ্ট করে, আমিও সেইরূপ স্ববীর্য্যপ্রভাবে আপনার দুঃখ নিবারণ

করিব। দেবি! আপনি ও আর্য্য রাঘব আপনারা আমার বীর্য্য অবলোকন করুন। পিতা বৃদ্ধ হইলেও কৈকেয়ীর প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়া যখন বালকের ন্যায় গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন আমি কামুকস্বভাব তাঁহাকেও বিনাশ করিব।

মহাত্মা লক্ষ্মণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলা কৌশল্যা সজলনেত্রে রামকে কহিলেন,—বৎস! তুমি তোমার ভ্রাতা লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিলে ত। এক্ষণে যদি তোমার অভিমত হয়, তবে উহারই অনুসরণ কর। তুমি আমার সপত্নী কৈকেয়ীর এই অধর্ম্মকর বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকবিহ্বলা আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছুতেই যাইতে পারিবে না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যদি তোমার ধর্ম্মাচরণ করিতেই একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে এই স্থানে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা কর, তাহাতেই তোমার অনুত্তম ধর্ম্ম পালন করা হইবে। দেখ তপস্বী কাশ্যপ নিয়ত স্বগৃহে বাস করিয়া মাতৃশুশ্রূষার ফলে দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরুত্ব ধরিতে হইলে রাজার ন্যায় আমিও তোমার পূজ্য, অতএব আমি তোমাকে বনে যাইতে দিব না। বৎস! তোমার বিরহে আমার জীবন বা সুখে প্রয়োজন কি! তোমার সঙ্গে থাকিয়া আমার তৃণভোজনও শ্রেষ্ঠ। যদি তুমি শোকাকুলা আমাকে ছাড়িয়া বনগমন কর, তাহা হইলে আমি অনশনে প্রাণনাশ করিব; কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তাহা হইলে তোমাকে এই মাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মহত্যাকারী সমুদ্রের ন্যায় নরকবাস করিতে হইবে।

ধর্ম্মাত্মা রাম জননীকে এইরূপ দীনভাবে বিলাপ করিতে

দেখিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিলেন,—মাতঃ! আমি পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কোনরূপে পারি না, আমি আপনার চরণ ধরিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে বনগমনে অনুমতি করুন। দেখুন, মহর্ষি বনচারী মহাপণ্ডিত কণ্ডু অধর্ম্ম জানিয়াও পিতার আজ্ঞায় গোহত্যা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে আমাদেরই বংশে মহারাজ সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র পিতার আজ্ঞায় পৃথিবী খনন করিতে গিয়া অতিভীষণ আত্মবধ স্বীকার করিয়াছিলেন। জমদগ্নিতনয় পরশুরাম পিতার বাক্যানুসারে অরণ্যে স্বহস্তে কুঠার দ্বারা স্বকীয় জননী রেণুকার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। দেবি! এই সমস্ত দেবতুল্য মহাপুরুষগণ এবং অন্যান্য বহুলোকেই পিতার বাক্য অকাতরে পালন করিয়া গিয়াছেন। অতএব আমিও পিতার মঙ্গল বিধায়িনী আজ্ঞা রক্ষা করিব। একমাত্র আমিই যে পিতৃ-শাসন পালন করিতেছি, তাহাও নহে। আমি যে সকল মহাত্মাদিগের নামোল্লেখ করিলাম ইহাঁরাও পূর্ব্বেই এই পথের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। অতএব এই পৃথিবীতে মহাজনকর্ত্তৃক আচরিত অনুসৃত ধর্ম্মই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে আর কোন সংশয়ই নাই। আরও দেখুন, পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া কেহ কখন অবসন্ন হন নাই।

বাগ্‌বিদগ্ধ মহাধনুর্দ্ধারী রাম জননীকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! আমার প্রতি তোমার যে নিরতিশয় স্নেহ আছে তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; তোমার বল, বিক্রম ও তেজ যে অন্যদুর্লভ তাহাও আমি সম্যক্ অবগত আছি। আমার মাতারও অপার দুঃখের তুলনা

নাই। কিন্তু জননী আমার সত্য ও শান্তিবিষয়ক অভিপ্রায় না জানিয়াই এইরূপ কহিতেছেন। তুমি ধর্ম্মবিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ হইয়া এরূপ কি কহিতেছ! দেখ, সমুদায় পুরুষার্থ বিষয়ে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। পিতার এই বাক্য ধর্ম্মসঙ্গত, সুতরাং উহা অবশ্য পালনীয়। হে বীর! যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, পিতা, মাতা বা ব্রাহ্মণের কাছে অঙ্গীকার করিয়া অন্যথা করা তাঁহার কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং আমি যখন পিতার বচনানুসারে কৈকেয়ী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি, তখন কোন মতে বনগমনে ক্ষান্ত হইতে পারিব না। তুমি এক্ষণে তোমার এই অনার্য্যা ক্ষত্রধর্ম্মাশ্রিতা বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। যে ধর্ম্ম লোকের উদ্বেগকর উহা অবলম্বন করিও না; আমার বুদ্ধির অনুগামী হও।

রাম ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় অবনত মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে কহিলেন;—দেবি! আপনি আমায় অনুমতি করুন, আমি আপনাকে আমার প্রাণের দিব্য দিতেছি বন-গমনে বাধা দিবেন না। আমার জন্য আপনি স্বস্ত্যয়ন করুন। পূর্ব্বকালে রাজর্ষি যযাতি স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া যেমন পুনরায় সুরলোকে গমন করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আগমন করিব। হে মাতঃ! আপনি শোক সংবরণ করুন, মনের দুঃখ মনেই নিবারণ করুন। আমি পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া বনবাস হইতে নিশ্চয়ই গৃহে আসিব। দেখুন, আপনি, আমি, বৈদেহী, লক্ষ্মণ ও সুমিত্রা আমাদের সকলেরই পিতার আদেশ পালন করা

অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। এক্ষণে অভিষেকের উপকরণ সমুদায় পরিত্যাগ ও দুঃখ-শোক হৃদয়ে সংযমন করিয়া আমারই বনবাসবিষয়িণী বুদ্ধির অনুসরণ করুন।

দেবী কৌশল্যা পুত্রের এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত যুক্তিযুক্ত পুরুষোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিতার ন্যায় যেন পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং নির্নিমেষলোচনে রামের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—বৎস! লালন পালন ও স্নেহ নিবন্ধন মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার গুরু। তুমি এই দুঃখিনী মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে বনে গমন করিবে! আমি কিছুতেই তোমায় অনুমতি দিব না। রাম! তোমাকে ছাড়িয়া আমার জীবনে ফল কি? অন্যান্য বন্ধু বান্ধব, পিতৃকার্য্য, দেবপূজা, মুক্তিসাধন ও তত্ত্বজ্ঞানেই বা প্রয়োজন কি? সমস্ত জীবলোকই বা আমার কি করিবে? যদি মুহূর্ত্তকালের জন্যও তোমার কাছে থাকিতে পারি তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়।

মাতা আমাকে অধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিতে এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, ইহা মনে করিয়া অন্ধকারপ্রবিষ্ট মহাগজ যেমন জ্বলন্ত দণ্ডকাষ্ঠে স্পৃষ্ট ও ব্যথিত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ জননীর করুণ বিলাপে রামও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাদৃশ ঘোর সঙ্কট অবস্থায় ধর্ম্মপরায়ণ রাম মূর্চ্ছিতপ্রায় মাতা এবং একান্ত দুঃখসন্তপ্ত ও কাতর লক্ষ্মণকে যেরূপ ধর্ম্ম সঙ্গত বাক্য বলা উচিত সেইরূপেই কহিতে লাগিলেন,—লক্ষ্মণ! আমার প্রতি যে তোমার অচলা ভক্তি আছে তাহা আমি জানি, তোমার পরাক্রমও আমার অবিদিত

নাই; কিন্তু তুমি আমার ধর্ম্মসংশ্রিত অভিপ্রায় না বুঝিয়া অবোধ জননীর ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছ, ইহা তোমার উচিত নহে। দেখ, পূর্ব্বতন ঋষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন—"এই জীবলোকে পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মের ফলকাল উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই লাভ হয়; সুতরাং একমাত্র ধর্ম্মই যখন ত্রিবর্গের নিদানভূত তখন তাহা একান্ত অনুরাগিণী ধর্ম্মপরায়ণা সপুত্রা হৃদয়-হারিণী ভার্য্যার ন্যায় কাহার না স্পৃহনীয়? যে সমস্ত কার্য্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সমাবেশ নাই তাহা কদাচ অনুষ্ঠেয় নহে। একমাত্র যাহার অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই ধর্ম্মের আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। এ জগতে যিনি ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র অর্থচেষ্টা করেন তিনি সকলের দ্বেষ্য হন। ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামপরতাও অতীব গর্হিত।

দেখ, আমাদের বৃদ্ধ পিতা আমাদিগকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছেন, ধনুর্ব্বেদাদিতেও সম্যক্ উপদেশ প্রদান করিয়ছেন; তিনি এক্ষণে কাম, ক্রোধ বা হর্ষ বশতঃই হউক যাহা আদেশ করিবেন তাহা ধর্ম্মবোধে কে না পালন করিবে? এই জন্যই আমি তাঁহার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিব না। তিনি আমাদের উভয়েরই গুরু, আমাদিগকে যে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুতা আছে, বিশেষতঃ আমাদের মাতৃদেবীর তিনি স্বামী, তিনিই ইহাঁর গতি, তিনি ইহাঁর ধর্ম্ম; সেই সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ আমাদের পিতা এখনও বর্ত্তমান আছেন, প্রত্যুত প্রিয় পুত্র বিসর্জ্জন দিয়াও সত্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন,

এ অবস্থায় দেবী] অন্য অনাথা বিধবার ন্যায় কেমন করিয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত গমন করিবেন? হে দেবি! আপনি আমাকে বনে যাইতে অনুমতি করিয়া আমার নিমিত্ত স্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠান করুন। মহারাজ যযাতি যেমন সত্য পালন দ্বারা পুনর্ব্বার স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ নির্দ্দিষ্টকাল সমাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আগমন করিব। আমি এই সামান্য রাজ্যলোভে মহাফলজনক যশকে কদাচ পশ্চাদ্বর্ত্তী করিতে পারিব না। হে দেবি! জীবন অতি অল্পকালস্থায়ী, তাহার জন্য অদ্য আমি অধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অতি তুচ্ছ রাজ্য প্রার্থনা করি না। মনুজশ্রেষ্ঠ রাম, অক্ষুব্ধচিত্তে দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত অনুজ লক্ষ্মণকে স্বীয় অভিমত ধর্ম্ম রহস্যের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক জননীকে প্রসন্ন ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে অভিলাষ করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

—০০—

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস সবিশেষ আলোচনা করিয়া দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং উহা কিছুতেই সহ্য করিতে না পারিয়া রোষ বিস্ফারিতনেত্রে নাগেন্দ্রের ন্যায় পুনঃ পুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন ধৈর্য্য গুণে অবিকৃতচিত্ত রাম ক্রোধাবিষ্ট প্রিয় সুহৃদ্ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সম্মুখীন করিয়া কহিতে লাগিলেন;—

বৎস! এক্ষণে ধৈর্য্যমাত্র অবলম্বন করিয়া ক্রোধ, শোক ও অবমাননাকে হৃদয় হইতে একেবারে বিদূরিত কর এবং আমার অভিষেকের নিমিত্ত যে সমুদায় দ্রব্যসম্ভার কল্পিত হইয়াছে উহা সত্বর পরিত্যাগ করিয়া আনন্দের সহিত বনগমন-রূপ অবিনশ্বর শুভকার্য্যের সহায়তায় প্রবৃত্ত হও। লক্ষ্মণ! তুমি আমার অভিষেকের দ্রব্য সামগ্রীর নিমিত্ত যেরূপ সত্বরতা অবলম্বন করিয়াছিলে এক্ষণে অভিষেকনিবৃত্তির জন্যও সেইরূপ সত্বর হও। আমার অভিষেক হইবে বলিয়া যাঁহার হৃদয় সন্তপ্ত হইয়াছে আমাদের সেই মাতা কৈকেয়ীর যাহাতে শঙ্কা দূর হয়, তুমি তাহারই নিমিত্ত যত্নবান্ হও। তাঁহার এই শঙ্কাজনিত যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমি এক মুহূর্ত্তও উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমি জ্ঞান পূর্ব্বক বা অজ্ঞান বশতই হউক মাতা পিতার নিকট অল্পমাত্রও অপরাধ করিয়াছি তাহা ত আমার কদাচ স্মরণ হয় না। আমার পিতা সত্যবাদী ও সত্য প্রতিজ্ঞ, তিনি কেবল পরলোক-ভয়ে ভীত হইয়াছেন; তিনি এক্ষণে নির্ভয় হউন। এই অভিষেক নিবৃত্ত না হইলে 'আমার বাক্য সত্য হইল না' বলিয়া পিতার যে মনস্তাপ হইবে তাহা আমাকেও দগ্ধ করিবে। অতএব হে লক্ষ্মণ! আমি এই অভিষেক পরিত্যাগ করিয়া এখনই এখান হইতে বনে যাইতে ইচ্ছা করি। নৃপনন্দিনী কৈকেয়ী অদ্য আমাকে বনে পাঠাইয়া কৃতকার্য্য হইয়া অব্যা-কুলিতচিত্তে ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিতে পারিবেন। আমি চীরাজিন পরিধান ও জটামণ্ডল ধারণ করিয়া অরণ্যে গমন করিলে কৈকেয়ী মনের সুখে বাস করিবেন।

দেখ বৎস! এই ব্যাপারে দেবী কৈকেয়ীর অপরাধ নাই। যিনি কৈকেয়ীকে এই বুদ্ধি দিয়াছেন এবং যাঁহার প্রভাবে ঐ বুদ্ধি কার্য্যসাধনোদ্দেশে অটল হইয়া রহিয়াছে, সেই বিধাতার নিয়োগ অন্যথা করা আমার সাধ্য নহে। আমি শীঘ্র বনে যাইব। আমার বনবাস অথবা প্রাপ্তরাজ্যের পুনঃ প্রত্যাহার এই উভয়েরই মূল একমাত্র দৈব। যদি ইহা বিধাতার অভিপ্রেত না হইত তাহা হইলে আমাকে দুঃখ দিবার নিমিত্ত কৈকেয়ীর এ রূপ অধ্যবসায় কেন হইবে? ভাই! তুমি ত জান যে, আমি মাতৃগণের মধ্যে কখন কাহার প্রতি ইতর বিশেষ করি নাই। দেবী কৈকেয়ীরও ইতঃপূর্ব্বে ভরত ও আমাতে কদাচ প্রভেদ জ্ঞান দেখিতে পাই নাই। দেবী কৈকেয়ী, রাজনন্দিনী, সত্ত্বগুণসম্পন্না ও গুণবতী হইয়া আমার অভিষেক নিবৃত্তি ও বনবাসের জন্য ভর্ত্তৃসমক্ষে অতি কঠোর, হৃদয়বিদারক দুর্ব্বাক্য যখন অতি নীচজাতীয় নারীর ন্যায় প্রয়োগ করিতে পারিয়াছেন তখন উহা দৈব ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারিব না। যাহা অচিন্তনীয় তাহাই দৈব। এই দৈব সাধারণ জীবের কথা দূরে থাকুক তদীয় অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাদি দেবগণের মধ্যেও কেহ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। সেই দৈব প্রভাবে কৈকেয়ীর বাৎসল্যের অভাব ও আমার রাজ্য-নাশ ঘটিয়াছে। বৎস! কর্ম্মফল ব্যতীত যে দৈবের জ্ঞান অন্য কোন রূপেই অনুমেয় নহে, সেই দৈবের সহিত কোন্ পুরুষ যুদ্ধ করিতে পারে? সুখ দুঃখ, ভয় ক্রোধ, লাভালাভ ও বন্ধন মুক্তি এইরূপ যাহা কিছু জগতে সংঘটিত হয় তৎসমু-দায়েরই মূল কর্ম্মফল। দেখ, উগ্রতপা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি

ঋষিগণও দৈবনিগ্রহে কঠোর নিয়ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। এই সংসারে আরব্ধ কার্য্য পরিহার পূর্ব্বক লোকে যে অকস্মাৎ অতর্কিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় উহাও দৈবেরই কার্য্য বলিতে হইবে।

লক্ষ্মণ! এক্ষণে এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যদি তুমি আপনাকে সংযত করিতে পার তাহা হইলে আমার এই অভিষেক ব্যাঘাতেও তোমার আর পরিতাপ উপস্থিত হইবে না। অতএব আমার উপদেশানুসারে উপস্থিত সন্তাপ সংবরণ করিয়া আমার মতের অনুসরণ পূর্ব্বক শীঘ্র এই অভিষেক কার্য্য হইতে সকলকে নিরস্ত কর। অভিষেকার্থ যে সকল জলপূর্ণ ঘট প্রস্তুত রহিয়াছে, উহা দ্বারা আমার তাপস ব্রতারম্ভের স্নান কার্য্য সমাধা হইবে। অথবা রাজ্যের অভিষেকসাধন এই সমস্ত মঙ্গল দ্রব্যে আমার প্রয়োজন কি? আমি স্বহস্তোদ্ধৃত সলিল দ্বারা বনবাসব্রতে দীক্ষিত হইব। ভ্রাতঃ! আমার রাজ্যলক্ষ্মীর বিপর্য্যয় হইল বলিয়া তুমি দুঃখ করিও না। রাজ্য লাভ ও বনবাস এ উভয়ের মধ্যে বনবাসই মহাফলপ্রদ।

বৎস লক্ষ্মণ! এক্ষণে দৈবেরই বলবত্তা ইহা তুমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছ, সুতরাং আমার এই রাজ্য-বিঘ্ন-বিষয়ে দৈবোপহত পিতা ও কনিষ্ঠা মাতার দোষশঙ্কা করা আর কর্ত্তব্য নহে।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রাম এই সকল কথা বলিলে লক্ষ্মণ কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিয়া সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। পরক্ষণেই ভ্রূকুটী বন্ধনপূর্ব্বক বিলমধ্যস্থ ক্রুদ্ধ মহাসর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই ভ্রূকুটী কুটিল মুখমণ্ডল রোষাবিষ্ট কেশরীর মুখের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অনন্তর হস্তী যেমন স্বীয় শুণ্ড ইতস্তত সঞ্চালন করে, সেইরূপ মহাবীর লক্ষ্মণ হস্তাগ্র বিক্ষেপ ও বিবিধ প্রকারে গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বক্রভাবে রামের দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—আর্য্য ! আপনি ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা এবং আমি পিতৃ বাক্য পালন না করিলে উত্তরকালে সাধারণ লোকে পিতার আজ্ঞা রক্ষা করিবে না, এই আশঙ্কায় আপনার যে বনগমনে বিষম মনের বেগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক। যদি আপনার এই আবেগ না হইত তবে ভবাদৃশ দৈব-দূরীকরণ-সমর্থ কোন্ ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ দৈবকে প্রবল বলিয়া থাকেন। অক্ষম কাপুরুষদিগের নিকটই দৈব গ্রাহ্য হইয়া থাকে, আপনি অনায়াসেই সেই দৈবকে নিরাকৃত করিতে পারেন ; তথাপি যখন প্রাকৃত লোকের ন্যায় উহার এত প্রশংসা করিলেন তখন আপনার ভ্রান্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? পাপাত্মা রাজা ও পাপীয়সী কৈকেয়ীর পাপস্বভাবে কেন আপনার পাপশঙ্কা জন্মিতেছে না। হে ধর্ম্মাত্মন ! অনেকেই ধর্ম্মের ভান করিয়া যে প্রকৃত ধার্ম্মিক লোককে প্রতারণা করিয়া থাকেন, তাহা কি আপনি

বিদিত নহেন। দেখুন, মহারাজ ও কৈকেয়ী শঠতা দ্বারা স্বার্থসাধন উদ্দেশে আপনার মত সুচরিত পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? যদি তাঁহাদের এইরূপ অভিপ্রেত না হইত, তাহা হইলে অভিষেক আরম্ভ করিয়া কদাচ তাহার বিঘ্ন করিতেন না। আর যদি প্রকৃত পক্ষেই এই বর-প্রসঙ্গ সত্য হইত, তবে এই অভিষেকের পূর্ব্বেই কেন উহা প্রদত্ত হইল না? যাহা হউক শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক লোক বিদ্বিষ্ট প্রত্যক্ষ ব্যবহার বিরুদ্ধ এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ; মহারাজ তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছেন। হে বীর! ইহা আমি কোনরূপে সহ্য করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে আমি আপনার বাক্যের যে প্রত্যুত্তর প্রদানরূপ অপরাধ করিলাম তাহা ক্ষমা করিবেন। হে মহামতে! আর যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে এবং যাহার প্রভাবে আপনি মুগ্ধ হইতেছেন, সে ধর্ম্মও আমার দ্বেষ্য। আপনি সর্ব্ব-কার্য্য-বিচক্ষণ হইয়া স্ত্রীবশীভূত পিতার অধর্ম্মিষ্ঠ লোকনিন্দিত বাক্য কেন পালন করিবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল ইহা কেবল মিথ্যা বরপ্রদানের কল্পনামাত্রেই কারণ, তাহা যে আপনি স্বীকার করিতেছেন না ইহাই আমার দুঃখ। ধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস নিতান্তই নিন্দনীয়। আপনি রাজ্যপালন পরিত্যাগ করিয়া বনবাসকে ধর্ম্ম বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে সকলেই আপনার অযশ ঘোষণাই করিতে থাকিবে। মহারাজ দশরথ ও কৈকেয়ী ইহাঁরা আমাদের নামমাত্রে পিতা মাতা, বস্তুতঃ ইহাঁরা শত্রু, ইহাঁরা যথেচ্ছাচারী, আমাদের অনিষ্ট চেষ্টাই

ইহাঁদের নিত্যব্রত। ইহাঁদের মত মাতা পিতার মনোরথ আপনি ব্যতীত মন দ্বারাও কেহ সিদ্ধ করিতে সম্মত নহেন। যদিও এই রাজ্যনাশ ও বনবাস দৈবকৃত বলিয়া আপনার ধারণা হইয়া থাকে তথাপি আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনি উহা উপেক্ষা করুন। এইরূপ বিরুদ্ধকারী দৈব কিছুতেই আমার রুচিকর নহে। যাহারা নিতান্ত কাপুরুষ ও বীর্য্যহীন তাহারাই দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে; যাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা আছে তাদৃশ বীর পুরুষেরা কদাচ দৈবের উপাসনা করেন না। যিনি স্বীয় পুরুষকার দ্বারা দৈবকে বাধা দিতে সমর্থ, দৈব তাঁহাকে কখন বিপন্ন করিতে পারে না, তিনি অবসন্নও হন না। অদ্য দৈব ও পুরুষের পৌরুষ উভয়ই লোকে প্রত্যক্ষ করিবে এবং অদ্য ঐ উভয়ের মধ্যে কে প্রবল কেই বা দুর্ব্বল তাহাও পরীক্ষা করিবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈববলে আহত দেখিয়াছে, তাহারাই আবার অদ্য আমার পৌরুষে ঐ দৈবকে প্রতিহত দেখিতে পাইবে। আজ আমি নিরঙ্কুশ উচ্ছৃঙ্খল মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অভিমুখে ধাবমান দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতার কথা দূরে থাকুক সমস্ত লোক-পাল ত্রিভুবনস্থ সমস্তলোক সমবেত হইলেও আপনার অভি-ষেকের ব্যাঘাত করিতে পারিবে না। আর্য্য! যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সমর্থন করিয়াছিল তাহা-রাই এখন চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যবাস করিবে। আপনার অভিষেকের ব্যাঘাত করিয়া পুত্র ভরতকে রাজ্য প্রদানের নিমিত্ত মহারাজ ও কৈকেয়ীর যে আশা বলবতী হইয়াছে, উহা আজ আমি স্বীয় বীর্য্যানলে দগ্ধ করিব। অন্যদুঃসহ

আমার পৌরুষ বিরোধীদিগের পক্ষে যেরূপ দুঃখের কারণ হইবে, দৈববল কখন সেইরূপ তাহার নিরাস করিতে পারিবে না। সহস্র বৎসর পরে আপনি বনবাস আশ্রয় করিলে আপনার পুত্রেরাই প্রজাপালনরূপ রাজ্য অধিকার করিবে। পুত্র প্রজাগণকে পুত্রবৎ প্রতিপালনে সমর্থ হইলে তাহার উপর প্রজাপালন ভার অর্পণ করিয়া বনপ্রস্থান করাই পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের সদাচার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ধর্ম্মাত্মন্! মহারাজ দশরথ কামুকস্বভাব, ইহাঁর বানপ্রস্থ ধর্ম্মে একাগ্রতা নাই, সুতরাং পরে ইহাঁর চলচিত্ততা বশতঃ যদি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে এই আশঙ্কায় আপনি রাজ্যগ্রহণে অসম্মত হইবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বেলা ভূমি যেমন সাগরকে রক্ষা করে আমি সেইরূপ আপনার রাজ্য রক্ষা করিব; নচেৎ আমি যেন বীরলোকভাগী না হই। এক্ষণে আপনি মঙ্গল দ্রব্য দ্বারা অভিষিক্ত হউন। এই অভিষেকব্যাপারে আপনি ব্যাপৃত চিত্ত হইলে যদি ভূপালগণ উহার প্রতিবন্ধকতা করিতে উপস্থিত হন, তাহা হইলে আমি একাকী বলপূর্ব্বক নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আমার বাহুদ্বয় শরীরের শোভা সম্পাদনের জন্য নহে। এই ধনু অলঙ্কারার্থ ধারণ করি নাই, এই যে খড়্গ দেখিতেছেন, উহা কটিবন্ধনার্থ নহে। শর সমুদায় কাষ্ঠ ভার অবতরণার্থ নহে। আমার এই চারিটী বস্তু কেবল শত্রু নিধনার্থই ধারণ করিয়াছি। যে শত্রু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উপস্থিত হইবে সে যদি বজ্রধারী ইন্দ্রও হন, তাঁহাকেও আমি এই তাঁম্ভদার বিদ্যুতের ন্যায় ভাস্বর অসি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। অদ্য আমার খড়্গ ছিন্ন,

হস্তীর হস্ত, অশ্বের উরু, পদাতির মস্তক দ্বারা আকীর্ণ হইয়া সমর ভূমি গহন ও দুষ্প্রবেশ্য হইয়া পড়ুক। অদ্য বিপক্ষগণ আমার অসিধারায় ছিন্নমুণ্ড হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তড়িত্মালা সুশোভিত মেঘবৃন্দের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইবে। আমি গোধাচর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলি-ত্রাণ পরিধান ও শরাসন গ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলে কোন্ বীর বীরদর্পে দর্পিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহসী হইবে? আমি বহুবাণ দ্বারা একজনকে এবং একবাণ দ্বারা বহুজনকে নিপাত করিয়া হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণের মর্ম্মচ্ছেদী বহুতর বাণ নিরন্তর নিক্ষেপ করিব। হে প্রভো! অদ্য আপনার প্রভুতা স্থাপন এবং মহারাজের প্রভুত্বলোপ এই উভয় কার্য্য সম্পাদনার্থই আমার অস্ত্রপ্রভাব প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ শত্রুকে প্রাণ, যশ ও সুহৃদ্গণের সহিত বিযুক্ত করিব। আপনি এই চিরদাসকে আদেশ করুন, যাহাতে এই বসুধা আপনারই বশীভূত হয় আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

রঘুকুলতিলক রাম লক্ষ্মণের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে সান্ত্বনা ও অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, বৎস! এখন ইহার সময় নহে। আমাকে তুমি মাতা পিতার আজ্ঞাকারী বলিয়া জানিবে। আর ইহাই সর্ব্বথা সাধুজনসেবিত সৎপথ।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

—○○—

কৌশল্যা ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র রামকে পিতার আজ্ঞা পালনে নিতান্ত সমুৎসুক দেখিয়া বাষ্পাকুল লোচনে কহিলেন ;—হায় ! যিনি মহারাজ দশরথ হইতে আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কখন কোন দুঃখের মুখ অবলোকন করেন নাই, সেই ধর্ম্মাত্মা প্রিয়ংবদ রাম কিরূপে উঞ্ছ দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন। যাঁহার ভৃত্য ও দাসেরাও সুমিষ্ট অন্ন ভোজন করে, সেই রাম কিরূপে বনমধ্যে ফল মূল ভোজন করিবেন। ককুৎস্থবংশাবতংশ গুণবান্ রাজার প্রিয়পুত্র রাম বনে নির্ব্বাসিত হইলেন, ইহা শুনিয়া কে উহা বিশ্বাস করিবে, বিশ্বাস করিলেও কাহার বা হৃদয়ে ভয় সঞ্চার না হইবে। রাম ! ইহলোকে তুমি সর্ব্বলোকের প্রিয় হইয়াও যখন বনবাসে চলিলে তখন আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে সর্ব্বলোকের সুখদুঃখবিধাতা দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। বৎস ! গ্রীষ্মকালে বহ্নি যেমন তৃণ লতা প্রভৃতিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ এই শোকানল তোমার বিরহে ভীষণ প্রজ্বলিত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিবে। তখন তোমার অদর্শন রূপ বায়ু উহাকে সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিবে, বিলাপদুঃখ উহার ইন্ধন, চক্ষের জল আহুতি, চিন্তাজনিত বাষ্প উহার ধূমরাশি হইবে। বৎস! ধেনু যেমন বৎসের অনুগমন করে এক্ষণে আমিও সেইরূপ তোমার অনুসরণ করিব।

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম অতিশয় দুঃখসন্তপ্তা জননীর এই সকল বাক্য শুনিয়া কহিলেন, মাতঃ ! মহারাজ কৈকেয়ীকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া বিষম দুঃখ ভোগ করিতেছেন, আমিও বনে চলিলাম,

আপনিও যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামিপরিত্যাগের তুল্য নিষ্ঠুর কার্য্য আর কিছু নাই। অতএব আপনি এরূপ বিগর্হিত কার্য্য মনেও স্থান দিবেন না। জগৎ-পতি মহারাজ আমার পিতা যত কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, ততদিন আপনি ইহাঁর শুশ্রূষা করুন; ইহাই আপনার সনাতন ধর্ম্ম।

শুভদর্শনা কৌশল্যা অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন,—বৎস! তুমি যাহা কহিলে স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ধার্ম্মিকপ্রবর রাম মাতা তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে পুনরায় কহিতে লাগিলেন; জননি! মহারাজ আমার যেরূপ পরম গুরু পিতা, আপনারও সেইরূপ পরম পূজ্য স্বামী এবং আমাদের তিনি অধীশ্বর ও সম্পূর্ণ প্রভু; সুতরাং তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমাদের উভয়েরই কর্ত্তব্য। আমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বিহার করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পরম প্রীতমনে আপনার সেবা করিব।

তখন পুত্রবৎসলা কৌশল্যা বাষ্পাকুলবদনে ও কাতর বচনে পুত্রকে কহিলেন, বৎস! আমি এই সমুদায় সপত্নীদিগের মধ্যে কিছুতেই বাস করিতে পারিব না। যদি তোমার পিতার নিমিত্ত বনে বাস করাই সঙ্কল্প হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকেও বনচারিণী হরিণীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া চল।

জননীকে এইরূপ রোদন করিতে দেখিয়া রাম স্বয়ং রোদন না করিয়া কহিলেন, মাতঃ! স্ত্রীলোক যত দিন জীবিত থাকেন

ততদিন স্বামীই তাঁহার দেবতা এবং প্রভু। এক্ষণে আপনি ও মহারাজ আমার উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। ধীমান্ রাজা বিদ্যমান থাকিতে আমরা অনাথ হইলাম ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। ভরত সর্ব্বভূতের প্রতি মধুরভাষী এবং ধর্ম্মাত্মা, তিনি আপনার অনুবর্ত্তন করিবেনতাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে মহারাজ আমার শোকে যাহাতে ক্লান্তি বোধ না করেন, আপনি অবহিতচিত্তে তাহাই করিবেন। দেখিবেন, যেন এই দারুণ শোক তাঁহার প্রাণ বিনাশ না করে। মাতঃ! কায়মনোবাক্যে এই বৃদ্ধ রাজার হিত সাধন করাই আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। যে নারী ব্রতোপবাসপরায়ণা হইয়াও স্বামীর সেবা না করেন তাঁহার অধোগতি হয়, কিন্তু ভর্ত্তৃসেবা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার উত্তম স্বর্গলাভ হয়। যিনি দেবতাকে নমস্কার ও পূজা না করিয়াও একমাত্র স্বামীর সেবা করেন, তাঁহারও স্বর্গলাভ হয়। অতএব আপনি স্বামীর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া তাঁহারই সুশ্রূষা করুন। বেদ, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে ইহাঁকেই স্ত্রীলোকের পক্ষে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ আছে। হে দেবি! এক্ষণে আমার মঙ্গলোদ্দেশে অগ্নিকার্য্যে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিবেন। এই ভাবে আপনি আহারাদি সংযমনপূর্ব্বক আমার আগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করুন। যদি মহারাজ জীবিত থাকেন, আমি প্রত্যাগমন করিলে আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে।

রাম এই সকল কথা কহিলে পুত্র-শোকাকুলা কৌশল্যা সজলনয়নে কহিলেন; পুত্র! তুমি বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ,

তোমাকে নিবৃত্ত করা আমার সাধ্য নহে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে অতিক্রম করিতে পারে? বৎস! তুমি এক্ষণে অবহিতচিত্তে গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক। তুমি প্রত্যাগমন করিলে আমার সমস্ত দুঃখ দূর হইবে। তুমি এই কঠোরব্রত সমাপন ও পিতৃঋণ পরিশোধপূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইলে আমি পরম সুখে নিদ্রা যাইব। যিনি আমার করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া তোমাকে বনে পাঠাইলেন, সেই দৈবের গতি অচিন্তনীয়। হে মহাবাহো! তুমি এক্ষণে প্রস্থান কর। তুমি নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া মনোহর সান্ত্বনাবাক্যে আমাকে আনন্দিত করিবে। বৎস! তুমি জটাবল্কল ধারণ করিয়া যে দিন ফিরিয়া আসিবে ভাগ্যক্রমে আমি সে দিন দেখিতে পাইব কি? দেবী কৌশল্যা এই কথা বলিয়া বনবাস-গমনোদ্যত রামকে একদৃষ্টিতে দর্শন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

—০০—

অনন্তর মনস্বিনী মাতা শোক সংবরণপূর্ব্বক পবিত্র জলে আচমন করিয়া মঙ্গল বাক্য কহিতে লাগিলেন;— বৎস! তোমাকে আমি কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলাম না, এখন তুমি গমন কর; তুমি শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং সাধুগণের পদবী অনুসরণ করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রীতি সহকারে নিয়মপূর্ব্বক যে ধর্ম্মপালনে উন্মুখ হইয়াছ, সেই ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করুন। বৎস! তুমি দেবগৃহে যাঁহাদিগকে প্রণাম

করিয়া থাক, সেই দেবগণ যেন মহর্ষিদিগের সহিত তোমাকে রক্ষা করেন। ধীমান মহর্ষি বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও সদ্‌গুণশালী, তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। হে মহাবাহো! পিতৃশুশ্রূষা, মাতৃসেবা ও সত্যপরায়ণতা দ্বারা তুমি রক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও। সমিধ্, কুশ, পবিত্র, বেদি, দেবালয়, স্থণ্ডিল, শৈল, বৃক্ষ, গুল্ম, হ্রদ, পতঙ্গ, পন্নগ ও সিংহ ইহাঁরা তোমাকে রক্ষা করুন। সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্‌গণ, ধাতা, বিধাতা, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, ইন্দ্রপ্রভৃতি লোকপাল, ষট্‌ঋতু, মাস, সংবৎসর, রাত্রি, দিন ও মুহূর্ত্ত, ইহাঁরা সমুদায় সর্ব্বদা তোমায় রক্ষা করুন। শ্রুতি, স্মৃতি ও ধর্ম্ম তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ভগবান্ স্কন্দ, সোমদেব, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষি এবং নারদ তোমাকে রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ অধিপতির দিক্ সমুদায় আমার স্তুতিপাঠে প্রসন্ন হইয়া বনমধ্যে প্রতিনিয়ত তোমায় রক্ষা করুন। সমুদায় শৈল, সমুদায় পর্ব্বত, রাজা, বরুণদেব, আকাশ, পৃথিবী, চরাচরের সহিত বায়ু, সমস্ত নক্ষত্র, দেবগণের সহিত গ্রহগণ, অহোরাত্র, উভয় সন্ধ্যা ও বনবাসী, তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি মুনিবেশে যখন ঘোর অরণ্যে বিচরণ করিবে, তৎকালে দেব দৈত্যগণ যেন তোমার সুহৃদ্ হন। ক্রূরকর্ম্মা অতি ভীষণ রাক্ষস, পিশাচ ও মাংসাশী অন্যান্য হিংস্র জন্তু হইতে যেন তোমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার না হয়। প্লবঙ্গ, বৃশ্চিক, দংশ, মশক, সরীসৃপ ও দুষ্ট কীট, ইহারা যেন তোমার অধিষ্ঠিত কাননে উপদ্রব না করে। বৎস! হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বিশাল দশন বরাহ, মহিষ ও ভীষণ শৃঙ্গ অন্যান্য জন্তু ও মনুষ্যমাংসভোজী

ভয়ঙ্কর হিংস্রজাতি যেন তোমার প্রাণ হিংসা না করে। আমি এইস্থানে থাকিয়া তাহাদের পূজা করিব। তোমার পথ সমুদায় মঙ্গলকর হউক, পরাক্রম সফল হউক। তুমি বনবাসোপযোগী ফলমূলাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া সুখে গমন কর।

অন্তরীক্ষবাসী ও পৃথিবীস্থ যে সমুদায় দেবতা প্রতিকূল, তাহাদের হইতেও যেন তোমার মঙ্গল হয়। শুক্র, সোম, সূর্য্য, কুবের, যম, অগ্নি, বায়ু, ধূম ও ঋষি-মুখোচ্চারিত মন্ত্র তোমাকে স্নান কালে রক্ষা করুন। সর্ব্বলোকপ্রভু ভূতভাবন প্রজাপতি ও অন্যান্য দেবতা এবং ঋষিগণ তোমাকে রক্ষা করুন।

যশস্বিনী আয়তলোচনা কৌশল্যা পুত্রকে এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়া মাল্যগন্ধ দ্বারা সুরগণকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্তুতি পাঠ করিলেন এবং মহাত্মা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বহ্নি স্থাপন করিয়া রামের মঙ্গলার্থে তাহাতে যথাবিধি আহুতি প্রদান করাইলেন। এবং কৌশল্যা দেবী স্বয়ং ঘৃত, শ্বেতমাল্য, সমিধ্ ও শ্বেত সর্ষপ আহরণ করিলেন। উপাধ্যায় তদ্দ্বারা রামের অনাময় উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান পূর্ব্বক হুতাবশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা বাহুবলি প্রদান করিলেন। অনন্তর মধু দধি ঘৃত মিশ্র অক্ষত ব্রাহ্মণদিগের হস্তে প্রদান করিয়া স্বস্তিবাচন মন্ত্র পাঠ করাইলেন। অতঃপর রাম-মাতা সেই ব্রাহ্মণকে তাঁহার অভিলাষানুরূপ দক্ষিণা প্রদান করিয়া রামকে কহিলেন,—সর্ব্বদেবনমস্কৃত দেবরাজ বৃত্রাসুরের বিনাশকালে যে মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন, তোমার তাহাই হউক। পূর্ব্বকালে বিহগরাজ

গরুড় অমৃতপ্রার্থী হইলে তদীয় মাতা বিনতা যে মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। সমুদ্র-মন্থন-দ্বারা অমৃতোদ্ধার-কালে বজ্রধর ইন্দ্র দৈত্য বিনাশে উদ্যত হইলে দেবী অদিতি তাঁহার নিমিত্ত যে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই লাভ কর। অতুল বিক্রমশালী বিষ্ণু বামনাবতারে ত্রিপাদ বিক্রম দ্বারা যখন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আক্রমণ করেন তৎকালে তাঁহার যে মঙ্গল হইয়াছিল তোমারও সেই মঙ্গল হউক। এক্ষণে ঋষি, সাগর, দ্বীপ, বেদ, লোক ও দিক্ সমুদায় তোমার মঙ্গল বিধান করুন। দেবী কৌশল্যা এইরূপ বলিয়া পুত্র রামের মস্তকে অক্ষত প্রদান, অঙ্গে গন্ধানুলেপন ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সুপরীক্ষিত ওষধি বিশল্যকরণী দ্বারা রক্ষা বন্ধন করিয়া দিলেন।

অনন্তর তিনি রামের মস্তক আনমন ও আঘ্রাণপূর্ব্বক বারংবার আলিঙ্গন করিলেন এবং বাষ্প-গদ্-গদ-বাক্যে হৃদ্গত দুঃখ থাকিলেও প্রহৃষ্টার ন্যায় মনের ভাবনা থাকিলে বাঙমাত্রে কহিলেন ;—বৎস! তুমি এখন যথা ইচ্ছা গমন কর। তুমি নীরোগ ও সর্ব্ব কার্য্যে সফলমনোরথ হইয়া পুনরাগমনপূর্ব্বক অযোধ্যায় রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছ তাহাই আমি মনের সুখে অবলোকন করিব। বৎস! তুমি বন হইতে প্রত্যাগমন করিলে আমার সমস্ত দুঃখ দূর হইবে ; তখন আমি আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তোমাকে দেখিব। তুমি যখন এই পিতৃ আজ্ঞারূপ কঠোর ব্রত উত্তীর্ণ হইয়া পুনরাগমন পূর্ব্বক রাজবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবে, তখন আমি অতৃপ্ত নয়নে পুনঃ পুন তোমাকে

অবলোকন করিব। তুমি নির্ব্বিঘ্নে বনবাস হইতে আসিয়া আমার বধূ জানকীর বাসনা পূর্ণ করিবে; বৎস! যাও।

আমি শিবাদি দেবগণ, মহর্ষিগণ, ভূতগণ, ও উরগগণকে অর্চ্চনা করিয়াছি। তুমি এক্ষণে বহুদিনের জন্য বনে গমন করিতেছ, তাঁহারা যেন তোমার হিতাকাঙ্ক্ষায় সমস্ত দিক্ রক্ষা করেন। এই কথা বলিয়া কৌশল্যা যথাবিধি স্বস্ত্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং পুনঃ পুন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মহাযশস্বী রাম তখন মাতার চরণে প্রণিপাত করিয়া জননীর মঙ্গলাচার দ্রব্যে উজ্জ্বল শোভা ধারণ পূর্ব্বক সীতার ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

অনন্তর রাজকুমার স্বীয় শরীরপ্রভায় মনুষ্যসঙ্কুল রাজমার্গকে সুশোভিত করিয়া গুণরাশিবশীকৃত তত্রত্য জনগণের হৃদয় আলোড়ন করিয়াই যেন চলিতে লাগিলেন। তৎকালে জানকী এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। তিনি অদ্য রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে মনে করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে ও হৃষ্টচিত্তে রাজধর্ম্মের অনুরূপ আচার ও দেবপূজা সমাধা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই অবসরে রাম লজ্জাবশতঃ কিঞ্চিৎ অবনতবদন হইয়া সুসজ্জিত ও হৃষ্ট-জনপরিপূর্ণ স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। সীতা প্রিয়তম পতিকে

শোকসন্তপ্ত ও আকুলিতচিত্ত দেখিয়া কম্পিতকলেবরে উত্থিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রামও তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আর তাঁহার হৃদ্‌গত শোক গোপন করিতে পারিলেন না, তাঁহার আকার ইঙ্গিত দর্শনেই সমস্ত সুস্পষ্টই প্রকাশিত হইল।

তখন জানকী প্রিয়তমকে বিবর্ণবদন ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেখিয়া কাতর হৃদয়ে কহিলেন, নাথ! এরূপ সময়ে তোমার এরূপ ভাব কেন উপস্থিত হইল। অদ্য চন্দ্রের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, এই লগ্নে বৃহস্পতিও আছেন, প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এই লগ্নই অভিষেকের প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তবে তুমি কি জন্য এরূপ দুর্ম্মনা হইলে? শত শলাকা নির্ম্মিত ফেন ও চন্দ্রমা সদৃশ শ্বেতচ্ছত্রে তোমার মনোহর মুখমণ্ডল কেন সমাবৃত হয় নাই? সুধাংশু ও হংসতুল্য শুভ্র চামরযুগল হস্তে করিয়া ভৃত্যেরা তোমাকে কেন বীজন করিতেছে না? বাগ্মিবর সূত মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ হৃষ্ট-চিত্তে মঙ্গলগীতি পাঠ করিয়া অদ্য তোমার স্তব করিতেছে না কেন? বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ স্নানান্তে তোমার মস্তকে যথা-বিধি মধু দধি প্রদান করেন নাই কেন? পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাবর্গ এবং প্রধান প্রধান সভাসদ্ সকল বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া অভিষেকান্তে অনুগমন বাসনায় প্রস্তুত হইলেন না কেন? সুবর্ণালঙ্কৃত বেগবান্ চতুরশ্বযোজিত পুষ্পরথ তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না কেন? মেঘনীল পর্ব্বতাকার সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন সুসজ্জিত মাতঙ্গ তোমার যাত্রাকালে অগ্রগামী হইল না কেন? সেবকেরা কাঞ্চন চিত্রিত সুদৃশ্য

ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছে কই? আজ যখন অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত রহিয়াছে তখন তোমার মুখবর্ণ বিবর্ণ কেন? কেনই বা তোমায় হর্ষকালে বিমর্ষ দেখিতেছি? রাম সীতাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া কহিলেন,—জানকি! পরম পূজ্য পিতা আজ আমাকে বনবাসী করিয়াছেন। অয়ি উচ্চকুল-সম্ভুতে, সর্ব্বধর্ম্মাভিজ্ঞে, ধর্ম্মচারিণি জানকি! যে কারণে আমার ভাগ্যে এই ঘটনা উপস্থিত, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা আমার বিমাতা কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিয়াছিলেন। অদ্য আমার অভিষেকের দ্রব্যসামগ্রী সমস্ত আয়োজন করিলে কৈকেয়ী সেই বরের কথা উল্লেখ করিয়া মহারাজকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। মহারাজ ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ আছেন সেই জন্য তাহার আর প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। এক্ষণে ঐ বর পালনার্থে আমি চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করিব, যৌবরাজ্যে ভরতকেই নিযুক্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে আমি নির্জ্জন বনে প্রস্থান করিতেছি, সেই জন্য তোমাকে একবার দেখিতে আসিলাম।

দেখিও, যেন ভরতের কাছে আমার প্রশংসা করিও না। ঐশ্বর্য্যশালী লোকেরা অন্যের স্তুতিবাদ সহ্য করিতে পারে না। এই জন্য আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি, কখন আমার গুণের কথা ভরতের অগ্রে উল্লেখ করিবে না। যদি তুমি তাহার সর্ব্বথা অনুকূলতা দেখাইতে পার তাহা হইলেই তিষ্ঠিতে পারিবে, নচেৎ নহে। মহারাজ তাঁহাকে যৌবরাজ্য দান করিয়াছেন, এখন তিনি রাজা। অয়ি মনস্বিনি!

আমি অদ্যই পিতার প্রতিজ্ঞা পালনার্থে বনগমন করিব, তুমি উদ্বিগ্ন হইবে না। আমি মুনিজনসেবিত বনে গমন করিলে তুমি ব্রত উপবাস লইয়া থাকিবে। তুমি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিধি দেবার্চ্চনা পূর্ব্বক আমার পিতা সর্ব্বলোকাধীশ্বর মহারাজের চরণ বন্দনা করিবে। আমার জননী বৃদ্ধ হইয়াছেন, বিশেষতঃ আমার বিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন; তুমি ধর্ম্ম বুদ্ধিতে তাঁহার সেবা ও ভক্তি করিবে। অন্যান্য মাতৃগণ আমাকে তুল্যরূপে স্নেহ প্রদর্শন ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগকেও তুমি প্রতিদিন প্রণাম করিবে। ভরত ও শত্রুঘ্ন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর; তুমি উহাদিগকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে। ভরত এখন দেশের ও কুলের অধীশ্বর হইলেন, তুমি কদাচ তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। শীলতা ও প্রযত্নে সেবা করিলে মহীপতিরা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, বিপর্য্যয় ঘটিলে কুপিত হন। নৃপতিগণ অহিতকারী ঔরসজাত পুত্রদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন কিন্তু সুযোগ্য হইলে সম্বন্ধলেশ-শূন্য সাধারণ লোককেও আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব অয়ি কল্যাণি! তুমি ধর্ম্মে অনুরক্ত ও সত্যব্রত পালনে আসক্ত এবং রাজা ভরতের মতে থাকিয়া এই স্থানে বাস কর। আমি বনে চলিলাম, দেখিও আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিলাম কদাচ যেন তাহার অন্যথা করিও না।

সপ্তবিংশ সর্গ।

—০০—

প্রিয়বাদিনী প্রিয়তমা জানকী রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়কোপে কুপিত হইয়া কহিলেন,—নাথ! তুমি আমার উপর নিশ্চয়ই অতি ক্ষুদ্রতা আরোপ করিয়া এ কি কথা কহিলে? তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি যে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। মহাবীর, অস্ত্র শস্ত্রে অদ্বিতীয়, পণ্ডিত রাজপুত্রদিগের এরূপ বাক্য প্রয়োগ নিতান্ত অযোগ্য ও অকীর্ত্তিকর, সুতরাং তোমার এ বাক্য শ্রোতব্যই নহে। আর্য্য-পুত্র! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ, ইহাঁরা সকলেই আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করেন। কিন্তু এক মাত্র ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। অতএব তোমার যখন বনবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও তাহাই ঘটি-য়াছে। পিতা, পুত্র, সখী এমন কি নিজের আত্মাও স্ত্রীলো-কের উদ্ধারকর্ত্তা নহে, কেবল একমাত্র পতিই নারীদিগের ইহলোক ও পরলোকের গতি। নাথ! যদি তুমি আজই দুর্গম অরণ্যে প্রস্থান কর, তাহা হইলে আমিও পাদচারে কুশ কণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। হে বীর! তোমার আজ্ঞা পালন করিলাম না বলিয়া আমার উপর ক্রোধ করিবে না। যেমন পথিকগণ দূর পথে গমন করিতে হইলে পীতাবশিষ্ট সলিল সঙ্গে লইয়া যায়, সেইরূপ আমাকে বিশ্বস্তচিত্তে সঙ্গিনী করিয়া লও। আমি তোমার কাছে এমন অপরাধ করি নাই, যাহাতে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। স্বামীর পাদচ্ছায়া আশ্রয়

করিয়া থাকিলে যদি নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইতে হয়, তাহাও নারীগণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু পতিবিরহিত হইয়া অত্যুচ্চ প্রাসাদশিখরে অবস্থান, স্বর্গীয়-বিমান-গতি, অথবা যথেচ্ছ আকাশ-গমনানুকূল অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমি মাতা পিতার কাছেও উপদেশ পাইয়াছি, স্বামীর সম্পদ্ বা বিপদ্ সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহাকে নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে। অতএব সে বিষয়ে সম্প্রতি তোমার কোন বক্তব্য নাই।

আমি সেই পুরুষ-সমাগম-শূন্য বিবিধ মৃগকুলাকুল শার্দ্দূলগণ-সেবিত দুর্গম অরণ্যে গমন করিব। আমি তথায় পিতৃ ভবনের ন্যায় পরম সুখে বাস করিব। আমি পতিব্রতা-ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছি। হে বীর! যে স্থানে পুষ্পের মধুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে,—সেই নিবিড় অরণ্যে আমি তপশ্চারিণী হইয়া তোমার চরণসেবা পূর্ব্বক তোমারই সহিত বিহার করিয়া বেড়াইব। নাথ! আমি জানি, তুমি বনে থাকিয়াও যখন অন্য অসংখ্য লোকেরও পালন করিতে সমর্থ, তখন আমার কথা আর কি বলিব! হে মহাভাগ! আমি অদ্য তোমার সহিত বনগমন করিব তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। তুমি আমাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমি তোমার সহিত বাস করিয়া বন্য ফল-মূল ভোজনেই পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিব, কখন উপাদেয় পান ভোজনের জন্য তোমাকে কষ্ট দিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব, তুমি ভোজন করিলে ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিব।

হে জীবিতেশ্বর! আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে, তোমার সহিত নির্ভয়চিত্তে নদী, পর্ব্বত, পল্বল ও সরোবর সমুদায় অবলোকন করিব। বনমধ্যস্থ যে জলাশয়ে হংস কারণ্ডবগণ কলরব করিতেছে, যথায় কোমল-কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে, তথায় বীরাগ্রগণ্য তোমার সহচারিণী হইয়া নিয়মপূর্ব্বক প্রতিদিন অবগাহন করি। হে বিশালাক্ষ! এইরূপে তোমার সহিত শত সহস্র বৎসরও বনে বাস করিলে আমার কষ্ট বোধ হইবে না; তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গসুখও আমার স্পৃহণীয় নহে। অতএব আমি সেই মৃগ, বানর ও মাতঙ্গ সমাকুল অরণ্যে গমন পূর্ব্বক পিতৃ-গৃহের ন্যায় তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া তোমারই চরণসেবায় অনুরক্ত থাকিব।

নাথ! তুমি আমাকে অনন্যপরায়ণা ও ত্বদ্গতপ্রাণা বলিয়া জান। যদি আমাকে তুমি পরিত্যাগ করিয়া যাও তবে আমার মৃত্যু নিশ্চয়। আমার প্রার্থনা সফল কর। আমার এ প্রার্থনা তোমার কাছে গুরুভার হইবে না। ধর্ম্ম-বৎসলা সীতা বনগমনার্থ এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিলেও রাম বনবাসের অশেষ ক্লেশ মনে করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইতে অভিলাষ করিলেন না, প্রত্যুত নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

অয়ি সীতে! তুমি অতি উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, ধর্ম্মেও তোমার বিশেষ অনুরাগ আছে; এক্ষণে আমার আগমন প্রতীক্ষায় এই স্থানে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ কর, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব। জানকি! আমি তোমাকে যাহা বলিব, তাহাই তোমার শ্রেয়; তুমি এই বনগমন বুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ কর। বনে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। বনে সুখের লেশ মাত্রও নাই কেবলই উহা দুঃখময়, সেই জন্য তোমায় হিত বুদ্ধিতে বলিতেছি তুমি বনগমন বাসনা পরিত্যাগ কর। প্রিয়ে! তথায় গিরিদরীবিহারী কেশরিগণ নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে, উহা নির্ঝরবারির পতনশব্দে মিশ্রিত হইয়া কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলিতেছে, অতএব বন দুঃখকর। দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ মত্ত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ক্রীড়া করিতেছে, সেই নির্জ্জন অরণ্যে মনুষ্য দেখিলেই তাহাকে বিনাশ করিতে উপস্থিত হয়; অতএব বন দুঃখকর। নদী সমুদায় নিতান্ত পঙ্কিল, তাহাও আবার নক্র প্রভৃতি দুষ্ট জলজন্তুতে সমাকুল; উন্মত্ত হস্তীরাও উহা সহজে পার হইতে পারে না, সুতরাং বন অতি দুঃখকর। উহার গমনপথ সকল লতাকণ্টকে আকীর্ণ, বনকুক্কুট শব্দে প্রতিধ্বনিত, জলও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য; অতএব বন নিত্য দুঃখকর। বনবাসীদিগের সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রি কালে ভূতলে স্বতঃ পতিত বৃক্ষ পত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন করিতে হয়। অয়ি সীতে! তথায় সংযত চিত্তে দিবারাত্র সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বয়ংপতিত বৃক্ষফলে কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে

হয়, অতএব বন দুঃখকর। যথাশক্তি উপবাস, জটাভার ধারণ, বল্কল বসন পরিধান এবং প্রতিদিন যথাবিধি দেবতা, পিতৃলোক ও সমাগত অতিথিগণের অর্চ্চনা করিতে হয়। সময়ে সময়ে নিয়মাবলম্বীদিগের ত্রিকালীন স্নান, আর্ষবিধি অনুসারে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া বেদিতে উপহার প্রদান করিতে হয়; অতএব বন দুঃখকর। যথাপ্রাপ্ত বস্তু আহার করিয়া প্রীতি অনুভব করিতে হয়। সতত প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে, রাত্রিতে ঘোর অন্ধকার, ভয়েরও সীমা নাই, ক্ষুধার উদ্রেক নিয়তই আছে; অতএব বন দুঃখকর। পথিমধ্যে বিবিধ প্রকার বহুসংখ্যক সরীসৃপ আছে, তাহারা সদর্পে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। নদীবৎ কুটিল গতি নদীগর্ভস্থ সর্প সকল পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে; অতএব বন সর্ব্বথা দুঃখকর। অয়ি অবলে! পতঙ্গ, বৃশ্চিক, কীট, দংশ ও মশক প্রভৃতির উৎপাতে মানুষ সর্ব্বদা অস্থির হইয়া থাকে; অতএব বন দুঃখকর। বায়ুভরে আন্দোলিত কুশ, কাশ ও কণ্টক বৃক্ষেরও অভাব নাই, এতদ্ভিন্ন শারীরিক ক্লেশও বিস্তর; এই সকল কারণে বলিতেছি, বনে সর্ব্বদাই দুঃখ।

বনে বাস করিতে হইলে তপস্যাসক্ত হইয়া ক্রোধ ও লোভ একবারেই পরিত্যাগ করিতে হয়। ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে নির্ভয়ে থাকিতে হইবে। এই জন্যই বলিতেছি, বন সুখের স্থান নহে, বনগমন তোমার পক্ষে শুভাবহও নহে। আমি সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, বন বহু দোষের আকর।

একোনত্রিংশ সর্গ।

—০০—

মহাত্মা রাম বনের এইরূপ বহুবিধ দোষ কীর্ত্তন করিয়া সীতাকে বনে লইয়া যাইতে যখন সম্মত হইলেন না,— তখন তিনি রামের নিবারণ না শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে সজল-নয়নে কহিতে লাগিলেন,—নাথ! তুমি বনবাসের যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করিলে, যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, তবে ঐ সমুদায় দোষ আমি গুণ বলিয়াই মনে করি। দেখ, যে সকল মৃগ, সিংহ, হস্তী, শার্দ্দূল, শরভ, চমর, গবয়, ও অন্যান্য বনচারী হিংস্র জন্তু তোমাকে কখনও দেখে নাই, তাহারা তোমার রূপ দেখিয়াই ভয়ে দূরে পলায়ন করিবে; ইহা অপেক্ষা দ্রষ্টব্য প্রীতিকর আর কি আছে? এক্ষণে আমি গুরুজনের আজ্ঞায় তোমার সহিত গমন করিব। আমি তোমার বিরহ কিছুতে সহ্য করিতে পারিব না। নিশ্চয়ই এ জীবন আর রাখিব না। আমি তোমার কাছে থাকিলে অন্যের কথা কি বলিব, সুররাজ ইন্দ্রও আমায় পরাভব করিতে পারিবেন না। নাথ! তুমিই আমাকে উপদেশকালে বলিয়াছ পতিবিরহিতা নারী কদাচ সুখে জীবন ধারণ করিতে পারে না। অতএব আমি তোমার সহিত বনগমন করিব। আরও আমি পূর্ব্বে পিতৃগৃহে থাকিতে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মুখে শুনিয়াছি আমার ভাগ্যে বনবাস অবশ্য ঘটিবে, তদবধি আমার বনবাসে বিলক্ষণ উৎসাহ আছে। সেই দৈবজ্ঞেরা যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা আমাকে অবশ্য ভোগ করিতে

হইবে। প্রিয়তম! তুমি আমার স্বামী, সেই আদেশ পালন যদি তোমার সঙ্গে থাকিয়া হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের কথা আর কি আছে? এক্ষণে আমি সেই আদেশপালন ও তোমার সহিত গমন করিব। সময়ও উপস্থিত, আমি কোন ক্রমে ক্ষান্ত হইব না।' তুমি আমার বনগমনে অনুমতি দাও, ব্রাহ্মণের বাক্য ও সত্য হউক।

হে বীর! অরণ্যবাসে বিস্তর দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহা আমি বেশ জানি কিন্তু ঐ সমুদায় দুঃখ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষেরাই পাইয়া থাকে। আমি যখন কন্যা (অবিবাহিতা) ছিলাম, তৎকালে পিতৃগৃহে এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া আমার মাতার সমক্ষে এই বনবাসের কথা বলিয়াছিলেন, আমি তাহা শুনিতে পাই। আমি সেই জন্য তোমার সহিত বন-গমনের অভিলাষ ইতঃপূর্ব্বে অনুনয় পূর্ব্বক অনেকবার প্রার্থনা করিয়াছি, তুমিও তাহাতে সম্মত হইয়াছিলে। এক্ষণে তুমি বনবাসী হইলে তোমার পরিচর্য্যা করা আমার অতীব প্রীতিকর হইবে। হে মহাত্মন্! স্বামী আমার, পরম দেবতা, প্রেমভাবে তোমার অনুগমন করিলে আমি নিষ্পাপ হইব। পরলোকেও দিব্যসুখনিদান তোমার সহবাস লাভ হইবে। আমি যশস্বী ব্রাহ্মণদিগের মুখে এই অর্থপ্রতিপাদক পবিত্র শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি যে, পিতা, পিতামহ ও ভ্রাতা প্রভৃতি দান ধর্ম্মানুসারে যে স্ত্রী যাহার হস্তে জল প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক দান করেন, সে ইহলোক ও পরলোকেও তাহারই হইবে। অতএব তুমি কি কারণে সেই সাধুশীলা পতিরতা স্বীয় দয়িতা ভার্য্যা আমাকে সহচারিণী করিতে অভিলাষ করিতেছ

না? নাথ! আমি তোমার ভক্তিমতী ধর্ম্মপত্নী, তোমার সুখে সুখিনী, তোমারই দুঃখে দুঃখিনী। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া বলিতেছি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, যদি এই দুঃখিনী আমাকে না লইয়া যাও তাহা হইলে আমি জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য হয় বিষপান, না হয় অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিব।

সীতা বনগমনের নিমিত্ত এইরূপ বহুবিধ বাক্যে প্রার্থনা করিলেও রাম কোনমতে স্বীকার করিলেন না। তখন মৈথিলী নিতান্ত দুঃখভরে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নয়ন বিগলিত উষ্ণ অশ্রু দ্বারা পৃথিবী সিক্ত হইতে লাগিল। রামও চিন্তাকুলা প্রিয়তমাকে বনগমনব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত বারংবার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ সর্গ

—০০—

অনন্তর বনগমনার্থ সমুৎসুকা জনকনন্দিনী সীতা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া প্রীতি ও অভিমান সহকারে মহাবীর রামকে উপহাস পূর্ব্বক কহিলেন,—নাথ! মিথিলাধিপতি আমার পিতা তোমাকে কি পুরুষবিগ্রহধারী স্ত্রীলোক ভাবিয়া আমায় তোমার হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন? যদি তিনি তোমাকে আকারে পুরুষ, স্বভাবে স্ত্রী বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে কখনই তোমার হস্তে আমায় নিক্ষেপ করি-তেন না। জগতের লোক বলিয়া থাকেন, রামের যেরূপ

তেজ আছে তাহা প্রখর দিবাকরেও নাই, ইহা কি আজ উন্মত্তের প্রলাপ-বাক্য হইয়া উঠিল। তুমি কি কারণে এত বিষণ্ণ হইতেছ। তোমার ভয়ই বা কাহার, যে, অনন্যপরায়ণা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছ? তুমি আমাকে দ্যুমৎসেনপুত্র বীর সত্যবানের পত্নী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবর্ত্তিনী বলিয়া জানিবে। আমি অন্য কুলকলঙ্কিনীর ন্যায় কখন তুমি ব্যতীত অন্য পুরুষকে মনেও অবলোকন করি নাই, সেই জন্য বলিতেছি আমি তোমার সহিত গমন করিব। তুমি অনন্যপূর্ব্বা জানিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছ, বহুকাল হইতে তোমার আলয়ে বাস করিতেছি, এখন তুমি জায়াজীবের ন্যায় আমায় অন্য পুরুষের হস্তে সমর্পণ করিবে?

নাথ! তুমি আমাকে যাহার হিতানুবর্ত্তিনী হইতে এখনই আদেশ করিলে, যাহার নিমিত্ত তুমি অভিষেকে বঞ্চিত হইলে, তুমিই সেই ভরতের বশবর্ত্তী হইয়া থাক; আমি কদাচ তাহার শুভানুধ্যায়িনী আজ্ঞাকরী কিঙ্করী হইয়া এখানে বাস করিতে পারিব না। তুমি আমাকে না লইয়া কখন বনপ্রস্থান করিতে পারিবে না। তোমার সহিত আমার তপস্যা করিতে হউক, অরণ্য বা স্বর্গে বাস করিতে হউক, কিছুতেই ক্লান্তি বোধ করিব না। আমি তোমার সহিত গমন করিলে নিরন্তর পর্য্যটন এবং পর্ণশয্যায় শয়নও ক্লেশকর মনে করিব না। পথে যে সকল কুশ-কাশ-শর ইষীকা প্রভৃতি কণ্টকি-বৃক্ষ আছে, তোমার সহিত গমন করিলে উহাদিগকে আমি সুখস্পর্শ তূলা ও অজিন চর্ম্ম মনে করিব। মহাবাত্যা-সমুত্থিত ধূলিরাশিতে

আমাকে আচ্ছন্ন করিলে তাহা আমি অত্যুৎকৃষ্ট চন্দন মনে করিব। যখন বনমধ্যে তোমার সহিত তৃণশয্যায় শয়ন করিব, তখন পর্য্যঙ্কে, চিত্রকম্বলাস্তরণযুক্ত কোমল শয্যাও কি তদপেক্ষা অধিক সুখকর হইবে? ফলমূল পত্র যাহা কিছু অল্পই হউক বা বহুতরই হউক তুমি স্বয়ং আহরণ করিয়া আমাকে অর্পণ করিবে তাহা আমি অমৃতরস তুল্য মধুর মনে করিব। আমি শরৎ বসন্তাদি ঋতুসুলভ ফল পুষ্প ভোগ করিয়া পরম সুখ অনুভব করিব। কখন মাতা পিতা বা গৃহবাস স্মরণও করিব না। তথায় আমায় অণুমাত্র অপ্রিয় কার্য্য করিতে দেখিতে পাইবে না। আমার নিমিত্ত তোমাকে দুঃসহ কোন মনস্তাপ পাইতে হইবে না। তোমার সহবাসে নরকও আমার স্বর্গ, তুমি ব্যতীত স্বর্গও আমার নরক ইহা নিশ্চয় জানিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বনবাসে আমি কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ দেখিতেছি না, অধিক কি বলিব যদি আমাকে বনে লইয়া না যাও তবে আমি এখনই বিষপান করিব; কিছুতেই ভরতের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে পারিব না। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে তখনই আমার মৃত্যুই শ্রেয়। চতুর্দ্দশ বৎসরের কথা কি বলিতেছ, এক মুহূর্ত্তও তোমার পরিত্যাগ-দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না। শোক-সন্তপ্তা জানকী এইরূপে দীনভাবে বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া স্বামীকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী বিষাক্ত-শরবিদ্ধ-করিণীর ন্যায় রামের প্রতিষেধবাক্যে আহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে অরণিকাষ্ঠ যেমন স্বীয় অঙ্গ হইতে অগ্নি উদ্গিরণ করে, সেইরূপ তাঁহার নেত্র হইতে চিরনিরুদ্ধ বাষ্প উদ্গত

হইল। দুইটী অরবিন্দ হইতে সলিলবিন্দুর ন্যায় তাহার দুই নেত্র হইতে শোক সন্তপ্ত স্ফটিক সদৃশ বারিধারা দরদরিতধারে নির্গলিত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই আয়ত-লোচনা সীতার নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখমণ্ডল প্রবল শোকানলে জলোদ্ধৃত পঙ্কজের ন্যায় একান্ত ম্লান হইয়া পড়িল।

তখন রাম সেই নিতান্ত দুঃখসন্তপ্তা বিচেতনপ্রায় জানকীকে বাহুযুগলে আলিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন;—দেবি! তোমাকে দুঃখ দিয়া আমি স্বর্গও কামনা করি না। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় আমার কোথাও কিছুমাত্র ভয়ও নাই। অয়ি শুভাননে! আমি তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় সম্যক্ জানিতাম না, সেই জন্য আমার রক্ষণ সামর্থ্য থাকিলেও এতক্ষণ তোমার অরণ্যবাসে সম্মত হই নাই। এখন জানিলাম যে তুমি আমার সহিত বনবাসার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, অতএব আত্মজ্ঞ ব্যক্তি যেমন কখন দয়া ত্যাগ করিতে পারেন না আমিও সেইরূপ তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

সুন্দরি! পূর্ব্বে সদাচারপরায়ণ পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ সস্ত্রীক হইয়া যে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন আমিও তাহারই অনুবর্ত্তন করিব, তুমি সূর্য্যানুগামিনী সুবর্চ্চলার ন্যায় আমার অনুসরণ কর। অয়ি জনক-নন্দিনি! আমার পিতা সত্য-পাশে বদ্ধ হইয়া যখন আমায় আদেশ করিয়াছেন তখন আমি বনগমন না করিয়া আর থাকিতে পারিতেছি না। পিতা মাতার বশ্যতাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম, অতএব আমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোনরূপে বাঁচিতে পারিব না। প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা মাতাকে অতিক্রম করিয়া অপ্রত্যক্ষ দেবতাকে

ধ্যান ধারণাদি দ্বারা আরাধনা করা কোনরূপে শ্রেয় নহে। যে পিতার আরাধনা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যাহার উপাসনা করিলে ত্রিলোকের উপাসনা করা হয়, পৃথিবীতে তাহার সমান অন্য কোন পুণ্যকর কার্য্য নাই; এই সকল কারণে আমি পিতার আজ্ঞাপালনে যত্নবান্ হইয়াছি। সীতে! সত্য, দান, মান ও সদক্ষিণ যজ্ঞ ইহার কোন কার্য্যই পিতৃসেবার ন্যায় পরকালের হিতকর নহে। গুরুলোকের চিত্তবৃত্তি অনুবৃত্তি করিলে স্বর্গ, ধন, ধান্য, বিদ্যা, পুত্র ও সুখ ইহার কিছুই দুর্লভ হয় না। যে সমুদায় মহাত্মা সতত মাতা পিতার অনুবৃত্তি করেন, তাঁহারা দেবলোক, গন্ধর্ব্ব লোক, ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য উৎকৃষ্টলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব সত্যধর্ম্মাশ্রিত পিতা আমাকে যাহা আদেশ করিতেছেন আমি তাহাই করিব, তাহাই আমার প্রকৃত ধর্ম্ম। অয়ি জানকি! তোমাকে সঙ্গে লইয়া দণ্ডকারণ্যে যাইবার আমার অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু তুমি যখন বনবাসে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ, তখন অবশ্যই তোমাকে সঙ্গে লইব। অয়ি মদিরেক্ষণে! আমি আদেশ করিতেছি তুমি আমার অনুগমন কর এবং আমার ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হও। প্রিয়ে! ইহা তোমার ও আমার কুলের অনুরূপই হইল। সদ্বংশীয় নারীগণের এইরূপ পতির অনুসরণই অতীব শোভাকর হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি বনবাসের উপযুক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণকে রত্ন, অন্নার্থী ভিক্ষুকদিগকে ভোজ্য দান কর। মহামূল্য অলঙ্কার, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, ক্রীড়াসাধন রমণীয় উপকরণসামগ্রী, শয্যা, যান এবং তোমার ও আমার অন্যান্য যাহা কিছু

আছে তৎসমুদায় অগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া অবশিষ্ট ভৃত্যবর্গকে অর্পণ কর। সত্বর এই সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া প্রস্তুত হও।

তখন জানকী বনগমনে স্বামীর অনুকূল মত জানিতে পারিয়া হৃষ্টচিত্তে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দান করিতে আরম্ভ করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

—oo—

লক্ষ্মণ ইতঃপূর্ব্বেই কৌশল্যার গৃহ হইতে এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রামের ভাবী বিরহশোক সহ্য করিতে পারিবেন না ভাবিয়া বাষ্পাকুল বদনে তাঁহার চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন,—আর্য্য! যদি আপনার করি-হরিণ-সমাকীর্ণ অরণ্যে যাইবার নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে আমিও ধনুর্দ্ধারী হইয়া আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। আপনি সেই পতঙ্গ-বিহগগণ-নিনাদিত রমণীয় কাননে আমার সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ করিবেন। আমি আপনাকে ছাড়িয়া দেবলোক বা অমরত্ব প্রার্থনা করি না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও কামনা করি না।

তখন রাম লক্ষ্মণকে বনবাস-গমনে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া বহু সান্ত্বনা বাক্যে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু লক্ষ্মণ কোনরূপে তাঁহার বাক্যে সম্মত না হইয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন;—আর্য্য! আপনি আমাকে পূর্ব্বেই আপনার অনুগমন করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, এখন কি কারণে নিবারণ

করিতেছেন? যে জন্য আপনি আমাকে নিষেধ করিতেছেন তাঁহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি, বলুন আমার বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠা মাতার সন্নিধানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, "আপনি বনগমন করিলে আমাকে তাহার অগ্রেই বনপ্রবিষ্ট বলিয়া জানিবেন" এক্ষণে কৃতাঞ্জলি-পুটে তাহাই প্রার্থনা করিতেছি, তবে কি জন্য আমায় নিষেধ করিতেছেন?

অনন্তর রাম সম্মুখে দণ্ডায়মান সুধীর লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! তুমি আমার স্নেহের পাত্র, ধার্ম্মিক, শান্তস্বভাব ও নিরন্তর সৎপথাবলম্বী। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, বশ্য, নিদেশবর্ত্তী এবং সখা; কিন্তু বৎস! যদি তুমিও আমার সহিত বনগমন কর তাহা হইলে যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে সেবা করিবে? জলধর যেমন অভিলাষানুরূপ বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করেন, মহাতেজা মহীপতি সেইরূপ কৈকেয়ীর অনুরাগে বদ্ধ। অশ্বপতিতনয়া সেই কৈকেয়ী এই সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলে দুঃখিনী সপত্নীদিগের আর লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না। ভরতও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতারই মতের অনুসরণ করিবেন, সুতরাং দুঃখিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে স্মরণও করিবেন না। অতএব হে সৌমিত্রে! তোমায় বলিতেছি তুমি স্বয়ংই পার অথবা রাজার অনুগ্রহ লইয়াই হউক তাঁহাদিগকে পালন কর। এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! গুরুগণের সেবা করিলে অতুল ধর্ম্ম লাভ হয়। অতএব আমারই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ কর।

দেখ, যদি আমরা উভয়েই ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া যাই,—তাহা হইলে কোনরূপে ইনি সুখী হইতে পারিবেন না।

লক্ষ্মণ রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন,—বীর! ভরত আপনারই অপ্রমেয় বলবিক্রম মনে করিয়া আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রতিপালন করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যদি সে দুর্ভাগ্য রাজ্য পাইয়া কৈকেয়ীর অনুরোধে মন্দ বুদ্ধিতে অথবা অহঙ্কার বশতঃ ইহাঁদিগের রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তবে সেই ক্রূর দুরাত্মাকে নিঃসংশয়ই বিনাশ করিব; যদি ত্রিলোকের সমস্ত লোক তাহার পক্ষ হয় তবে তাহাদিগকেও আমি সংহার করিব। যাঁহার প্রসাদে উপজীবিগণ সহস্র গ্রাম লাভ করিয়াছে, সেই আর্য্যা কৌশল্যা আমার মত সহস্র লোককে স্বয়ং পোষণ করিতে পারেন; সুতরাং তিনি আমার মাতা ও নিজের উদরান্নের জন্য অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন তাহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। অতএব এক্ষণে আপনি আমায় আপনার অনুগমনে অনুমতি করুন। ইহাতে ধর্ম্মের ব্যতিক্রম কিছুই ঘটিবে না, প্রত্যুত আপনার অনেক কার্য্যে আয়াসের লাঘব হইবে, আমিও কৃতার্থ হইব। আমি সগুণ শরাসন, খনিত্র ও পেটক গ্রহণ করিয়া পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিব, প্রতিদিন তপস্বীদিগের আহারোপযোগী ফলমূল ও অন্যান্য বন্য দ্রব্য আহরণ করিব। আপনি দেবী জানকীর সহিত গিরি চূড়ায় বিহার করিয়া বেড়াইবেন। আপনার জাগ্রৎ বা সুষুপ্ত অবস্থায় আমি সমুদায় কার্য্যই নির্ব্বাহ করিব।

রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন,—লক্ষ্মণ! তবে তুমি আত্মীয় স্বজনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমার সঙ্গে চল। মহাত্মা বরুণ স্বয়ং রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে যে সমুদায় তুইপ্রস্থ করিয়া ভীম দর্শন দিব্য ধনু, অভেদ্য কবচ, অক্ষয় শরপূর্ণ তূণ এবং সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল কনকখচিত খড়্গ আমাদের যৌতুকস্বরূপ দান করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আচার্য্য গৃহে তাঁহাকে পূজা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে ঐ সকল অস্ত্র গ্রহণ করিয়া শীঘ্র আগমন কর।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ বনবাসার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বজনগণকে সম্ভাষণ ও তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ইক্ষ্বাকু-গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় সেই অর্চ্চিত মাল্যবিভূষিত উত্তম আয়ুধ সমুদায় গ্রহণ করিয়া রামের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন রাম লক্ষ্মণকে সমাগত দেখিয়া পরম প্রীতি সহকারে কহিলেন,—সৌম্য! লক্ষ্মণ! তুমি যথাসময়েই উপস্থিত হইয়াছ, আমি এখনই তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এখন চল, আমার যাহা কিছু ধন সম্পত্তি আছে তৎসমুদায় তোমার সহিত একত্র হইয়া ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগকে দান করিয়া আসি। আমার আশ্রয়ে যে সকল গুরুভক্তি পরায়ণ দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এবং অন্যান্য উপজীবিগণকে অর্থ দান করিতে হইবে। আর তুমি আর্য্য বশিষ্ঠতনয় বিপ্রপ্রবর সুযজ্ঞকে শীঘ্র আনয়ন কর। আমি তাঁহাকে এবং অপরাপর শিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া বনগমন করিব।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

—oo—

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের এই প্রীতিকর ও হিতজনক আজ্ঞা পাইয়া সুযজ্ঞের আবাসে অবিলম্বে গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে অগ্নিগৃহে সমাসীন দেখিয়া তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক কহিলেন,—সখে! আর্য্য রাম প্রাপ্তরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন-গমনে অভিলাষী হইয়াছেন, তুমি শীঘ্র আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর।

অনন্তর বেদবিৎ সুযজ্ঞ মধ্যাহ্ন-কালীন সন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত গমন পূর্ব্বক রামের পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। হোমকালে আহুতিপ্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় সেই বেদজ্ঞ সুযজ্ঞকে সমাগত দেখিবামাত্র রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে স্বর্ণময় অত্যুত্তম অঙ্গদ, সুন্দর কুণ্ডল, স্বর্ণ-সূত্র-গ্রথিত মণিময় হার, কেয়ূর, বলয় এবং তদ্ভিন্ন বহুরত্ন দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর সীতার অভিপ্রায়ানুসারে কহিলেন,—সখে! তোমার ভার্য্যাকে এই হার ও কণ্ঠমালা প্রদান কর। আমার বনবাস-সহচরী তোমার সখী জানকী এই চন্দ্রহার, বিচিত্র অঙ্গদ ও সুন্দর কেয়ুর তোমার ভার্য্যার নিমিত্ত দান করিতেছেন, আর এই বহুমূল্য আস্তরণযুক্ত বিবিধ-রত্ন-বিভুষিত পর্য্যঙ্ক তোমাকে প্রদান করিলেন। আমি মাতুলের নিকট সক্রঞ্জয় নামে যে হস্তী প্রাপ্ত হইয়া ছিলাম তাহাও সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণার সহিত তোমায় দান করিতেছি।

সুযজ্ঞ রামের বাক্যানুসারে তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা যেমন সুরনাথ ইন্দ্রকে আদেশ করেন, তদ্রুপ রাম প্রিয়ংবদ প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিলেন,—বৎস! তুমি এখন মহর্ষি অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিয়া অর্চ্চনা কর এবং তাঁহাদিগকে রত্ন, সহস্র ধেনু, সুবর্ণ, রজত ও মহামূল্য মণিদ্বারা জলপ্রদানে শস্যের ন্যায় তৃপ্ত কর। আর তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ীদিগের আচার্য্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, যিনি প্রতিনিয়ত আমার মাতা কৌশল্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আগমন করেন, তাঁহাকে যান, দাসী, কৌশেয় বস্ত্র প্রভৃতি যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন তাহাই দান কর। আর্য্য চিত্ররথ আমাদিগের মন্ত্রী ও সারথি, তিনি বহুকাল আমাদের আশ্রয়ে বাস করিয়া নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে মহামূল্য রত্ন, বস্ত্র, পশু ও সহস্র ধেনু দান করিয়া সন্তুষ্ট কর। যাঁহারা আমার সহিত কঠ শাখার আলাপ করিয়া থাকেন, সেই দণ্ডধারী বহু সংখ্যক ব্রহ্মচারী আছেন। তাঁহারা সতত বেদ পাঠ করেন, বিশেষতঃ অলস সেই জন্য আর কিছুই করিতে পারেন না, তাঁহারা সুস্বাদু খাদ্যপ্রয়াসী, সাধুরাও তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাদিগকে রত্নভার পূর্ণ অশীতি উষ্ট্র, ধান্যবাহী সহস্র বলীবর্দ্দ, ব্যঞ্জনার্থ চণক, মুদ্গ এবং দধি দুগ্ধের নিমিত্ত বহু সংখ্যক ধেনু প্রদান কর। আমার মাতার নিকট অনেক ব্রহ্মচারী আগমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দান কর এবং জননী যাহাতে সন্তুষ্ট হন তাঁহাদিগকে সেইরূপ দক্ষিণা দাও।

অতঃপর পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রামের আদেশানুসারে স্বয়ং কুবেরের ন্যায় দ্বিজাতিগণকে ধন দান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভৃত্যগণ রামকে বনগমনে উদ্যত দেখিয়া গলদশ্রু-নয়নে সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে জীবিকার উপযোগী বহু দ্রব্য দান করিয়া কহিলেন, দেখ, যতদিন আমার প্রত্যা-গমন না হইতেছে ততদিন তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের প্রত্যেক গৃহে ক্রমান্বয়ে অবস্থান করিবে। দুঃখিত উপজীবীদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া ধনাধ্যক্ষকে কহিলেন, তুমি আমার ধন সমুদায় এইস্থানে আনয়ন কর। পরিচারকেরা তৎক্ষণাৎ ধন আনিয়া তথায় রাশীকৃত করিয়া দিল। ঐ স্তূপাকার ধনরাশি দেখিতে এক দর্শনীয় পদার্থ হইয়া উঠিল। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ সমস্ত ধন ব্রাহ্মণ, দীন-দুঃখী ও আবাল-বৃদ্ধ সকলকে অকাতরে দান করিলেন। ঐ প্রদেশে গর্গবংশ-সমুদ্ভূত পিঙ্গলবর্ণ ত্রিজট নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তিনি প্রতিদিন ফাল, কুদ্দাল ও লাঙ্গল-দ্বারা বনে ভূমি খনন করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করি-তেন। তাঁহার তরুণী ভার্য্যা দরিদ্রতানিবন্ধন দুঃখ পাইতে ছিল, রামের এই দানের কথা শুনিয়া বালক পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—নাথ! স্ত্রীদিগের স্বামীই দেবতা; সেই জন্য আপনাকে আদেশ করা আমার অনুচিত হইলেও প্রীতিবশতঃ কহিতেছি, আপনি এখন ফাল, কুদ্দাল পরিত্যাগ করিয়া আমার একটী বাক্য রক্ষা করুন। আজ রাজকুমার রাম বনে যাইতেছেন, এই সময়ে তিনি দীন-দুঃখীদিগকে যথেষ্ট ধন দান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যদি আপনি সেই ধর্ম্মজ্ঞ রামের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই কিঞ্চিৎ পাইতে পারিবেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ জীর্ণ একখানি শাটীবস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রামগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ভৃগু অঙ্গিরার ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিজট রামভবনে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য জনসমূহের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিল না। তিনি তখন রাজভবনের পঞ্চম কক্ষ্যায় উপস্থিত হইয়া রামের সহিত সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মহাবল রাজপুত্র! আমি নির্ধন, আমার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি আছে, বনভূমি খনন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করি। অতএব তুমি আমার প্রতি একবার কটাক্ষপাত কর। রাম তাঁহাকে পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন; দেখ, আমার বহুসংখ্যক ধেনু আছে তন্মধ্যে এক সহস্রও এখন দান করা হয় নাই। তুমি এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এই গবাকীর্ণ স্থানের যতদূর পর্য্যন্ত দণ্ড নিক্ষেপ করিতে পারিবে, সেই স্থানের মধ্যস্থিত সমস্ত ধেনুই তোমার। তখন ব্রাহ্মণ সত্বর কটিতটে শাটী বেষ্টন করিয়া দণ্ডকাষ্ঠ ঘূর্ণন পূর্ব্বক শরীরে যতদূর বল ছিল, তদনুসারে নিক্ষেপ করিলেন; দণ্ড করভ্রষ্ট হইবামাত্র মহাবেগে সরযূর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া বৃষভ সমাকুল গোষ্ঠে গিয়া পতিত হইল। তদ্দর্শনে ধর্ম্মাত্মা রাম সরযূর পরপার পর্য্যন্ত যত ধেনু ছিল তৎসমুদায়ই ত্রিজটের আশ্রমে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, ব্রাহ্মণ! আমি আপনাকে পরিহাস করিবার জন্য ঐরূপ কহিয়াছিলাম, আপনি ক্রোধ করিবেন না। আপনি বৃদ্ধ হইলেও

আপনার কত দূর দণ্ড-নিক্ষেপ শক্তি আছে, তাহাই জানিবার ইচ্ছায় আমি আপনাকে ঈদৃশ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে যদি আপনার অন্য কিছু অভিলাষ থাকে তাহাও আমার কাছে প্রকাশ করুন। আমি সত্যই বলিতেছি, আপনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবেন না। আমার যাহা কিছু ধন আছে উহা ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত। আমার ন্যায়ার্জ্জিত সম্পত্তি ভবাদৃশ বিপ্রবর্গকে দান করিলে উহা যশস্করই হইবে। তখন মহামুনি ত্রিজট হৃষ্টমনে সেই বহুসংখ্যক গোধন প্রতিগ্রহ করিয়া মহাত্মা রামকে যশ, বল, প্রীতি ও সুখবিবর্দ্ধন আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া ভার্য্যার সহিত প্রস্থান করিলেন।

তখন প্রবল পরাক্রম রাম ধর্ম্মবলোপার্জ্জিত ধন সুহৃজ্জন নির্ব্বাচিত ব্রাহ্মণ, মিত্র, ভৃত্য এবং ভিক্ষোপজীবী দরিদ্রগণকে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বিতরণ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

এইরূপে রাম ও লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর ধন-সম্পত্তি বিতরণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে সীতা-সমভিব্যাহারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সীতা স্বয়ং যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র, মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎসমুদায় দুইজন পরিচারিকা গ্রহণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তৎকালে রাজমার্গ সমুদায় লোকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তথায় গমনাগমন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য দেখিয়া

অনেকেই প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও বিমানশিখরে আরোহণ করিয়া রামকে অবলোকন করিতে লাগিল। তাহারা রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া শোকাকুল-চিত্তে কহিতে লাগিল;—হায়! যাঁহার গমনকালে মহৎ চতুরঙ্গবল অনুগমন করিত, আজ সেই রাম একাকী, জানকী ও লক্ষ্মণমাত্র তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের সুখাস্বাদন করিয়াছেন, যিনি ভোগ বিলাসের অদ্বিতীয় আস্পদ, সেই রাম ধর্ম্মগৌরব রক্ষার জন্য পিতার কথা অন্যথা করিতে পারিলেন না। যাঁহাকে পূর্ব্বে আকাশগামী কোন প্রাণীও দেখিতে পাইত না, অদ্য সেই সীতাকে পথের লোকেরাও দেখিতে পাইতেছে। যিনি চিরদিন অঙ্গরাগে অভ্যস্ত, সেই চন্দন-চর্চ্চিত সীতাকে গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার বারিধারা, দুরন্ত শীতে না জানি অচিরকালের মধ্যেই কিরূপ বিবর্ণ করিয়া তুলিবে। আজ রাজা দশরথ নিশ্চয়ই ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন, নতুবা কখন প্রিয় পুত্র রামকে বনবাস দিতে পারিতেন না। পুত্র নির্গুণ হইলেও পিতা কদাচ তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন না, যাঁহার চরিত্রগুণে এই সমস্ত লোক পরাজিত হইয়াছে তাঁহার কথা আর কি বলিব। অহিংসা, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, সাধুশীলতা, বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও চিত্তসংযম, এই ছয়টী গুণ পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। গ্রীষ্মকালে জলাশয়ের জল শুষ্ক হইয়া আসিলে মৎস্যাদি জল-জন্তু, যেরূপ আকুল হইয়া পড়ে, জগৎপতি রামের বিরহে সমস্ত জগৎ সেইরূপ ব্যথিত হইবে। মহাদ্যুতি ধর্ম্মাত্মা রাম সকল মনুষ্যেরই মূল, অন্যান্য লোকেরা ইঁহার পুষ্প, ফল, পত্র

ও শাখা। মূলের উচ্ছেদ হইলে ফল-পুষ্প-সুশোভিত বৃক্ষ যেমন অচিরে নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সেইরূপ ,ইহাঁর বিপদে সমগ্র জগৎ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। অতএব এস,' রাম যে পথে গমন করিতেছেন আমরাও সেই পথের পথিক হইয়া ভার্য্যা ও বন্ধু বান্ধবের সহিত লক্ষ্মণের ন্যায় ইহাঁর অনুগমন করি। এস, আমরা গৃহ, উদ্যান ও ক্ষেত্র সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক তুল্য-সুখ-দুঃখভাগী হইয়া ধার্ম্মিক রামের অনুগমন করি। অতঃপর আমাদের যে সকল ধনরত্ন ভূগর্ভে নিহিত আছে উহা উদ্ধৃত, গৃহপ্রাঙ্গন নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন ধূলিরাশিতে আকীর্ণ, ধনধান্য ও গৃহসার বস্তু সমুদায় অপহৃত হইবে। মূষিকেরা গর্ত্ত হইতে নির্গত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিবে। রন্ধনের ধূম আর উদ্গত হইবে না,জলের সম্পর্কও থাকিবে না। গৃহমার্জ্জন রহিত হইয়া যাইবে। মৃৎপাত্র সমুদায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, ভিত্তি সকল বিপ্লবকালের ন্যায় ভগ্ন হইয়া যাইবে। গৃহ-দেবতারা আমাদের বাস্তু ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। বলিকর্ম্ম, হোম, যাগযজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ ও জপ একেবারে তিরোহিত হইবে। আমরা আবাস গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, কৈকেয়ী আসিয়া এই সকল অধিকার করুন। অতঃপর রাম যে বনে যাইবেন তাহাই নগর হউক, আর আমাদের পরিত্যক্ত নগর অরণ্য হউক। আমাদের ভয়ে সর্পকুল বিবর, মৃগপক্ষীরা গিরিশিখর, সিংহ-মাতঙ্গ সকল বন পরিত্যাগ করুক। আমরা যে সমুদায় স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইব তাহারা তাহাই আশ্রয় করুক। আর আমরা যে স্থান অধিকার করিব তাহা তাহারা পরিত্যাগ করুক।

যে দেশ হইতে আমরা মাংস, ফল ও তৃণ পর্য্যন্ত লইয়া চলিলাম, তথায় হিংস্র জন্তু ও পশু পক্ষীরাই আশ্রয় করিবে, সপুত্রা কৈকেয়ী বন্ধু বান্ধবের সহিত সেই সমুদায় স্থান লইয়া থাকুন। আমরা রামের সহিত বনে সুখে বাস করিব। রাম নাগরিকদিগের মুখে এইরূপ বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে কিছুমাত্র ক্ষোভ পাইলেন না, তিনি মত্ত মাতঙ্গবৎ মৃদুমন্দ গগনে দূর হইতে কৈলাস শিখরের ন্যায় শোভমান পিতার গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অতঃপর পিতার আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বীর পুরুষেরা বিনীত বেশে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অদূরে সুমন্ত্র বিষণ্ণবদনে অবস্থিতি করিতেছেন। তৎকালে তত্রত্য সমস্ত লোক নিতান্ত কাতর হইয়া রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, রামও পিতার আদেশ যথাবিধি পালনাভিলাষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং কাতর না হইয়া প্রফুল্লবদনে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

—০০—

অনন্তর সেই পদ্মপলাশলোচন নবজলধরশ্যাম নিরূপম রাম সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—সারথে! তুমি পিতার নিকট আমার আগমন সংবাদ নিবেদন কর। সুমন্ত্র রামের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র নৃপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ দশরথ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় এবং সলিল শূন্য তড়াগের ন্যায় নিতান্ত নিস্তেজ ও আকুলচিত্ত হইয়া

ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে রামকে উদ্দেশ করিয়া পরিতাপ করিতেছেন। রাজার তদবস্থা দর্শনে মহাপ্রাজ্ঞ সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সন্নিহিত হইয়া জয়াশী-র্ব্বাদ বচনে প্রথমতঃ সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর কাত-রোক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক মৃদু-মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ আপনার পুত্র রাম ব্রাহ্মণ ও অনুজীবিবর্গকে ধনদান এবং সুহৃদ্‌গণকে সম্ভাষণ করিয়া দ্বারে উপস্থিত। কিরণজাল-বিমণ্ডিত আদিত্যের ন্যায় সমস্ত রাজগুণালঙ্কৃত সেই সত্যপরাক্রম রাম এখনই অরণ্যে গমন করিবেন, এক্ষণে আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন। আপনার মঙ্গল হউক, যেরূপ আদেশ হয় অনুমতি করুন।

তখন সাগর তুল্য গম্ভীর, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, সত্যবাদী ও ধর্ম্মাত্মা নৃপতি তাঁহাকে কহিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি অগ্রে আমার সমুদায় পত্নীকে আনয়ন কর, আমি ঐ সমুদায় পত্নী-গণে পরিবৃত হইয়া রামকে দর্শন করিব।

সুমন্ত্র রাজার বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজ-ভার্য্যাগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রাজা আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, আপনারা শীঘ্র তথায় গমন করুন। তখন আরক্তলোচনা তিনশত পঞ্চাশত রাজভার্য্যা সুমন্ত্রের মুখে রাজার আদেশ জানিয়া কৌশল্যাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন। মহা-রাজ তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া সারথিকে কহিলেন, সুমন্ত্র! এখন তুমি রামকে এইস্থানে লইয়া আইস। সারথি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া

অবিলম্বে রাজ-সকাশে উপস্থিত হইলেন। রাজা রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে আসিতে দেখিয়া কাতর হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রামের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধরিবার পূর্ব্বেই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম ও লক্ষ্মণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। তখন সেই অন্তঃপুরমধ্যে সহসা অসংখ্য স্ত্রীলোকের মধ্যে 'হা রাম' 'হা রাম' এই শব্দের সহিত ঘোর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল, সকলেই মস্তক ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন স্ত্রীলোকদিগের ঐ রোদনধ্বনি ভূষণধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত রাজভবন আকুল করিয়া তুলিল। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বাষ্পাকুললোচনে বিচেতনপ্রায় মহারাজকে ধরিয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন।

অনন্তর দশরথ মুহূর্ত্তকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিলে রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন,—মহারাজ! আপনি আমাদের সকলেরই প্রভু। আমি এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিতেছি, প্রার্থনা এই, আপনি সৌম্য দৃষ্টিতে অবলোকন করুন। লক্ষ্মণ ও সীতাও আমার অনুগমন করিতেছেন, আপনি ইহাঁদিগকেও অনুমতি করুন। আমি ইহাঁদিগকে বহুবিধ প্রকৃত কারণ দেখাইয়া নিষেধ করিয়াছি কিন্তু ইহাঁরা তাহা না শুনিয়া আমার অনুসরণে অভিলাষ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন স্বীয় পুত্র সনকাদিকে তপশ্চরণে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ শোক সংবরণ করিয়া আমাদিগকে অনুজ্ঞা করুন।

রাজা দশরথ রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বনবাসোদ্যত রামকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করিয়া বঞ্চিত হইয়াছি, তুমি অদ্য আমাকে নিগ্রহ করিয়া অযোধ্যায় রাজা হও। ধার্ম্মিকবর রাম রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন;—পিতঃ! আপনি সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া পৃথিবী পালন করুন, আমি অরণ্যে বাস করিব, রাজ্যে আমার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বিহার করিয়া পুনরায় আপনার পাদ গ্রহণ করিব। আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হউক।

এই অবসরে কৈকেয়ী অন্তরালে থাকিয়া 'অদ্যই বন-গমনে অনুমতি দিন' বলিয়া সঙ্কেত করিতে লাগিল। রাজা সত্য-পাশে বদ্ধ হইয়া সজলনয়নে প্রিয় পুত্র রামকে কহিতে লাগিলেন,— তাত! তুমি পরলোকের হিত ও ইহলোকের সুখের জন্য অব্যগ্র ও অকুতোভয়ে পথে গমন কর। হে রঘুকুলধুরন্ধর! চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে তুমি পুনরাগমন করিবে, তোমার মঙ্গল হউক। তোমার এই সত্যপরায়ণতা ও ধর্ম্মাভিনিবেশ হইতে নিবৃত্ত করা আমার সাধ্য নাই। কিন্তু বৎস! তুমি আমার ও তোমার জননীর অনুরোধে অদ্য এক-রাত্রি এই স্থানে বাস কর, অদ্য কোনরূপে যাইতে পাইবে না। আজ আমি তোমাকে সম্মুখে দেখিয়া পান ভোজন করিব এবং তোমাকেও সর্ব্ব প্রকার সুখ-ভোগ্য পদার্থে পরিতৃপ্ত করিলে তুমি কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে। বৎস! তুমি দুষ্কর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তুমি আমারই পরলোক-হিতের

নিমিত্ত বন আশ্রয় করিলে; কিন্তু রাম! আমি সত্য আশ্রয় করিয়া শপথ করিতেছি, তোমার এই বনবাস আমার কোনরূপে প্রিয় নহে। আমি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কুলাচারঘাতিনী স্ত্রী কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি। আমি এই কুলধর্ম্মনাশিনী কৈকেয়ী কর্ত্তৃক যে বঞ্চনা লাভ করিয়াছি, অদ্য তুমি তাহারই ফলভোগ করিতে চলিলে। বৎস! তুমি আমার পুত্রদিগের মধ্যে গুণে ও বয়সে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, তুমি যে পিতার সত্যবাদিতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা কিছু বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তৎকালে রাম শোকাকুল পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দীনভাবে কহিলেন,—পিতঃ! আজ আমি যে রাজভোগ প্রাপ্ত হইব, কল্য তাহা আমাকে কে প্রদান করিবে? অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে অদ্যই নিষ্ক্রমণ করা বিধেয় হইতেছে। আমি এই রাজ্য বহুল জনাকীর্ণ ধনধান্য পরিপূর্ণ বসুধা পরিত্যাগ করিলাম, আপনি ভরতকে প্রদান করুন। অদ্য বনবাসের নিমিত্ত আমার যে বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, উহা কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। হে বরদ! আপনি দেবাসুরের যুদ্ধকালে বিমাতাকে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ রক্ষা করিয়া আপনি সত্যবাদী হউন। আর আমি আপনার আদেশ পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর বনচর হইয়া তপস্বিবর্গের সহিত অরণ্যে বাস করি। এই বসুমতী ভরতকে প্রদান করিতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। আমি নিজের জন্য রাজ্য বা কোন প্রিয় বস্তুই আকাঙ্ক্ষা করি না। কেবল আপনার আজ্ঞাপালনেই আমি ব্যগ্র হইয়াছি। এক্ষণে

আপনি শোক পরিহার করুন, আর রোদন করিবেন না; সরিৎ-পতি গভীর সমুদ্র কখন সামান্য কারণে ক্ষুব্ধ হন না। পিতঃ! আমি রাজ্য, এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু, সুখ, স্বর্গ, এমন কি আত্ম-জীবন পর্য্যন্ত অতি তুচ্ছ মনে করি। আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও সুকৃতের দ্বারা শপথ করিতেছি, আপনার সত্য সত্যই থাকুক, উহাকে কখন মিথ্যা করিতে ইচ্ছা করি না। হে প্রভো! আমি এই জন্য এখানে আর ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেছি না, আমি যাহা বলিয়াছি তাহার আর ব্যতিক্রম হইবে না। আপনি শোক-সংবরণ করুন। দেবী কৈকেয়ী আমার বনগমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমিও চলিলাম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, অতএব সে সত্য আমি পালন করি। হে দেব! আপনি আমার জন্য উৎকণ্ঠা করিবেন না। আমি যথায় প্রশান্ত হরিণগণ বিচরণ করিতেছে, যথায় ননাবিধ বিহঙ্গগণ কল-কূজিত-স্বরে গান করিয়া বেড়াইতেছে, আমিও সেই অটবীতে বিহার করিয়া বেড়াইব। হে তাত! শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন পিতা দেবগণেরও দেবতা, অতএব পিতার বাক্য দেববাক্য বলিয়াই মনে করিয়া পালন করিব। প্রভো! এই চতু-র্দ্দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই আপনি আমাকে দেখিতে পাইবেন; সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। দেখুন, এই সমস্ত লোক আমার জন্য রোদন করিতেছে, উহাদিগকে সান্ত্বনা করাই আপনার কর্ত্তব্য, এ স্থলে আপনি স্বয়ং অধীর হইয়া পড়িলে কিরূপে চলিতে পারে?

আমি পুনরায় বলিতেছি, আমি এই নগর জনপদ সমন্বিত রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম; আপনি ভরতকে প্রদান করুন;

আমি আপনার আদেশ পালনার্থ বনগমন করিব। ভরত এই রাজ্যে যে কোন স্থানে অবস্থান করিয়া রাজ্য শাসন করুন। আপনি দেবী কৈকেয়ীকে যাহা বলিয়াছেন তাহাই চরিতার্থ হউক। রাজন্! এই উদার কাম্য বস্তুতে আমার ভোগাভিলাষ নাই, প্রীতিকর কোন পদার্থেই আমার স্পৃহা নাই, কেবল আপনার শিষ্টসম্মত নিদেশেই আমার মন ধাবিত হইয়াছে। আপনি আমার জন্য পরিতাপ করিবেন না। আমি আপনাকে অনৃতবাদী করিয়া এই অবিনশ্বর রাজপদ, অতুল ভোগ ও প্রিয়তমা মৈথিলীকে চাহি না। অধিক কি, যদি আমার চিন্তায় চিন্তিত হইয়া আপনার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে, তাহারও অপেক্ষা করিতে পারিব না; আপনার সত্য রক্ষাই আমার ব্রত হউক। আমি কাননে প্রবেশ করিয়া ফল মূল ভক্ষণ, গিরি, স্রোতস্বতী, সরোবর ও বিচিত্র পাদপ দর্শন করিয়া সুখী হইব। আপনি এক্ষণে শান্তি লাভ করুন।

অতঃপর রাজা দশরথ দুঃখ ও সন্তাপে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া পুত্র রামকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমুদায় অঙ্গ নিস্পন্দ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে দেবী কৈকেয়ী ব্যতীত সমস্ত রাজমহিলা রোদন করিয়া উঠিল। পরিচারিকারা হাহাকার করিতে লাগিল, সুমন্ত্রও রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ।

—oo—

অনন্তর সুমন্ত্র সংজ্ঞালাভ করিয়া শিরঃকম্পন পূর্ব্বক ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্রোধে অধীর হওয়াতে নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ ও মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি হস্তদ্বারা হস্তনিষ্পেষণ এবং দন্তে দন্তে বিকট কট্ কট্ শব্দ করিতে লাগিলেন। মহারাজের মনোগত ভাব পর্য্যালোচনা করিয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে কৈকেয়ীর হৃদয় কম্পিত ও মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়াই যেন কহিতে লাগিলেন,—রাজ্ঞি! এই চরাচরময় সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর মহারাজ দশরথ তোমার স্বামী। সেই রাজাকে যখন তুমি পরিত্যাগ করিতে পারিলে, তখন তোমার অকার্য্য আর কিছুই নাই। বুঝিলাম, তুমি পতি-ঘাতিনী, অবশেষে বংশ-নাশিনী হইবে। যিনি দেবরাজ মহেন্দ্রের ন্যায় অজেয়, পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চল, মহাসাগরের ন্যায় অক্ষুব্ধ, সেই মহারাজ দশরথকে তুমি স্বকীয় কর্ম্মদোষে কলুষিত করিয়া তুলিলে। ইনি তোমার ভরণ পোষণের বিধাতা, বরদাতা স্বামী, ইহাঁর অবমাননা করিও না। একমাত্র ভর্ত্তার ইচ্ছা নারীগণের কোটি পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজার লোকান্তর হইলে পুত্রেরা বয়ঃক্রম অনুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; ইক্ষ্বাকু বংশের এই আচার চির দিন চলিয়া আসিতেছে। তুমি মহারাজ জীবিত থাকিতেই তাহা লোপ করিতে বাঞ্ছা করিতেছ। এখন তোমার পুত্র ভরত রাজা হইয়া পৃথিবী শাসন করুন। আমরা যেখানে রাম যাইবেন সেই স্থানে যাইব। তুমি আজ

যে গর্হিত আচারে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহাতে তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ আর কেহ বাস করিবে না। আমরা সকলে নিশ্চয়ই রাম যে পথে যাইবেন তাহারই অনুসরণ করিব। একবার ভাবিয়া দেখ, সমস্ত আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ব্রাহ্মণ ও সাধুরা যে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন তাহা লইয়া তোমার কি সুখ হইবে? ইহাই আশ্চর্য্য যে, তোমার ঈদৃশ আচারে পৃথিবী এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। তোমাকে রাম-নির্ব্বাসনে কৃত-সঙ্কল্পা দেখিয়া এখনও ব্রহ্মর্ষিগণের ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় বাক্ দণ্ড যে ধিক্কার দিয়া তোমায় ভস্মসাৎ করিতেছে না, ইহাও এক আশ্চর্য্য। কুঠার দ্বারা আম্র বৃক্ষ ছেদন করিয়া কোন্ ব্যক্তি নিম্ব বৃক্ষের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে? মূলে দুগ্ধসেক করিলে নিম্ব কি কখন মধুর হয়? তোমার মাতার যেরূপ আভিজাত্য তোমারও তদ্রূপ। নিম্ব বৃক্ষ হইতে কখন মধু-ক্ষরণ হয় না, ইহাই জগতে বিশ্রুত আছে। আমি বৃদ্ধ লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, তোমার জননীর ঘোর পাপ কার্য্যে অভি-নিবেশ ছিল তাহা এখন আমার স্মরণ হইতেছে। তাহাও এক্ষণে বলিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে কোন মহর্ষি তোমার পিতাকে একটী বর দিয়া-ছিলেন, সেই বর প্রভাবে তোমার পিতা কেকয়াধিপতি সমস্ত পশু-পক্ষি-প্রভৃতি তির্য্যগ্‌জাতির বাক্য বুঝিতে পারি-তেন। তিনি একদা শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে সুবর্ণকান্তি জৃম্ভ নামে পক্ষী আসিয়া তাঁহার নিকটে রব করিতে লাগিল। রাজা তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বারংবার হাসিতে লাগিলেন। সেই শয্যায় তোমার জননীও শয়ন

করিয়াছিলেন, তিনি রাজার সহসা হাস্যদর্শনে "ইনি আমারই জন্য হাসিতেছেন" মনে করিয়া সক্রোধ-হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজন্! তুমি কি কারণে হাস্য করিলে, তাহা আমাকে বল, যদি প্রকাশ না কর, তাহা হইলে এখনই আমি আত্মহত্যা করিব। রাজা দেবীকে কহিলেন, না, আমি তোমার জন্য হাস্য করি নাই। যদি এই হাস্যের কারণ তোমাকে বলি, তাহা হইলে এখনই আমার মৃত্যু হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। তখন তোমার মাতা পুনরায় কহিলেন,—তুমি মর বা বাঁচ, উহা আমাকে বলিতেই হইবে। হাস্যের প্রকৃত কারণ জানিতে পারিলে অতঃপর আর আমার জন্য কখনও হাসিবে না।

পৃথিবীপতি কেকয় প্রিয়মহিষীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া বরদাতা মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট মহিষীসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলে, তিনি কহিলেন,—মহারাজ! তোমার পত্নী মরুন বা গৃহ হইতে প্রস্থানই করুন, এ রহস্য কদাচ প্রকাশ করিবে না।

রাজা প্রসন্নচিত্তে সেই মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার মাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কুবেরের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ি! তুমিও সেইরূপ অসৎপথ আশ্রয় করিয়া মোহ উৎপাদন পূর্ব্বক মহারাজকে অসৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছ। এই বিষয়ে লৌকিক প্রবাদ আছে যে,—"পুরুষেরা পিতার এবং স্ত্রীলোকেরা মাতার স্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে" ইহা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে আমি বলি, তুমি মাতৃবুদ্ধির অনুসরণ করিও না, মহারাজ যাহা

আদেশ করেন, তাহারই অনুবর্ত্তন কর। তুমি ইহাঁর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। পাপপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় দেবরাজতুল্য লোকপালক তোমার স্বামীকে অসৎধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিও না। কমললোচন নিষ্পাপ শ্রীমান্ রাজা দশরথ লীলাক্রমে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা পালন করিবেন না। জ্যেষ্ঠ, বদান্য, কার্য্যকুশল, স্বধর্ম্ম ও জীবলোকের রক্ষাকর্ত্তা রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর। রাম যদি পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করেন, তাহা হইলে জগতে তোমারই অপযশ ঘোষণা হইবে। এক্ষণে ইনিই স্বরাজ্য রক্ষা করুন, তুমিও নিশ্চিন্ত হও। রাম ব্যতীত এই অযোধ্যানগরে অন্য কেহই বাস করিতে সমর্থ নহে। রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে মহারাজ দশরথ পূর্ব্বতন রাজন্যগণের আচার স্মরণ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিবেন।

সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ তীক্ষ্ণ ও সান্ত্বনাবাক্যে দেবী কৈকেয়ীকে প্রবোধিত করিলেও তিনি উহাতে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইলেন না, তাঁহার মুখবর্ণেরও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি বাষ্পাকুললোচনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন,—সূত! তুমি এক্ষণে রামের সুখসেবার

নিমিত্ত চতুরঙ্গবল সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্র ইহাঁর সহিত প্রেরণ কর। মধুরভাষিণী বরাঙ্গনারা ও বহুল ধনসম্পন্ন বণিকগণ বিবিধ পণ্যদ্রব্য প্রসারণ পূর্ব্বক কুমারের সৈন্যগণের সঙ্গে গমন করুক। যে সকল মল্লেরা বীর্য্য পরীক্ষার্থ ইহাঁর সহিত ক্রীড়া করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদিগকে বহুতর ধন দান করিয়া সেনাদলে নিযুক্ত কর। উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র ও বহুসংখ্যক শকট লইয়া নাগরিক লোক ও অরণ্যপথাভিজ্ঞ ব্যাধগণ ইহাঁর অনুগমন করুক। ইনি বনমধ্যে মৃগ-মাতঙ্গ শিকার, বন্যমধু পান ও বিবিধ নদ-নদী অবলোকন করিয়া রাজ্যসুখ বিস্মৃত হইবেন। আমার ধনাগার ও ধান্যাগারে যে সমুদায় ধন-ধান্য সঞ্চিত আছে, তৎসমুদায় নির্জ্জন অরণ্যবাসী রামের সহিত প্রেরণ কর। কুমার পবিত্র প্রদেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যথাবিহিত দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক ঋষিদিগের সহিত পরমসুখে বনে বাস করিবেন। মহাবাহু ভরত অযোধ্যা শাসন করিবেন। শ্রীমান্ রামকে সমস্ত ভোগ্য বস্তুর সহিত বনে পাঠাইয়া দাও।

মহারাজ দশরথ এই কথা বলিলে কৈকেয়ীর বিলক্ষণ ভয় উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মুখ শুষ্ক হইল, কণ্ঠস্বরও রুদ্ধ হইয়া আসিল। অতঃপর সেই বিষণ্ণা ও ভীতা কৈকেয়ী শুষ্কমুখে রাজার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—সাধো! রাজ্যের সমস্ত ধনই যদি বাহির হইয়া গেল, উপভোগ্য বস্তু কিছুই রহিল না, তবে পীতসার সুরার ন্যায় শূন্য রাজ্য লইয়া ভরত কি করিবে?

নির্লজ্জা কৈকেয়ী এইরূপ দারুণবাক্য প্রয়োগ করিলে

রাজা দশরথ ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন,—অনার্য্যে! তুমি আমাকে দাসের ন্যায় যে ভারবহনে নিযুক্ত করিয়াছ আমি তাহাই বহনা করিতেছি, তবে আর কেন মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতেছ? যে কার্য্য এখন আমি করিতে আরম্ভ করিলাম, উহাও যদি তোমার অনভিলষিত হয়, তবে রামের বনবাস প্রার্থনা-কালে তাহার উল্লেখ কর নাই কেন?

কৈকেয়ী রাজার বাক্য শ্রবণে দ্বিগুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন,—দেখ, তোমারই বংশে মহারাজ সগর জ্যেষ্ঠ-পুত্র অসমঞ্জকে রাজভোগে বঞ্চিত করিয়া বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন; তুমি সেইরূপে রামকে নগর হইতে নিষ্কাসিত কর।

রাজা এই অসম্বন্ধ প্রলাপ শুনিয়া কহিলেন,—রে পাপীয়সি! তোরে ধিক্! তত্রত্য সমস্ত লোক লজ্জিত হইল, কিন্তু কৈকেয়ী ক্রোধে অধীর হইয়া রাজার বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না।

তথায় রাজার অত্যন্ত প্রিয় সিদ্ধার্থ নামে একজন বৃদ্ধ মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৈকেয়ীকে কহিলেন; দেবি! আপনি সে কথা বলিবেন না। দুর্ব্বুদ্ধি অসমঞ্জ পথে ক্রীড়াসক্ত বালকদিগকে ধরিয়া সরযূর জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমোদ করিত। তদ্দর্শনে নগরবাসী সমস্ত লোক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাজাকে কহিল,—রাজন! আপনি একমাত্র অসমঞ্জকে চাহেন? না, আমাদিগের রাজ্যে বাস করা আপনার অভিলষিত? রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? কি জন্য তোমাদের ভয় উপস্থিত হইল? প্রকৃতিবর্গ কহিল,—মহারাজ! আমাদের যে সকল শিশু পুত্রেরা উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পথে

খেলা করে, আপনার এই পুত্র অসমঞ্জ মূর্খতা বশতঃ তাহাদিগকে সরযূতে নিক্ষেপ করিয়া অতুল আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। রাজা প্রজাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের হিত কামনায় সেই অহিতকারী পুত্রকে পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজপুরুষদিগকে আদেশ করিলেন ;—দেখ, তোমরা এই প্রজাদিগের অনিষ্টকারী অসমঞ্জকে ভার্য্যার সহিত নির্ব্বাসনোপযোগী পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া শীঘ্র কোন যানে আরোপণ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন বনবাস দিয়া আইস। পাপাচারী অসমঞ্জ তৎক্ষণাৎ ফাল ও পেটক লইয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল। এইরূপে নির্ব্বাসিত হইয়া বাসার্থ গিরিদুর্গ এবং কন্দ-মূলাদির নিমিত্ত সমস্ত দিক্ পর্য্যটন করিতে লাগিল।

দেবি! অসমঞ্জ এইরূপ দুর্ব্বিনীত ছিল বলিয়া ধার্ম্মিক মহারাজ সগর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাম এমন কি পাপ করিয়াছেন যাহাতে আপনি ইহাঁকে সেইরূপে নির্ব্বাসিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতে চান। আমরা ত রামের কোন দোষই দেখি না। ইনি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায়, ইহাঁতে পাপ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। অথবা যদি আপনি ইহাঁর কোন দোষ দেখিয়া থাকেন, প্রকাশ করিয়া বলুন, তাহা হইলে বনবাস দিবেন ; সৎপথাবলম্বী শিষ্টজনকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মবিরোধ নিবন্ধন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রেরও মহিমা নষ্ট করে। হে দেবি! এই জন্যই বলিতেছি, রামের রাজশ্রী বিনষ্ট করিলে আপনার বিন্দুমাত্র ইষ্ট হইবে না, কেবল জগতে ঘোর অপবাদ মাত্র রাখিয়া যাইবেন।

মহারাজ দশরথ সিদ্ধার্থের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষীণ-

কণ্ঠে শোকাকুল বচনে কৈকেয়ীকে কহিলেন,—অয়ি পাপ-রূপিণি! দেখিতেছি এই বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের কথাও তোমার ভাল লাগিল না। তুমি আমার ও তোমার নিজেরও যাহাতে হিত হয় তাহা একেবারেই বুঝিতে পারিলে না। নীচ-মার্গ আশ্রয় ও নিকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠানই তোমার উদ্দেশ্য। যাহা হউক এক্ষণে আমি রাজ্য, ধন ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া অদ্য রামের অনুগমন করিব। তুমি রাজা ভরতের সহিত চিরদিন সুখে রাজ্য ভোগ কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

—oo—

রাম মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথকে বিনয় সহকারে কহিলেন,—পিতঃ! আমি ভোগ সুখ ও অন্যান্য সমস্ত সম্পার্ক পরিত্যাগ করিয়া বনজাত ফল মূল দ্বারা জীবন ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিতে যাইতেছি, অনুযাত্রীদলের আমার কি প্রয়োজন? হস্তী দান করিয়া তাহার রজ্জুস্নেহ করা বৃথা। হে জগৎপতে! যখন আমি সমস্তই ভরতকে দিতেছি, তখন আর সৈন্য সামন্তে আমার কি করিবে? এক্ষণে বন-বাসোপযোগী চীরবসন, খনিত্র ও পেটক আনয়ন করিতে বলুন। আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতে যাইতেছি, তথায় ফলমূলাদি আহরণের নিমিত্ত আমার খনিত্র ও পেটক এই দুইটী মাত্র বস্তুর প্রয়োজন, তাহাই দাসীরা আমাকে আনিয়া দিউক।

তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী স্বয়ং চীরবস্ত্র আনয়ন করিয়া সকলের সমক্ষে রামকে কহিলেন;—এই লও, আমি চীরবস্ত্র আনয়ন করিয়াছি তুমি পরিধান কর। পুরুষ প্রধান রাম সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মুনি বস্ত্র পরিধান করিলেন। তখন লক্ষ্মণও পিতার সমক্ষে সুন্দর পরিধেয় ত্যাগ করিয়া তাপস-বেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর কৌশেয়-বসনা সীতা পরিধানের নিমিত্ত চীরবসন গ্রহণ করিয়া বাগুরা দর্শনে হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং দুর্ম্মনায়মানা হইয়া গলদশ্রু-লোচনে গন্ধর্ব্বরাজ-প্রতিম ভর্ত্তাকে কহিলেন, নাথ! বনবাসী তাপসেরা কিরূপে চীর পরিধান করিয়া থাকেন; এই বলিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া উহার এক খণ্ড কণ্ঠে, অন্য এক খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জিতার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। তখন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাম সীতার এইরূপ অবস্থা দর্শনে সত্বর সন্নিহিত হইয়া তাহার পরিহিত কৌশেয় বস্ত্রের উপরেই স্বয়ং চীরবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অন্তঃপুর-নারীগণ রামকে সীতার গাত্রে চীর বন্ধন করিতে দেখিয়া অনবরত নেত্রজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত কাতর হৃদয়ে প্রদীপ্ততেজা রামকে কহিলেন,—বৎস! মনস্বিনী জানকী বনবাসে তোমার ন্যায় নিযুক্ত হন নাই, তুমি তোমার পিতার বচনানুরোধে যাবৎ কাল প্রত্যাগমন না করিতেছ, ততদিন আমরা সীতাকে দেখিয়াও কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারিব। যদি তুমি ধর্ম্মানুরোধে নিতান্তই এস্থানে অবস্থান করিতে ইচ্ছা না কর তবে লক্ষ্মণকে লইয়া স্বয়ং বন প্রস্থান কর, কল্যাণী জানকী এই স্থানেই থাকুন।

তাপসীবেশে ইহাঁর বনবাস কখনই যোগ্য নহে। বৎস! তুমি আমাদের অনুরোধ রক্ষা কর, সীতাকে রাখিয়া যাও।

রাম তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শুনিয়াও তুল্যশীলা প্রিয়তমার চীরবন্ধনে বিরত হইলেন না। তদ্দর্শনে কুলগুরু বশিষ্ঠ সাশ্রুলোচনে সীতাকে চীর ধারণে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন ;—দুঃশীলে! কুলকলঙ্কিনি! মহারাজকে প্রতারণা করিয়া মনের সাধ তোমার পূর্ণ হইল না? তুমি মহারাজের নিকট রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলে, সুতরাং জানকীর বনগমন কখনই হইবে না। ইনিই রামের সিংহাসন অধিকার করিয়াই থাকিবেন। গৃহীদিগের দারাই আত্মা, সুতরাং রামের আত্মরূপিণী এই জানকী রাজ্য পালন করিবেন। যদি ইনি তোমার দুশ্চেষ্টায় রামের সহচারিণী হন, তাহা হইলে আমরাও অন্যান্য সমস্ত নগরবাসী লোকের সহিত ইহাঁর অনুসরণ করিব। অন্তঃপুররক্ষক ও নগরপালেরাও রাম যে স্থানে যাইবেন তথায় পুত্র কলত্রের সহিত গমন করিবে। জনপদবাসীরাও স্ব স্ব জীবিকাসাধন ও দাস দাসী লইয়া প্রস্থান করিবে। ভরত শত্রুঘ্নও চীরধারী ও বনচারী হইয়া বনবাসী অগ্রজের অনুবর্ত্তন করিবে। অতঃপর এই বসুমতী জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইলে তুমি একাকিনী প্রজাগণের অহিতকারিণী রাক্ষসীর ন্যায় শাসন করিবে। সে রাজ্য রাজ্যই নহে যেখানে রাম রাজা নহেন। যেখানে রাম বাস করিবেন সেই বনই রাজ্য। যখন মহীপতি অনুরুদ্ধ হইয়া দিতেছেন তখন এ রাজ্য ভরত কখন শাসন করিবেন না। যদি ভরত মহীপতির ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে

তোমাতে মাতৃবৎ ব্যবহারও করিবেন না। ভরত নিজের বংশপরম্পরাগত আচার বিলক্ষণ জানেন, সুতরাং তুমি পৃথিবী ছাড়িয়া অন্তরীক্ষবাসী হইলেও ভরত কখন তাঁহার অন্যথা করিবেন না। অতএব তুমি যাহার নিমিত্ত রাজ্য কামনা করিতেছ, সেই পুত্রেরই অনিষ্ট সাধন করিলে। কৈকেয়ি! তুমি এখনই দেখিতে পাইবে, পশু, পক্ষী, মৃগ ও হিংস্র জন্তুরাও রামের অনুসরণ করিতেছে। বৃক্ষ সমুদায়ও রামের দিকে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি জানকীর চীর-বসন অপনীত করিয়া উত্তম অলঙ্কার সমুদায় দাও। মুনিবস্ত্র ইহার কোন রূপেই যোগ্য নহে। দেখ, তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ কিন্তু সীতা প্রতিনিয়তই বেশবিন্যাস করিয়া থাকেন, তিনি যখন নিজের ইচ্ছানুসারে পতি-শুশ্রূষার নিমিত্ত গমন করিতেছেন তখন তাঁহার সুবেশে তোমার আপত্তি কি? দেবি! তুমি যখন বরগ্রহণ করিয়াছিলে তখন সীতাকে লক্ষ্য কর নাই, সুতরাং রাজপুত্রী উত্তম যান ও পরিচারকে সংবৃত হইয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার ও অন্যান্য উপকরণ লইয়া গমন করুন।

জানকী পূর্ব্বেই স্বামীর তুল্য বেশ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এক্ষণে অপ্রতিম প্রভাশালী কুলগুরু বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলেও তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

-০*০-

জনক-নন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় চীরধারণে উদ্যত হইলে তত্রত্য সমস্ত লোক রাজা দশরথকে ধিক্কার দিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। মহীপতি তাহাদের সেই নিন্দাবাদে দুঃখিত হইয়া নিজের ধর্ম্ম, যশ ও আত্মজীবনের উপরেও আর আস্থা রাখিতে পারিলেন না। তখন তিনি উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাকে কহিলেন,—কৈকেয়ি! সীতা কুশ-চীর ধারণের যোগ্য নহেন। ইনি সুকুমারী ও বালিকা, চিরদিন সুখ ভোগে কালহরণ করিয়া আসিতেছেন। এইমাত্র গুরুদেব কহিলেন, ইনি বনবাসের যোগ্য নহেন, ইহা সত্যই বলিয়াছেন। কারণ, ইনি অদ্বিতীয় রাজার নন্দিনী, কখন কাহার কোন অপকারও করেন নাই। ইনি বনবাসিনী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীর গ্রহণ করিয়া পরিতে গিয়া বিষম বিপদেই পড়িয়াছিলেন। ইনি ইহা পরিত্যাগ করুন, এই রাজনন্দিনীকে যে চীর পরিগ্রহ করিতে হইবে ইতঃপূর্ব্বে এরূপ কোন প্রতিজ্ঞাই করি নাই। অতএব ইহাঁর যাহাতে অভিরুচি হয় তৎসমুদায় রত্নভার গ্রহণ করিয়া গমন করুন। আমি আসন্ন মৃত্যুর বশীভূত হইয়া রামের বনবাসবিষয়ে নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে তাহার অতিরিক্তও সীতার চীর গ্রহণে অভিলাষ করিতেছ, ইহা তোমার মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব পুষ্পোদ্গমে যেমন বংশযষ্টির বিনাশ হয়, তদ্রূপ তোমার এই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তোমাকেই ধ্বংস করিবে।

পাপীয়সি! ধরিয়া লইলাম, না হয় রাম তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন কিন্তু এই হরিণ-লোচনা শান্ত-স্বভাবা মনস্বিনী বিদেহতনয়া তোমার কি অপকার করিয়াছেন, যে তাঁহাকে তুমি বনবাস কালে চীরগ্রহণে প্রবর্ত্তিত করিতেছ; তোমার পক্ষে রামের বিবাসনই যথেষ্ট হইয়াছে,— তাহার উপর এই দুর্ব্বহ পাপভারে তোমার কি হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। রাম অভিষেকার্থ আমার কাছে উপস্থিত হইলে তুমি তাঁহাকে জটাধারী হইয়া বনে যাইতে আদেশ করিয়াছিলে, আমি তাহাতেও সম্মতি দিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার তাহাতেও বাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। মৈথিলীকেও তুমি চীরধারিণী করিতে চাও। এরূপ ব্যবহারে তোমায় নরকস্থ হইতে হইবে।

মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে এই সকল কথা বলিলে রাম বনগমনে উদ্যত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—পিতঃ! আমার এই সাধুশীলা যশস্বিনী জননী কৌশল্যা বৃদ্ধা হইয়াছেন। ইনি আপনার আজ্ঞায় আমাকে বন প্রস্থানে উদ্যত দেখিয়াও আপনাকে কোনরূপ নিন্দা করিতেছেন না। ইনি ইতঃপূর্ব্বে কখন কোন দুঃখের বার্ত্তা জানিতে পারেন নাই, সম্প্রতি আমার বিয়োগ-শোক নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে। এইজন্য বলিতেছি, আপনি ইহাঁকে সম্মান দেখাইয়া রক্ষা করিবেন। ইনি আমাকে এক ক্ষণের জন্য চক্ষের অন্তরাল করিতে অভিলাষ করেন না। আপনি দেখিবেন, আমি বনপ্রস্থান করিলে যেন ইনি আমার শোকে প্রাণত্যাগ না করেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

—০*০—

মহারাজ দশরথ রামের বাক্য শ্রবণ ও ভার্য্যাদিগের সহিত মুনিবেশধারী তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া হতচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইয়া আর রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। এরূপ দুর্ম্মনা হইয়াছিলেন, যে দেখিলেও কথা কহিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল দুঃখাভিভূত ও বিহ্বল হইয়া রহিলেন।

অনন্তর মহাবাহু দশরথ রামের চিন্তায় আকুল হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন,—হায়! আমি পূর্ব্বকালে নিশ্চয়ই বহু ধেনুকে বিবৎসা করিয়াছি এবং অনেক প্রাণীকে হিংসা করিয়াছি, সেই পাপেই আজ আমার এই দুর্গতি ঘটিল। অকালে জীবের মৃত্যু হয় না, সেই জন্যই এখনও আমি বাঁচিয়া আছি, নতুবা কৈকেয়ীর যন্ত্রণায় আর কি আমার প্রাণ ধারণ করিতে হয়? অনল-প্রভাব রাম আমারই সমক্ষে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাপস বেশ ধারণ করিল, তাহাই আমায় স্বচক্ষে দেখিতে হইল। হায়! একমাত্র স্বার্থপরা কৈকেয়ীর জন্য সমস্ত লোকেই এই যন্ত্রণা ভোগ করিল।

রাজা দশরথ বাষ্পাকুলবদনে এইরূপ বিলাপ করিয়া,—রাম! এই কথাটী একবার উচ্চারণ করিয়া বাষ্পভরে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তৎপরে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া সাশ্রুনয়নে সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—সুমন্ত্র! বহনোপযোগী রথে উৎকৃষ্ট অশ্ব-

যোজনা করিয়া এই মহাভাগ রামকে তাহাতে আরোপণ পূর্ব্বক জনপদ হইতে দূর প্রদেশে রাখিয়া আইস। মাতা-পিতা সাধু বীর পুত্রকে এইরূপেই নির্ব্বাসিত করিয়া থাকেন। ইহাই গুণবান্ পুত্রদিগের গুণের যথেষ্ট পুরস্কার হইল।

অনন্তর সুমন্ত্র সত্বর গমনে সুসজ্জিত রথে অশ্বযোজনা করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রথ উপস্থিত হইয়াছে। তখন রাজা ধনাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি বর্ষসংখ্যানুসারে গণনা করিয়া জানকীর নিমিত্ত বহু-মূল্য বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার শীঘ্র আনয়ন কর। রাজার আদেশ মাত্র ধনাধ্যক্ষ কোশগৃহে গমন এবং শীঘ্র বসন ভূষণ আনয়ন করিয়া সীতাকে প্রদান করিল। বিদেহনন্দিনী সেই সমুদায় বিচিত্র ভূষণে স্বীয় সুশোভন অঙ্গকে বিভূষিত করিলেন। প্রভাতকালে নবোদিত দিবাকরের কর-রাশিতে নভোমণ্ডলকে যেরূপ রঞ্জিত করে, জানকীর শরীরশোভায় সেই রাজ-সদনকে তদ্রূপ সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

অনন্তর শ্বশ্রূদেবী কৌশল্যা উদারচরিতা সীতাকে বাহুযুগলে আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন,—বৎসে! যে সমুদায় নারী স্বামিকর্ত্তৃক সতত সমাদৃত হইয়াও কষ্টের সময়ে তাঁহার সেবায় পরাঙ্মুখী হয়, তাহারা অসতী বলিয়া গণ্য। অসতীদিগের স্বভাব এইরূপ যে; স্বামীর সুখের সময় সুখ ভোগ করে কিন্তু অল্পমাত্র বিপদ উপস্থিত হইলে নানাদোষে দূষিত করে, অধিক কি, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও চলিয়া যায়। তাহারা মিথ্যাবাক্য কহে, স্বামীর প্রতি মুখভঙ্গি প্রদর্শন ও অগম্য স্থানে গমন করে। সর্ব্বদা পতির প্রতি বিরসা বলিয়া

ক্ষণমাত্রেই বিরক্ত হইয়া উঠে। উহাদের পরপুরুষ প্রসঙ্গে বিলক্ষণ অভিনিবেশ হয়। অল্পকারণেই তাহাদের অনুরাগ তিরোহিত হয়। ঐ সকল স্ত্রীলোকে কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন ভূষণে বশীভূত হয় না। কৃতঘ্ন হয়, গুরুর উপদেশ তুচ্ছ করে। দোষ স্পষ্টতঃ দেখাইয়া দিলেও স্বীকার করে না। ইহাদের হৃদয় পাপাচার হইতে কখন নিবৃত্ত হয় না, ইহারা কুলাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোক-গর্হিত কার্য্যেই সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা শীলতা, সত্যবাদিতা, গুরূপদেশ ও কুলমর্য্যাদা রক্ষা করেন, সেই সমুদায় পতিব্রতা নারী একমাত্র পতিকে পরম পুণ্য সাধন বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সাধন অপেক্ষা স্বামীর সেবাই শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্ব্বাসিত হইতেছেন কিন্তু তুমি ইহাঁকে অনাদর করিও না। ইনি নির্ধনই হউন বা সম্পন্নই হউন, তুমি ইহাঁকে দেবতুল্য মনে করিবে।

সীতা দেবী কৌশল্যার এই সমস্ত ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শুনিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,— আর্য্যে! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন,—আমি তৎসমুদায় অবশ্যই পালন করিব। স্বামীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা আমি জানি এবং পূর্ব্বেও শুনিয়াছি। আর্য্যে! আপনি আমাকে অসতীদিগের তুল্য মনে করিবেন না। আমি চন্দ্র হইতে প্রভার ন্যায় ধর্ম্ম হইতে বিচলিত নহি। যেমন তন্ত্রীশূন্য বীণা বাদন যোগ্য হয় না, চক্র বিরহিত রথ যেমন কখন গমন করিতে পারে না, সেইরূপ স্ত্রীলোক শত পুত্রের প্রসূতি হইলেও ভর্ত্তৃহীনা হইয়া কদাচ সুখী হইতে পারে না। পিতা,

মাতা ও ভ্রাতা ইহারা পরিমিত দান করিয়া থাকেন কিন্তু অপরিমিত বস্তু দান করিতে এক স্বামী ভিন্ন আর কেহই পারেন না; অতএব কোন্ নারী তাঁহার পূজা করিবেন না? আর্য্যে! আমি আপনাদের নিকটে সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছি তবে কেন আমি স্বামীর অনাদর করিব? স্বামীই আমার দেবতা।

বিশুদ্ধ-স্বভাবা কৌশল্যা সীতার এই মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ ও হর্ষে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতৃগণমধ্যে জননীকে কহিলেন,—অম্ব! আপনি দুঃখিতহৃদয়ে আমার পিতার উপর দৃষ্টিপাত করিবেন না। আপনি দেখিবেন, আমার এই চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস চক্ষের নিমেষেই শেষ হইয়া যাইবে। তখন আমি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়াছি দেখিতে পাইবেন। রাম জননীকে এইরূপ সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া তথায় যে সার্দ্ধ-ত্রিশত মাতৃগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—মাতৃগণ! একত্র বাস নিবন্ধন আমি অজ্ঞান বশতঃ আপনাদের নিকট যে কোন কর্কশ ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রার্থনা করি আপনারা ক্ষমা করিবেন।

রাজপত্নীগণ রামের এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের আর্ত্তনাদে সমুদায় গৃহ পূর্ণ হইল। পূর্ব্বে মহারাজ দশরথের যে গৃহে সতত মৃদঙ্গ-পণবাদি বাদ্য সকল মেঘের ন্যায় ধ্বনিত হইত, তাহা এখন মহিলাগণের বিলাপ ও পরিতাপে আকুল হইয়া উঠিল।

চত্বারিংশ সর্গ।

—০০—

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ ইহাঁরা তিনজনে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কাতর হৃদয়ে মহারাজ দশরথের পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট বনগমনে অনুমতি গ্রহণ করিয়া শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে মাতার চরণে প্রণিপাত করিলেন। অতঃপর লক্ষ্মণ অগ্রজের সমক্ষে অগ্রে কৌশল্যার পশ্চাৎ জননী সুমিত্রার চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তখন সুমিত্রা সজল নয়নে মহাবাহু চরণপতিত পুত্র লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক তাঁহারই হিতাভিলাষে কহিলেন;—বৎস! তুমি যদিও সকলের প্রতি তুল্যানুরাগী, তথাপি আমি তোমাকে বনবাসে অনুমতি দিতেছি। তোমার ভ্রাতা রাম বনগমন করিলে দেখিও যেন ইহাঁর কোন বিষয়ে তোমার অনবধান না হয়। ইনি বিপন্ন হউন বা সম্পন্নই হউন, তোমার একমাত্র গতি। এ জগতে জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তনই সাধুদিগের ধর্ম্ম। বিশেষতঃ আমাদের এই বংশে চিরন্তন আচারও এইরূপ, তদ্ভিন্ন দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরাঙ্গনে দেহত্যাগ এ গুলিও আমাদের কুলক্রমাগত ক্ষত্রোচিত ধর্ম্ম। এক্ষণে তুমি রামকে দশরথ তুল্য, জনকাত্মজাকে তোমার মাতা ও অটবীকে অযোধ্যা বলিয়া জানিবে। বৎস! তুমি যাও, পরম সুখে গমন কর। সুমিত্রা প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন,—বৎস! তুমি যাও, স্বচ্ছন্দে যাও।

অনন্তর সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতবচনে বাসব-সারথি মাতুলির ন্যায় ককুৎস্থ-বংশধর রামকে কহিলেন,—রাজকুমার! এক্ষণে সত্বর রথে আরোহণ করুন। আপনি যে স্থানে বলিবেন সেই স্থানে রাখিয়া আসিব। দেবী কৈকেয়ীর আদেশে আপনি বনে যাইতেছেন, সুতরাং আপনাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে; সেই চতুর্দ্দশ বৎসর অদ্য হইতে আরম্ভ হউক।

তখন সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা বরারোহা সীতা সেই সূর্য্যপ্রতিম রথে হৃষ্টচিত্তে অগ্রে আরোহণ করিলেন। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ, স্বামীর অনুগমন প্রবৃত্ত জানকীকে বর্ষ সংখ্যানুসারে যে সমুদায় বসন-ভূষণ পিতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এবং স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্র, চর্ম্মাবৃত পেটক, খনিত্র এবং স্বর্ণখচিত বর্ম্ম রথগুপ্তিতে রাখিয়া শীঘ্র আরোহণ করিলেন।

সুমন্ত্র, ইহাঁরা তিনজনেই রথে আরোহণ করিয়াছেন দেখিয়া বায়ুসম-বেগশালী মনোমত অশ্বে কশাঘাত করিবামাত্র রথ ঘর্ঘর শব্দে অতি বেগে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে নগরবাসীরা রাম বহুদিনের জন্য অরণ্যে গমন করিলেন ভাবিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিকে ঘোর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। মাতঙ্গগণ উন্মত্ত ও কুপিত হইয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল, অশ্বের হ্রেষারবে সমস্ত নগর আকুল হইয়া উঠিল। নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কাতর হইয়া সলিল দর্শনে নিদাঘতপ্ত পথিকের ন্যায় রামের দিকে ধাবিত হইল। নগরবাসী বহুতর লোকেই রথের পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে লম্বমান হইয়া ঊর্দ্ধমুখে বাষ্পাকুল বদনে

উচ্চৈঃস্বরে সুমন্ত্রকে কহিতে লাগিল ;—সুমন্ত্র ! অশ্বরশ্মি আকর্ষণ করিয়া রথ ধীরে চালাও, আমরা অনেক দিন রামের মুখ-কমল আর দেখিতে পাইব না ; একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই। রামমাতা কৌশল্যার হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহময়, নতুবা এই কার্ত্তিকের তুল্য পুত্র বনে যাইতেছেন, এখনও উহা বিদীর্ণ হইল না কেন ? যিনি ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিতেছেন সেই জনক-নন্দিনী সীতাই কৃতার্থা হইলেন। সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে কখন পরিত্যাগ করে না, ধর্ম্মরতা জানকীও সেইরূপ পতির সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না । অহো ! লক্ষ্মণ ! তুমিই যথার্থ সফলকাম হইলে, তুমি সতত বনমধ্যে প্রিয়বাদী দেবতুল্য ভ্রাতার পরিচর্য্যা করিতে পাইবে। তুমি যখন ইহাঁর অনুগমন করিতেছ, তখন তোমার বুদ্ধি ধন্য এবং তোমার ঐহিক অভ্যুদয়ের আর সীমা রহিল না, অতঃপর ইনিই তোমার স্বর্গের সোপান। এই কথা বলিতে বলিতে সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ গমনে প্রবৃত্ত হইল, কেহই চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিল না।

এদিকে রাজাও আর থাকিতে পারিলেন না ; কোথায় আমার রাম ? আমি তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিব না এই কথা বলিতে বলিতে,—শোকাকুলা ভার্য্যাসমূহে পরিবৃত হইয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

বৃহৎ যূথপতি কুঞ্জর আবদ্ধ হইলে করিণীগণের যেরূপ আর্ত্তনাদ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ রাজা সম্মুখে পুরনারীদিগের ঘোর রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই রাজা রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ি-

লেন। রাম তখন সারথিকে কহিলেন,—সারথে! শীঘ্র রথ চালাও। একদিকে রাম রথ চালাইবার নিমিত্ত ত্বরা করিতেছেন, অন্যদিকে পৌরবর্গ রথের বেগ সংবরণ করিবার জন্য চীৎকার করিতেছেন, সুমন্ত্র কোন দিক্ রক্ষা করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে মহাবাহু রাম দূরে নিস্ক্রান্ত হইয়া পড়িলে পুরবাসীদিগের নেত্রজলে পথের ধূলিরাশি নির্ম্মূল হইয়া উঠিল। নগরের সর্ব্বত্র রোদনাশ্রুর সহিত হাহাকার, সকলেই অচেতন, মীনের আঘাতে পঙ্কজদল চঞ্চল হইলে যেরূপ তাহা হইতে জলবিন্দু নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ পুরনারীদিগের নয়ন হইতে বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। রাজা দশরথ নগরবাসীদিগের সকলেরই হৃদয় ঘোর দুঃখে তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামের পশ্চাতে যে সকল লোক ছিল, তাহারা রাজাকে বিষম দুঃখে অবসন্ন দেখিয়া ঘোর কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহার মধ্যে কতকগুলি লোক রাজাকে ভার্য্যাগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া,—হা রাম! অনেকে হা কৌশল্যা! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম একবার পশ্চাদ্‌ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মাতাপিতা নিতান্ত বিষণ্ণ ও বিভ্রান্ত চিত্ত হইয়া পথে পদব্রজে অনুগমন করিতেছেন। অশ্বশাবক পাশবদ্ধ হইলে যেমন সে মাতাকে দেখিতে পায় না, রামও তদ্রূপ ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া মাতাপিতার দিকে স্পষ্টতঃ দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। যাঁহারা চিরদিন যানে গমনাগমন

করিয়া থাকেন, তাঁহারা আজ পাদচারে রাজপথে, যাঁহারা কখন দুঃখভোগ করেন নাই, সুখভোগেই নিত্য অভ্যস্ত, তাঁহাদের আজ দুঃসহ শোক দেখিয়া অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় রাম যারপর নাই কাতর হইয়া পড়িলেন এবং নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া সারথিকে বারংবার কহিতে লাগিলেন,—সুমন্ত্র! শীঘ্র রথ লইয়া চল। সবৎসা ধেনু যেমন তাহার বৎসকে বদ্ধ করিলে তাহার উদ্দেশে গোষ্ঠাভিমুখে ধাবিত হয়, দেবী কৌশল্যা সেইরূপ রামের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন।

তিনি কখন সীতা, কখন লক্ষ্মণ, কখন রামকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা রথবেগ সংবরণ করিতে কহিতেছেন, রাম বেগে রথ চালাইতে ত্বরা করিতেছেন দেখিয়া সুমন্ত্র উভয়পক্ষীয় সেনা মধ্যগত উদাসীন পুরুষের ন্যায় কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে রাম কহিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি প্রত্যাগমন করিলে মহারাজ তোমাকে তিরস্কার করিতে পারেন, তখন তুমি বলিবে,—"বহু জনতার মধ্যে আমি আপনার বাক্য শুনিতে পাই নাই," কিন্তু এ দিকে বিলম্ব হইলে আমাকে বিষম পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, অতএব তুমি শীঘ্র রথ চালনা কর। তখন সুমন্ত্র রামের আদেশে সম্মত হইয়া রথের সঙ্গে সঙ্গে যাহারা আসিতেছিল, তাহাদিগকে প্রতিগমন করিতে বলিয়া অতি বেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। তদনুসারে রাজপরিবার ও অন্যান্য লোক রামকে মনে মনে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের মন প্রতিনিবৃত্ত হইল না, রামের সঙ্গেই ধাবিত হইল।

অনন্তর অমাত্যগণ রাজা দশরথকে কহিলেন,—মহারাজ! যাঁহার প্রত্যাগমন অভিলাষ করিতে হয়, বহুদূর তাঁহার অনুসরণ করা নিষিদ্ধ। সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রাজা অমাত্যগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সস্ত্রীক তথায় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিষণ্ণ-বদনে রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন।

একচত্বারিংশ সর্গ।

—oo—

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম নিষ্ক্রান্ত হইলে, অন্তঃপুরমধ্যে নারী-দিগের ভীষণ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তাঁহারা কহিতে লাগিলেন,—হায়! যিনি অনাথ, দুর্ব্বল ও শোচনীয় লোকের গতি ও আশ্রয় ছিলেন, সেই রাম আজ কোথায় চলিলেন? যিনি ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে অথবা মিথ্যা দোষ প্রদ-র্শনেও কদাচ ক্রোধ প্রকাশ করেন না, যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তি-কেও প্রসন্ন করিয়া থাকেন, যিনি অন্যের দুঃখে দুঃখিত হন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন? যিনি আমাদিগকেও জননী নির্ব্বিশেষে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই মহাত্মা আজ কোথায় চলিলেন? যিনি আমাদের এবং এই জগতেরও রক্ষাকর্ত্তা, তিনি অদ্য কৈকেয়ী-নিপীড়িত মহারাজের আজ্ঞায় কোথা যাইতেছেন? হায়! রাজা জ্ঞানশূন্য হইয়া সর্ব্বজীবের আধার ধর্ম্মপরায়ণ সত্যব্রত রামকে বনবাস দিলেন। এই বলিয়া সমস্ত রাজমহিষী বিবৎসা ধেনুর ন্যায় দুঃখিত হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহীপতি অন্তঃপুর মধ্যে এইরূপ ঘোর আর্ত্তনাদ শুনিয়া পুত্রশোকে নিতান্ত দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইলেন। তখন সকলেই রাম-বিরহে কাতর হইয়া অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান বিস্মৃত হইলেন, সূর্য্যও বেলাবসান না হইলেও অন্তর্হিত হইলেন; মাতঙ্গগণ মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিল, ধেনুগণ বৎসকে দুগ্ধ দানে নিবৃত্ত হইল। ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ বক্রগতি দ্বারা চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া ভীষণ অগ্নিশিখা বর্ষণ করিতে লাগিল। গ্রহনক্ষত্র সমুদায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। বিশাখা বিপথে গমন করিয়া ধূমাকুলিত নভোমণ্ডলে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা বায়ুবেগে আকাশে উত্থিত হইয়া মহাসাগরের ন্যায় নগরকে কম্পিত করিতে লাগিল। দিক্ সমুদায় আকুল হইয়া তিমিরাচ্ছন্ন হওয়াতে গ্রহনক্ষত্র সকল অদৃশ্য হইয়া পড়িল। নগরবাসীরা সহসা দৈন্যগ্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের আহারবিহারে আর মন রহিল না। অযোধ্যা নগরে সকলেই শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজাকে নিন্দা করিতে লাগিল। রাজপথগামী লোকমাত্রেরই মুখমণ্ডল চক্ষুর জলে ভাসিয়া যাইতেছে, কাহারও হৃদয়ে হর্ষের লেশমাত্র নাই, একমাত্র শোকই সকলের অন্তঃকরণকে অধিকার করিয়া আছে। বায়ুতে শীতলতা নাই, চন্দ্রের সৌম্য মূর্ত্তি নাই, সূর্য্যের কিরণেও প্রখরতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, জগৎ অসন্তুষ্ট। পুত্র মাতাপিতার অপেক্ষা করে না, ভ্রাতা ভ্রাতার আনুগত্য পরিত্যাগ করিল, স্বামী ভার্য্যার আদরে পরাঙ্মুখ হইল। সকলেই সকলকে ভুলিয়া কেবল রামের চিন্তায় মগ্ন

হইল। যাঁহারা রামের সুহৃৎ, তাঁহারা শোকভারে আক্রান্ত ও মোহে অভিভূত হইয়া রহিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের অভাবে যেরূপ সমস্ত সপর্ব্বত পৃথিবী কম্পিত হয়, সেইরূপ মহাত্মা রাম-বিরহে অযোধ্যা আজ ঘোর ভয় ও শোকে আকুল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধা সকল শোকভয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

—০০—

রাম নিষ্ক্রান্ত হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত রথচক্রের ধূলি দর্শন হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা নির্নিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। যতক্ষণ এই ভাবে ধার্ম্মিক প্রিয়পুত্র রামকে দেখিতে পাইলেন, তাবৎ তিনি তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। রামের ধূলিপর্য্যন্ত চক্ষের অগোচর হইলে তিনিও অবসন্ন ও কাতর হইয়া ধরাতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তদ্দর্শনে দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্থাপন ও দক্ষিণ বাহু ধারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কৈকেয়ী কেবল তাঁহার বামপার্শ্বে থাকিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন নীতি-ধর্ম্ম-বিনয়-সম্পন্ন রাজা বামপার্শ্বে কৈকেয়ীকে দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে কহিলেন,—পাপীয়সি! কৈকেয়ি! তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না। তোকে চক্ষেও দেখিতে চাহি

না, তুই আমার ভার্য্যা বা দাসীরও যোগ্য নহিস্। যাহারা তোর আশ্রয়ে থাকিবে, তাহারাও আমার কেহ নহে, আমিও তাহাদের কেহ নহি। তুই কেবল অর্থলুব্ধ ও ধর্ম্মবিমুখ। আজ হইতে তোকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি যে তোর পাণিগ্রহণ করিয়া তোকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলাম এবং তজ্জনিত যে ইহলোক ও পরলোকের সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও পরিত্যাগ করিলাম। আর যদি ভরত আমার এই অবিনশ্বর রাজ্য লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার উদ্দেশে যে কিছু দান করিবে, তাহা যেন আমাকে স্পর্শ করে না।

অনন্তর শোকাকুলা কৌশল্যা ধূলিধূসর মহারাজ দশরথের দক্ষিণ বাহু গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মহত্যা করিলে অথবা হস্ত দ্বারা জ্বলন্ত অগ্নি স্পর্শ করিলে যেরূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, ধর্ম্মাত্মা রাজা রঘুকুলশিরোমণি পুত্র রামকে চিন্তা করিয়া সেইরূপ অনুতপ্ত হইলেন। তিনি প্রত্যাগমন কালে রামের রথ-গমন পথ বারংবার যেমন দেখিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার রূপ বিষাদে রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। তখন তিনি প্রিয় পুত্রকে স্মরণপূর্ব্বক কাতর-হৃদয়ে বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হায়! এতক্ষণ আমার রাম নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। যে সকল অশ্ব তাঁহাকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাদের পদচিহ্ন পথে দেখিতেছি, কিন্তু মহাত্মা রামকে দেখিতে পাইতেছি না। যিনি চন্দন চর্চ্চিত হইয়া উপাধানে অঙ্গস্থাপন পূর্ব্বক সুখে শয়ন করিলে পরমরূপবতী নারীরা

বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক চামর বীজন করিত, তিনি আজ কোন বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া কাষ্ঠ বা শিলাখণ্ডে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিবেন। গিরিপ্রস্থ হইতে মাতঙ্গের ন্যায় ধূলি-ধূসরিত-দেহে দীনবেশে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমি-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবেন। বনেচর পুরুষেরা সেই লোকনাথ দীর্ঘবাহু রামকে বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া অনাথের ন্যায় গমন করিতেছেন নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। মহারাজ জনকের প্রিয়-দুহিতা সীতা চিরদিন সুখে পালিত হইয়াছেন, তিনি আজ কণ্টকাকীর্ণ পথে পদক্ষেপে ক্লান্ত হইয়া বনে প্রবেশ করিবেন। তিনি কখন বনের বার্ত্তা জানেন না, অদ্য সেই জানকী শ্বাপদ-গণের ভয়ঙ্কর গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই ভয় পাইবেন। কৈকেয়ি! তোর আজ মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, তুই বিধবা হইয়া রাজ্য ভোগ কর্। আমি বৎস রাম-বিরহে কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

রাজা এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বহুজনে পরিবৃত হইয়া মৃত-দাহান্তে স্নাত-পুরুষের ন্যায় পাপময় নগরীতে প্রবেশ করি-লেন। তথায় লোক সমুদায় রাম-শোকে ক্লান্ত, দুর্ব্বল এবং দুঃখ-কাতর, পণ্য প্রসারণ বেদিকা রুদ্ধ, গৃহ ও গৃহাঙ্গন প্রায় লোক শূন্য, রাজপথ পূর্ব্ববৎ লোকাকীর্ণ নহে। মহারাজ নগরের এই-রূপ দুরবস্থা দেখিয়া রামচিন্তা ও বিলাপ করিতে করিতে মেঘ-মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। খগরাজ সুপর্ণ জল মধ্যস্থিত উরগরাজকে অপহরণ করিলে অক্ষুব্ধ গভীর মহাহ্রদের যেরূপ অবস্থা ঘটে, লক্ষ্মণ ও বৈদেহীর সহিত রাম-বিরহিত অযোধ্যার আজ সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। রাজা গৃহ-

প্রবেশ করিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে ও মৃদুস্বরে দ্বারবান্‌কে কহিলেন,—তোমরা আমাকে রামজননী কৌশল্যার গৃহে শীঘ্র লইয়া যাও; অন্যত্র আমার হৃদয়ের তাপ শান্তি হইবে না। দ্বার-দর্শকেরা এই কথা শুনিয়া মহারাজকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া গেল। রাজা তথায় বিনীতের ন্যায় অধোমুখে প্রবেশ করিয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন কিন্তু তাঁহার মন অস্থির হইয়া রহিল। তখন তিনি সেই ভবন পুত্রদ্বয় ও জানকী শূন্য দেখিয়া শশাঙ্ক বিহীন অম্বরতলের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং বাহু যুগল উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—হা রাম! তুমি কি তোমার জনক জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে? যাহারা তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তোমাকে আলিঙ্গন ও তোমার মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে পারিবে তাহারাই সুখী, তাহারাই মনুজ-শ্লাঘ্য।

অনন্তর রাজা আপনার কালরাত্রিস্বরূপ রজনী উপস্থিত হইলে অর্দ্ধরাত্রে কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—দেবি! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি আমার গাত্র হস্ত দ্বারা স্পর্শ কর। আমার দৃষ্টি রামের সহিত চলিয়া গিয়াছে, এখনও প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই।

তখন দেবী কৌশল্যা শয়ন-তলে উপবিষ্ট রাম-চিন্তায় আকুল মহারাজের নিকটে উপবেশন করিলেন এবং শোকে অধীর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

—০*০—

অনন্তর পুত্র-শোকাতুরা কৌশল্যা শোক-সন্তপ্ত মহীপতিকে কহিলেন,—মহারাজ! কুটিলমতি কৈকেয়ী রামের উপর বিষ নিক্ষেপ করিয়া নির্ম্মোকমুক্তা বিষধরীর ন্যায় বিচরণ করিবে। সে এখন রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া সৌভাগ্য গর্ব্বে গর্ব্বিত ও সফল মনোরথ হইয়া গৃহস্থিত দুষ্ট ভুজঙ্গীর ন্যায় আমাকে সাধ্যমত ভয় প্রদর্শন করিবে। রাম যদি ভিক্ষা করিয়াও নগরে বাস করিত, আমি যদি তাহাকে কৈকেয়ীর দাস করিয়াও দিতাম; বরং তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয় ছিল। পর্ব্বদিবসে যজ্ঞশীল সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যেমন অগ্রে রাক্ষসদিগের যজ্ঞভাগ প্রক্ষেপ করে, কৈকেয়ী আমার রামকে সেইরূপ স্বেচ্ছাক্রমে স্থানভ্রষ্ট করিয়াছে; সেই করিরাজ-গতি মহাবীর রাম হস্তে শরাসন লইয়া ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সহিত নিশ্চয়ই এতক্ষণ বনে প্রবেশ করিতেছেন। তাহারা বনের দুঃখ কিছুই জানে না, তুমি কৈকেয়ীর কথায় তাহাদিগকে অরণ্যবাসের জন্য পরিত্যাগ করিলে, এখন ভাবিয়া দেখ, তাহাদের কি অবস্থা ঘটিবে। তাহাদের সঙ্গে ভোগ্য বস্তু কিছু নাই, তরুণ বয়স, তাহাদের এখন রাজ্য ভোগেরই সময়, এই সময়ে তাহাদিগকে বনবাস দিলে, জানি না, তাহারা শোচনীয় অবস্থায় ফল মূল আহার করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? যখন সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত একত্রোবস্থিত রামকে দেখিয়া আমার শোক-তাপ সমুদায় একেবারে নষ্ট হইবে, এখন কি আর আমার সেই দিন উপস্থিত হইবে?

কবে আবার মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ আসিয়াছেন শুনিয়া অযোধ্যা-বাসী লোকেরা পুলকিত চিত্তে নগরকে ধ্বজা পতাকায় সুশোভিত করিবে? কবেই বা পুরুষ সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রত্যাগত দেখিয়া পর্ব্ব দিবসে সমুদ্রের ন্যায় নগরবাসীরা আনন্দে উচ্ছলিত হইবে? কবেই বা মহাবীর রাম রথে জানকীকে অগ্রে করিয়া নগর প্রবেশ করিবেন? কবেই বা অরিন্দম রামলক্ষ্মণকে নগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক রাজমার্গে লাজ বিক্ষেপ করিবে? কবে দেখিব, আমার রাম ও লক্ষ্মণ কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে ধনু ও খড়্গ ধারণ করিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিতেছেন। কবে তাহারা ব্রাহ্মণ ও কুমারী-দিগকে ফল পুষ্প প্রদান করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পৌর জনের উৎসবের নিমিত্ত নগর প্রদক্ষিণ করিবেন। কবে পরিণত-বুদ্ধি তরুণবয়স্ক ধর্ম্মাত্মা রাম তিন বৎসরের শিশুর ন্যায় আমার নিকট উপস্থিত হইবে? মহারাজ! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্বে কোন দুগ্ধ পিপাসু বাল বৎসকে মাতৃস্তন্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম, সেই পাপে সিংহী কর্ত্তৃক বিবৎসা ধেনুর ন্যায় পুত্রবৎসলা আমাকে কৈকেয়ী বিবৎসা করিল। আমার একটী মাত্র পুত্র, সেই পুত্রও সর্ব্ব-গুণশালী, সর্ব্ব শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাহাকে আমি ছাড়িয়া কোন্ প্রাণে জীবন ধারণ করিতে পারিব? প্রিয় পুত্র রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমার জীবনে কি প্রয়োজন আছে, তাহা কল্পনাও করিতে পারি না।

প্রখরতেজা ভগবান্ দিবাকর যেমন গ্রীষ্মসময়ে তীক্ষ্ণ রশ্মিজাল বর্ষণে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করিয়া তোলেন, তদ্রূপ এই

পুত্র-শোক-জনিত ভীষণ হুতাশন আমাকে সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

—০০—

পুণ্যশীলা সুমিত্রা কৌশল্যাকে এইরূপ নিরতিশয় বিলাপ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—আর্য্যে! তোমার পুত্র রাম সদ্‌গুণশালী পুরুষ-প্রধান, তাদৃশ তনয়ের কোন রূপে বিপদের শঙ্কা নাই। তবে কি জন্য তাহার নিমিত্ত রোদন ও বিলাপ করিতেছ? আর্য্যে! তোমার মহাবল পুত্র রাম সত্যবাদী, পিতার সত্য সঙ্কল্প রক্ষার জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যিনি সাধু-জনের আচরিত পরলোক-শুভাবহ ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে চিরদিন আশ্রয় করিয়া থাকেন তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার জন্য কদাচ শোক করা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বভূতে দয়াবান্ নিষ্পাপ লক্ষ্মণ নিরন্তর ইহাঁকে পিতৃ তুল্য পরিচর্য্যা করিতেছে, ইহাও মহাত্মা রামের সুখের বিষয় বলিতে হইবে। বিদেহ-নন্দিনী জানকী চিরদিন সুখে কালাতিপাত করিয়াছেন, তিনি অরণ্যবাস দুঃখ জানিলেও ধর্ম্মাত্মা তোমার পুত্রের অনুগমন করিতেছেন। দেবি! যে সর্ব্বলোক প্রতিপালক রাম ত্রিলোকে আপনার যশঃ পতাকা প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, সেই সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী সত্যপরায়ণ তোমার তনয় কোন্ শ্রেয়ঃ সাধন শুভ ফল প্রাপ্ত হইবেন না? অধিক কি, তাঁহার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য জানিয়া সূর্য্যও

প্রখর কিরণ দ্বারা তাঁহাকে সন্তপ্ত করিতে পারিবেন না। নাতি শীতলোষ্ণ সুখস্পর্শ সমীরণ কানন হইতে নিঃসৃত হইয়া মৃদুমন্দ সঞ্চারে রামকে সেবা করিবেন। নিষ্পাপ রঘুনন্দন রাত্রিতে শয়ন করিলে সুধাংশু পিতার ন্যায় শীতল করস্পর্শে ইহাঁকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দিত করিবেন। যিনি রণস্থলে অসুরেন্দ্র সম্বরের পুত্র সুবাহুকে নিহত করিলে ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর পুরুষব্যাঘ্র মহাতেজা রামচন্দ্র স্বীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া অরণ্যে স্বগৃহের ন্যায় নির্ভয়ে বাস করিবেন। যাঁহার বাণপথবর্ত্তী হইলে নিখিল শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হয়, পৃথিবী তাঁহার শাসনে কেন থাকিবে না। রামের যাদৃশী শরীরশোভা, যেরূপ শৌর্য্য, যেরূপ কল্যাণকর ভাব, তাহাতে তিনি অরণ্যবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শীঘ্রই রাজ্য লাভ করিবেন। তিনি সূর্য্যেরও সূর্য্য। অগ্নিরও অগ্নি, প্রভুরও প্রভু, সম্পদের সম্পদ, কীর্ত্তির কীর্ত্তি, ক্ষমার ক্ষমা, দেবতাদিগেরও দেবতা এবং ভূতগণের মহাভূত। বনেই হউক আর গৃহেই হউক, তাঁহার দোষের কি আছে? তিনি পৃথিবী, জানকী ও বিজয় লক্ষ্মীর সহিত শীঘ্রই অভিষিক্ত হইবেন। নগর হইতে যাঁহার নিষ্ক্রমণ কালে সমস্ত অযোধ্যাবাসী লোকেরা শোকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে, যিনি অরণ্যে কুশচীরধারী হইলেও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সীতা যাঁহার অনুগমন করিতেছেন, তাঁহার দুর্লভ কি আছে? ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বীর লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ ধারণ করিয়া যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, তাঁহার দুর্লভ কি আছে? দেবি! আমি তোমাকে সত্য

করিয়া বলিতেছি, তোমার রাম বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন দেখিতে পাইবে, অতএব এক্ষণে শোক ও মোহ পরিত্যাগ কর। অয়ি কল্যাণি! তুমি দেখিবে, সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় তোমার পুত্র তোমার এই চরণদ্বয় বন্দনা করিতেছেন। তুমি তখন রামকে নগরে পুনঃপ্রবেশ পূর্ব্বক বিশাল রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। যখন রামের কিছু অমঙ্গল দেখিতে পাইতেছি না, তখন তাহার জন্য দুঃখ শোক বা বিলাপ কেন? রামের অশুভ সম্ভাবনা কোন রূপেই নাই। দেবি! তোমাকেই অন্যান্য লোককে সান্ত্বনা করিতে হয়, না তুমিই স্বয়ং বিকল হইয়া পড়িলে? যাহার পুত্র রাম, তাহার শোক করা কিছুতেই উচিত নহে; রাম অপেক্ষা সাধু লোক জগতে আর কেহ নাই। সেই রাম লক্ষ্মণের সহিত শীঘ্র অযোধ্যায় আসিয়া কোমল স্থূল পাণিদ্বারা তোমার চরণ বন্দনা করিবেন, তখন তুমি গিরিশিখরোপরি মেঘধারার ন্যায় তাঁহার মস্তকে আনন্দে অশ্রু মোচন করিবে।

অনিন্দনীয়া সুমিত্রা এইরূপে বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা রামমাতা কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিরত হইলেন। সুমিত্রার বাক্য শ্রবণে কৌশল্যার শোক সন্তাপ শরৎ কালীন স্বল্পতোয় মেঘের ন্যায় তৎক্ষণে স্ব শরীরে বিলীন হইয়া গেল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

—০৮—

অযোধ্যাবাসী লোকেরা সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিল, তাহারাও বনবাসের নিমিত্ত রামের অনুগমন করিতে লাগিল। রাজা দশরথ সুহৃদ্ধর্ম্মানুসারে দূর গমন নিষিদ্ধ বলিয়া নিবৃত্ত হইলেও তাহারা ক্ষান্ত হইল না। গুণবান্ যশস্বী রাম পৌর্ণমাসীর শশীর ন্যায় পুরবাসী-দিগের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি ঐ সমুদায় প্রকৃতিবর্গ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলেও বিরত না হইয়া বরং পিতৃ-সত্য পালনের নিমিত্ত বনের দিকেই গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে স্বীয় পুত্রের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিলেন,—দেখ, অযোধ্যানিবাসী! তোমাদিগের আমার প্রতি যে প্রীতি ও বহুমান বুদ্ধি আছে, এক্ষণে আমার অনুরোধে ভরতকে তাহা অপেক্ষা অধিক করিবে। কৈকেয়ীর সেই আনন্দবর্দ্ধন ভরত অতি বিশুদ্ধ চরিত্র, তিনি তোমাদের প্রিয় ও হিত সাধনই করিবেন। তিনি বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ, প্রচুর বীর্য্যশালী হইলেও মৃদু, তিনি তোমাদের অনুরূপ স্বামী হইয়া সকল ভয়ই নষ্ট করিবেন। রাজার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, ভরতে আমা অপেক্ষা বরং অধিক আছে, তিনিই এখন তোমাদের যুবরাজ; অতএব তাঁহার উপর প্রীতি ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করা তোমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আর আমি বনবাস গমন করিলে মহারাজের যাহাতে সন্তাপ উপস্থিত না হয়, তোমরা আমার প্রতি শুভ-সাধনোদ্দেশে সেইরূপ কার্য্যই করিবে।

রাম ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া এইরূপে যতই উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, প্রজারা ততই রামকে রাজা করিতে কামনা করিতে লাগিল। রামও লক্ষ্মণের সহিত সেই সমুদায় বাষ্পাকুললোচন পুরবাসী জনগণকে স্বীয় গুণে যেন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কতকগুলি জ্ঞান-বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ ও তপোবল-সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, তন্মধ্যে যাঁহারা অতি বার্দ্ধক্য বশতঃ অনুধাবনে অশক্ত ও শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা দূর হইতে শিরঃ-কম্পন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন ;—ভো ভো বেগ শালিন্ উৎকৃষ্ট তুরঙ্গমগণ! তোমরা প্রভুর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া নিবৃত্ত হও, গমন করিও না। প্রাণিমাত্রেরই শ্রবণ শক্তি আছে, বিশেষতঃ তোমরা বিশিষ্ট কর্ণবিশিষ্ট, তোমরা আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর। রাম ধর্ম্মতঃ পবিত্র চরিত্র, বীর ও দৃঢ়ব্রত। ইহাঁকে নগরের দিকে বহন করিয়া লইয়া আইস, পুর হইতে কদাচ বনের দিকে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে এই রূপে আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে দেখিয়া রাম সহসা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম ধীরে ধীরে পাদচারে বনের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তিনি নিতান্ত সাধুবৎসল ও দয়াপরবশ ছিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণদিগকে অতিক্রম করিয়া রথ-বেগে যাইতে পারিলেন না।

রাম রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেও যখন অরণ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, তখন ব্রাহ্মণেরা প্রার্থনা-সিদ্ধি-বিষয়ে সন্দি

ম্লান হইয়া সসম্ভ্রমে ও সন্তপ্ত হৃদয়ে রামকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন;—রাম! তুমি ব্রাহ্মণদিগের অত্যন্ত হিতকারী বলিয়া এই সমস্ত ব্রাহ্মণ তোমার অনুগমন করিতেছেন। অগ্নি সমুদায়ও দ্বিজগণের স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। আর শরৎকালের মেঘের ন্যায় এই যে সমুদায় শুভ্র ছত্র দেখিতেছ, উহারা আমাদেরই বাজপেয় যজ্ঞ হইতে উত্থিত। তুমি ছত্র প্রাপ্ত হও নাই, যখন দিবাকর কিরণে সন্তাপিত হইবে তৎকালে এই সকল বাজপেয়-লব্ধ ছত্র দ্বারা তোমাকে ছায়াদান করিব। বৎস! আমাদের যে বেদমন্ত্রানুসারিণী বুদ্ধি আছে তাহাও আজ তোমার নিমিত্ত বেদাভ্যাসে বিরত হইয়া বনবাসে উন্মুখী হইয়াছে। যে সমুদায় বেদ আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে, উহারা আমাদের পরম ধন, তাহারই বলে আমাদের সহধর্ম্মিণীরা পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অনায়াসেই গৃহে বাস করিতে পারিবেন। অতএব তোমার অনুগমনে যে আমরা কৃতনিশ্চয় হইয়াছি সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। কিন্তু বৎস! যদি তুমি আমাদের বাক্যে উপেক্ষা কর তাহা হইলে আর ধর্ম্মাপেক্ষা কিরূপে থাকিতে পারে? দেখ, আমাদের মস্তকস্থিত কেশগুচ্ছ হংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমরা সেই মস্তক ধরাতলে পাতিত ও ধূলি ধূসরিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বনগমনে নিবৃত্ত হও। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তোমার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, তুমি প্রতিনিবৃত্ত না হইলে উহার সমাপ্তিও হইবে না। এ জগতে সর্ব্ব-

প্রকার প্রাণীই তোমার প্রতি স্নেহবান্। তাহারাও প্রার্থনা করিতেছে, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সেই ভক্তদিগের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। দেখ, এই সমস্ত অত্যুচ্চ পাদপশ্রেণী ভূমিতলে বদ্ধমূল বলিয়া হতবেগ হওয়াতে তোমার অনু-গমনে অশক্ত, তথাপি বায়ুবেগে শাখাপল্লবাদির সঞ্চালন শব্দে যেন তোমাকে নিবারণ করিতেছে। পক্ষিগণও গাত্র সঞ্চালন ও আহারান্বেষণে ক্ষান্ত হইয়া নিস্পন্দভাবে তোমারই অনুকম্পা প্রার্থনা করিতেছে।

দ্বিজাতিগণ এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে নিবারণ করিতেছেন, এই সময়ে রাম অদূরে স্রোতস্বতী তমসা যেন তির্য্যক্ প্রবাহে কুলু কুলু ধ্বনিতে তাঁহাকে বনগমনে নিষেধ করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সুমন্ত্রও শ্রান্ত অশ্বদিগকে রথ হইতে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, উহারা বিমুক্ত হইবামাত্র ভূমিতে বিলুণ্ঠন করিয়া উঠিলে সুমন্ত্র তাহাদিগকে তমসায় স্নান ও জল পান করাইয়া আহারার্থ তৃণ প্রদান করিলেন।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

—০০—

অনন্তর রাম রমণীয় তমসা তীরে উপবেশন করিয়া সীতার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন,—লক্ষ্মণ! অদ্য আমাদের বনবাসের প্রথম রাত্রি; এক্ষণে তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। দেখ, এই শূন্য অরণ্যে চতুর্দ্দিক্ হইতে মৃগ-পক্ষী আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে লীন হইয়া কোলাহল করিতেছে,

বোধ হইতেছে যেন আমাদিগকে দেখিয়া দুঃখে রোদন করি-তেছে। অদ্য আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যায় স্ত্রী পুরুষ সকলেই আমাদের আগমনে শোকাকুল হইবেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। কেন না, রাজা, তুমি, আমি ও ভরত-শত্রুঘ্ন, আমাদের সকলেরই গুণে তাহারা নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া আছে। এক্ষণে আমার, পিতা ও যশস্বিনী মাতার নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইতেছে। আমার মনে হইতেছে, তাঁহারা আমাদের জন্য নিরন্তর রোদন করিতে করিতে হয়ত অন্ধ হইয়া যাইবেন। ধর্ম্মাত্মা ভরত ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে তাঁহাদিগকে নিশ্চ-য়ই আশ্বস্ত করিবেন। আমি ভরতের হৃদয় জানি, তাঁহার সেই অমায়িক ভাব স্মরণ করিলে আর ইহাঁদের জন্য শোক করিতে হয় না। বৎস লক্ষ্মণ! তুমি আমার অনুগমন করিয়া ভালই করিয়াছ, নচেৎ জানকীকে রক্ষা করিবার জন্য অন্যের সাহায্য অন্বেষণ করিতে হইত। বৎস! অদ্য এই নদীতীর আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে থাকিতে হইবে। এখানে বহুবিধ বন্য ফল মূল আছে, কিন্তু আমি সঙ্কল্প করিয়াছি, এ সমুদায় কিছুই অদ্য আহার করিব না, কেবলমাত্র জলপানে রাত্রি যাপন করিব।

রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন;—সারথে! তুমি অবহিতচিত্তে অশ্বগণের তত্ত্বাবধান কর। তখন সুমন্ত্র অশ্বদিগকে যথাযোগ্য বন্ধন করিয়া তাহাদের সম্মুখে প্রভূত শষ্পরাশি প্রদান করিলেন। এই সময়ে সূর্য্য অস্তশিখরে অধিরোহণ করিলেন, অতঃপর সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া রাত্রি উপস্থিত হইল দেখিয়া সুমন্ত্র লক্ষ্মণের সাহায্যে

রামের শয্যা প্রস্তুত করিলেন, রামও ভার্য্যার সহিত সেই পর্ণ শয্যায় শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে শ্রান্ত ও নিদ্রিত দেখিয়া সারথির সহিত রামের বিবিধ গুণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই রূপে উভয়ে রামের প্রশংসা করিতে করিতে জাগ্রৎ অবস্থায় রাত্রি শেষ হইয়া গেল, অরুণোদয় কাল উপস্থিত হইল।

অনন্তর সেই গোকুলাকুল তমসার উপকূলে রাম প্রকৃতিবর্গের সহিত সে রাত্রি বাস করিলেন, প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! প্রজারা গৃহধর্ম্মে নিরপেক্ষ হইয়া আমাদেরই অপেক্ষা করিতেছে। দেখ, অরুণোদয় কাল উপস্থিত হইলেও ইহারা এখনও বৃক্ষ মূলে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা আমাদিগের বনবাসের অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অতিশয় যত্ন করিতেছে। ইহারা বরং প্রাণ ত্যাগ করিবে, কিন্তু কিছুতেই এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবে না। অতএব এই অবসরে যতক্ষণ জাগরিত না হইতেছে, আইস, আমরা শীঘ্র রথারোহণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রস্থান করি। পুরবাসীরা যাহাতে আত্মকৃত দুঃখ হইতে মুক্তি পায়, রাজকুমারদিগের তাহাই কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাদিগকে স্বকৃত দুঃখে লিপ্ত করা কোন রূপেই উচিত নহে।

লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় অগ্রজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—আর্য্য! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন উহা আমারও অভিমত, শীঘ্র রথারোহণ করুন। তখন রাম সুমন্ত্রকে কহিলেন,—সুমন্ত্র! শীঘ্র রথ প্রস্তুত করিয়া

আনয়ন কর, আমি এখনই এখান হইতে অরণ্যে গমন করিব।

অনন্তর সারথি সত্বর রথে অশ্ব যোজনা পূর্ব্বক রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—রাজকুমার! রথ প্রস্তুত, আপনি শীঘ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ করুন। রাম তৎক্ষণাৎ অস্ত্র শস্ত্রের সহিত রথে আরোহণ করিয়া আবর্ত্তাকুলা বেগবতী স্রোতস্বতী তমসা উত্তীর্ণ হইলেন। মহাবীর শ্রীমান্ রাম নদী পার হইয়া ভীরুজনেরও অভয়প্রদ অতি সুন্দর নিরাপদ রাজপথ প্রাপ্ত হইলেন। সেই পথে যাইতে যাইতে পৌরবর্গের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত সারথিকে কহিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি একাকী রথ লইয়া উত্তর দিকে গমন কর, অতি সত্বর গতিতে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, দেখিও, আমরা যে বন গমন করিলাম ইহা যেন পৌরগণ কোনরূপে জানিতে না পারে, তুমি সেই রূপে সাবধান হইবে। রাম এই কথা বলিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

সুমন্ত্রও রামের বচনানুসারে উত্তরাভিমুখে রথ চালনা করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিলে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তাহাতে আরোহণ করিলেন। সুমন্ত্র বন প্রস্থানের মঙ্গল বিধানার্থ রথ কিয়ৎক্ষণ উত্তর মুখে স্থাপন করিয়া পরে পরাবর্ত্তন পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে বনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

সপ্ত চত্বারিংশ সর্গ।

—০*০—

এদিকে শর্ব্বরী প্রভাত হইলে পৌরগণ রামকে দেখিতে না পাইয়া শোক-দুঃখে অভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল। তখন সজল নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রথের ধূলি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না। অনন্তর সেই সমুদায় মনীষী পুরবাসিগণ রাম-বিরহিত হইয়া বিষাদ বশতঃ মলিনবদন ও শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়া করুণস্বরে পরস্পর কহিতে লাগিল,—অহে! আমাদের নিদ্রাকে ধিক্! এই নিদ্রাই আমাদিগকে হতজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছিল, ইহার প্রভাবে আমরা আজ সেই বিপুলবক্ষা মহাবাহু রামকে আর দেখিতে পাইলাম না। তিনি কিরূপে এই সমস্ত অনুরক্ত জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাপস বেশে প্রবাসে চলিয়া গেলেন? যিনি পিতৃস্বরূপে ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় আমাদিগকে সর্ব্বদা পালন করিতে-ছিলেন, সেই রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ রাম আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া কি বলিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন? আজ আমরা এই স্থানেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব, না হয় মহা প্রস্থানই করিব। রামশূন্য জীবনে আমাদের আর প্রয়োজন কি? এই তমসা-তীরে বৃহৎ বহুতর শুষ্ক কাষ্ঠ আছে, এস আমরা ঐ সমুদায় কাষ্ঠ দ্বারা চিতা প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আমরা প্রবেশ করি। যখন নগরবাসীরা আমাদিগকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমরা কোন প্রাণে কি করিয়া বলিতে পারিব, যে, সেই মহাবাহু প্রিয়ংবদ রামকে বনবাস দিয়া আসিলাম।

বিনারামে আমরা অযোধ্যায় প্রবেশ করিলে, নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অপার দুঃখে মগ্ন হইবে। আমরা যে নগর হইতে মহাত্মা রামের সহিত নির্গত হইয়াছিলাম, এখন কেমন করিয়া তাঁহাকে রাখিয়া সেই নগর অবলোকন করিব? প্রকৃতিবর্গ দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক হত-বৎসা ধেনুর ন্যায় এইরূপ ও অন্যরূপ বিলাপ করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম-পদবী অনুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে লাগিল, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে আর পথ দেখিতে পাইল না, তখন বিষাদে মগ্ন হইয়া কহিতে লাগিল,—হায়! কি হইল, এখন আমরা কি করি, দৈবও আমাদিগকে বিড়ম্বনা করিলেন, এই ভাবিয়া তাহারা পুনরায় রথবর্ত্ম অনুসরণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং ক্লান্তচিত্তে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিল। তৎকালে রাম-বিরহে অযোধ্যাবাসী সাধুজনমাত্রেরই হৃদয় আকুল হইয়াছিল, তদ্দর্শনে ইহারাও বিকলচিত্ত হইয়া কোথায় আমাদের গৃহ, কোথায়ই বা যাইব, ইহাও স্থির করিতে না পারিয়া শোকভরে কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পতগরাজ গরুড় যাহার গর্ভ হইতে সর্পকে অপহরণ করিয়াছে, সেই নদীর ন্যায়, শশাঙ্কহীন নভোমণ্ডলের ন্যায় এবং জল শূন্য অর্ণবের ন্যায়, ঐ নগরী একান্ত হীনশ্রী হইয়াছিল। পৌরগণ প্রবেশ করিয়া দেখিল, তথায় সকলেই নিরানন্দ, দুঃখে সকলেই হতচেতন হইয়া রহিয়াছে। সম্মুখে দেখিলেও কেহ কাহাকে আত্ম পর বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না, স্বগৃহ কি পরগৃহ তাহাও স্থির করিতে সমর্থ নহে।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

—০*০—

নগরবাসীরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নগরে আগমন করিল। সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই ব্যথিত, সকলেরই চক্ষে অনবরত অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে, সকলেই শোকে মৃতপ্রায়। তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক পুত্র-কলত্রে পরিবৃত হইয়া কেবলই অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। কাহার আনন্দ নাই, আমোদ-প্রমোদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বণিকেরা আর আপণ প্রসারণ করিতেছে না, করিলেও পণ্যদ্রব্যের আর সে শোভা নাই। গৃহস্থগণ রন্ধন কার্য্যে বিরত হইয়াছেন। অপহৃত ধনের পুনঃপ্রাপ্তি অথবা বিপুল অর্থের আগম দেখিয়াও কেহই হৃষ্ট নহে। জননী প্রথম-জাত পুত্র পাইয়া আনন্দিত হইল না। পুরনারীরা ভর্ত্তৃগণকে প্রত্যাগত দেখিয়া গৃহে গৃহে রোদন করিয়া উঠিল এবং অঙ্কুশাঘাতে যেমন করিকুলকে ব্যথিত করে, সেইরূপ পরুষবাক্যে তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল; যাহারা রামকে আর দেখিতে পাইতেছে না, তাহাদের গৃহ, ভার্য্যা, ধন, পুত্র ও সুখে কি প্রয়োজন? জগতে সেই লক্ষ্মণই একমাত্র ভাগ্যবান্ পুরুষ, সেই জানকীই সাধ্বী, যাঁহারা সেবাপরায়ণ হইয়া রামের অনুগমন করিয়াছেন।

রাম যে সকল পদ্মষণ্ডবিমণ্ডিত নদী সরোবরে অবগাহন করিয়া গমন করিবেন তাহারাও ধন্য। সুচারু পাদপ পরিপূর্ণ কানন, অগাধ সলিল-শালিনী স্রোতস্বতী, অত্যুচ্চ-শিখর-সুশোভিত শৈলরাজি, ইহারাও তাঁহাকে পাইয়া প্রিয় অতিথি-

বোধে সেবা করিবে। রাম দেখিবেন, বৃক্ষে বিচিত্র কুসুম-সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ভুরি ভুরি মঞ্জরী উদ্ভূত হইয়াছে, ভৃঙ্গগণ মধুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে ধাবিত হইতেছে। পর্ব্বত সকল কৃপাপরবশ হইয়া অকালের ফল পুষ্প এবং নির্ঝর হইতে প্রস্রুত স্বচ্ছ পানীয় প্রদান করিবে। পাদপ সমুদায় স্ব স্ব মূল প্রদেশে বিস্তৃত পল্লব কুসুমে শয্যা প্রদান করিয়া তাঁহাকে সুখে রাখিবে। যেখানে মহাবীর দশরথ-তনয় বিদ্যমান, সেখানে ভয়ও নাই পরাভবও নাই। তিনি এখনও বহুদূর যাইতে পারেন নাই, চল আমরা তাঁহার অনুগমন করি। তাদৃশ মহাত্মার চরণচ্ছায়া আমাদের সুখকর হইবে। তিনিই সকলের নাথ, তিনিই সকলের গতি ও আশ্রয়। অরণ্যে আমরা সীতার সেবা করিব, তোমরা রামের পরিচর্য্যা করিবে।

পুরনারীগণ দুঃখিত মনে স্ব স্ব স্বামীকে এই কথা বলিয়া মনের বেগে পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—দেখ, রাম হইতে তোমাদের, সীতা হইতে আমাদের অলব্ধ ধনের প্রাপ্তি ও লব্ধ ধনের রক্ষা হইবে। আমাদের সকলেরই মন উৎ-কণ্ঠিত, সকলেই অসন্তুষ্ট, সকলেরই মন উদাস হইয়াছে, তবে বল দেখি এখানে বাস করিয়া আর কে সন্তুষ্ট হইবে। যদি কৈকেয়ীর রাজ্যে ধর্ম্মই না রহিল, তাহা হইলে ত উহা অরাজকের ন্যায় হইয়া উঠিবে। এখানে ধন পুত্রের কথা কি বলিব, জীবনধারণেরও প্রয়োজন নাই। যে ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত স্বামী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সেই কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী অন্যকে যে ত্যাগ করিবে, তাহার আর

কথা কি ? আমরা পুত্রের শপথ করিয়া বলিতেছি, কৈকেয়ী জীবিত থাকিতে তাহার পোষ্য হইয়া এ রাজ্যে জীবন সত্ত্বে বাস করিব না। যে নির্লজ্জা কৈকেয়ী পৃথিবীশ্বর স্বামীর এমন গুণের পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিল, সেই দুষ্টচারিণীকে আশ্রয় করিয়া কে সুখে জীবন ধারণ করিবে ? এ রাজ্য অরাজক হইয়া উঠিল, অতঃপর ইহাতে উপদ্রবের সীমা থাকিবে না, যাগ যজ্ঞ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ফলতঃ এক মাত্র কৈকেয়ীর জন্য সর্ব্বনাশ ঘটিবে। রাম নির্ব্বাসিত হইলেন, মহারাজ কখন বাঁচিতে পারিবেন না। মহারাজ না বাঁচিলে সমস্তই উৎসন্ন হইয়া গেল। আমরা নিতান্তই দুর্ভাগ্য, তাই আমাদের এত দুঃখ। এস, আমরা শিলায় পেষণ করিয়া বিষ পান করি, অথবা রামের অনুগমন করি, অথবা যে দেশে কৈকেয়ীর নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাইব না, সেই দেশে গমন করি। মিথ্যা একটা বরের কল্পনায় রাম, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত অকারণ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, এখন আমরা ঘাতক সমীপে পশুর ন্যায় ভরতের কাছে বদ্ধ হইলাম। যাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, যাঁহার জত্রুদ্বয় গূঢ়, যাঁহার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, যিনি শত্রুন্তপ, দেখা হইলে যিনি অগ্রেই মধুরসম্ভাষণে আলাপ করিয়া থাকেন, যাঁহার বিক্রম মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ, সেই পদ্মপলাশলোচন, নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম, সত্যবাদী, সৌম্যদর্শন ও মহাবল পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম এক্ষণে পাদচারে বিচরণ করিয়া নিশ্চয়ই অরণ্য সমুদায়কে অলঙ্কৃত করিতেছেন।

নগরবাসিনীরা নগর মধ্যে এইরূপ বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ

করিতে লাগিল এবং মৃত্যুভয় উপস্থিত হইলে যেরূপ সহসা চীৎকার করিয়া উঠে,সেইরূপে দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল। এই সময়ে দিনমণি যেন উহাদের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই অস্তাচল শিখরে প্রস্থান করিলেন, মলিনস্বভাবা রজনী উপস্থিত হইল। তখন হোমাগ্নি-সন্তাপ তিরোহিত হওয়াতে নগরীর উজ্জ্বল প্রভা বিলীন হইল। অধ্যয়ন বা শাস্ত্রালাপের সম্পর্ক না থাকাতে নগর হইতে যেন সৎকথা উঠিয়া গেল। দীনা অনাথার ন্যায় তিমির বসনে আত্মাকে অবলুণ্ঠিত করিয়াই যেন নগরী দীনভাবে কথঞ্চিৎ কালযাপন করিতে লাগিল। সকলেই বিষণ্ণ, নিরাশ্রয় ও বিপণি সকল নিরুদ্ধ। অযোধ্যা তারকা শূন্য আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

রাম পুরনারীদিগের গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষাও অধিক ছিলেন; সেই জন্য তাহারা রামের নিমিত্ত যার পর নাই কাতর হইয়া পুত্র ও ভ্রাতা নির্ব্বাসিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপে বিলাপ ও আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে অযোধ্যা নৃত্য-গীত-বাদ্য ও উৎসব বিলুপ্ত, সকলেই বিষণ্ণ, পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় রহিত হওয়াতে,—জলবিরহিত সাগরের ন্যায় ভীষণ দর্শন হইয়া পড়িয়াছে।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

—••—

এদিকে পুরুষ-প্রধান রাম পিতৃ-আজ্ঞা স্মরণ করিয়া রাত্রিশেষে বহুদূর পথ অতিক্রম করিলেন। সেইরূপে গমন করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। তখন তিনি প্রাতঃ-সন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক দেশান্তরে যাইতে লাগিলেন। যে সকল গ্রামের সীমান্ত প্রদেশ হল-কর্ষিত হইয়া রহিয়াছে, ঐরূপ গ্রাম ও বিকসিত কুসুম সুশোভিত কানন দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট অশ্বগণ রথ লইয়া অতি-বেগে ধাবিত হইতেছিল, তৎকালে রাম রমণীয় দেশ ও কাননাদি দর্শন প্রসঙ্গে কতদূর অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না।

যাইতে যাইতে গ্রামবাসীদিগের বাক্য পরম্পরা তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহারা কহিতেছে,—কামপরায়ণ রাজা দশরথকে ধিক্! পুত্রের প্রতি তাঁহার স্নেহ মাত্র নাই। যিনি প্রজাদিগের প্রতি কখন কোন অপ্রিয় কার্য্য করেন না, সেই পুত্রকে তিনি পরিত্যাগ করিলেন। পাপীয়সী পাপকর্ম্মনিরতা কৈকেয়ী নিতান্ত ক্রূরস্বভাবা, তিনি অতি নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাজার এমন গুণবান্, ধার্ম্মিক, মহাপ্রাজ্ঞ, দয়াশীল ও জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে বনবাসে পাঠাইলেন।

কোশলেশ্বর রাম গ্রামবাসী জনগণের এই সকল কথা

শ্রবণ করিয়া কোশল রাজ্য অতিক্রম করিলেন। অনন্তর স্বচ্ছ সলিলা বেদশ্রুতি নাম্নী স্রোতস্বতী উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যাহার কচ্ছদেশে সহস্র সহস্র ধেনু বিচরণ করিতেছে, সেই শীতল সলিলা সাগরগামিনী গোমতী নদী পার হইয়া অদূরে হংসময়ূর-মুখরিতা স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিলেন। স্যন্দিকার পর পারস্থিত জনপদই কোশল রাজ্যের দক্ষিণ সীমা। পূর্ব্বকালে মহীপতি মনু এই ভূভাগ ইক্ষাকুকে প্রদান করিয়াছিলেন। রাম স্যন্দিকা উত্তীর্ণ হইয়া এই বহু জনপদ পরিবৃত সুসমৃদ্ধ প্রদেশ বিদেহ নন্দিনীকে দেখাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনি সুমন্ত্রকে বারংবার আহ্বান করিয়া কহিলেন,—সারথে! আমি আবার কবে মাতা পিতার সহিত সঙ্গত হইয়া সরযূর কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিয়া বেড়াইব। মৃগয়া করা যদিও আমার তাদৃশ প্রীতিকর নহে, কিন্তু উহা পূর্ব্বকালে রাজর্ষিগণসম্মত একটী অতুল আনন্দকর ব্যাপার ছিল বলিয়া আমারও অনভিমত নহে। রাম সুমন্ত্রের সহিত এইরূপ ও অন্যান্যরূপ মধুর বাক্যে নানা প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে—গমন করিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ।

—oo—

এইরূপে বিশাল কোশল রাজ্য অতিক্রম কালে শ্রীমান্ রামচন্দ্র অযোধ্যার দিকে অভিমুখ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, —হে রঘুকুল পরিপালিতে! পুরীশ্রেষ্ঠে! আমি তোমাকে এবং তোমাকে যে সমস্ত দেবতা রক্ষা করেন ও তোমাতে বাস করেন, তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতেছি, আমি পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত ও বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত এবং মাতাপিতার সহিত মিলিত হইয়া তোমাকে পুনরায় দর্শন করিব। অনন্তর দক্ষিণ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে তৎকাল সমাগত জনপদবাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, দেখ, তোমরা আমার প্রতি যথেষ্ট আদর ও কৃপা প্রদর্শন করিয়াছ, আর বহুক্ষণ দুঃখ ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে, তোমরা গমন কর, আমিও স্বকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত প্রস্থান করি।

তখন তাহারা মহাত্মা রামকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে চলিল এবং কিয়দ্দূর যাইয়াই পুনরায় তাঁহাকে দেখিবার আশয়ে দাঁড়াইতে লাগিল, তাহারা যতবারই দেখিল, কিছুতেই নয়নের তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না।

ক্রমে রজনী মুখে দিবাকরের ন্যায় রাম অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর যথায় বহুতর বদান্য লোক বাস করিতেছেন, কোনরূপ ভয়ের সম্পর্ক নাই, যথায় চৈত্য ও যূপ* সমুদায় শোভা পাইতেছে, যথায় আম্র কানন ও পরম সুন্দর উদ্যান এবং

* দেবাধিষ্ঠান বৃক্ষ-বিশেষ চৈত্য। পশু বন্ধনার্থ-কাষ্ঠ যূপ

তন্মধ্যে প্রচুর সলিল পূর্ণ জলাশয়, যাহা ধনধান্যে পরিপূর্ণ ও গোকুল কুলে আকীর্ণ, যথায় লোকসমুদায় পুষ্ট ও সতত সন্তুষ্ট এবং নিরন্তর বেদধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, পুরুষব্যাঘ্র রাম রথারোহণে ক্রমশঃ সেই রমণায় নরেন্দ্র-পালিত কোশল দেশ অতিক্রম করিলেন।

অতঃপর তিনি মন্দগমনে আমোদ-প্রমোদ-পূর্ণ সুসমৃদ্ধ সুরম্য উদ্যানপরিশোভিত অন্য নৃপতি-ভোগ্য বহুরাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাই-লেন, তথায় ত্রিপথগামিনী শীতসলিলা ঋষিজনসেবিতা সুরত-রঙ্গিণী গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। জাহ্নবীর জল নির্ম্মল ও পবিত্র, উহাতে কিছু মাত্র শৈবল সম্পর্ক নাই। নিকটে উৎকৃষ্ট আশ্রম সকল শোভা পাইতেছে। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তথায় বিহার করিতেছেন, অপ্সরোগণ পুলকিত-হৃদয়ে সর্ব্বদা ইহার জলে কেলি করিতেছে, নাগপত্নী গন্ধর্ব্বপত্নীরা সতত বিহার করিতেছে। ইহার তীরভূমিতে দেবগণের পরম শোভাকর উদ্যান ও ক্রীড়া পর্ব্বত শোভা পাইতেছে। এই গঙ্গা দেবলোকে সুরগণের নিমিত্ত আকাশ-গামিনী হইয়া মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। তথায় দেবভোগ্য সুবর্ণ পদ্ম বিকশিত হইয়া রহিয়াছে।

সুরতরঙ্গিনী গঙ্গা কোনস্থানে শিলাখণ্ডে আহত হইয়া উগ্রমূর্ত্তিতে যেন অট্টহাস্য করিতেছেন, কোথায়ও নির্ম্মল ফেনপুঞ্জে যেন মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। কোনস্থানে দুই তিনটী প্রবাহ মিলিত হইয়া বেণীর আকার ধারণ করিয়াছে, কোথায়ও বা আবর্ত্ত উপস্থিত হওয়াতে ভীষণ ভ্রুকুটি প্রদর্শন

করিতেছেন। কোনস্থানে স্থিরা, গম্ভীরা, অন্যস্থানে বেগ-চপলা। একস্থানে প্রবাহধ্বনি মধুর ও গম্ভীর, অন্যত্র বজ্রনিনাদবৎ কঠোর। কোথায়ও দেবগণ অবগাহন করিতেছেন, অন্যস্থলে নির্ম্মল উৎপলদলে জল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; স্থানে স্থানে বিশাল বালুকাময় স্থল, কোন স্থানে স্বল্প বালুকা। কোথাও হংস, সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গমগণের কলরব, কোন স্থানে তীর-তরুগণ মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথায়ও কুমুদকুল মুকুলিত, কোথাও বা কমল কহ্লার বিকসিত। কোন স্থলে পুষ্প-পরাগ সমুদায় প্রবাহবেগে ভাসিয়া যাওয়াতে যেন মদালসা প্রমদার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে দিগ্‌গজ, বন্য গজ ও সুরমাতঙ্গগণের ঘোর নিনাদে বনান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন স্থলে ফল, পুষ্প, গুল্ম ও নবপল্লবে আবৃত হইয়া উৎকৃষ্ট বসনভূষণালঙ্কৃতা সীমন্তিনীর ন্যায় দৃশ্যমান হইতেছে। এই কলুষনাশিনী পবিত্র সুরনদী ভগীরথের বহু তপস্যার ফলে বিষ্ণুপাদোদ্ভূত ও হর-জটা-ভ্রষ্ট হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিতেছেন। ইহাতে শিশুমার, নক্র ও ভুজঙ্গগণ বাস করিতেছে। ইহার অনতিদূরে শৃঙ্গবের পুর। মহারথ রাম সমুদ্রমহিষী ভাগীরথীকে দর্শন করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন,—সারথে! ঐ দেখ, অদূরে ফল-পুষ্প-সুশোভিত বিশাল অঙ্গুদীবৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। আজ আমরা এই স্থানেই বাস করিব। জাহ্নবী-জল দেব, মানব, গন্ধর্ব্ব, মৃগ, পন্নগ ও পক্ষিগণ প্রভৃতি সকলেরই সেব্য ও পাপ বিনাশন। এই বাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রও সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক

সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষাভিমুখে অশ্ব চালনা করিলেন। রাম সেই রমণীয় বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সুমন্ত্রও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণকে মোচন করিলেন এবং রামকে তরুমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া সেবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে তদীয় সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

ঐ প্রদেশে রামের প্রাণসম প্রিয় সখা গুহ নামে একজন নিষাদরাজ বাস করিত। রাম সেই নিষাদরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইল। রাম দূর হইতে নিষাদপতিকে উপস্থিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাহার সহিত মিলিত হইলেন। নিষাদাধিপতি গুহ রামকে তদবস্থ দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিতহৃদয়ে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল,—সখে! আমার এই রাজধানী তোমার অযোধ্যা বলিয়া মনে কর। এক্ষণে আমি তোমার কি করিব? হে মহাবাহো! ভবাদৃশ প্রিয় অতিথি কাহার ভাগ্যে উপস্থিত হয়? অনন্তর গুহ অবিলম্বে অর্ঘ্য এবং নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন পানীয় আনিয়া কহিল,—সখে! তোমার সুভাগমন ত? এই আমার সমস্ত বসুমতী তোমারই। আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি আমাদের প্রভু, আমার এই রাজ্য শাসন কর। আমি এক্ষণে তোমার নিমিত্ত ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় ও উৎকৃষ্ট শয্যা এবং অশ্বগণের খাদ্য আনয়ন করিয়াছি।

রাম গুহের এইরূপ বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি-

লেন,—নিষাদপতে! তোমার এই দূর হইতে পাদচারে আগমন ও স্নেহ প্রদর্শনে আমি যথেষ্ট সৎকৃত ও পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই কথা বলিয়া বর্ত্তুল বাহুযুগলে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন,—সখে! সৌভাগ্যক্রমেই আজ তোমাকে বন্ধু বান্ধবের সহিত সুস্থ শরীরে আগমন করিতে দেখিলাম। তোমার রাজ্য, মিত্রবর্গ ও বন বিভাগ সর্ব্বত্রে কুশল ত? তুমি আমার জন্য প্রীতিপূর্ব্বক যে সমুদায় খাদ্য পানীয় আনয়ন করিয়াছ তৎসমুদায়ই আমি স্বীকার করিয়া প্রত্যর্পণ করিলাম, কিন্তু কোনরূপে উহা ভোগার্থ প্রতিগ্রহ করিতে পারিব না। তুমি এখন আমাকে কুশচীরধারী ফল-মূল-ভোজী অরণ্যে ধর্ম্মাচরণপ্রবৃত্ত তপস্বী বলিয়া জানিবে। সুতরাং অশ্বের খাদ্য ব্যতীত আর কোন বস্তুই গ্রহণ করিতে পারিব না। এই অশ্বগুলি আমার পিতা মহারাজ দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, ইহারা তৃপ্তি লাভ করিলেই আমি সৎকৃত হইলাম। গুহ রামের এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র অধিকৃত পুরুষ-দিগকে অশ্বের খাদ্য ও পানীয় প্রদানে অনুমতি করিলেন।

অনন্তর রাম চীরনির্ম্মিত উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া সায়ং-সন্ধ্যার উপাসনা করিলেন। সন্ধ্যা সমাপনের পর লক্ষ্মণ স্বয়ং পানার্থে জল আনিয়া দিলেন। রাম তীর্থ-প্রাপ্তি-নিবন্ধন উপবাসের কর্ত্তব্যতা মনে করিয়া জলমাত্র পান করিয়া জানকীর সহিত ভূমি শয্যায় শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তরুমূল আশ্রয় করিলেন এবং সমীপবর্ত্তী তরুতলে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক রাম ও সীতার রক্ষার্থ অপ্রমত্তচিত্তে সারথি সুমন্ত্রের সহিত জাগরণ করিতে

লাগিলেন। যাঁহার সুখ-শয্যায় শয়ন করাই চিরাভ্যস্ত, যাঁহাকে তাদৃশ ধরাশয়নদুঃখ কখন অনুভব করিতে হয় নাই, সেই মহাত্মা রামের অন্ধকার রাত্রি অতি দীর্ঘতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

একপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ ভ্রাতার রক্ষার নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুরাগের সহিত জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া গুহ সন্তপ্ত-হৃদয়ে কহিলেন;—বৎস লক্ষ্মণ! এই সুখ-শয্যা তোমারই জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। রাজপুত্র! তুমি ইহাতে সুখে বিশ্রাম কর। আমাদের সকলেরই ক্লেশ সহ্য করা অভ্যাস আছে। কিন্তু তোমার তাহা নাই। রামকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা জাগিয়া রহিলাম। আমি শপথ করিয়া সত্য বলিতেছি, এ জগতে রাম অপেক্ষা আমার প্রিয়তম আর কেহ নাই। ইহাঁর প্রসাদে এ জগতে বিপুল ধর্ম্মের সহিত অর্থ কাম প্রাপ্তির আশা করি। এখানে আমার বহুতর জ্ঞাতিবর্গ আছে, তাহাদের সহিত আমি ধনুষ্পাণি হইয়া প্রিয়সখা রামকে ভার্য্যার সহিত রক্ষা করিব। আমি সর্ব্বদা এই বনে বিচরণ করিয়া থাকি, সুতরাং এখানে আমার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই। এ স্থানে যদি অন্যের সুমহৎ চতুরঙ্গ বলও আসিয়া উপস্থিত হয়, আমি তাহাদিগকেও অনায়াসে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারি।

অনন্তর লক্ষ্মণ কহিলেন,—নিষাদপতে! তুমি যখন রক্ষা করিবে বলিতেছ, তখন আমাদের কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই; বিশেষতঃ তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে দেখিতেছি, কিন্তু দেখ, রঘুকুল-তিলক রাম সীতার সহিত ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিলেন, আমি কেমন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইব? কি বলিয়াই বা সুখভোগে রত হইব? রণস্থলে সমস্ত দেবতা ও অসুর যাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না, সেই রাম অদ্য তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। আমাদের পিতা মন্ত্র ও তপশ্চর্য্যা প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আত্ম-সদৃশ যে পুত্র লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে বনবাস দিয়া তিনি কখনই অধিক দিন জীবন ধারণ করিবেন না। বসুমতী শীঘ্রই বিধবা হইবেন। আমার মনে হইতেছে, অযোধ্যায় অন্তঃপুর-চারিণী নারীরা সমস্ত দিন ঘোররবে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি বশতঃ এতক্ষণ নিরস্ত হইয়াছেন। এখন রাজভবন নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। কৌশল্যা, রাজা ও আমার জননী যে আজিকার রাত্রিতে বাঁচিয়া থাকিবেন, তাহা আমি আশা করিতে পারিতেছি না। আমার মাতা শত্রুঘ্নের অপেক্ষায় কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু বীর প্রসবিনী কৌশল্যা যদি জীবন ত্যাগ করেন, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? দেখ, অযোধ্যাবাসী লোক মাত্রেরই রামের প্রতি গাঢ় অনুরাগ, তাঁহারা ইহাঁর সুখে সুখী ও ইহাঁর প্রীতিতে প্রীত। আজ সেই রাম বনবাসী, তাহাতে আবার রাজার যদি কোন বিপত্তি ঘটে, তাহা হইলে সেই অযোধ্যাও একেবারে ছার খার হইয়া যাইবে। মহাত্মা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে

না দেখিয়া জানি না রাজার দেহে প্রাণ কি রূপে থাকিবে? রাজার মৃত্যু ঘটিলে কৌশল্যার মৃত্যু নিশ্চয়, অতঃপর আমার মাতা সুমিত্রার প্রাণ বিনাশ হইবে। আমার পিতা রামকে রাজ্যে স্থাপন করিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে হায়, কি সর্ব্বনাশ! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিবেন। তৎকালে যাহারা উপস্থিত থাকিয়া আমার পরলোকগত পিতার প্রেতকার্য্য সমাধা করিবে, তাহারাই ধন্য ও কৃতপুণ্য। যথায় গৃহ প্রাঙ্গনপ্রণালী অতি রমণীয়, রাজ-পথ সমুদায় অতি বিস্তীর্ণ, অথচ উপযুক্ত রূপে বিভক্ত, যে স্থানে হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, উদ্যান ও উপবন সমুদায় পরম শোভা ধারণ করিতেছে, এবং বারবিলাসিনীরা বিরাজ করিতেছে, রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণে যে নগর সঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে, যথায় নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে, যাহা সর্ব্বসুখের আস্পাদ, যথায় লোক সমুদায় হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া আছে, লোক সমাজ সতত উৎসবপূর্ণ, সেই আমার পিতার রাজধানী পাইয়া তাহারাই পরম সুখে বিচরণ করিবে।

অতঃপর আমাদের পিতা মহারাজ দশরথ কি জীবন ধারণ করিতে পারিবেন? আর আমরা কি প্রতিগমন করিয়া সত্যব্রত মহাত্মাকে দর্শন করিব? এই বনবাস নিবৃত্ত হইলে আমরা কি সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব? লক্ষ্মণ জাগরণ ক্লেশ সহ্য করিয়া এই সমুদায় সত্যবাক্য বলিয়া দুঃখ করিতেছেন, এই সময়ে রজনী প্রভাত হইয়া আসিল, নিষাদরাজ গুহ লক্ষ্মণের মুখে এই সমস্ত প্রকৃত কথা শ্রবণ করিয়া

রামের প্রতি গুরুতর বন্ধুত্ব নিবন্ধন অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

শর্ব্বরী প্রভাত হইলে রাম শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! সূর্য্যোদয়ের সময় হইয়াছে, ঐ দেখ, কৃষ্ণবর্ণ কোকিল অরণ্যে কূজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ময়ূরগণেরও কণ্ঠরব শুনা যাইতেছে। চল, আমরা এই সময়ে সমুদ্রগামিনী বেগবতী জাহ্নবী পার হইব।

মিত্রানন্দকারী লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায়ানুসারে নৌকা আনয়নের জন্য গুহ ও সুমন্ত্রকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক ভ্রাতার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। গুহ রামের বাক্য শ্রবণ ও প্রণাম পূর্ব্বক সাদরে প্রতিগ্রহ করিয়া সচিবগণকে কহিলেন; দেখ, তোমরা ক্ষেপণী ও কর্ণসংযুক্ত এবং কর্ণধার সমন্বিত এক খানি সুদৃশ্য সুদৃঢ় তরণী শীঘ্র এই তীর্থে আনয়ন কর। অমাত্যগণ গুহের আদেশ শ্রবণমাত্র তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে একখানি পরম সুন্দর নৌকা আনয়ন করিয়া নিষাদরাজকে সংবাদ প্রদান করিল।

অনন্তর নিষাদপতি কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে কহিলেন, দেব! নৌকা উপস্থিত হইয়াছে; আপনি উহাতে আরোহণ করুন। অতঃপর আজ্ঞা করুন, আমি আপনার আর কি

করিব? রাম কহিলেন,—সখে! আমি তোমার প্রসাদে পূর্ণমনোরথ হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার এই সমুদায় দ্রব্য শীঘ্র নৌকায় উঠাইয়া দাও। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ কবচ ধারণ ও খড়্গ, ধনু ও তূনীর গ্রহণ করিয়া সীতার সহিত অবতরণ পথ দিয়া নামিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুমন্ত্র বিনীতবেশে রামের সমীপে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! আমি এক্ষণে আপনার কি করিব?

তখন রাম দক্ষিণ হস্তদ্বারা সুমন্ত্রকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি যত শীঘ্র পার অবহিত চিত্তে মহারাজের নিকটে গমন কর। রথে গমন করা আমার এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। অতঃপর রথ পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে আমি মহাবনে প্রবেশ করিব। সারথি সুমন্ত্র রামের এইরূপ অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি যখন সামান্য লোকের ন্যায় ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনে বাস করিতে চলিলে, তখন ইহা দৈবেরই কার্য্য বলিতে হইবে। এই দৈবকে লঙ্ঘন করিতে পারে, এরূপ কোন পুরুষ জগতে নাই। রাম! তোমায় যখন এরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইল, তখন মনে হয়, ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন, মৃদুতা, সরলতা, এ সমুদায়ে কিছুই ফলোদয় নাই; কিন্তু হে বীর! বলিব কি! তুমি এই কার্য্যে ত্রিভুবন পরাজয় করিয়া সকলের উৎকর্ষ লাভ করিবে। এক্ষণে কেবল তুমি আমাদিগকেই বঞ্চনা করিয়া চলিলে। আমরা পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশতাপন্ন হইয়া দুঃখ ভোগ করিব। সারথি এই কথা বলিতে বলিতে রাম যেন দূরদেশে অবস্থান করিতেছেন নিশ্চয় করিয়া, তাঁহারই

সমীপে আর্ত্তস্বরে বহুক্ষণ রোদন করিলেন। অনন্তর সুমন্ত্র কোনরূপে শোকাবেগ সংবরণ ও বাষ্প-বিমোচন-পূর্ব্বক জলস্পর্শ ও আচমন করিয়া পবিত্র হইলে রাম তাঁহাকে মধুর বাক্যে বারংবার কহিতে লাগিলেন ;—সারথে! ইক্ষ্বাকুবংশের তোমার মত সুহৃদ্ আমি আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। এক্ষণে আমার পিতা যাহাতে আমার নিমিত্ত শোকাকুল না হন, তুমি তাহাই কর। জগতীপতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, সেইজন্যই তোমাকে আমি এ কথা বলিতেছি, যে সেই মহাত্মা মহীপতি কৈকেয়ীর প্রিয় সাধনোদ্দেশে যাহা কিছু অনুজ্ঞা করিবেন, তাহা তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সম্পাদন করিবে। দেখ, কাম-ক্রোধাদি বশতঃও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অন্যে তাহার প্রতিকূলতা করিতে পারিবে না ; এই নিমিত্তই রাজা রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার পিতা কোন বিষয়ে যাহাতে দুঃখিত ও আমার শোকে ব্যথিত না হন, তুমি তাহাই করিবে। তুমি তাঁহাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া আমার নিমিত্ত এই কথা কহিবে, যদিও আমরা অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বনবাস আশ্রয় করিয়াছি, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, লক্ষ্মণও কাতর নহেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলেই আপনি আমাকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পুনরায় দেখিতে পাইবেন। সুমন্ত্র! তুমি আমার মাতা পিতাকে এই কথা বলিয়া অন্যান্য মাতৃগণ ও কৈকেয়ীকেও অবিকল এই কথাই বলিবে এবং আমার জননী কৌশল্যাকে আমাদের সকলের প্রণাম জানাইয়া কুশল

সংবাদ প্রদান করিবে। মহারাজকে বলিবে, তিনি যেন শীঘ্র ভরতকে আনয়ন করিয়া রাজ্যে স্থাপন করেন। তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া আলিঙ্গন করিলে আমাদের বিয়োগজনিত সন্তাপ আর তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে না। ভরতকেও কহিবে, তিনি যেমন মহারাজের প্রতি আচরণ করি-বেন, সমস্ত মাতৃগণের প্রতিও যেন অবিশেষে সেইরূপ আচরণ প্রদর্শন করেন। তোমার মাতা কৈকেয়ী যেরূপ, লক্ষ্মণ-জননী সুমিত্রা এবং আমার মাতা কৌশল্যাকেও সেইরূপে দর্শন করেন। তিনি পিতার প্রিয় কামনায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ইহলোক ও পরলোকে অবশ্য শ্রেয় লাভ করিতে পারিবেন।

রাম সুমন্ত্রকে এইরূপ বুঝাইয়া প্রতিগমনে অনুমতি করিলে সুমন্ত্র ঐ সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন,—রাজকুমার! আমি তোমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া স্নেহ নিবন্ধন যাহা কিছু বলিব, উহা আমাকে ভক্তিমান্ মনে করিয়া মার্জ্জনা করিবে। বৎস! তোমার বিয়োগে পুত্র-শোকাকুলা জননীর ন্যায় যে পুরী কাতর হইয়া রহিয়াছে, তথায় তোমাকে ছাড়িয়া কিরূপে প্রতিগমন করিব? নগর হইতে নির্গমন কালে অয়োধ্যাবাসী লোকেরা আমার এই চালিত রথকে রামযুক্ত দেখিয়াছিল, এখন উহাকে রামশূন্য দেখিলে তাহাদের হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। সংগ্রামস্থলে রথী নিহত হইলে সারথিমাত্রাবশিষ্ট রথ দেখিয়া স্বপক্ষীয় সৈন্য যেরূপ কাতর হয়, এই শূন্য রথ দেখিয়া নগরবাসীদের তদ্রূপ অবস্থাই ঘটিবে। যদিও তুমি এখন বহুদূরে আসিয়া পড়ি-

য়াছ, তথাপি প্রজারা কল্পনাবলে তোমাকে সম্মুখে অবলোকন করিতেছে, কিন্তু কেবলমাত্র আমায় দেখিলে নিরাহারে তাহাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইবে। রাম! তুমি স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছ,—তোমার নিষ্ক্রমণ কালে প্রজারা শোকে অভিভূত ও অধীরচিত্ত হইয়া কিরূপ বিষম ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল। তৎকালে তাহারা যেরূপ ঘোর আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, এখন আমাকে শূন্যরথে যাইতে দেখিলে তদপেক্ষা শতগুণ করিয়া তুলিবে। আমি দেবী কৌশল্যাকেই বা কি বলিব? আমি কি বলিব,—তোমার বংশধরকে মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিলাম? তুমি দুঃখ করিও না। এরূপ অসত্য বাক্য প্রিয় হইলেও কখনও বলিতে পারিব না। অপ্রিয় সত্য বাক্যই বা কেমন করিয়া মুখে আনিব? আর তোমার এই রথবাহী অশ্বেরা আমার নিয়োগে তোমারই স্বজনবর্গ বন্ধুজনকে বহন করিয়া আসিতেছে, এখন ইহারা রথে তোমাকে দেখিতে না পাইলে রথ বহনই করিবে না। অতএব তোমাকে ছাড়িয়া কোনরূপে অযোধ্যায় গমন করিতে পারিব না। আমাকে তোমার অনুগমনে অনুমতি কর। আমি বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থনা ভঙ্গ করিও না। যদি নিতান্তই আমায় পরিত্যাগ কর, তবে ত্যাগমাত্রেই এই রথের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। অরণ্যে তোমার কোন তপোবিঘ্ন ঘটিতে পারে, কিন্তু আমি উহা রথ লইয়া নিবারণ করিতে পারিব। আমি তোমারই জন্য রথচর্য্যা-জনিত সুখ লাভ করিয়াছি, আবার তোমারই প্রসাদে বন-বাসের সুখ প্রাপ্ত হই, ইহহি আমার একান্ত বাসনা। আমি

অরণ্যে তোমার সহচর হইয়া থাকি, ইহাই আমার অভিলাষ। প্রসন্ন হও, এবং প্রীতি পূর্ব্বক আমায় সহচর হইতে অনুজ্ঞা করিলে, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। হে বীর! যদি এই অশ্বেরা তোমার বনবাসকালে তোমার পরিচর্য্যা করে, তাহা হইলে ইহাদেরও সদ্গতি হইবে। আমিও বনে বাস করিয়া প্রাণপণে তোমার শুশ্রূষা করিব, অযোধ্যা বা স্বর্গলোকই হউক, কখন স্মরণ করিব না। তোমাকে ছাড়িয়া কোন মতে অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব না। বনবাস সমাপ্ত হইলে এই রথেই তোমাকে নগরে লইয়া যাই, ইহাই আমার মনোরথ। তোমার সঙ্গে থাকিলে চতুর্দ্দশ বৎসর আমার ক্ষণকালের ন্যায় কাটিয়া যাইবে, নচেৎ উহার শত গুণ হইয়া উঠিবে। হে ভৃত্যবৎসল! প্রভু-পুত্রে যে পথ আশ্রয় করেন, ভৃত্যদের সেই পথ অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; আমিও তাহাই করিয়া আছি, বিশেষতঃ অন্যান্য ভৃত্যমধ্যে আমি একজন তোমার ভক্ত, অতএব ভৃত্যোচিত মর্য্যাদা প্রদানে আমায় বঞ্চনা করিও না।

সুমন্ত্র এইরূপে বহুবিধ দীনভাবে প্রার্থনা করিতেছেন দেখিয়া ভৃত্যবৎসল রাম কহিলেন,—ভর্ত্তৃবৎসল! আমাতে যে তোমার নিরতিশয় ভক্তি আছে তাহা আমি জানি কিন্তু যে জন্য তোমায় অযোধ্যায় পাঠাইতেছি, তাহা শ্রবণ কর। দেখ, তুমি নগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, আমার কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী রাম বনে গিয়াছে, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। নচেৎ ধার্ম্মিক রাজাকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া অন্যথা শঙ্কা করিতে পারেন। আমার প্রধান সঙ্কল্প এই যে কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী ভরত-

পালিত সমৃদ্ধ রাজ্য সুখে ভোগ করেন। অতএব তুমি আমার ও মহারাজের প্রীতির জন্য অযোধ্যায় গমন কর। আর আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিয়া দিলাম, তৎসমুদায় অবিকল বলিবে।

রাম বারংবার সান্ত্বনা বাক্যে সুমন্ত্রকে এই কথা বলিয়া গুহকে কহিলেন,—গুহ! এক্ষণে সজন বনে বাস করা আমার কর্ত্তব্য নহে। জনসমাগম শূন্য আশ্রমে বাস এবং তদুপযোগী বেশও কর্ত্তব্য। অতএব আমি পিতা ও সীতা এবং লক্ষ্মণের হিতকামনায় তপস্বিজন-ভূষণ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক জটাধারণ করিয়া গমন করিব। তুমি সেই জটা নির্ম্মাণের উপযুক্ত বট-নির্য্যাস আনয়ন কর।

গুহ তৎক্ষণাৎ বট-নির্য্যাস আনয়ন করিয়া রাজপুত্রকে প্রদান করিলেন। তখন চীরধারী মহাবাহু রাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃযুগল বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তদ্দ্বারা মস্তকে জটা বন্ধন পূর্ব্বক জটাবল্কলধারী ঋষির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর প্রস্থানকাল উপস্থিত হইলে তৎকাল-সহায় গুহকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন,—সখে! রাজ্য রক্ষা করা অতি দুষ্কর কার্য্য, অতএব তুমি সৈন্য, কোশ, দুর্গ ও জনপদবিষয়ে সতত সাবধান থাকিবে। এই কথা বলিয়া গুহের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে গঙ্গা তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি অগ্রে সীতাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ তুমি আরোহণ কর। লক্ষ্মণ ভ্রাতার আদেশানুসারে জানকীকে অগ্রে উঠাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উঠিলেন। অনন্তর

রামও নৌকায় আরোহণ করিয়া আত্মহিত কামনায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়োচিত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ লক্ষ্মণ জানকীর সহিত সেই পবিত্র গঙ্গাজলে আচমন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক ভগবতী ভাগীরথীকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর রাম সুমন্ত্র ও সসৈন্য গুহকে প্রতিগমনে অনুমতি করিয়া নাবিকদিগকে নৌকা চালনার আদেশ করিলেন। নাবিকগণ ক্ষেপণী ও কর্ণ সংযোগে দ্রুত বেগে নৌকা চালাইতে লাগিল। ক্রমে তরণী ভাগীরথীর মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে অনিন্দিতা সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই পুণ্য নদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—ভগবতি গঙ্গে! এই মহারাজ দশরথের পুত্র তোমার কৃপায় যেন নির্ব্বিঘ্নে নিদেশ পালন করিতে পারেন। ইনি সমগ্র চতুর্দ্দশ বৎসর মহাবনে বাস করিয়া যখন ভ্রাতা ও আমার সহিত প্রত্যাগমন করিবেন,—হে দেবি! তখন আমি নিরাপদে আসিয়া মনের আনন্দে তোমার পূজা করিব। হে ত্রিপথগে! তুমি ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া আছ। উদধিরাজের ভার্য্যা! আমি তোমাকে প্রণাম ও স্তব করিতেছি। এই নরব্যাঘ্র রাম কুশলে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলে আমি ব্রাহ্মণগণকে তোমারই প্রীতি উদ্দেশে শতসহস্র গো, বস্ত্র ও অন্নদান করিব এবং সহস্র ঘট সুরা ও পলান্ন দ্বারা তোমার পূজা করিব। আর তোমার তীরে যে সমুদায় দেবতা আছেন, তাঁহাদিগকে এবং দেবালয় ও তীর্থ স্থান সমুদায় অর্চ্চনা করিব।

পতিব্রতা সীতা যৎকালে এইরূপে গঙ্গার স্তুতিপাঠ করিতেছিলেন, সেই অবসরে নৌকা নদীর দক্ষিণ তীরে দ্রুত

বেগে উপস্থিত হইল। তখন সকলে নৌকা হইতে অবতরণ করিলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! সজন হউক্ বা বিজনই হউক, সীতাকে রক্ষা করিতে সাবধান হও। বিজন বনে ত অবশ্যই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তুমি সর্ব্বাগ্রে গমন কর, সীতা তোমার অনুগমন করুন। আমি পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়কেই রক্ষা করিয়া যাইব। বৎস! এখন হইতে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য হইতেছে, আজ পর্য্যন্ত কোন দুঃসাধ্য কার্য্য উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু অদ্যই জানকী বনবাস-দুঃখ জানিতে পারিবেন। যেখানে জনমানবের সম্পর্ক নাই, ধান্যক্ষেত্র বা উদ্যান নাই, স্থান সমুদায় নিম্নোন্নত গর্ত্তাদিদ্বারা আকীর্ণ, সেই বনে আজ প্রবেশ করিবেন। রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন, অনন্তর সীতা, রাম তৎপশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

এদিকে সুমন্ত্র রামকে নির্নিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে দৃষ্টি পথের অতীত হইলে দুঃখিত হৃদয়ে কেবল অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই লোকপালতুল্য প্রভাবশালী মহাত্মা রাম সুসমৃদ্ধ প্রচুর শস্যপরিপূর্ণ বৎসদেশে গমন করিয়া তথায় বরাহ, ঋষ্য, পৃষত ও মহারুরু এই চতুর্ব্বিধ মহামৃগ হনন ও তাহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্তহৃদয়ে বাসার্থ সায়ংকালে এক বনস্পতি সমীপে উপস্থিত হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

—○○—

রাম সেই বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! নগরের বাহিরে আজ আমাদের এই প্রথম রাত্রি। আজ আর আমাদের সঙ্গে সুমন্ত্রও নাই। তুমি তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না। আজ হইতে রাত্রিকালে আলস্য পরিহারপূর্ব্বক আমাদিগকেই জাগিয়া থাকিতে হইবে। কেন না, সীতার রক্ষণাবেক্ষণ কেবল আমাদেরই আয়ত্ত। এস, আমরা আজিকার রাত্রিটী এই স্থানে যাপন করি এবং তৃণ পত্র সংগ্রহ করিয়া ভূমিতে আস্তরণ পূর্ব্বক কষ্টে স্বচ্ছন্দে শয়ন করি।

মহার্হ শয্যায় শয়ন করা যাঁহার অভ্যস্ত, সেই রাম অদ্য ভূমিতলে শয়ন করিয়া লক্ষ্মণকে পুনরায় কহিলেন,—দেখ লক্ষ্মণ! অদ্য মহারাজ নিশ্চয়ই অতি দুঃখে শয়ন করিতেছেন। কিন্তু কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, তিনি অবশ্য সন্তুষ্ট হইতে পারেন। সেই কৈকেয়ী ভরত উপস্থিত হইলে তাহার মহারাজ্যে অভিষেকার্থ মহারাজকেও প্রাণে বাঁচিতে দিবেন না। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, আমি কাছে নাই, সুতরাং এখন তিনি অনাথ হইয়া পড়িয়াছেন; জানি না, তিনি কামের অনুরোধে কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া কি করিতে পারিবেন? তাঁহার এই বিপত্তি ও মতিভ্রম দেখিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই বলবান্। নতুবা কোন্

অবিদ্বান্ পুরুষও স্ত্রীর নিমিত্ত আমার মত আজ্ঞানুবর্ত্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে? কৈকেয়ীনন্দন ভরতই আজ ভার্য্যার সহিত সুখী, তিনি একাকীই সমস্ত কোশল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া ভোগ করিবেন। পিতা জীর্ণ হইয়াছেন, আমিও অরণ্য আশ্রয় করিলাম, সুতরাং তিনি একাকীই অখণ্ড রাজ্যের সুখ অনুভব করিবেন। যিনি অর্থ ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কামের অনুবর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই রাজা দশরথের ন্যায় বিপদ্ প্রাপ্ত হন। আমার বোধ হইতেছে, রাজার বিনাশ, আমার বনবাস ও ভরতের রাজ্য প্রাপ্তির জন্যই কৈকেয়ী আসিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ! কৈকেয়ী এখন সৌভাগ্য-মদে গর্ব্বিত হইয়া কেবল আমারই জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে যন্ত্রণা দিবেন। আমার জন্য তোমার জননী দুঃখ পাইবেন,—অতএব লক্ষ্মণ! তুমি কল্য প্রভাতেই এ স্থান হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও। আমি একাকী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব। আমার মাতা কৌশল্যা নিতান্ত অনাথা হইয়া পড়িয়াছেন, তুমি যাইয়া তাঁহার রক্ষক হও। কৈকেয়ী অত্যন্ত নীচাশয়া, তিনি দ্বেষবশতঃ অন্যায় কাজ করিতে পারেন। এমন কি, তিনি তোমার ও আমার মাতাকে বিষ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। বৎস! আমার জননী জন্মান্তরে অনেক স্ত্রীলোকের পুত্র বিযোজিত করিয়া-ছিলেন, তাহারই এই পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। মা আমাকে চিরদিন ধরিয়া লালন পালন করিলেন, কত দুঃখে এত বড় করিলেন, এখন আমি তাঁহাকে কোথায় সুখী করিব, না আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া

চলিয়া আসিলাম! ধিক্ আমাকে! কোন সীমন্তিনী যেন আমার মত হতভাগ্যকে গর্ভে ধারণ না করেন। আমি কেবল মাতাকে যন্ত্রণা দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। লক্ষ্মণ! মাতা আমার যে সারিকাকে পালন করিয়া বাক্য কহিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেও আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! কেন না, তাহার মুখে তিনি বৈরনির্য্যাতনের কথা শুনিতে পান। সেই শোকাকুলা মাতার আমি পুত্র হইয়া কি উপকার করিলাম? তিনি নিতান্ত হতভাগিনী, তাই আমার বিয়োগে দুঃখ সাগরে পতিত হইয়া শোকার্ত্তহৃদয়ে শয়ন করিতেছেন। আমি ক্রুদ্ধ হইলে একাকীই অযোধ্যা এমন কি পৃথিবীকেও নিষ্কণ্টক করিতে পারি, কিন্তু বৃথা বীরত্ব দেখাইবার প্রয়োজন নাই। ভাই! আমি কেবল অধর্ম্ম ও পরলোক ভয়ে ভীত, সেইজন্যই আপনাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিলাম না। মহাবীর রাম সেই নির্জ্জন অরণ্যে এইরূপ করুণ স্বরে বহু বিলাপ করিয়া সাশ্রুবদনে মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ শিখাশূন্য অগ্নি এবং বেগহীন সমুদ্রের ন্যায় রামকে নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—আর্য্য! আপনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিলে শশাঙ্কশূন্য শর্ব্বরীর ন্যায় আজ অযোধ্যা নিশ্চয়ই নিষ্প্রভা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আপনিও যদি এইরূপ পরিতাপ করেন, তাহা হইলে আমরাও বিষণ্ণ হইয়া পড়িব। জল হইতে মৎস্য উদ্ধৃত হইলে তাহারা যেমন বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ আপনি ভিন্ন সীতা বা আমি মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না।' 'আপনাকে ছাড়িয়া পিতা,

মাতা এবং শত্রুঘ্ন, এমন কি স্বর্গ পর্য্যন্তও দেখিতে ইচ্ছা করি না।

রাম লক্ষ্মণের এইরূপ বচন শ্রবণ ও বনবাসের দৃঢ়সংকল্প বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে স্বীয় সহচর রূপে বনবাসব্রতের অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং অদূরে বটবৃক্ষমূলে লক্ষ্মণ-রচিত পর্ণ-শয্যা দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ সীতা ও রাম তথায় গিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই জনসমাগম-শূন্য ঘোর অরণ্যমধ্যে রঘুকুলবংশধর দুইটী বীর গিরিদরীশায়ী কেশরীর ন্যায় অকুতোভয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

-০০-

তাঁহারা সেই মহাবৃক্ষতলে রাত্রি বাস করিয়া সূর্য্য উদিত হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যে স্থলে যমুনা ভাগীরথীর সহিত সঙ্গত হইয়াছেন, সেই দেশ লক্ষ্য করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে নানাভূভাগ, অদৃষ্টচর, মনোহর দেশ ও বিবিধ কুসুম-সুশোভিত পাদপশ্রেণী তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। ক্রমে দিবাবসান হইয়া আসিল, তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! ঐ দেখ, সম্মুখে প্রয়াগ-ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ঐ স্থলে ভগবান্ হুতা-শনের কেতুস্বরূপ উত্তুঙ্গ ধূম উদ্গত হইতেছে, অতএব বোধ

হয় ঐ স্থানে কোন ঋষি বাস করিয়া আছেন। আমরা নিশ্চয়ই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম স্থল প্রাপ্ত হইলাম। ঐ দেখ, উভয় জলের সংঘর্ষণের ভীষণ শব্দ শ্রুত হইতেছে। বন-জীবীরা কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া রাখিয়াছে, যে সকল বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ ভঙ্গ করা হইয়াছে, উহারা ঐ আশ্রম পদেরই বৃক্ষ, তাহাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

অনন্তর সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইলে ধনুর্দ্ধারী রাম ও লক্ষ্মণ তত্রত্য মৃগপক্ষিগণের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক সুখে গমন করিয়া গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরেই শিষ্য-মুখে অনুমতি লাভ করিয়া উটজ দ্বারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কঠোর ব্রতাবলম্বী ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিয়া শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট আছেন। মহাভাগ রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন এবং জান-কীকেও অভিবাদন করাইলেন। অনন্তর আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! আমরা মহারাজ দশ-রথের পুত্র, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। ইনি জনক দুহিতা কল্যাণী সীতা আমার ভার্য্যা। ইনিও বিজন বনে আমার অনুগমন করিয়াছেন। আমার এই প্রিয় সুমিত্রানন্দন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রতধারী হইয়া আমারই অনুসরণ করিয়াছেন। আমরা পিতার নিয়োগে তপোবনে প্রবেশ করিব এবং ফলমূল আহার করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিব।

ধীমান রাজপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি অর্ঘ্য, উদক ও বৃষ আনয়ন করিলেন এবং বিবিধ বনজাত ফলমূলযুক্ত ভোজ্য বস্তু ও পানীয় আনয়ন করিয়া প্রদান করিলেন। অতঃপর তাঁহার বাসার্থ-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া মৃগ, পক্ষী ও অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক বিবিধোপচারে অর্চ্চনা করিলেন। রামও তাঁহাদিগের আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক সেই মুনিগণের মধ্যে আসীন হইলে মহর্ষি কথা প্রসঙ্গে কহিলেন;—রাম! বহুদিনের পর এই আশ্রমে তোমাকে দেখিতে পাইলাম। আমি শুনিয়াছি যে তোমার অকারণ নির্ব্বাসন হইয়াছে, যাহা হউক, এক্ষণে এই মহানদী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম স্থান অতি পবিত্র রমণীয় ও নির্জ্জন, তুমি এই স্থানে সুখে বাস কর।

রাম মহর্ষির বাক্য শুনিয়া কহিলেন,—ভগবন! এই স্থানটী পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী। আমার বোধ হয়, আমরা এই স্থানে অবস্থান করিলে পুর-বাসীরা সর্ব্বদাই জানকী ও আমাকে দেখিতে আসিবেন, এই কারণেই আমি এখানে বাস করিতে অভিলাষ করি না। জানকী যে স্থানে সুখে বাস করিতে পারেন, আপনি তাদৃশ একটী নির্জ্জন স্থান দেখিয়া দিউন। মহামুনি ভরদ্বাজ রামের এই হেতুগর্ভ শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—বৎস! এইস্থান হইতে দশক্রোশ দূরে গন্ধমাদন-সদৃশ চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বত আছে, উহা দেখিতে অতি সুন্দর, উহাতে মহর্ষিগণ সতত বাস করিতেছেন, গোলাঙ্গুল বানর ও ভল্লুক সকল

বিচরণ করিতেছে; ঐ চিত্রকূটের শিখরদেশ মনোমুগ্ধকর; দর্শনেও কল্যাণ বিধান করে। এইস্থানে বহুসংখ্যক বৃদ্ধ ঋষি শতবর্ষ তপঃসাধন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, এই স্থানই তোমার পক্ষে নির্জ্জন ও সুখকর হইবে। অথবা যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমার সহিত এই আশ্রমেই বাস কর।

এই কথা বলিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রিয় অতিথি রামকে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত বিবিধ উপচারে পরিতুষ্ট করিয়া যথোচিত সৎকার করিলেন, রামও সেই প্রয়াগক্ষেত্রে মহর্ষিকে পাইয়া পবিত্র ও বিচিত্র বহুবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাত্রি উপস্থিত হইল। রাম সে দিন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া সেই রমণীয় আশ্রমে পরম সুখে রাত্রি যাপন করিলেন।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে নরশ্রেষ্ঠ রাম প্রদীপ্ততেজা মহর্ষিকে কহিলেন,—ভগবন্! আপনার আশ্রমে অদ্য নিশা যাপন করিলাম, এক্ষণে চিত্রকূট গমনে আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করুন। ভরদ্বাজ কহিলেন,—রাম! আমি মনে করি চিত্রকূট পর্ব্বতই তোমার উপযুক্ত বাসস্থান, তথায় ফলমূল ও মধু প্রচুর পরিমাণে পাইবে। ঐ চিত্রকূটে নানা প্রকার বৃক্ষ আছে, তথায় কিন্নর ও উরগগণ বসতি করিতেছে। ময়ূরগণ কেকারব করিতেছে, উহার বন প্রান্তে গজযূথ ও মৃগযূথ সকল বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাইবে। রাম! ঐ স্থানে তুমি সীতার সহিত নদী, প্রস্রবণ, দরী, কন্দর ও নির্ঝর প্রদেশে বিচরণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবে। আরও দেখিবে,

ভ ও কোকিলকুল মধুর কূজনে সমস্ত ভূধরকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে। সেই জন্যই বলিতেছি, সেই সুরম্য সুখময় স্থান লাভ করিয়া সুখে বাস করিতে পারিবে।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

—oo—

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ তথায় রাত্রি যাপন করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন পূর্ব্বক চিত্রকূটাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন পিতা যেমন ঔরস পুত্রকে কোন বিদেশে প্রস্থান করিতে দেখিলে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, মহর্ষিও সেইরূপ ইহাঁদের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন করিলেন। অনন্তর রামকে কহিতে লাগিলেন,—বৎস! তুমি গঙ্গা-যমুনার সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া পশ্চিম বাহিনী যমুনার তীর আশ্রয় করিয়া গমন করিবে। যেখানে দেখিবে, কালিন্দীর স্রোত প্রতিকূল দিকে যাইতেছে, তথায় মনুষ্যের গমনাগমন দ্বারা পদচিহ্নযুক্ত একটী ঘাট দেখিতে পাইবে। সেই স্থানে ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া নদী পার হইবে। পরপারে কিয়দ্দূর গমন করিয়াই পথিমধ্যে একটী বিশাল শ্যামবর্ণের বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে। ঐ বটবৃক্ষ হরিদ্বর্ণ পর্ণে আচ্ছাদিত, বহুবিধ বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত, উহার মূল প্রদেশে সিদ্ধগণ বাস করিতেছেন। সীতা সেই বৃক্ষের নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবেন। ইচ্ছা করিলে সীতা তাহার শীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারেন, তোমরা তথা হইতে একক্রোশ

দূরে যাইয়া শল্লকী ও বদরী মিশ্রিত এবং যমুনা তীরজাত অন্যান্য বহু বন্য বৃক্ষ পরিশোভিত এক নীল কানন দেখিতে পাইবে। চিত্রকূট যাইবার এই পথই প্রশস্ত, আমি অনেকবার এই পথে গমন করিয়াছি। এই পথ অতি রম্য দর্শন, বালুকাময় ও দাবানল বিবর্জ্জিত।

মহর্ষি ভরদ্বাজ এইরূপে চিত্রকূটের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলে রাম তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! আপনার নির্দ্দিষ্ট পথেই আমরা গমন করিব। আপনি এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হউন।

মহর্ষি প্রতিগমন করিলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! মুনি আমাদের প্রতি যেরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে আমাদেরও পুণ্যবল আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ভ্রাতৃদ্বয় সীতাকে অগ্রে করিয়া যমুনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে যমুনা তীরে উপস্থিত হইয়া কিরূপে স্রোতস্বিনী পার হইবেন ভাবিতে লাগিলেন।

অনন্তর বন হইতে কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা এক সুমহৎ ভেলা প্রস্তুত করিয়া বেণা দ্বারা পরিবেষ্টন করিলেন। পরে মহাবল লক্ষ্মণ বেতসশাখা ও জম্বুশাখা ছেদন করিয়া সীতার নিমিত্ত এক সুখকর আসন নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তখন দশরথতনয় রাম অচিন্ত্যপ্রভাবা ঈষৎ লজ্জিতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় প্রেয়সী সীতাকে সেই ভেলার উপর আরোহণ করাইলেন, পশ্চাৎ তাঁহার পার্শ্বে বসনভূষণ রাখিয়া খনিত্র ও পেটক যত্নপূর্ব্বক অন্যস্থানে রক্ষা

করিলেন। অনন্তর প্রীতচিত্তে উভয়ে তদুপরি আরোহণ-পূর্ব্বক নদী পার হইতে লাগিলেন। সীতা যমুনার মধ্য-স্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা পূর্ব্বক কহিলেন,—দেবি! আমি তোমার উপর দিয়া পরপারে যাইতেছি, আমার মঙ্গল বিধান করুন; দেখিবেন, যেন এইরূপে আমার পতি ব্রত পার হইতে পারেন। আমার স্বামী দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রত পালন করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ-পালিতা অযোধ্যা নগরীতে কুশলে প্রত্যাগমন করিলে, আমি তোমাকে গোসহস্র ও একশত ঘট সুরাদ্বারা অর্চ্চনা করিব। বরবর্ণিনী সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতে করিতে তরঙ্গাকুলা যমুনার দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর তাঁহারা সেই ভেলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমুনা তীরে অবতরণ করিলেন, এবং তথা হইতে তীরবর্ত্তী বনভাগ অতি-ক্রম করিয়া শ্যাম বটের হরিৎপর্ণাচ্ছাদিত শীতল ছায়া প্রাপ্ত হইলেন। জানকী সেই বটতরুকে কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন,—হে তরুবর! আমার পতি যেন ব্রত কাল পালন করিতে পারেন। আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যেন আর্য্যা কৌশল্যা ও যশস্বিনী সুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার; এই বলিয়া বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এইরূপে সীতার প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে অগ্রে চল, আমি ধনুর্দ্ধারী হইয়া তোমাদের পশ্চাতে যাইতেছি। দেখ, পথিমধ্যে গমন কালে জানকী যে যে ফল পুষ্প চাহেন, অথবা যাহাতে ইহাঁর প্রীতি জন্মে, তুমি তাহা তৎক্ষণাৎ

আনিয়া দিবে। সীতা যাইতে যাইতে এক একটী রমণীয় বৃক্ষ, গুল্ম ও অদৃষ্টপূর্ব্ব পুষ্প সুশোভিত লতা দেখিতে পান অমনি রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণও তখনই তাহা আনিয়া দেন, জনকনন্দিনী বিচিত্রবালুকতটা নির্ম্মল-সলিল-বাহিনী হংস-সারস-নাদিতা যমুনাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্রোশ মাত্র পথ অতিক্রম করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ বহু পবিত্র মৃগবধ করিয়া সেই বনমধ্যে ভোজন ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। অনন্তর সেই ময়ূরগণ সেবিত, মাতঙ্গাকুল বানরযূথবিশিষ্ট কাননে বিহার করিয়া সন্ধ্যা সমাগমে প্রফুল্ল চিত্তে নদী তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

—০০—

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে রাম লক্ষ্মণকে জাগরিত করিলেন। লক্ষ্মণ জাগরিত হইয়াও তন্দ্রালসে আচ্ছন্ন থাকায় রাম কহিতে লাগিলেন,—লক্ষ্মণ! ঐ শুন, শুক, কোকিল প্রভৃতি বনচর বিহঙ্গমগণ কেমন মধুর স্বরে কলরব করিতেছে! এই আমাদের প্রস্থানের কাল; এই সময়ই আমাদের চিত্রকূট যাত্রা করিতে হইবে। তখন লক্ষ্মণ ভ্রাতা-কর্ত্তৃক যথা সময়ে জাগরিত হইয়া নিদ্রা, তন্দ্রা এবং পূর্ব্ব-দিনের পরিশ্রম পরিহার পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। অতঃপর সকলে যমুনার পবিত্র জলে অবগাহন পূর্ব্বক ঋষি-

সেবিত পথ আশ্রয় করিয়া চিত্রকূটের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। রাম সৌমিত্রির সহিত গমন কালে পদ্মপলাশাক্ষী সীতাকে কহিলেন,—অয়ি বিদেহ নন্দিনি! দেখ, দেখ, বসন্তাগমে পলাশ তরুগণ স্ব স্ব পুষ্প বিকাশ দ্বারা যেন মাল্য ধারণ করিয়াছে এবং বোধ হইতেছে, যেন পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, ভল্লাতক ও বিল্ববৃক্ষ সমুদায় ফলপুষ্পভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ভোগ করিবার কেহ নাই। বৃক্ষে বৃক্ষে মধুকরীগণ দ্বারা সঞ্চিত দ্রোণ পরিমিত মধুক্রম লম্বমান রহি-রহিয়াছে, সুতরাং এই স্থানে ফল মূল দ্বারা আমরা অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারিব। ঐ শুন, দাত্যুহ চীৎকার করিতেছে, ময়ূর আবার তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছে। এই রমণীয় বনস্থল বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত পুষ্পাস্তরণে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ চিত্রকূট পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, উহার শিখর দেশ অতিশয় উন্নত। উহাতে মাতঙ্গ সকল দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে, পক্ষিগণ কলরব করিয়া চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। বৎস লক্ষ্মণ! আমরা এই চিত্রকূট-কাননে রমণীয় পবিত্র সমতল ক্ষেত্রে ঘন সন্নিবিষ্ট পাদপচ্ছায়ায় বিহার করিয়া বেড়াইব।

অনন্তর তাঁহারা পাদব্রজে কিয়দ্দূর গমন করিয়া রমণীয় শৈল চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—দেখ লক্ষ্মণ! এই বৃক্ষলতাকীর্ণ পর্ব্বতটী অতীব মনোহর। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল আছে, এখান-

কার জলও অতি সুস্বাদু। বোধ হইতেছে, এখানে জীবিকার জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। এই পর্ব্বতে মহাত্মা মুনিগণ বাস করিতেছেন। ইহাই আমাদের বাসযোগ্য স্থান হউক, এস এই খানেই বাস করি। এই বলিয়া তাঁহারা বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং লক্ষ্মণ রামকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক আসন প্রদান করিয়া যথেষ্ট সংবর্দ্ধনা ও সৎকার করিলেন।

অতঃপর মহাবাহু রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! এক্ষণে তুমি উৎকৃষ্ট ও দৃঢ় কাষ্ঠ আনয়ন করিয়া বাস গৃহ প্রস্তুত কর। লক্ষ্মণ অগ্রজের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবিধ বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া কাষ্ঠ ভার আনয়ন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। উহা কাষ্ঠভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, কবাটযুক্ত ও দেখিতে অতি সুদৃশ্য। দেখিয়া রাম শুশ্রূষাপরায়ণ একাগ্রচিত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! এস, এক্ষণে মৃগ মাংস আনয়ন করিয়া আমরা বাস্তু যাগ করিব। যাঁহারা দীর্ঘজীবনের আশা করেন, তাঁহাদিগকে বাস্তু শান্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব শুভদর্শন লক্ষ্মণ! তুমি একটী মৃগ বধ করিয়া শীঘ্র এইস্থানে আনয়ন কর। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিধি সর্ব্বথা পালন করিলে দোষাবহ হয় না।

লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের বাক্যানুসারে মৃগবধ করিয়া আনিলেন। রাম তখন তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন,—বৎস! তুমি ইহাকে

পাক করিয়া আনিয়া দাও, আমি স্বয়ং বাস্তুশান্তির জন্য যজ্ঞ করিব। দেখ, অদ্যকার দিন ধ্রুব নামক, আর এই মুহূর্ত্তকেও সৌম্য বলিয়া থাকে, অতএব তুমি এই কার্য্যে সত্বর হও। তখন লক্ষ্মণ সেই পবিত্র মাংস প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ নিক্ষিপ্ত মাংস অত্যন্ত শুষ্ক-শোণিত এবং সুপক্ক হইয়াছে জানিয়া রামকে কহিলেন, আর্য্য! আমি এই কৃষ্ণমৃগকে সর্ব্বাবয়বে পাক করিয়া আনিয়াছি, আপনি যজ্ঞকার্য্যকুশল, ইহা দ্বারা দেবোদ্দেশে বাস্তুযাগ সমাধা করুন। দৈবকার্য্যাভিজ্ঞ গুণবান্ রাম স্নান করিয়া সংযত চিত্তে যাগসমাপক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞ সমাধা করিলেন এবং অন্যান্য দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে গৃহ প্রবেশ করিলেন। তখন অমিততেজা রামের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার হইল। তিনি গৃহ প্রবেশ করিয়া বাস্তুদোষ প্রশমনার্থ বৈশ্বদেব, রৌদ্র ও বৈষ্ণববলি প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার যথাবিধি নদীতে স্নানপূর্ব্বক অন্যান্য মঙ্গল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর আশ্রমের অনুরূপ বেদিস্থল, চৈত্য ও আয়তন প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন।

দেবগণ যেমন সুধর্ম্মা নাম্নী সভায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম সেই বৃক্ষপর্ণাচ্ছাদিত যথাযোগ্য স্থানে প্রস্তুত, বায়ু নিরোধক্ষম মনোজ্ঞ কুটীরে বাসার্থ প্রবিষ্ট হইলেন। রাম মনোহর চিত্রকূটে মৃগপক্ষি-নিষেবিত সুন্দর অবতরণ পথবিশিষ্ট মাল্যবতী নদীকে লাভ করিয়া এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি যে অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, এ দুঃখ একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

—০০—

এদিকে রাম ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে অবতীর্ণ হইলে গুহ দুঃখিতহৃদয়ে সুমন্ত্রের সহিত বহুক্ষণ রামের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। সুমন্ত্রও প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন, তৎকর্ত্তৃক তথায় সভাজন, পরে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন পর্য্যন্ত সমস্ত রাম-বৃত্তান্ত গুহ প্রেরিত দূত মুখে সম্যক্ অবগত হইলেন; এবং গুহের অনুজ্ঞানুসারে রথে অশ্ব যোজনা পূর্ব্বক অত্যন্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া অযোধ্যার অভিমুখে গমন করিলেন। পথে পুষ্প সুরভিত কানন, নদী, সরোবর, গ্রাম ও নগর অবলোকন করিতে করিতে দ্রুত বেগে রথ চালাইতে লাগিলেন। অনন্তর তৃতীয় দিবসে সায়াহ্ন-কালে নিরানন্দ অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন;—নগর শূন্য ও নিস্তব্ধ, তখন তিনি শোক ও দুঃখে অধীর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই পুরী কি রামের শোকানলে হস্তী, অশ্ব, রাজা ও প্রজার সহিত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে? এই ভাবিয়া সারথি শীঘ্রগামী অশ্ব দ্বারা নগর দ্বারে উপস্থিত হইয়া সত্বর তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রথ লইয়া সুমন্ত্রকে আসিতে দেখিয়া নগরবাসী শত সহস্র লোক "রাম কোথায়, রাম কোথায়?" বলিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং বেগে ধাবিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সারথি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি গঙ্গাতীরে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা রামকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহার সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রতি-নিবৃত্ত হইলাম। ইহাঁর অধিক আর আমি কিছুই জানি না।

তখন পুরবাসীরা রাম গঙ্গা পার হইয়া চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া বাষ্পাকুল বদনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক,—অহো ধিক্! হা রাম! ইত্যাদি বাক্যে রোদন করিতে লাগিল এবং তৎকালে তাহারা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, হায়! আমরা রামকে পুনরায় আর এই রথে দেখিতে পাইলাম না। দান, যজ্ঞ, বিবাহ ও মহৎ সমাজ ইহার কোন স্থলেই রামকে পুনরায় দেখিতে পাইব না? রাম, কাহার কোন্ কার্য্য উপযুক্ত, কাহার কোন্ বস্তু প্রিয়, কোন্ কার্য্যই বা ইহলোক ও পরলোকে শুভাবহ হইবে, এই সমস্ত চিন্তা করিয়া পিতার ন্যায় আমাদিগকে পালন করিয়াছেন। তৎকালে সুমন্ত্র বিপণির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে বাতায়নে দণ্ডায়মান অন্তঃপুর নারীদিগেরও বহুবিধ পরিতাপ ও বিলাপ শুনিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি রাজমার্গে বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া যে গৃহে রাজা অবস্থান করিতেছেন, সেই ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি রাজ সদনে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক লোকাকীর্ণ সপ্তকক্ষ্যা উত্তীর্ণ হইলেন। তখন হর্ম্ম্য, বিমান ও প্রাসাদ হইতে সুমন্ত্রকে আগমন করিতে দেখিয়া পুরনারীগণ রামের অদর্শনে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নিতান্ত কাতর হইয়া অশ্রুপ্লাবিত আয়ত ধবল চক্ষু দ্বারা অস্পষ্ট ভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর সুমন্ত্র প্রাসাদ হইতে শোকাকুল রাজ-মহিষীদিগের মৃদুবচন শুনিতে পাইলেন,—তাঁহারা কহিতেছেন,"দেখ, সারথি রামকে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাকে

ছাড়িয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। জানি না, এখন তিনি কি বলিয়া শোকাতুরা কৌশল্যাকে প্রবোধ দিবেন। পুত্র রাম রাজ্যাভিষেক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও কৌশল্যা যখন প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তখন মনে হয়, জীবন ধারণে যথেষ্ট কষ্ট আছে, কিন্তু উহা পরিত্যাগ করা সহজ নহে।

সুমন্ত্র রাজমহিলাদিগের এই সমুদায় সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকে অভিভূত হইয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন রাজা সেই সুধাধবলিত গৃহে পুত্র শোকে আকুল হইয়া ম্লানমুখে ও দীনভাবে বসিয়া আছেন। সুমন্ত্র সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক রাম যাহা কিছু বলিয়া দিয়াছিলেন তৎসমুদায় নিবেদন করিলেন। রাজা তদ্গত চিত্তে ও নিস্তব্ধ ভাবে সুমন্ত্র বচন শ্রবণে পুত্র শোকে অধীর হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইলে অন্তঃপুরনারীগণ বাহু উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন।

তখন সুমিত্রার সহিত কৌশল্যা ধরালুণ্ঠিত রাজাকে উঠাইয়া কহিতে লাগিলেন,—মহাভাগ! সেই দুষ্কর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত তোমার রামের দূত বনবাস হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তুমি কি জন্য ইহার সহিত আলাপ করিতেছ না? তুমি কি আজ পুত্রপ্রবাসনরূপ দুর্নীতি অবলম্বন করিয়া লজ্জিত হইতেছ? দেব! শোক পরিহার করিয়া গাত্রোত্থান কর, তোমার সত্য পালনরূপ পুণ্য রক্ষা হউক। তোমার এইরূপ শোক উপস্থিত হইলে সমস্ত

পরিজন একেবারেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। রাজন্! তুমি যাঁহার ভয়ে সারথিকে পুত্রের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছ না, সেই কৈকেয়ী এখানে নাই; তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে কথা কও।

শোকাকুলা কৌশল্যা বাষ্পাকুলবচনে মহারাজকে এইরূপ বলিতে বলিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তখন অন্যান্য রাজমহিষীরা কৌশল্যাকে মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত, রাজাকেও অবসন্ন প্রায় দেখিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুর হইতে তাদৃশ ঘোর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে শুনিয়া কি তরুণ, কি বৃদ্ধ নর নারী মাত্রেই রোদন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যা পুনরায় ঘোর সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

—০*০—

অনন্তর পরিচর্য্যা দ্বারা মহারাজ দশরথ মূর্চ্ছাবসানে সংজ্ঞা লাভ করিয়া রাম-বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন। সুমন্ত্রও কৃতাঞ্জলি হইয়া মহারাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা রামশোকে কাতর হইয়া কেবল শোক ও পরিতাপ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে চিন্তামগ্ন হইয়া প্রত্যগ্র ধৃত কুঞ্জরের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সুমন্ত্র নিজের আগমন সংবাদ প্রদান করিলে রাজা ধূলিধূসরিত দেহ, অশ্রুসিক্ত বদন, দীনভাবাপন্ন সুমন্ত্রকে

কাতর হৃদয়ে কহিলেন,—সারথে! ধর্ম্মাত্মা আমার-রাম বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া কোথায় বাস করিবেন? রাম আমার অত্যন্ত সুখী, কি আহার করিবেন? দুঃখ করা তাঁহার নিতান্ত অনভ্যস্ত, চিরদিন সুখশয্যায় শয়ন করিয়া আসিতেছেন; এখন সেই রাজতনয় কেমন করিয়া অনাথের ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিতেছেন! গমনকালে হস্তী, রথ ও পদাতি যাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে, সেই রাম বিজন বন আশ্রয় করিয়া কেমন করিয়া বাস করিবেন! যথায় অজগর ভুজঙ্গ, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণী ও কাল সর্প অবস্থান করে, সেই অরণ্যে কুমার রাম লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত কিরূপে থাকিবেন? হায়! আমার কুমারদ্বয় সুকুমারী তাপসী-স্বভাবা সীতাকে লইয়া কিরূপে রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক পাদচারে গমন করিলেন? সারথে! অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন মন্দর গিরিতে গমন করেন, সেইরূপ আমার তনয় দুইটীকে তুমি যখন বন-প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য। তুমি বল, বল, রাম আমাকে কি বলিয়া-দিয়াছেন, লক্ষ্মণই বা কি বলিলেন? সীতাও বনে উপস্থিত হইয়া আমাকে কি কথা কহিয়া দিলেন? আর তাঁহাদের শয়ন, ভোজন ও উপবেশন সমস্তই আমার কাছে কীর্ত্তন কর। দেবরাজের আদেশে সাধু সমাজে পতিত হইয়া তাঁহাদের সদালাপে স্বর্গভ্রষ্ট মহারাজ যযাতির জীবনকাল যেরূপ সুখকর হইয়াছিল, তদ্রূপ পুত্রসংসর্গ রূপ স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও আমি ভবাদৃশ সাধু সমাগম হইতে পুত্র বার্ত্তা শ্রবণে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারিব।

সুমন্ত্র নরেন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পগদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—মহারাজ! রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মে অভিনিবেশ পূর্ব্বক আমায় কহিয়া দিলেন,—"সুমন্ত্র! তুমি আমার বাক্যানুসারে সেই ত্রিলোকবিখ্যাত মহাত্মা পরম পূজনীয় পিতার চরণে প্রণাম করিবে। সমস্ত অন্তঃপুর নারীদিগকে আমার যথাযোগ্য অভিবাদন ও আরোগ্য সংবাদ নির্ব্বিশেষে কহিবে। আমার মাতা কৌশল্যাকে আমার প্রণাম ও কুশল জানাইয়া বিশেষ করিয়া বলিবে,—দেবি! আপনি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া যথাকালে অগ্নিগৃহে গমন করিয়া অগ্নি পরিচর্য্যা করিবেন। আমার পিতার চরণ-যুগল দেবতার ন্যায় অর্চ্চনা করিবেন। আমার মাতৃগণের প্রতি মানাপমান পরিত্যাগ করিয়া ব্যবহার করিবেন। আর্য্যা কৈকেয়ীকে কোন অংশে রাজা হইতে হীন মনে করিবেন না। রাজারা জ্যেষ্ঠ না হইলেও পূজ্য, অতএব এই রাজধর্ম্ম অনুস্মরণ করিয়া কুমার ভরতের প্রতি রাজবৎ ব্যবহার করিবেন। আর আমার বচনানুসারে ভরতকে আমার কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া বলিবে, তিনি যেন সমস্ত মাতৃগণের প্রতি ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে ব্যবহার করেন এবং রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যেন পিতাকেই রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করা হয়। রাজ্যে তাঁহারই আজ্ঞা প্রচার করিয়া যেন তাঁহাকে প্রীত করেন। পুনর্ব্বার সাশ্রুনয়নে আমায় বারংবার ব'লিয়া দিলেন, ভরত যেন নিজের জননী কৈকেয়ীর ন্যায় আমার মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।" রাজীবলোচন মহাযশা রাম আমাকে এই

সকল কথা বলিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রোধভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—সুমন্ত্র! কি অপরাধে রাজা এই রাজপুত্রকে নগর হইতে নিষ্কাসিত করিলেন? তিনি কৈকেয়ীর ক্ষুদ্র-জনোচিত আদেশ পালন করিয়া ভালই করুন অথবা কর্ত্তব্য বোধে অকার্য্যই করুন, কিন্তু আমরা উহা দ্বারা নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। কৈকেয়ীর লোভবশতঃই হউক অথবা তাঁহাকে বরদান নিবন্ধনই হউক, রামকে যে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে, উহা তাঁহার দুষ্কার্য্যই করা হইয়াছে। আমি রামের নির্ব্বাসনের কোন কারণই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, ইহা তাঁহার প্রভুত্বের যথেচ্ছাচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। মহারাজ বুদ্ধির অল্পতাবশতঃ পরিণামে শুভাশুভ বিবেচনা না করিয়া ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও লোক বিগর্হিত যে রামের নির্ব্বাসন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। আমি আর মহা-রাজে পিতৃভাব দেখিতে পাইতেছি না। এই রামই আমার ভ্রাতা, প্রভু, বন্ধু ও পিতা। যিনি সর্ব্বলোকের প্রিয়, যিনি সকল লোকের হিতসাধনে নিয়ত আসক্ত; তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ কিরূপে এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে সকল লোকের মনোরঞ্জন করিবেন? সর্ব্বলোকাভিরাম ধর্ম্মপরায়ণ রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া সকল লোকের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক তিনি কি রূপে রাজা হইবেন?

মহারাজ! ঐ সময়ে জানকী ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ

করিয়া ভূতাবিষ্টার ন্যায় যেন সমস্ত কার্য্য বিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। যিনি ইতঃপূর্ব্বে কখন দুঃখের মুখ দেখেন নাই, সেই যশস্বিনী রাজপুত্রী আকস্মিক এই দুঃখ উপস্থিত দেখিয়া অশ্রুপ্লাবিতনেত্রে আমাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না; কেবল শুষ্কমুখে গমনোদ্যত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাম যখন কৃতাঞ্জলিপুটে সবাষ্পবদনে লক্ষ্মণের বাহু অবলম্বন পূর্ব্বক আমাকে এই সকল কথা কহিতে ছিলেন, তৎকালে সীতা আপনার এই রথ ও আমাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

—০০—

একোনষষ্ঠিতম সর্গ।

—০*০—

রাম বনপ্রস্থান করিলে আমি নিবৃত্ত হইলেও আমার অশ্ব সকল দুঃখে উষ্ণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, কিছুতেই পূর্ব্ববৎ রথ বহনে প্রবৃত্ত হইল না। তখন আমি নিতান্ত দুঃখিত হৃদয়ে রাজপুত্রদ্বয়কে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া রথারোহণে প্রস্থান করিলাম। মহারাজ! রাম আমাকে যদি পুনরায় আহ্বান করেন, এইরূপ আশা করিয়া শৃঙ্গবের পুরে গুহের সহিত অনেকক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না।

মহারাজ! তাহার পর দেখিলাম, আপনার রাজ্যে রামের দুঃখে কাতর হইয়া পুষ্প, অঙ্কুর ও কলিকার সহিত বৃক্ষ সমুদায়ও ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, নদী পল্বল, সরোবরের

জল আবিল ও উত্তপ্ত, বন ও উপবনের পত্র সমুদায় শুষ্ক হইয়াছে। ঐ সমস্ত বন যেন রামের শোকে নীরব হইয়া রহিয়াছে। তথায় প্রাণিসকল বিচরণ ও হিংস্রজন্তু সমুদায় আহারান্বেষণ করিতেছে না। সরোবরে নলিনীদল সঙ্কুচিত, পদ্মিনী শুষ্ক হইয়াছে। মৎস্য ও জলচর বিহঙ্গমেরা লীন হইয়া রহিয়াছে। জলজ ও স্থলজ পুষ্পের আর তাদৃশ গন্ধ নাই, ফলও নীরস হইয়া গিয়াছে! পুষ্পবাটিকা ও উপবন সমুদায় শূন্য, তাহাদের আর রমণীয়তা নাই। তথায় বিহগগণ পূর্ব্ববৎ মধুর কূজন করিতেছে না। মহারাজ! আমি যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করি, তখন কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না, সমস্ত লোকই রামকে দেখিতে না পাইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাজন্! রাজপথে রাম বিরহিত আমাকে আসিতে দেখিয়া রাজমার্গস্থ লোক মাত্রেই দুঃখে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও বিমান হইতে আপনার রথ আসিতেছে, কিন্তু তাহাতে রাম নাই দেখিয়া পুরনারীগণ হাহাকার আরম্ভ করিল এবং তাঁহারা জলধারা সিক্ত আয়ত ধবল লোচনে পরস্পর পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, ইহাঁরা রাম শোকে বস্তুতই কাতর হইয়াছেন। তৎকালে মানব মাত্রেরই যেরূপ কাতর ভাব দেখিলাম তাহাতে কে শত্রু, কে মিত্র, কেই বা উদাসীন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। রাজন্! নগরী মধ্যে কাহারও মনে আনন্দ নাই, সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই দীন ভাবাপন্ন, অধিক কি, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি প্রাণীরাও দীর্ঘরবে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। দেখিলেই

মনে হয়, অযোধ্যা আজ পুত্রহীনা কৌশল্যার ন্যায় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

মহারাজ দশরথ সারথির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি দীনমনে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—সুমন্ত্র! আমি পাপকুলোৎপন্না কৈকেয়ীর প্রার্থনায় অজ্ঞানবশতঃ এই বিষম অনর্থকর বিষয় সহসা স্বীকার করিয়াছি, কোন মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধ মন্ত্রীদিগের সহিত বিচার করি নাই। স্ত্রীর অনুরোধে কি সুহৃদ, কি অমাত্য, কি শাস্ত্রজ্ঞ, কাহার সহিত পরামর্শ করি নাই। এখন আমার বোধ হইতেছে, ভবিতব্যতা ও দৈবের ইচ্ছাতেই এই বংশবিনাশন বিপত্তি আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। সুমন্ত্র! যদি আমি তোমার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা হইলে এখনই আমাকে রামের নিকট লইয়া চল। আমার প্রাণ তাঁহাকে না দেখিয়া আমায় ত্বরা করিতেছে। অথবা এখনও আমার আজ্ঞা দানের অধিকার আছে, (যাবৎ ভরত না আসিতেছেন) তুমি রামকে প্রত্যানয়ন কর। আমি রামকে না দেখিয়া মুহূর্ত্ত কালও আর জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অথবা মহাবাহু রাম এতক্ষণ বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন, আমাকেই রথে তুলিয়া অবিলম্বে রামকে দেখাও। হায়! আমার সেই কুন্দকোরকদশন মহাধনুর্দ্ধারী রাম এখন কোথায়? যদি ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া থাকি, তবে জানকীর সহিত তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আমার এখন আসন্ন মৃত্যু, এ সময়েও যদি ইক্ষ্বাকুনন্দন সেই রামকে দেখিতে না পাইলাম, বল দেখি, ইহা অপেক্ষা আর বেশী কষ্ট কি হইতে পারে? হা

রাম! হা রামানুজ! হা তপস্বিনি বৈদেহি! আমি অনাথের ন্যায় মরিতেছি, তাহা তোমরা জানিতে পারিতেছ না!

মহারাজ দশরথ রাম-বিয়োগদুঃখে হতচেতন-প্রায় ও অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া কৌশল্যাকে কহিলেন; দেবি! আমি রাম ব্যতীত যে শোক সাগরে পতিত হইয়াছি, উহা হইতে জীবদ্দশায় আর উদ্ধার পাইতে পারিব না। রামের শোক এই সাগরের মহাবেগ, সীতা বিরহ ইহার প্রান্তভূমি, নিশ্বাস তরঙ্গ ইহার ভীষণ আবর্ত্ত, বাষ্পবেগরূপ নদীজলে ইহা আবিল হইয়া রহিয়াছে, বাহুবিক্ষেপ মৎস্য, রোদন ইহার গভীর শব্দ, বিচ্ছিন্ন কেশরাশি শৈবাল, কৈকেয়ী ইহার বাড়বানল, কুব্জার বাক্য ইহার নক্র কুম্ভীরাদি গ্রহ, বর প্রার্থনা ইহার তীর ভূমি, রাম নির্ব্বাসনই বিস্তৃতি। দেখ, আজ আমার রাম লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা আমার ঘোর পাপেরই ফল। এই কথা বলিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় পতিত হইলেন। রাজা এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে চেতনাশূন্য হইয়া পতিত হইলে দেবী কৌশল্যা তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন।

ষষ্টিতম সর্গ।

—০০—

অনন্তর ভূতাবিষ্টার ন্যায় কম্পিতকলেবরা গতপ্রাণার ন্যায় ধরণীতে পতিতা কৌশল্যা সারথিকে কহিলেন,—সুমন্ত্র! যে দেশে আমার রাম লক্ষ্মণ ও সীতা গিয়াছেন, সেই স্থানে আমাকে লইয়া চল। আমি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি রথ ফিরাইয়া আন, শীঘ্র আমাকে দণ্ডকে লইয়া চল, যদি আমি তাঁহাদিগের অনুগমন না করি, তবে আমার প্রাণ কিছুতেই থাকিবে না।

তখন সারথি কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদ্গদ বাক্যে দেবী কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—দেবি! আপনি শোক, মোহ ও দুঃখাবেগ পরিত্যাগ করুন। রাম সন্তাপ পরিহার করিয়া বনে বাস করিতেছেন। ধর্ম্মজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণও রামের চরণ সেবাপরায়ণ হইয়া পারলৌকিক সুখ সঞ্চয় করিতেছেন। সীতাও নির্জ্জন অরণ্যে অবস্থান করিয়া রামে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে গৃহের ন্যায় পরম প্রীতি লাভ করিতেছেন। বনবাস জনিত কাতরতা ইহাঁর কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। বোধ হইল, যেন বনে বাস করা তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। পূর্ব্বে নগরের উপবনে গমন করিয়া জানকী যেরূপ প্রীতি লাভ করিতেন, এক্ষণে নির্জ্জন অরণ্যেও সেইরূপ আনন্দে বিহার করিতেছেন। বিজন বনেও সেই পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা পতিব্রতা সীতা রামরূপ আরাম লাভ করিয়া বালিকার ন্যায় দুঃখ শোক পরিহার পূর্ব্বক বিহার করিতেছেন। যাঁহার হৃদয় রামে অনুরক্ত, যাঁহার জীবন রামেরই অধীন, রামহীন অযোধ্যা তাঁহার পক্ষে

অরণ্যবৎ হইত। তিনি গ্রাম, নগর ও নদী সমুদায়ের গতি এবং বিবিধ পাদপ দেখিয়া রাম অথবা লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইতেছেন; এক্ষণে যেন তিনি অযোধ্যা হইতে ক্রোশমাত্রে বিহারভূমি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। দেবি! সীতার বিষয় আমার এই পর্য্যন্ত স্মরণ হইতেছে, অতঃপর তিনি কৈকেয়ী সম্বন্ধে আমায় কি কথা কহিয়াছিলেন, তাহা এখন আর আমার মনে হয় না।

প্রমাদবশতঃ কৈকেয়ী-বিষয়ক সীতার বাক্য সহসা উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া সুমন্ত্র তাহার আর উল্লেখ না করিয়া কৌশল্যার আনন্দকর মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—দেবি! পথশ্রম, বায়ুবেগ-ভয়-জনিত আবেগ, অথবা রৌদ্রের উত্তাপে জানকীর চন্দ্রাংশুসদৃশী প্রভার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তাঁহার সেই পূর্ণচন্দ্র সদৃশ প্রিয়দর্শন এবং কমল-দলবৎ কমনীয় আননও ম্লান হয় নাই। তাঁহার পদ্মকোরক-প্রভাসম্পন্ন চরণযুগল অলক্তকরস বর্জ্জিত হইয়াও এখনও অলক্তরাগ-রঞ্জিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তিনি এখনও স্বামীর প্রীতি উদ্দেশে অলঙ্কার পরিত্যাগ করেন নাই, নূপুরের উৎকৃষ্ট-ধ্বনিতে হংসলীলাকে তিরস্কার করিয়াই যেন সবিলাসে গমন করিতেছেন। তিনি বনে বসতি করিতেছেন, কিন্তু রামের বাহু আশ্রয় করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তী দেখিয়া বিন্দু-মাত্র ভয় প্রাপ্ত হন না। এই জন্যই বলিতেছি, তাঁহাদের জন্য এবং আপনাদের নিজের জন্যও শোক করা আপনি ও মহারাজের কর্ত্তব্য নহে। আপনি জানিবেন, এই রাম-চরিত এ জগতে আবহমান কাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

তাঁহারা এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া পুলকিতচিত্তে মহর্ষিগণের পথ আশ্রয় করিয়াছেন এবং বন্য ফলমূলাহারী হইয়া পিতৃকৃত প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন। যুক্তিযুক্তবাদী সুমন্ত্র এইরূপে বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধিত করিলে, পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যা কিছুতেই বিরত হইলেন না। হা প্রিয়! হা পুত্র! হা রাম! বলিয়া নিরন্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ।

ধর্ম্মাত্মা লোকরঞ্জকাগ্রগণ্য রাম বন আশ্রয় করিলে, অতি কাতরা কৌশল্যা রোদন করিতে করিতে রাজা দশরথকে কহিলেন,—মহারাজ! এই ত্রিলোকের মধ্যে তোমার অসামান্য যশ প্রথিত আছে; তুমি দয়ালু, বদান্য ও প্রিয়বাদী। এক্ষণে বল দেখি, তুমি সেই নরশ্রেষ্ঠ পুত্র রাম লক্ষ্মণকে সীতার সহিত কোন্ প্রাণে পরিত্যাগ করিলে? তাহারা চিরদিন সুখে বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে, এখন কেমন করিয়া দুঃখ সহ্য করিতে পারিবে? বিদেহ-রাজতনয়া সীতা নিতান্ত কোমলাঙ্গী, সবে মাত্র কৌমারাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন; তিনি কি রূপে দুরন্ত শীত উত্তাপ সহ্য করিয়া থাকিবেন। সেই বিশালাক্ষী জানকী অতি সুস্বাদু রাজভোগ্য অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া আজ কেমন করিয়া

নীবারান্ন ভোজন করিবেন! যিনি গৃহে থাকিয়া সুমধুর গীত বাদ্য শ্রবণ করিতেছিলেন, তিনি কেমন করিয়া নরমাংসাসী সিংহ ব্যাঘ্রের বিকট গর্জ্জনশব্দ শুনিবেন! মহেন্দ্রধ্বজের ন্যায় সকলের আনন্দবিধায়ক মহাবীর রাম অর্গল তুল্য স্বীয় বাহু উপাধান করিয়া কোথায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? হায়! যাহার নিশ্বাসে পদ্মগন্ধ ক্ষরিত হইতেছে, লোচন যুগল পদ্মপলাশের ন্যায় মনোহর, আমি সেই রামের পদ্মবর্ণ সুচারু-চিকুর-সুশোভিত মুখমণ্ডল আবার কবে দেখিতে পাইব? আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রবৎ কঠিন, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই; নতুবা সেই রামকে দেখিতে না পাইয়া সহস্রভাগে বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? তুমি বৃদ্ধগণের সহিত বিচার না করিয়া যে অতি অনুচিত শোকাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহারই ফলে আমার বাছারা নিষ্কাসিত হইয়া বনে বনে ধাবিত হইতেছে!

যদি চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে রাম পুনরায় প্রত্যাগমন করেন, তখনই যে, ভরত রাজ্য ও ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই। যদি কোন শ্রাদ্ধকর্ত্তা বয়োগুণশ্রেষ্ঠ বিপ্রগণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া অগ্রে বয়ঃকনিষ্ঠ ও গুণহীন আত্মীয় স্বজন গণকে ভোজন করান, পরে কৃতকার্য্য হইয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সেই সমুদায় গুণবান্ বিদ্বান্ দ্বিজাতিগণ তাহার সেই অমৃতোপম সুস্বাদু অন্নও স্বীকার করেন না। অধিক কি, শৃঙ্গচ্ছেদ যেমন বৃষভের পক্ষে অসহ্য, তদ্রূপ ব্রাহ্মণদিগের ভোজনাবসানেও অন্য প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের

ভোজনও অপমানকর। মহারাজ! কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে রাজ্য-ভোগ করিল, উহা গুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেন গ্রহণ করিবেন? ব্যাঘ্র কখন অন্যের উচ্ছিষ্ট খাদ্য আহার করে না, সেইরূপ নরব্যাঘ্র রাম পরভুক্ত রাজ্য কদাচ স্বীকার করিবেন না। ঘৃত, পুরোডাস, কুশ ও খদির কাষ্ঠের যূপ, এই সমস্ত দ্রব্য এক যজ্ঞে প্রযুক্ত হইলে যজ্ঞান্তরে গ্রহণ করে না; সেইরূপ রাম হৃতসার সুরার ন্যায় ও পীতসোম যজ্ঞের সদৃশ ভরতোচ্ছিষ্ট রাজ্য কিরূপে গ্রহণ করিবেন? বলবান্ ব্যাঘ্র যেমন পুচ্ছ মর্দ্দন সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ এবংবিধ অবমাননা রাম কখন সহিতে পারিবেন না। মহাযুদ্ধক্ষেত্রে সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত লোক যাহার পরাক্রমে ভয় পান, যে ধর্ম্মাত্মা অধর্ম্মপ্রবৃত্ত লোককে ধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং কি বলিয়া অধর্ম্মকার্য্য করিবেন? সেই মহাবীর্য্য মহাবাহু রাম যুগান্ত কালের ন্যায় সুবর্ণপুঙ্খ বাণদ্বারা সমস্ত প্রাণী ও সমুদায় সাগরকেও দগ্ধ করিতে পারেন। তুমি সেই সিংহবিক্রান্ত পুত্রকে, মীন যেমন সন্তানকে নষ্ট করে, সেইরূপে স্বয়ংই বিনাশ করিলে। সনাতন ঋষিগণ শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দ্বিজাতিগণ যাহা পালন করিয়া আসিতেছেন, সেই ধর্ম্মে যদি তোমার বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তুমি ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিতে পারিতে না। রাজন্! স্ত্রীলোকদিগের তিনটী মাত্র গতি, প্রথম গতি পতি, দ্বিতীয় গতি পুত্র, তৃতীয় গতি জ্ঞাতি, ইহা ভিন্ন চতুর্থ গতি আর কিছু নাই; কিন্তু তন্মধ্যে তুমি আর আমার নও। রামকে বনে পাঠাইয়াছ, তুমি জীবিত থাকিতে বনে গমন করাও আমার পক্ষে সঙ্গত

নহে। সুতরাং তোমা হইতেই আমার সর্ব্বনাশ হইল। তুমি রাজ্যের সহিত নগর ধ্বংস করিলে, পুরবাসীরা বিনষ্ট হইল, মন্ত্রিগণ উৎসন্ন গেল; আমিও পুত্রের সহিত অধঃপাতে গেলাম। তোমার ভার্য্যা ও পুত্রই কেবল সন্তুষ্ট হইল।

মহারাজ দশরথ কৌশল্যার এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া—হা রাম! বলিয়া শোক দুঃখে অভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইলেন এবং পূর্ব্বকৃত স্বকীয় দুষ্কৃত বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

—oo—

রাজা শোকাতুরা রোষপরবশা কৌশল্যার সেই পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদায় বিকল হইয়া পড়িল, জ্ঞানও লুপ্ত হইল। তিনি বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং পার্শ্বে কৌশল্যাকে অবলোকন করিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে অজ্ঞানবশতঃ শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া শব্দবেধি বাণ নিক্ষেপদ্বারা মুনিকুমার বধরূপ যে অতি অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। তখন সেই মুনিকুমারশোক ও পুত্রশোক এই উভয় শোকে রাজাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই শোকে দগ্ধ হইয়া রাজা

অধোবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকলেবরে কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কহিলেন,—দেবি! তুমি শত্রুর প্রতিও কখন নিষ্ঠুর ব্যবহার কর না; দয়াই তোমার নিত্য ধর্ম্ম। এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। স্বামী গুণবান্ বা নির্গুণ হউন, ধর্ম্মপরায়ণা নারীদিগের সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ। তুমি আমার পত্নী, অতি ধর্ম্মশীলা, সদসদ্বিবেচনাও তোমার বিলক্ষণ আছে, তুমি দুঃখিত হইলেও আমার এই শোক সন্তপ্তহৃদয়ে কঠোর বাক্যে দুঃখ দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে।

রাজার এই দীন ও করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌশল্যা প্রাসাদোপরিস্থিত প্রণালী যেমন বর্ষোদক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন এবং মহারাজের সেই পদ্মকলিকাকার অঞ্জলি দুই হস্তে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক শশব্যস্ত ও ত্রস্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন;—দেব! আমি তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, প্রসন্ন হও। তুমি যে আমার নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তাহাতেই আমার ইহকাল ও পরকাল সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা তোমার কর্ত্তব্য নহে। উভয়-লোক শ্লাঘ্য ধীমান পতি যাহার কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করেন, সে কখন কুলস্ত্রী বলিয়া গণনীয় নহে। নাথ! আমার ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে, তুমি যে সত্যবাদী তাহাও আমি জানি, কিন্তু পুত্র-শোকে অধীর হইয়াই আমি তোমাকে ঐরূপ অপ্রিয় কথা বলিয়াছি। শোক ধৈর্য্যকে নাশ করে, শোক হইতে শাস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, অধিক কি শোকই সর্ব্বনাশের মূল, অতএব

শোকের তুল্য শত্রু আর নাই। শত্রুহস্ত হইতে নিদারুণ প্রহারও সহ্য হয়, কিন্তু অল্পমাত্র শোক কিছুতেই সহিতে পারা যায় না। আজ পাঁচদিন হইল আমার রাম বনবাসে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শোকে আমার চিত্তে বিন্দুমাত্রও আনন্দ নাই বলিয়া উহা পাঁচবৎসর বলিয়া বোধ হইতেছে। নদীবেগে সমুদ্র সলিল যেরূপ বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ রামের চিন্তায় আমার হৃদয়ে ক্রমেই শোক বৃদ্ধি পাইতেছে।

কৌশল্যা এইরূপ প্রিয়বাক্য কহিতেছেন, ইত্যবসরে সূর্য্য ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িলেন; ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। শোকাকুল রাজা কৌশল্যার বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন।

একষষ্টিতম সর্গ।

—০*০—

রাজা দশরথ মুহূর্ত্তকাল পরে জাগরিত হইয়া শোকাকুলচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিলে অন্ধকার যেমন তাঁহাকে আচ্ছন্ন করে, রাম-লক্ষ্মণের বিবাসন নিবন্ধন শোকান্ধকার বাসবোপম রাজাকে সেইরূপে আবৃত করিল। রাম ভার্য্যার সহিত বনগমন করিলে উহার ষষ্ঠদিবসের অর্দ্ধরাত্রে স্বীয় দুষ্কৃত তাঁহার মনে উদিত হইল। শোকাভিভূত রাজা সেই সমস্ত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া শোকাকুলা কৌশল্যাকে কহিলেন;—অয়ি কল্যাণি!

মনুষ্য যে যাহা শুভ বা অশুভ কার্য্য করুন, তাহাকে তদনুরূপ ফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। যিনি কোন্ কার্য্যারম্ভ-কালে ফলের গৌরব লাঘব ও গুণ দোষ বিচার না করিয়া কার্য্য করেন, পণ্ডিতেরা তাহাকে বালক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পুষ্প শোভা দর্শনে ফলপ্রত্যাশা করিয়া আম্র কানন ছেদন পূর্ব্বক পলাশ বৃক্ষে জলসেক করে, সে ফলকালে বঞ্চিত হয়। সেই আমি নিতান্ত মূর্খ, তাই আম্রবন ছেদন করিয়া পলাশ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে পুত্রকৃত সুখ লাভ সময়ে সেই পুত্র রামকে পরিত্যাগ করিয়া পরিতাপ করিতেছি। যে কারণে এইরূপ দুর্দ্দশা আমার ভাগ্যে ঘটিল তাহা আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর।

দেবি! আমি কৌমার অবস্থায় শব্দ অনুসারে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে শিখিয়াছিলাম। সেই জন্য আমাকে "শব্দ-বেধী" বলিয়া লোকে প্রশংসা করিত। বালক যেমন অজ্ঞান বশতঃ বিষ ভোজন করে, আমার ভাগ্যে সেইরূপই ঘটিয়াছে। যেমন সাধারণ পুরুষে পলাশপুষ্প দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তাহার ফলের বিষয় কিছুই জানে না; আমিও সেইরূপ শব্দবেধী বাণকে অন্যদুর্লভ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পরিণাম যে এমন বিষম হইবে, ইহা আমি তৎকালে বুঝিতে পারি নাই।

দেবি! তুমি যখন অনূঢ়া ছিলে, আমি যুবরাজ, এই অবস্থায় মনের হর্ষবিবর্দ্ধন বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্য ভূমির রস আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রখর কিরণে সমস্ত জগৎ উত্তপ্ত করিয়া প্রেতভূমি দক্ষিণ দিকে গমন করিলে তৎক্ষণাৎ উষ্ণ

ভাব অন্তর্হিত হইল, এবং ঘোর কৃষ্ণমেঘ নভোমণ্ডলে গোচর হইল। ভেক, চাতক ও ময়ূরকুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বৃষ্টি ও বায়ু প্রভাবে বৃক্ষশাখা সকল কম্পিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গেরা স্নাত ও তাহাদের পক্ষের উপরিভাগ সিক্ত হওয়াতে কষ্টে তথায় আশ্রয় লইল। মত্ত হরিণ সুশোভিত পর্ব্বত অজস্রপতিত জলধারায় আচ্ছন্ন হইয়া জলরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। জলস্রোত স্বভাবত নির্ম্মল হইলেও গৈরিকাদি বিবিধবর্ণ ধাতুসংযোগে কোথায় পাণ্ডুবর্ণ, কোথায়ও রক্তবর্ণ, কোথাও বা ভস্ম মিশ্রিত হইলে ভুজঙ্গবৎ কুটিল গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সুখময় সময়ে আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক রথারোহণে মৃগয়ার্থ সরযূতীরে উপস্থিত হইলাম। তথায় রাত্রিকালে নিপানে জল পানার্থ যে সকল হস্তী, মহিষ বা অন্যবিধ হিংস্র জন্তু আসিবে, তাহাদিগকে বধ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। অনন্তর অন্ধকারে সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন হইলে চক্ষুর অগোচরে হস্তীর বৃংহিত ধ্বনির ন্যায় সরযূজলে পূর্য্যমান কুম্ভের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন আমি উহাকে হস্তী বোধে বধ করিবার মানসে তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গ সদৃশ এক ভীষণ নিশিত শর গ্রহণ ও সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। সেই শর পতিত হইবামাত্র একজন বনবাসীর হাহাকার শব্দ সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। তিনি আমার শরে মর্ম্মে আহত ও জলে পতিত হইয়া কহিতেছেন;—"আমি একজন তপস্বী, কিজন্য আমার উপর শস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল! আমি রাত্রিকালে এই নির্জ্জন নদীতে জল লইবার জন্য আসিয়াছিলাম, কে আমাকে

বাণ প্রহার করিল, আমি কাহারই বা অপকার করিয়াছি। আমি এই বনে বন্য ফল মূল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি, যাহাতে অন্যের মনে কষ্ট উপস্থিত হয়, এমন কার্য্য কখন করি নাই। যাহার মস্তকে জটাভার, অজিন বল্কল যাহার পরিধান, তাহাকে বধ করাতে লাভই বা কি হইল? কোন্ পুরুষ আমার বিনাশের প্রয়াসী? অনিষ্টই বা আমি কাহার কি করিয়াছি! যেমন গুরুদারাপহারী সকলেরই বিদ্বিষ্ট, এই নিষ্ফল অনর্থকর কার্য্যও তদ্রূপই হইয়াছে। আমি আত্মজীবনের জন্য তাদৃশ কাতর নহি, আমার বিনাশে আমার বৃদ্ধ পিতা মাতার কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে ইহা ভাবিয়া যেরূপ দুঃখিত হইতেছি। আমি এই বৃদ্ধ যুগলকে চিরকাল ভরণ পোষণ করিয়া আসিতেছি, আমার অভাবে তাঁহারা কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন? কোন্ অধন্য বালকবৎ দুর্ব্বুদ্ধি একমাত্র বাণ দ্বারা আমাদের তিনজনকে নিহত করিল!”

দেবি! সেই রাত্রিকালে মর্ম্মাহত ঋষিকুমারের এইরূপ করুণ বিলাপ বাক্য শ্রবণে আমার হস্ত হইতে শর শরাসন স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, তখন আমি অত্যন্ত ভীত ও শোক-মোহে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম এবং নির্ব্বীর্য্য ও একান্ত বিমনায়-মনা হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একজন তাপস সরযূতীরে বাণে বিদ্ধ হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার জটা-ভার বিচ্ছিন্ন, জলপূর্ণ কলস অদূরে পতিত ও সমস্ত শরীর রুধিরলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

আমি ভয়ে ভয়ে মুনিকুমারের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বকীয় তেজে দগ্ধ করিয়াই যেন

কঠোর বাক্যে কহিলেন,—রাজন্! আমি বনে বাস করি, পিতা মাতার নিমিত্ত সরযূতে জল লইতে আসিয়াছিলাম, তোমার কি অপকার করিয়াছি, যে তুমি আমায় প্রহার করিলে? তুমি এক শর দ্বারা আমার হৃদয়ে আঘাত করিয়া আমার বৃদ্ধ মাতাপিতার প্রাণ বিনাশ করিলে। তাঁহারা অন্ধ ও দুর্ব্বল, সম্প্রতি পিপাসার্ত্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি জল লইয়া যাইতেছি বলিয়া তাঁহারা বহুক্ষণ আশা করিয়া আছেন, এখন কেমন করিয়া সেই কষ্টকর তৃষ্ণা সংবরণ করিবেন। আমার বোধ হয়, তপস্যা বা শাস্ত্রজ্ঞানের ফল কিছুই নাই, কেন না, আমি এখানে ভূপতিত হইয়া শয়ান রহিয়াছি তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। জানিয়াই বা তিনি কি করিতে পারেন? তিনি স্বয়ং অশক্ত এবং অন্ধত্ব নিবন্ধন গতি শক্তি রহিত। প্রবল বায়ু দ্বারা একটী বৃক্ষ ভগ্ন হইলে অন্য বৃক্ষ তাহাকে কি করিয়া রক্ষা করিবে? সে যাহা হউক, এক্ষণে তুমি শীঘ্র যাইয়া আমার পিতাকে এই বৃত্তান্ত অবগত কর। কিন্তু সাবধান, দেখিও, যেন প্রবল হুতাশন যেমন বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ ক্রোধানলে তোমাকে দগ্ধ না করেন। এই যে একপদী পদ্ধতি দেখিতেছ, তুমি এই পথে গমন করিলে আমার পিতার আশ্রম পাইবে। তুমি তথায় যাইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তাহা হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমায় অভিশাপ প্রদান করিবেন না। রাজন্! আমার শল্য উদ্ধার করিয়া দাও। নদীবেগ যেমন বালুকা বহুল অত্যুচ্চ তীরভূমিকে আহত করে, তোমার এই সুতীক্ষ্ণ শর সেইরূপ আমায় মর্ম্মব্যথা প্রদান করিতেছে।

দেবি! ঋষি-কুমারের শল্যোদ্ধার বিষয়ে আমি ভাবিতে লাগিলাম, শল্য উদ্ধার করিলে ইহাঁর মৃত্যু নিশ্চয়, না করিলেও যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত ও শোকাকুল হইলাম।

এ দিকে ঋষি-কুমার ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল নিস্পন্দ হইয়া আসিল। তখন তিনি আমাকে চিন্তিত ও শোকাকুল দেখিয়া অতি কষ্টে কহিলেন;—রাজন্! আমি ধৈর্য্য সহকারে শোক সংবরণ ও চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়াছি, অতএব যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাজন্! আমি দ্বিজাতি নহি, আমার মৃত্যু হইলেও তোমাকে ব্রহ্ম-হত্যাজনিত পাপগ্রস্ত হইতে হইবে না। আমি বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। মুনিকুমার অতি কষ্টে এই কথা বলিলে, আমি তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে শল্য উদ্ধার করিলাম। উদ্ধার করিবামাত্র তাঁহার শরীর ঘূর্ণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল এবং ভীষণ যন্ত্রণায় সভয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তপোধন প্রাণত্যাগ করিলেন।

দেবি! আমি সেই জলার্দ্র গাত্র মুনিতনয়কে মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত হইয়া অতি কষ্টে বিলাপ ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সরযূজলে শয়ন করিলেন দেখিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইলাম।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

—০*০—

ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ ঋষিপুত্রের এইরূপ অসদৃশ বধবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে দেবী কৌশল্যাকে পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—দেবি! অজ্ঞানত সেই মহৎপাপ করিয়া নিতান্তই ক্ষুব্ধচিত্ত হইলাম, তখন একাকী কি করিলে মঙ্গল হয়, কেবল ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনন্তর সেই নির্ম্মল জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তথায় দুর্ব্বল বৃদ্ধ শোচনীয় অবস্থাপন্ন অন্ধমিথুন ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গ-যুগলের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগের এমন কেহ নাই, যে ধরিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়। তৎকালে তাঁহারা অক্লান্তভাবে কেবল পুত্রের কথাই আন্দোলন করিতেছিলেন। আমি তাঁহাদের আশা ছিন্ন করিলেও এখনই আমাদের পুত্র জল আনয়ন করিবে, এইরূপ আশাগ্রস্ত হইয়া অনাথের ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন। আমি ইতঃপূর্ব্বেই শোকাকুল চিত্ত ও ভীত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের অবস্থা দর্শনে যারপরনাই আমার শোক ও ভয় উপস্থিত হইল।

অনন্তর মুনি আমার পদ শব্দ শ্রবণ মাত্র পুত্র বোধে কহিলেন,—বৎস! তুমি এত বিলম্ব করিলে কেন? শীঘ্র জল আনয়ন কর। তুমি বহুক্ষণ জলে ক্রীড়া করিতেছিলে বলিয়া তোমার মাতা উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, সত্বর আশ্রমে প্রবেশ কর। বৎস! যদি তোমার মাতা বা আমি কোন

অপ্রিয়কার্য্য করিয়া থাকি, তবে তোমার তাহা মনে করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি আমাদের অগতির গতি, চক্ষু হীনের চক্ষু। আমাদের প্রাণ কেবল তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তুমি আমাদিগকে সম্ভাষণ করিতেছ না কেন?

মুনি ব্যঞ্জনাক্ষর বিবর্জ্জিত অস্ফুট গদ্গদ বাক্যে এইরূপ কহিতেছেন দেখিয়া আমি নিতান্ত ভীত হইলাম এবং বহুযত্নে তাৎকালিক মনের ভাব গোপন করিয়া বাক্যের বল সমাধান পূর্ব্বক নির্ভীকের ন্যায় কহিলাম;—মহাত্মন্! আমি ক্ষত্রিয় বংশীয় দশরথ, আপনার পুত্র নহি। আমি সাধুজন গর্হিত অপকর্ম্ম করিয়া এক্ষণে অনুতপ্ত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ভগবন্! নিপানে জলপানার্থ অন্য কোন হস্তী অথবা যে কোন জন্তু আগমন করিলে আমি তাহাকে বিনাশ করিব, এই বুদ্ধিতে ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া সরযূতীরে আগমন করিয়াছিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে নদীর জলমধ্যে পূর্য্যমাণ কুম্ভের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন আমি উহাকে হস্তীর শব্দ বোধ করিয়া তদুদ্দেশে শর নিক্ষেপ করিলাম। অনন্তর নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একজন তাপসকুমার বাণ দ্বারা হৃদয়ে আহত হইয়া মুমূর্ষুর ন্যায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তখন আমি তাঁহার সন্নিহিত হইয়া তাঁহারই আদেশে তদীয় বক্ষঃস্থল হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। শল্য উদ্ধৃত হইবামাত্র তিনি আপনাদের উদ্দেশে "আমার অন্ধ মাতা পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অতঃপর কে রক্ষা করিবে" এই কথা বলিয়া ও বিলাপ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ভগবন্! আমি অজ্ঞান বশতই সহসা আপনার এই পুত্রনাশরূপ সর্ব্বনাশ

করিয়াছি। এক্ষণে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আদেশ করুন।

মহাতেজা ভগবান্ ঋষি আমার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ আমাকে ভস্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া শোকাকুল হৃদয়ে বাষ্পাকুলবদনে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আমাকে কহিলেন,—মহারাজ! যদি তুমি এই পাপ কার্য্য স্বয়ং আসিয়া আমায় না জানাইতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক সদ্যই সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাক, এইরূপ বাণপ্রস্থ অন্ধ অনাথের হত্যা জ্ঞানকৃত হইলে বজ্রধারী দেবরাজকেও স্থানচ্যুত হইতে হয়। আমার পুত্র তপঃপরায়ণ ও ব্রহ্মবাদী, তাদৃশ পুত্রের প্রতি যদি তুমি জ্ঞান পূর্ব্বক অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক তখন সপ্তধা হইয়া যাইত। তুমি অজ্ঞানবশতঃ এই কার্য্য করিয়াছ বলিয়া তুমি এখনও জীবিত রহিয়াছ, নতুবা তোমার বংশও ধ্বংস হইয়া যাইত। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমাদের দুই জনকে সেই স্থানে লইয়া চল, যেখানে আমার পুত্র শোণিত-লিপ্ত-দেহে স্খলিত বল্কলে ধরণীতে অচেতন হইয়া শয়ান ও মৃত পড়িয়া রহিয়াছেন, আমি তাঁহাকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইব।

অনন্তর আমি একাকী সেই দুঃখিত তাপস দম্পতীকে তথায় লইয়া গিয়া সেই মৃত দেহকে স্পর্শ করাইলাম। স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহারা উভয়েই সেই বালকের শরীরের

উপর পতিত হইলেন। তখন মুনিপুত্রকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—বৎস! তুমি অদ্য আমাকে কি জন্য অভিবাদন করিতেছ না? কেনই বা আমার সহিত আলাপ করিতেছ না; ভূমিতেই বা কেন শয়ন করিয়া রহিয়াছ? বৎস! তুমি কি আমাদের উপর কুপিত হইয়াছ? পুত্র! যদি আমি তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে তোমার এই ধর্ম্মশীলা জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কেন তুমি আলিঙ্গন করিতেছ না; তুমি সুকোমল বাক্যে আমাদিগকে সম্ভাষণ কর। আমি এখন হইতে রাত্রিশেষে আর কাহার সেই মধুর হৃদয়গ্রাহী শাস্ত্রাধ্যয়ন শ্রবণ করিব? আমাকে পুত্র-শোকে ও ভয়ে কাতর দেখিয়া আর কে সন্ধ্যার উপাসনান্তে স্নান ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক আমাকে স্নান করাইয়া আনিবে? আমি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, একমুষ্টিও আহারের সংস্থান আমার নাই, আমাকে পালন করে এরূপ সহায়ও কেহ নাই। এক্ষণে কন্দমূল ও ফল আহরণ করিয়া কে আমাকে প্রিয় অতিথির ন্যায় ভোজন করাইবে? বৎস! তোমার এই বৃদ্ধ অন্ধ তপস্বিনী মাতাকে আমি কিরূপে পোষণ করিব? বৎস! তুমি থাক, এখনই যমসদনে গমন করিও না, কল্য আমাদের উভয়েরই সহিত গমন করিও। আমরা শোকার্ত্ত, অনাথ, দীন ও অরণ্যবাসী, তাহাতে তোমাকে হারাইয়া কতক্ষণ বাঁচিতে পারি? শীঘ্রই যমসদন আশ্রয় করিব। বৎস! আমি যমালয়ে গমন করিয়া তাঁহাকে কহিব,—হে ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, এই পুত্র আমাদিগকে ভরণ পোষণ করুন। 'তুমি ধর্ম্মাত্মা, মহাযশা, লোকপাল,

আমার মত অনাথের এই অক্ষয় অভয় দানরূপ পুত্র দান করা তোমার কর্ত্তব্য।

হা পুত্র! তুমি নিষ্পাপ, দুরাচার ক্ষত্রিয় তোমায় নিহত করিয়াছে, তুমি আমার সত্যের প্রভাবে শস্ত্রযোধীদিগের বীর-লোক শীঘ্র প্রাপ্ত হও। সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বীরপুরুষেরা সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হইয়া যে গতি লাভ করেন, বৎস! তুমি সেই পরম গতি লাভ কর। মহারাজ সগর, শৈব্য, দিলীপ, জন্মেজয়, নহুষ ও ধুন্ধুমার এই সমস্ত মহাত্মারা যে গতি লাভ করিয়াছেন, তুমিও সেই গতি প্রাপ্ত হও। স্বাধ্যায়, তপশ্চর্য্যা, ভূমিদান, একপত্নীব্রত, গোসহস্র প্রদান, গুরুসেবা, প্রায়োপবেশনাদি, এই সমস্ত দ্বারা প্রাণিগণের যে গতি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং আহিতাগ্নিদিগের যে গতি তাহা তুমি অধিকার কর। আমার এই কুলে যাহারা জন্ম লাভ করিয়াছেন, অশুভ গতি তাহারা কেহই প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু বৎস! তোমাকে যে নিহত করিয়াছে, সেই তাহা প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে, তথায় বারংবার বহু বিলাপ করিয়া মুনি ভার্য্যার সহিত পুত্র উদ্দেশে তর্পণাঞ্জলি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মুনি-পুত্র স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে দিব্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া দেবরাজের সহিত অবিলম্বে স্বর্গারোহণ করিলেন। আরোহণ করিয়া পুনরায় ইন্দ্রের সহিত প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সেই বৃদ্ধ পিতামাতাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি আপনাদের পরিচর্য্যার ফলে দিব্য স্থান লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আপনারাও আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমার নিকট আগমন করুন। মুনিকুমার এই কথা বলিয়া

সুপ্রশস্ত দিব্য বিমানারোহণে তৎক্ষণাৎ স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মহাতেজা তাপস ভার্য্যার সহিত সত্বর পুত্রের উদক-ক্রিয়া সমাধা করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ আমাকে কহিলেন;—রাজন্! তুমি এখনই আমাকে বিনাশ কর। আমার একমাত্র পুত্র ছিল, তুমি তাহাকে বিনাশ করিয়া আমাকে অপুত্রক করিয়াছ, এক্ষণে মরণে আমার কিছু মাত্র যন্ত্রণা নাই। তুমি না জানিয়া আমার একটীমাত্র বালককে যখন নিহত করিয়াছ; সেই কারণেই আমি তোমাকে অতি নিদারুণভাবে এই অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, সম্প্রতি আমি যেমন পুত্র-শোকে প্রাণান্তকর দুঃখ পাইলাম, তুমিও সেইরূপ পুত্র-শোকে দেহ ত্যাগ করিবে। নৃপতে! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া অজ্ঞান হেতু যখন এই মুনিবধ করিয়াছ, তখন ব্রহ্মহত্যা সদৃশ পাপ তোমাকে স্পর্শ করিতেছে না, কিন্তু তোমাকে অচিরকালের মধ্যেই এইরূপ দুঃখে প্রাণত্যাগ করিতেই হইবে।

মুনি আমাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া ভার্য্যার সহিত বহু বিলাপ করিলেন। অনন্তর সেই তাপসমিথুন চিতানলে দেহ সমর্পণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। দেবি! বালকত্ব নিবন্ধন শব্দবেধী শরক্ষেপ হইতে বিদ্ধশল্য উদ্ধার পর্য্যন্ত যে অতি মহৎ পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলাম, চিন্তা করিতে করিতে তৎসমুদায়ই আমার স্মরণপথে উদিত হইয়াছে। অপথ্য ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন ভোজন করিলে যেমন ব্যাধি জন্মে, সেইরূপ আমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কার্য্যের ফল অদ্য উপস্থিত

হইয়াছে। উদারচেতা সেই ঋষির বাক্য এক্ষণে আমার ভাগ্যে ফলিল।

এই কথা বলিয়া মহারাজ ভীতচিত্তে ও সবাষ্প নয়নে কৌশল্যাকে কহিলেন,—দেবি! আমি পুত্রশোকে আর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব না। আমি আর তোমায় চক্ষুতে দেখিতে পাই না। তুমি আমাকে স্পর্শ কর। দেখ, যমালয়ে উপস্থিত হইলে কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। সুতরাং অতঃপর রাম-দর্শন আমার পক্ষে দুর্লভ। এই সময়ে রাম যদি আমায় একবারও স্পর্শ করেন, অথবা আমার ধন বা যৌব রাজ্য লাভ করেন, মনে হয়, তাহা হইলে আমি বাঁচিতে পারিতাম। দেবি! আমি রামের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছি, তাহা আমার উচিত হয় নাই; কিন্তু রাম আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই অনুরূপ হই-য়াছে। পুত্র দুর্ব্বৃত্ত হইলেও কোন্ বিচক্ষণ লোক এ জগতে তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে? নির্ব্বাসিত হইয়াই বা কোন পুত্র অসূয়া না করেন, আমি তোমাকে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, স্মৃতি আমার লুপ্ত হইয়া গেল। কৌশল্যে! ঐ দেখ, যমদূতেরা আমায় ত্বরা করিতেছে। আমি যে মৃত্যুকালে ধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ রামকে দেখিতে পাইলাম না, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে? আতপ যেমন অল্পমাত্র জলকে আকর্ষণ করে, অপ্রতিমকর্ম্মা পুত্রের অদর্শন জনিত শোক সেইরূপ আমার প্রাণকে শুষ্ক করিল। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে যাঁহারা রামের কুণ্ডলধারী মুখমণ্ডল দর্শন করিবেন তাঁহারা মানুষ নহেন, দেবতা! যাহার চক্ষু পদ্ম-

পলাশের ন্যায়, ভ্রূযুগল আয়ত, দন্তপংক্তি শুভ্র, নাসিকা উন্নত, সেই রামচন্দ্রের পূর্ণচন্দ্র মুখখানি যাঁহারা দেখিবেন, তাঁহারাই ধন্য। শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায়, প্রফুল্ল কমলের ন্যায়, সেই রামের মুখখানি যাঁহারা দেখিবেন, তাঁহারাই ধন্য। যাঁহারা উচ্চস্থানস্থ শুক্রের ন্যায় বনবাস প্রতিনিবৃত্ত রামকে অযোধ্যায় পুনরাগমন করিয়াছেন দেখিতে পাইবেন, তাঁহারাই যথার্থ ভাগ্যবান্। কৌশল্যে! মোহ আসিয়া আমার চিত্তকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। ইন্দ্রিয় সংযোগে শব্দ, স্পর্শ ও রস ইহার আমি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। তৈলাভাবে দীপরশ্মি যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ চিত্ত মোহ উপস্থিত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া আইসে, নদী প্রবাহ যেমন বেগে আত্মকুলকে ধ্বংস করে, সেইরূপ আমার আত্মকৃত শোকই আমার আত্মাকে বিনাশ করিল। হা রাম! হা মহাবাহু! হা আমার দুঃখ-বিনাশন! হা পিতৃপ্রিয়! হা আমার নাথ! তুমি এখন কোথায় রহিলে? হা কৌশল্যে! হা সুমিত্রে! আর যে আমি দেখিতে পাইতেছি না। হা নৃশংসে কুল কলঙ্কিনি কৈকেয়ি! তুই আমার পরম শত্রু ছিলি। মহারাজ দশরথ রাম-মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রা সন্নিধানে এইরূপ শোক করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

—:*:—

রজনী প্রভাত হইলে পরদিন প্রত্যুষকালে বন্দিগণ, সুশিক্ষিত সূত, বংশপরম্পরাভিজ্ঞ মাগধ, তন্ত্রীনাদকুশল গায়কগণ, রাজসদনে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে মহারাজ দশরথকে উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ ও স্তব করিতে লাগিল। তাহাদের সেই স্তুতিবাদশব্দে প্রাসাদসমুদায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পাণিবাদকেরা ভূতপূর্ব্ব ভূপতি গণের অদ্ভুত চরিত সকল উল্লেখ করিয়া করতালি প্রদান করিতে লাগিল। সেই শব্দ দ্বারা শাখাস্থ এবং পঞ্জরস্থ রাজগৃহবাসী বিহঙ্গম সকল প্রতিবুদ্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। পঞ্জরস্থ শুকপক্ষী সকল পবিত্র তীর্থের নামোল্লেখ করিয়া গান করিতে লাগিল, বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। সেবানিপুণ বিশুদ্ধ চরিত বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারিকাগণ পূর্ব্ববৎ উপস্থিত হইল। অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই যাহারা প্রতিদিন মহারাজকে স্নান করাইয়া থাকে, তাহারা যথাকালে কাঞ্চন কলশে হরিচন্দন সুরভি জল লইয়া উপস্থিত হইল। কুমারী ও সাধ্বী সীমন্তিনী মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয়া ধেনু, পানীয় গঙ্গোদক, দর্পণ, পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। প্রভাতকালে রাজার যে সমস্ত ব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত সুলক্ষণ, সুন্দর ও গুণ সম্পন্ন দ্রব্য লইয়া সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু রাজ দর্শন না পাইয়া ক্রমে ক্রমে বিষম শঙ্কাকুল হইতে লাগিল।

অনন্তর যে সকল মহিষীরা রাজার শয়ন সন্নিধানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বিনয়পূর্ণ মৃদু-বচন-প্রয়োগে তাঁহাকে জাগরিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে তাঁহার শয্যা স্পর্শ করিয়া হৃদয়, হস্তুতল ও নাড়ী প্রভৃতিতে স্পন্দনাদি কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তথন তাঁহারা রাজার জীবন সম্বন্ধে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া স্রোতের অভিমুখস্থিত তৃণাগ্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বরাত্রে রাজা স্বয়ং যে অনিষ্ট শঙ্কা করিয়াছিলেন এবং ইতঃপূর্ব্বে মহিষীরা যে পাপ শঙ্কা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাই সত্য বলিয়া নিশ্চয় হইল।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে কাতর হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, রাত্রি জাগরণনিবন্ধন তখনও তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। কৌশল্যা তিমিরাবৃত তারকার ন্যায় নিষ্প্রভা, বিবর্ণা ও পুত্র-শোকে অবসন্ন হইয়া হস্তপদাদি সঙ্কোচনপূর্ব্বক রাজপার্শ্বে শয়ানা, সুমিত্রা তৎপার্শ্বে নিদ্রিতা রহিয়াছেন। সুমিত্রার বদনকমল ক্রমাগত অশ্রুপ্লাবিত হইয়া পূর্ব্বশোভা পরিত্যাগ করিয়াছে। দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা নিদ্রিতা, রাজা নিদ্রিতাবস্থাতেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন দেখিয়া, অন্তঃপুরনারীগণ অরণ্যে যূথবিরহিত করেণুর ন্যায় কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সেই ক্রন্দনশব্দে চেতনা লাভ করিয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রা সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। এবং মহারাজকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া, হা নাথ! বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তখন কোশল-রাজ-

মূৰ্চ্ছিতা ভূতলে লুণ্ঠিত ও ধূলায় ধূসরিত হইয়া গগনচ্যুতা তারকার ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন।

রাজা শীতলাঙ্গ, কৌশল্যা নিহত করিণীর ন্যায় ভূতল-শায়িনী হইলেন দেখিয়া কৈকেয়ী প্রভৃতি সমস্ত রাজমহিষীরা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে শোকাকুলচিত্তে হত-চেতন হইয়া পড়িলেন। তাহাদিগের সেই ঘোর আৰ্ত্তনাদ কৌশল্যাদির রোদন ধ্বনির সহিত মিলিত ও বৰ্দ্ধিত হইয়া পুনৰ্ব্বার রাজ গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তখন রাজ ভবনস্থ সমস্ত লোক সেই তুমুল আৰ্ত্তনাদ শুনিয়া ভীত, চকিত ও পূৰ্ব্ববৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত পর্য্যুৎসুক চিত্তে গৃহাঙ্গন নিবিড় করিয়া তুলিল। সৰ্ব্বত্র তুমুল ক্রন্দন ধ্বনি, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলেই পরিতাপে কাতর, সকলেরই হৃদয় হইতে আনন্দ তিরোহিত হইল। তৎকালের দৃশ্য অতি ভীষণ ও বিকৃতদর্শন হইয়া উঠিল। রাজমহিষীরা কালধৰ্ম্মপ্রাপ্ত যশস্বী মহারাজকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার বাহু ধারণপূৰ্ব্বক কেবল করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর সেই পরলোকগত মহীপতি দশরথকে প্রশান্ত অনলের ন্যায়, বারিশূন্য বারিধির ন্যায়, প্রভাহীন প্রভাকরের ন্যায়, দেখিয়া শোকাকুলা কৌশল্যা তদীয় মস্তক স্বকীয় অঙ্কে গ্রহণপূৰ্ব্বক বাষ্পপূর্ণলোচনে কৈকেয়ীকে কহিলেন;

নৃশংসে; দুষ্টচারিণি, কৈকেয়ি! এক্ষণে তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক। তুমি মহারাজকে বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর। রাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, মহারাজও স্বর্গে চলিয়া গেলেন। অতঃপর দুর্গম পথে সহায়হীনের ন্যায় আর আমি জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্টা কৈকেয়ী ভিন্ন অন্য কোন্ নারী বাঁচিতে চায়? কৈকেয়ি তুমি এই রঘুকুলকেই যে উৎসন্ন করিলে ইহার মূল কুব্জা; লুব্ধ ব্যক্তি অপরকে বিষ ভোজন করাইয়া যে হত্যাদোষের অপরাধ করে, সে তাহা কখন বুঝিতে পারে না। মহারাজ অনুচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সীতার সহিত রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, রাজর্ষি জনক এই কথা শুনিয়া আমারই ন্যায় পরিতপ্ত হইবেন। আমি আজ অনাথা বিধবা হইলাম, তিনি তাহা জানিতে পারিতেছেন না। হায়! কমললোচন রাম জীবদ্দশাতেই অদৃশ্য হইলেন। বিদেহ-রাজ-তনয়া নিতান্ত নিরপরাধা, তিনি কখন দুঃখের বার্ত্তা জানেন না, তিনি আজ রাত্রিকালে বনমধ্যে মৃগ পক্ষীদিগের ভীষণ রব শুনিয়া ভয়বশতঃ রামকে আশ্রয় করিবেন। রাজর্ষি জনক বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার এই কন্যামাত্র একটী সন্ততি, তিনিও জানকীর বিষয় চিন্তা করিয়া শোকাকুল চিত্তে নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। যাহা হউক, অতঃপর আমিও পতিব্রতাধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অদ্যই যমলোকে প্রস্থান করিব। আমি এই মহারাজের শরীর আলিঙ্গন করিয়া হুতাশনে প্রবেশ করিতেছি।

কৌশল্যা মহারাজ দশরথের দেহ আলিঙ্গন করিয়া এই-রূপে বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন দেখিয়া, অমাত্যগণ তাঁহাকে অন্তঃপুরাধ্যক্ষ স্ত্রীলোক দ্বারা অন্যত্র লইয়া গেলেন। তখন বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের আদেশানুসারে জগতীপতির মৃত-দেহ তৈলদ্রোণীতে স্থাপন পূর্ব্বক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রীরা পুত্র ব্যতিরেকে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সচিবগণ রাজাকে তৈলদ্রোণীতে শয়ন করাইলেন দেখিয়া রাজমহিষীরা তাঁহার মৃত্যু অবধারণ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং শোকভরে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক গলদশ্রুবদনে দীনমনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন,—হা মহারাজ! প্রিয়বাদী সত্যসন্ধ রাম আমাদিগকে ছাড়িয়াগিয়াছেন, এসময়ে তুমিও কিজন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে? আমরা বিধবা হইলাম, এখন আমরা রাম ব্যতীত দুষ্টা সপত্নী কৈকেয়ীর নিকটে কিরূপে বাস করিব? সেই রামই আমাদের ও তোমারও জীবনের প্রভু ছিলেন, তিনি এখন রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছেন। এখন তোমাকে ও মহাবীর রামকে হারাইয়া এই ঘোর বিপত্তি কালে রাজ্যগর্ব্বিত কৈকেয়ীর তিরস্কার কিরূপে সহ্য করিব? যে নারী রাজার বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া মহাবল রাম-লক্ষ্মণকে সীতার সহিত অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সে কাহাকে না পরিত্যাগ করিতে পারে? মহিষীরা বিপুল শোকে আবিষ্ট হইয়া নিরানন্দ মনে বাষ্পাকুল লোচনে এই বলিয়া ধরায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

তৎকালে অযোধ্যা নগরী মহাত্মা দশরথকর্তৃক বিরহিত হইয়া নক্ষত্রহীনা রজনীর ন্যায়, ভর্তৃহীনা অবলার ন্যায়, নিতান্ত শ্রীহীন হইয়া উঠিল। তত্রত্য লোকমাত্রেই অশ্রুজলে আকুল, কুলাঙ্গনারা হাহাকার করিতেছে, চত্বর ও গৃহসমুদায় শূন্য, নগরীর আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই। মহীপতি শোকাকুল চিত্তে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, রাজ মহিলারা মহীতলে বিলুণ্ঠিত, ইত্যবসরে দিনমণি স্বীয় কর-নিকর-প্রচার সঙ্কুচিত করিয়া অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন, এবং রজনীও গাঢ়তর তিমির বসনে শরীর আবৃত করিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে নগরবাসী নর নারীগণ দলে দলে আসিয়া ভরতমাতা কৈকেয়ীকে নিন্দা করিতে লাগিল, নৃপতির অভাবে সকলেই শোক দুঃখে অভিভূত, কাহার হৃদয়ে সুখের লেশ মাত্র রহিল না!

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

—০০—

রোদন পরায়ণ, নিরানন্দ ও বাষ্পাকুলকণ্ঠ সেই অযোধ্যা-বাসী জনগণের পক্ষে সে রাত্রি অতি দীর্ঘতর হইয়া অবসান হইল। শর্ব্বরী প্রভাত ও সূর্য্য উদিত হইলে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও মহাযশা জাবালি, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ রাজ সভায় আগমন করিলেন। এবং রাজ কার্য্য নির্ব্বাহক প্রধান প্রধান অমাত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজ কার্য্য সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা

করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন বিষয়ের একটা কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে প্রধান পুরোহিত বশিষ্ঠ দেবের অভিমুখীন হইয়া কহিতে লাগিলেন,—মহর্ষে! মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে যে রাত্রি আমাদের শতবর্ষ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, উহা অতি দুঃখে অতীত হইয়াছে। মহারাজ স্বর্গলোকে গমন করিলেন, রামও অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন, তেজস্বী লক্ষ্মণ রামেরই সহিত গমন করিয়াছেন, পরন্তপ ভরত ও শত্রুঘ্ন ইহাঁরা উভয়েই কেকয় দেশে রাজ-গৃহ নামক রমণীয় মাতামহ ভবনে বাস করিতেছেন। এক্ষণে ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তিকে অদ্যই রাজা স্থির করিয়া দিউন। রাজ্য অরাজক হইলে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অরাজক জনপদে পর্জন্য দেব বিদ্যুৎমালার সহিত ঘোর শব্দে কখন পৃথিবীতে দিব্য বারি বর্ষণ করেন না, বীজ রোপণ হয় না, পুত্র পিতার, ভার্য্যা স্বামীর বশে থাকে না, ধন ও ভার্য্যা রক্ষা করা বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠে। দেশ অরাজক হইলে এই সমস্ত অনিষ্ট ত অবশ্য ঘটিবে, এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ উৎপাতও যে ঘটিবে না, তাহাই বা কিরূপে মনে করা যায়! অরাজক রাজ্যে লোকে সভা-স্থাপনে, রমণীয় উদ্যানে, কি হৃষ্টান্তঃকরণে পুণ্য গৃহ নির্ম্মাণে, কাহারই প্রবৃত্তি জন্মে না। যজ্ঞশীল দান্ত ব্রতধারী দ্বিজাতিগণ যজ্ঞানুষ্ঠানে বিমুখ হইয়া পড়েন, ধনবান্ যজমানেরাও ঋত্বিক্-গণকে পর্য্যাপ্ত দক্ষিণা প্রদান করেন না, উৎসব ব্যাপারে নট ও নর্ত্তকেরা হৃষ্টচিত্তে যোগদান করে না। ব্যবহারা-জীবীরা অর্থ সিদ্ধি বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়েন। দেশের

উন্নতি সম্পাদক সমাজের শ্রীবৃদ্ধি রহিত হইয়া যায়। পৌরাণিকগণ কথাপ্রিয় শ্রোতার অভাবে পুরাণকীর্ত্তনে বীতরাগ হইয়া পড়েন। কুমারীরা সকলে মিলিত ও স্বুবর্ণা-লঙ্কারে ভূষিত হইয়া সন্ধ্যা সময়ে উদ্যানে ক্রীড়ার্থ গমন করে না। দেশ অরাজক হইলে গোপালক ও কৃষকেরা দ্বার উন্মোচন করিয়া শয়ন করে না। বিলাসীরা শীঘ্রগামী বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক বনবিহারে নির্গত হয় না। বিশালদশন ষষ্টিবৎসর বয়স্ক কুঞ্জর সমুদায় কণ্ঠে ঘণ্টা বন্ধন পূর্ব্বক রাজ পথে পর্য্যটন করে না। যাহারা সতত অস্ত্র শিক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া শর নিক্ষেপ অভ্যাস করে, সেই সমস্ত বীরদিগের করতালিধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যায় না। বহু পণ্য ব্যবসায়ী বণিক্‌গণ নির্ভয়ে দূর পথে গমন করিতে পারে না। যিনি ব্রহ্মে মনঃ সমাধান করিয়া একাকী বিচরণ করেন, যে স্থলে সায়ংকাল উপস্থিত হয় সেই স্থানেই বিশ্রাম করেন, সেই জিতেন্দ্রিয় মুনিও ধ্যানভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। লোকের অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর পরাক্রম সেনাগণের দুঃসহ হয়, উৎকৃষ্ট অশ্ব বা সুসজ্জিত রথে কেহ গমন করিতে পারে না। নানা শাস্ত্রবিশারদ সুধীগণ বনে বা উপবনে যাইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে পারেন না এবং ধার্ম্মিক লোকে-রাও দেবার্চ্চনার নিমিত্ত দক্ষিণা প্রদান ও মাল্য মোদক প্রস্তুত করিতে অসমর্থ হন। অরাজক রাজ্যে রাজ পুত্রেরাও চন্দন ও অগুরু রাগে রঞ্জিত হইয়া বসন্ত কালীন পাদপের ন্যায় শোভা ধারণ করিতে পারেন না। যেমন জল শূন্য নদী, তৃণ শূন্য বন, গোপাল হীন গো, রাজ বিরহিত রাজ্যও তদ্রূপ; দেশে রাজা

না থাকিলে কেহ কাহারও আত্মীয় নয় বন্ধুও নহে। মনুষ্যেরা মৎস্যের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে। যে সকল নাস্তিক ধর্ম্ম মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও এখন নিঃসংশয়ে প্রভুত্ব প্রদর্শন করিবে। চক্ষু যেমন শরীরের হিত সাধন ও অহিত নিবারণে সতত নিযুক্ত, রাজাও সেইরূপ রাজ্যের সত্য ও ধর্ম্ম রক্ষার প্রভু। রাজাই সত্য ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, কুলীনদিগের কুলরক্ষক, রাজাই সকলের মাতা, পিতা এবং হিতকারী, রাজা সদাচারসম্পন্ন হইলে যম, কুবের, ইন্দ্র ও বরুণকে অতিক্রম করেন। যদি এই সংসারে সৎ ও অসতের ব্যবস্থাপক রাজা না থাকিতেন, তাহা হইলে সূর্য্যের অভাবে গাঢ় অন্ধকারে যেমন কিছুরই অভিব্যক্তি হয় না, তদ্রূপ কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য বা কোন্ অকর্ত্তব্য, ইহার প্রতীতি হইত না। ধ্বজা যেমন রথের পরিচায়ক এবং ধূম যেমন অগ্নির অনুমাপক, আমরাও সেইরূপ মহারাজের কার্য্য নির্ব্বাহের জ্ঞাপক ছিলাম, এই সেই রাজা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। ভগবন্! সাগর যেমন কখন বেলা লঙ্ঘন করে না, তদ্রূপ মহারাজ জীবিত থাকিতেও আমরা কদাচ আপনার বাক্য অতিক্রম করি নাই। এক্ষণে নৃপতি বিরহে আমাদের কার্য্যকলাপ উৎসন্ন প্রায়, রাজ্য অরণ্য স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া আপনি ইক্ষ্বাকুতনয় কুমার ভরত, অথবা অন্য কাহাকেও এই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

—০০—

মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মিত্র, অমাত্য ও সমস্ত ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—দেখ, মহারাজ দশরথ যাঁহাকে রাজ্য দান করিয়া গিয়াছেন, সেই ভরত ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত মাতুল গৃহে সুখে বাস করিতেছেন; এক্ষণে আমরা এ বিষয়ে আর কি বিবেচনা করিব? শীঘ্রগামী দূতেরা অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে আনয়নার্থ অবিলম্বে তথায় গমন করুক। বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণমাত্রে সকলেই সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন মহর্ষি সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত ও অশোকনন্দন এই কএকজন দূতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; দেখ, এখন যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি আদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

তোমরা শোক পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শীঘ্র রাজগৃহে গমন কর। তথায় যাইয়া আমার আদেশানুসারে ভরতকে কহিবে,—রাজকুমার! পুরোহিত ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াদিয়াছেন, আপনি অবিলম্বে এস্থান হইতে যাত্রা করুন। এরূপ একটী কার্য্য উপস্থিত, যে, কালাতিক্রম হইলে বিঘ্ন ঘটিবে। কিন্তু সাবধান, এখানে যে রামের নির্ব্বাসন ও মহারাজের মৃত্যু ঘটিয়াছে, এই অশুভ সংবাদ তাঁহার নিকট কোন ক্রমে প্রকাশ করিবে না। এক্ষণে

তোমরা রাজা ও ভরতের নিমিত্ত কতক গুলি কৌশেয় বস্ত্র এবং উৎকৃষ্ট আভরণ লইয়া অবিলম্বে প্রস্থান কর।

অনন্তর দূতেরা কেকয় দেশে গমন করিতে প্রস্তুত হইয়া পাথেয় গ্রহণ ও অভিমত অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। এবং প্রস্থানোপযোগী অনন্তর করণীয় কার্য্য কলাপ শেষ করিয়া বশিষ্ঠের অনুজ্ঞাক্রমে তথা হইতে যাত্রা করিল। যাত্রা করিয়া অপরতাল দেশের পশ্চিম দিয়া এবং প্রলম্ব নামক দেশের উত্তর ভাগ আশ্রয় করিয়া মধ্যে মালিনী নদী উত্তরণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। অনন্তর পঞ্চাল দেশে উপনীত ও হস্তিনাপুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিল। পথিমধ্যে প্রফুল্ল-কমল-সুশোভিত সরোবর ও স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী দর্শন করিতে করিতে দূতগণ কার্য্যবশতঃ, দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে শরদণ্ডা নদীকূলে উপস্থিত হইল, উহা নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ, নানাবিধ বিহঙ্গমগণ ঐ জলে কেলি করিতেছে, দূতেরা শরদণ্ডা অতিক্রম করিয়া তদীয় পশ্চিম তীরস্থ সত্যোপযাচন নামক এক দিব্য বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক কুলিঙ্গা পুরীতে প্রবেশ করিল। অতঃপর অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দুইটী গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া ইক্ষ্বাকুদিগের পৈতৃক নদী পবিত্র ইক্ষুমতী পার হইল। ঐ নদীর তীরদেশে অঞ্জলিমাত্র জলপায়ী বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে দর্শন করিয়া বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া সুদামননামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইল। তথায় ভগবান্ বিষ্ণুর যে পাদচিহ্ন ছিল, উহা দর্শন করিয়া বিপাশা শাল্মলী নামক নদী, পল্বল, বাপী, তড়াগ ও

বিবিধ সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও হস্তিপ্রভৃতি দেখিতে দেখিতে প্রভুর আদেশ অনুসারে প্রশস্ত পথ দিয়া গমন করিতে লাগিল। বহুদূর পথ অতিক্রম করাতে তাহাদের অশ্ব নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিল, রাত্রিও উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বশিষ্ঠের প্রিয়কার্য্য সাধন, প্রজারক্ষা এবং বংশ-পরম্পরাগত রাজ্য ভরতের পরিগ্রহ, এই কএকটী কার্য্যের অনুরোধে নিরলস ও সত্বর হইয়া যাইতে যাইতে গিরিব্রজ নামক কেকয় রাজধানীতে উপস্থিত হইল এবং সে রাত্রি ঐ নগরীতে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

একোনসপ্ততিতম সর্গ

যে রাত্রিতে দূতেরা নগরে প্রবেশ করিল, সেই রাত্রিশেষে ভরত একটী অপ্রিয় স্বপ্ন দেখিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রাজকুমার ভরত সেই দুঃস্বপ্ন মনে করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তখন তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যগণ ভরতের হৃদয়ে সন্তাপ উপস্থিত জানিতে পারিয়া উহার অপনয়ন মানসে সভামধ্যে নানাকথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বীণাবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ বা নর্ত্তকীদিগকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন, কেহ বা হাস্যরসোদ্দীপক নাটক পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু মহাত্মা ভরত ঐ সকল সুহৃদ্বর্গের হাস্যকৌতুকাবহ আমোদে কিছুতেই হৃষ্ট হইতে পারিলেন না।

তখন তাঁহার কোন প্রিয় বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সখে! তোমার এই সমুদায় মিত্রগণ তোমার মনের প্রীতি-সম্পাদন উদ্দেশে এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তুমি তাহা কি কারণে উপেক্ষা করিতেছ? ভরত বন্ধুবাক্য শ্রবণে কহিলেন,—সখে! যে কারণে আমার মনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত, তাহা শ্রবণ কর। আমি আজ রাত্রিশেষে স্বপ্নাবস্থায় পিতাকে দেখিয়াছি, তিনি যেন মলিন বেশে মুক্ত-কেশে এক পর্ব্বত শিখর হইতে কলুষিত গোময়পূর্ণ হ্রদমধ্যে নিপতিত হইতেছেন, এবং পতিত হইয়াই তাহাতে ভাসিতে লাগিলেন। পরে তিনি যেন হাস্য করিয়া বারংবার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া তৈল পান করিতে লাগিলেন। আবার যেন অধোমস্তকে তিল মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া তৈলাক্ত সর্ব্ব-শরীরে তৈল মধ্যেই অবগাহন করিতে লাগিলেন। এইটী প্রথম স্বপ্ন। দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখিলাম,—যেন সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে পতিত, ঘোর অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন। যে হস্তী মহারাজকে বহন করিত, তাহার দন্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া ছিন্ন হইয়াছে, প্রজ্বলিত হুতাশন সহসা নির্ব্বাণ হইয়া গেল। পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, বৃক্ষসমুদায় একেবারে শুষ্ক, ও পর্ব্বতসমুদায় ধূমাকীর্ণ হইয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আবার দেখিলাম, মহারাজ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণলৌহময় আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, কৃষ্ণপিঙ্গল কলেবর প্রমদারা তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। তখন সেই মহাত্মা রক্তমাল্য ও রক্ত অনুলেপন ধারণ করিয়া সত্বর গগনে গর্দ্দভ যোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছেন। রক্তবসনা

কোন কামিনী রাজাকে দেখিয়া বিকট হাস্য করিতেছে, করাল-মুখী রাক্ষসী তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি এই ভীষণ রাত্রিশেষে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। ইহাতে আমি, রাম, রাজা অথবা লক্ষ্মণ আমাদের একজনকে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। স্বপ্নযোগে যাহাকে খরযোজিত রথে গমন করিতে দেখা যায়, তাহার চিতাধূম অচিরকাল মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বয়স্য! এই কারণে আমি এত দুর্ম্মনায়মান হইয়া তোমাদের বাক্যের অভিনন্দন করিতে পারিতেছি না। আমার কণ্ঠ যেন শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, মনকেও স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি ত আপাতত ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথচ ভয়ও আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। আমার কণ্ঠস্বর বিকৃত, শরীরকান্তি মলিন হইয়া আসিতেছে, আত্মার উপর অকারণ ধিক্‌কার জন্মিতেছে। সখে! এই অচিন্তিতপূর্ব্ব দুঃস্বপ্ন দর্শন ও যাঁহার দর্শনের আশা নাই, সেই রাজাকে চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় হইতে কোনরূপে শঙ্কা অপনীত হইতেছে না।

সপ্ততিতম সর্গ।

—:*:—

রাজকুমার ভরত মিত্রগণের সমক্ষে এইরূপ স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিতেছেন, এই অবসরে দূতেরা শ্রান্ত বাহনে দুর্গম পরিখা-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কেকয়রাজ ও রাজপুত্র যুধাজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরম সমাদরে সংকৃত হইয়া ভরতের নিকট যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল,—রাজকুমার! পুরোহিত বশিষ্ঠ ও সমস্ত মন্ত্রিগণ আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছেন, কালাতিক্রমে যাহার বিঘ্ন হইতে পারে, এরূপ কোন কার্য্য উপস্থিত, আপনি সত্বর এখান হইতে নির্গত হউন। আর আমরা এই সমুদায় মহামূল্য বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিয়াছি, আপনি লইয়া আপনার মাতামহ ও মাতুলকে প্রদান করুন। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিংশতি কোটি আপনার মাতামহের ও দশ কোটি আপনার মাতুলের।

মাতুলাদির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ভরত বশিষ্ঠ-প্রেরিত বস্তু সমুদায় গ্রহণ ও যথোক্তরূপে প্রদান পূর্ব্বক দূতগণকে অভীষ্ট বস্তু প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—দূতগণ! আমার পিতা মহারাজের কুশল ত? আর্য্য রাম ও মহাত্মা লক্ষ্মণ ত শারীরিক ভাল আছেন? ধর্ম্মানুরক্তা, ধর্ম্মজ্ঞা, ধর্ম্মবাদিনী রাম মাতা আর্য্যা কৌশল্যা এবং ধর্ম্মিষ্ঠা লক্ষ্মণ মাতা সুমিত্রা কুশলে আছেন ত? আমার স্বার্থপরায়ণা

প্রাজ্ঞাভিমানিনী কোপন স্বভাবা মাতাই বা কেমন আছেন? তিনি আমাকে কি বলিয়া দিয়াছেন?

মহাত্মা ভরত দূতগণকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বিনীত ভাবে কহিল,—হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। পদ্মালয়া লক্ষ্মী যখন আপনাকে প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহার কোন অমঙ্গল শঙ্কাই থাকিতে পারে না। এক্ষণে আপনি রথ-যোজনা করিতে আদেশ করুন। ভরত দূতগণকে কহিলেন, তোমরা যে আমাকে ত্বরা করিতেছ, উহা আমি অগ্রে মহা-রাজকে জ্ঞাপন করি।

রাজকুমার ভরত দূতগণকে এইরূপ বলিয়া মাতামহ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন,—রাজন! দূতেরা আমায় লইতে আসিয়াছে, আমি এক্ষণে পিতার নিকট গমন করিব। আপনি পুনরায় যখন আমাকে স্মরণ করিবেন, তখনই উপস্থিত হইব। তখন কেকয়রাজ মাতামহ ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতিপূর্ণ বচনে কহিলেন,—বৎস! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা দিতেছি, তুমি গমন কর। কৈকেয়ী তোমা হইতেই সৎপুত্রের সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমি তথায় উপস্থিত হইয়া তোমার মাতা পিতাকে আমাদের কুশল সংবাদ দিবে। এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বিপ্রশ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী তোমার ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকে আমাদের মঙ্গল সংবাদ প্রদান করিবে। কেকয়রাজ এই কথা বলিয়া যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক ভরতকে অত্যুৎকৃষ্ট হস্তী, চিত্র-কম্বল, অজিন, অন্তঃপুর পালিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন ভীষণ দর্শন মহাকায় কুক্কুর,

দুই সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ও ষোড়শশত অশ্ব উপহার প্রদান করিলেন। এবং ভরতের অনুগমন করিবার নিমিত্ত বিশ্বস্ত গুণশালী কতকগুলি অভিমত অমাত্যকে আদেশ করিলেন। মাতুল যুধাজিৎও তাঁহাকে ঐরাবতবংশীয় ইন্দ্রশির দেশোৎপন্ন প্রিয়দর্শন কতকগুলি হস্তী, এবং দ্রুতগামী গর্দ্দভ প্রদান করিলেন। কিন্তু ভরত গমনের সত্বরতা নিবন্ধন কেকয়রাজদত্ত ধন লাভে আনন্দ প্রকাশ করিলেন না। দূতগণের ত্বরা এবং স্বপ্ন দর্শন, এই দুই কারণে ভরতের হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল।

অনন্তর তিনি স্বীয় আবাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য, হস্তী ও অশ্ব সঙ্কুল রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে অনতিদূরবর্ত্তী মাতামহের অন্তঃপুরে অপ্রতিষিদ্ধ গমনে প্রবেশ করিয়া মাতামহ, মাতুল যুধাজিৎ, মাতামহী, মাতুলানী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে যথাযোগ্য অভিবাদন এবং সম্ভাষণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণে যাত্রা করিলেন। তৎকালে ভৃত্যেরা শতাধিক রথ যোজনা করিয়া উষ্ট্র, গো, অশ্ব ও গর্দ্দভ লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। মহাত্মা ভরত এইরূপে মাতামহের সৈন্যগণে পরিরক্ষিত এবং আত্মসদৃশ অমাত্যদিগের সহিত নিঃশত্রু শত্রুঘ্নকে লইয়া দেবেন্দ্রলোক হইতে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

—oo—

মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া সুদামা নামে এক নদী উত্তীর্ণ হইলেন*। অনন্তর হ্লাদিনী নাম্নী অতি দুস্তর পশ্চিম বাহিনী তরঙ্গিণী পার হইয়া শতদ্রু নদীও উত্তীর্ণ হইলেন। পরে ঐলধান নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় আর একটী নদী পার হইয়া অপরপর্ব্বত নামক প্রদেশ সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন। ঐ প্রদেশে আকুর্ব্বতী নাম্নী এক স্রোতস্বিনী আছে, উহাতে যাহা কিছু বস্তু পতিত হয়, তাহাকেই শিলারূপে পরিণত করে, উহা পার হইয়া অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামে একদেশ; তথায় শিলাবহানাম্নী এক নদী প্রবাহিত হইতেছিল। সত্যসন্ধ ভরত ঐ নদী দর্শনে পবিত্র হইয়া অনেক গুলি পর্ব্বত লঙ্ঘনপূর্ব্বক চৈত্ররথনামক বনে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর গঙ্গা† সরস্বতীর মিলন স্থানে গমন করিয়া বীরমৎস্য দেশের উত্তরে যে সমুদায় দেশ ছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া

* দূতগণ যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, এটী সে পথ নহে। ইহা চতুরঙ্গ গমনোপযোগী ভিন্ন পথ। দূতেরা শীঘ্র কেকয় রাজধানীতে উপস্থিত হইবার আশায় কান্তার পথ অবলম্বন করিয়া আগমন করিয়াছিল। সুতরাং দূতমার্গের নদী সকলের নাম ইহাতে উল্লেখ নাই।

† এই স্থানে গঙ্গা নামে যাহার উল্লেখ করা হইল, উহা ভাগীরথী নহে। গঙ্গার পশ্চিম বাহিনী সীতা নামে এক শাখা বিশেষ। উহাই গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে।

ভারুণ্ড বনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পর্ব্বতপরিবৃতা বেগবতী কুলিঙ্গা নামে এক নদী উত্তীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইলেন, অদূরে যমুনা প্রবাহিত হইতেছে। সেই যমুনা তীরে যাইয়া সৈন্যগণকে শ্রান্তি দূর করিতে আদেশ প্রদান ও ক্লান্ত অশ্বগণকে স্নান ও জলপানে শীতল করিয়া স্বয়ং জল গ্রহণ পূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজপুত্র সেই উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশ পথে বায়ুর ন্যায় শূন্যপ্রায় এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে অংশুধান গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় মহানদী গঙ্গা পার হওয়া অতি দুষ্কর দেখিয়া বিখ্যাত প্রাগ্বটপুরে চলিলেন। ঐ স্থানে বল বাহনের সহিত গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া কুটিকোষ্ঠিকা নদী তীরে উপনীত ও উহা পার হইয়া ধর্ম্মবর্দ্ধন নগরে গমন করিলেন। তথা হইতে তোরণ গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থ গ্রামে উপনীত হইলেন। জম্বুপ্রস্থ হইতে রমণীয় বরূথ গ্রামে যাইয়া তথায় এক সুরম্য বনে বাস করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিলেন। অতঃপর যেস্থানে বহুতর প্রিয়ক বৃক্ষ রহিয়াছে, সেই উজ্জিহানা নগরীর উদ্যানে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সমুদায় প্রিয়কবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া কুমার ভরত সৈন্যগণকে পশ্চাৎ আসিতে অনুমতি প্রদান করিয়া স্বয়ং বেগগামী অশ্বযোজিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক একাকী দ্রুত গমনে যাইতে লাগিলেন। পরে সর্ব্ব-তীর্থ নামক গ্রামে উপনীত হইয়া বিবিধ পার্ব্বতীয় তুরঙ্গমের সহিত উত্তরগা ও অন্যান্য অনেক নদী উত্তীর্ণ হইলেন, অতঃপর হস্তিপৃষ্ঠ গ্রামে আসিয়া তথায় কুটিকা নদী প্রবাহিত

হইতেছে, ভরত তাহাও উত্তীর্ণ হইয়া লোহিত্য গ্রামে কপীবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনতগ্রামে গোমতী নদী পার হইয়া কলিঙ্গ নগরে সালবন অতিক্রম পূর্ব্বক রাত্রিশেষে শ্রান্ত বাহনে অযোধ্যা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত সাত রাত্রি কেবল পথে পথে থাকিয়া অষ্টম দিবসে মহীপতি মনুকর্ত্তৃক সন্নিবেশিত অযোধ্যা-নগরী দর্শন করিলেন। সম্মুখে সেই অযোধ্যার অবস্থা দর্শনে সারথিকে কহিলেন,—সারথে! দেখ, এই উদ্যানশালিনী যশস্বিনী অযোধ্যাকে দূর হইতে নিতান্ত নিরানন্দ বোধ হইতেছে। এই নগরী গুণশালী যাজ্ঞিক, বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও বহুসংখ্যক ধনবান্ লোকে পরিপূর্ণ এবং প্রধান রাজর্ষিকর্ত্তৃক যত্নে প্রতিপালিত হইলেও পাণ্ডুবর্ণ মৃত্তিকার ন্যায় আজ যেন অসার শূন্য বলিয়া প্রতীতি জন্মিতেছে। পূর্ব্বে এই অযোধ্যাতে নরনারীগণের তুমুল কোলাহল চতুর্দ্দিকে শুনিতে পাওয়া যাইত, আজ তাহা শ্রবণগোচর হইতেছে না। বিলাসি-গণ সায়ংকালে ইহার যে সমুদায় উদ্যানে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি ক্রীড়ার পর প্রভাতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইত, আজ যেন তাহার অন্যথা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া ঐ সমস্ত উদ্যান যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া রোদনই করিতেছে। সারথে! এই পুরী যেন আমার কাছে অরণ্যময় বোধ হইতেছে। এখানকার প্রধান প্রধান লোকেরা হস্তী, অশ্ব বা অন্য কোন যানে পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিতেছেন না। ইহার যে সমস্ত উদ্যানে ভৃঙ্গ-কোকিলাদি জীবচয় মদমত্ত হইয়া বিহার করিত, বিবিধ

কুসুম-সুশোভিত লতাগৃহ, দীর্ঘিকা, ক্রীড়া-পর্ব্বত প্রভৃতি বিলাস দ্রব্য থাকাতে বিলাসী নরনারীদিগের যাহা বিহারের অনুকূল হইয়া আছে, যথায় মদমত্ত নায়ক নায়িকারা আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকে, সেই সমস্ত অদ্য যেন সর্ব্বথা নিরানন্দ ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। দেখ, প্রত্যেক পথেই বৃক্ষ হইতে পত্র সকল স্খলিত হইতেছে, দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন উহারা নিরন্তর অশ্রু মোচন করিয়া রোদন করিতেছে। পূর্ব্বে যাহারা অনুরাগভরে মধুর কলধ্বনি করিত, সেই সমস্ত মৃগ-পক্ষীদিগের এখনও (সূর্য্য উদিত হইলেও) শব্দ শুনিতে পাইতেছি না। কেনই বা পূর্ব্বের ন্যায় চন্দন ও অগুরু-গন্ধামোদিত নির্ম্মল বায়ু বহিতেছে না? পূর্ব্বে যে সমুদায় ভেরী, মৃদঙ্গ ও বীণা বাদনদণ্ডে আহত হইয়া সর্ব্বদা দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিত, সেই শব্দই বা কেন আজ বিরত হইল? এক্ষণে আমি যেরূপ নানা প্রকার অশুভ সূচক প্রাণী ও অপ্রীতিকর দুর্লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে আমার বন্ধু বান্ধবের কুশল নিতান্ত দুর্লভ। অমঙ্গলের কারণ না থাকিলে আমার হৃদয় কেনই বা অবসন্ন হইয়া আসিতেছে?

ভরত এইরূপে উৎকণ্ঠিতচিত্ত, ত্রস্ত ও ব্যস্ত হইয়া ইক্ষ্বাকুপালিতা অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন বৈজয়ন্ত দ্বার দিয়া শ্রান্তবাহনে প্রবেশ করিতেছেন, তখন দ্বারপালেরা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিজয় প্রশ্নে সংবর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিল। ভরত তাহাদিগকে সাদরে প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কেকয়-রাজের সারথিকে কহিলেন,—সারথে!

দূতেরা কি নিমিত্ত অকারণে আমাকে এত ত্বরা করিয়া আনিল? আমার হৃদয়ে কেবল অশুভ শঙ্কাই উপস্থিত হইতেছে, ধৈর্য্যও স্খলিত হইতেছে। সারথে! নৃপতিদিগের মৃত্যু হইলে যেরূপ শুনিতে পাই, সকল দিকে সেইরূপ আকারই দেখিতে পাইতেছি। আত্মীয় স্বজনের গৃহ সমুদায় সম্মার্জ্জনাদি সংস্কার শূন্য, প্রতি গৃহেরই কবাট সকল উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, যেন সমস্তই হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। দেববলি, ধূপগন্ধ কোথাও নাই। লোক সমুদায় অনাহারে প্রভাহীন, গৃহ সমুদায় শোভাহীন, দেবালয় সকল শোভাহীন ও শূন্য, উহা মাল্য দানে অনলঙ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন, দেবার্চ্চনা ও যজ্ঞাগারে যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই দেখিতেছি না। মাল্য-বিপণিতে বিক্রেয় মাল্য নাই, ক্রয় বিক্রয় ব্যাপার রহিত হওয়াতে বণিকেরা আপণ সকল বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদিগকে যেরূপ উৎসাহপূর্ণ দেখিতাম, এখন আর সেরূপ দেখিতেছি না। উহারা সকলেই যেন ধ্যানমগ্ন। দেবায়তন ও চৈত্য-বৃক্ষে মৃগ পক্ষীরাও যেন ম্রিয়মান হইয়া রহিয়াছে। পুরবাসী-দিগের মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই মলিন, সজলনয়ন, দীন, ধ্যানপরায়ণ, ক্ষীণ ও উৎকণ্ঠিত।

সারথিকে এইরূপ কহিয়া নগরের দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হৃদয়ে ভরত রাজ-প্রাসাদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইন্দ্রের অমরাবতীতুল্য সেই অযোধ্যায় চতুষ্পথ ও রথ্যা সমুদায় জন-সঞ্চার-শূন্য, কবাট ও দ্বারযন্ত্র সকল ধূলিধূসরিত দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যার পর নাই পরিতাপ উপস্থিত হইল। ভরত পিতার জীবদ্দশায় যে সমুদায়

অপ্রিয় কখন দর্শন করেন নাই, এক্ষণে বহু পরিমাণে তৎ-সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া অধোবদনে দীনমনে ক্ষুণ্ণহৃদয়ে পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

—০❋০—

অনন্তর ভরত পিতৃগৃহে পিতাকে দেখিতে না পাইয়া মাতৃগৃহে মাতাকে দেখিতে চলিলেন। কৈকেয়ী পুত্র ভরতকে প্রবাস হইতে সমাগত দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে সুবর্ণময় আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ভরতও সেই শোভাহীন মাতার গৃহে প্রবেশ ও জননীকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় অভিবাদন করিলেন।

তখন মাতা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক অঙ্কে আরোপণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! বল, মাতামহ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া পথে তোমার কয় রাত্রি লাগিয়াছে? রথে এত শীঘ্র আগমন করাতে তোমার পথ-শ্রান্তি হয় নাই ত? তোমার আর্য্য মাতামহ ও মাতুল যুধাজিৎ কুশলে আছেন ত? প্রবাসে থাকিয়া তুমি কিরূপ সুখে ছিলে, তাহাও আমাকে সমুদায় বল।

রাজীবলোচন রাজকুমার ভরত মাতাকে কহিলেন,—মাতঃ! মাতামহ গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া অদ্য সাতদিন হইল পথে বাস করিয়াছি। তোমার পিতা ও আমার মাতুল

উভয়েই নিরাপদে আছেন, মাতামহ কেকয়রাজ আমাকে যে সমুদায় ধন রত্ন প্রদান করিয়াছেন, তাহা লইয়া বাহকেরা পথে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্য আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রেই চলিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, পিতার বার্ত্তাবহ দূতেরা কেন আমাকে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিল? তাহা আমাকে বল। তোমার এই সুবর্ণ ভূষিত পর্য্যঙ্কশয্যা শূন্য, ইক্ষ্বাকুবংশীয় সকলকেই নিরানন্দ দেখিতেছি, তোমারই গৃহে রাজা অধিক সময় অবস্থান করেন, আজ আমি আসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছি না, কারণ কি? আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিব, বল, তিনি এখন কোথায়? তিনি কি এখন জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার গৃহে আছেন?

তখন রাজ্য-লোভ-মোহিতা কৈকেয়ী অবিদিতবৃত্তান্ত ভরতকে ঘোর অপ্রিয় কথা প্রিয় মনে করিয়া কহিলেন;—মহাত্মা, সজ্জনশরণ, তেজস্বী ও যজ্ঞশীল তোমার পিতা মহারাজ সর্ব্ব প্রাণীর যে গতি, সেই গতি লাভ করিয়াছেন।

পবিত্রাত্মা ভরত মাতার বাক্য শ্রবণ মাত্র পিতার শোকে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া হা হতোস্মি বলিয়া বাহু উৎক্ষেপ-পূর্ব্বক ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং শোকে অভিভূত ও আকুলচিত্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন; হায়! আমার পিতৃদেবের এই সুচারু শয্যা পিতা বর্ত্তমানে শরৎকালের রজনীতে সুধাংশু-মণ্ডল-বিমণ্ডিত আকাশ মণ্ডলের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিত, আজ তাঁহার বিরহে শশাঙ্কহীন আকাশ ও বারিহীন বারিধির ন্যায় দুর্দর্শ হইয়া

উঠিয়াছে। এই বলিয়া শ্রীমান্ বীরশ্রেষ্ঠ ভরত বসন দ্বারা বদন মণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক বাষ্পাকুলকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন কৈকেয়ী দেবপ্রভাব চন্দ্রসূর্য্যতুল্য মাতঙ্গসদৃশ পুত্র ভরতকে নিতান্ত শোকার্ত্ত ও বনে পরশুছিন্ন সালস্কন্ধের ন্যায় ভূপতিত দেখিয়া উত্থাপন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—বৎস! রাজপুত্র! কি জন্য তুমি ধরাসনে শয়ন করিয়া রহিলে? গাত্রোত্থান কর। তোমার মত সাধুসম্মত সভ্য লোকেরা কখন শোকে অধীর হন না। তোমার বুদ্ধি দান যজ্ঞের সম্পূর্ণ অধিকারিণী, শ্রুতিশীল ও তপস্যার অনুগামিনী। ঈদৃশী বুদ্ধি অর্কমণ্ডলের প্রভার ন্যায় কখন বিচলিত হই-বার নহে।

অনন্তর ভরত শোকাকুলচিত্তে ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া বহু-কাল রোদনের পর জননীকে কহিলেন,—মাতঃ! পিতা আর্য্য রামকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, আমি এই ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে মাতুলালয়ে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার সম্পূর্ণই বিপরীত হইয়া গিয়াছে। যিনি নিয়ত আমার প্রিয় ও হিতকামনা করিতেন, সম্প্রতি সেই পিতাকে দেখিতে না পাইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অম্ব! আমি না আসিতেই কোন্ ব্যাধিতে আমার পিতা দেহ বিসর্জ্জন করিলেন? সেই রাম প্রভৃতি সকলেই ধন্য, যাঁহারা স্বয়ং তাঁহার সংস্কার করিয়াছেন। সেই কীর্ত্তিমান মহারাজ,—আজ আমি উপস্থিত হইয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই জানিতে পারিতেছেন না। যদি তিনি তাহা জানিতে

পারিতেন, তাহা হইলে সত্বর আমার মস্তক অবনত করিয়া আঘ্রাণ করিতেন। আমি ধূলায় ধূসরিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে অক্লিষ্টকর্ম্মা আমার পিতা যে সুখস্পর্শ হস্ত দ্বারা আমার অঙ্গের ধূলি মার্জ্জনা করিয়া দিতেন,—হায়! এখন তাহা কোথায় রহিল? যাহা হউক, এক্ষণে যিনি আমার ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু এবং আমি যাঁহার অভিমত দাস, সেই রামকে শীঘ্র আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। পিতার অবর্ত্তমানে আর্য্য ধর্ম্মানুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই তাঁহার পিতৃস্থানীয়, অতএব তাঁহার চরণ বন্দনা করিব, তিনিই এখন আমার একমাত্র গতি। আর্য্যে! সেই ধর্ম্মশীল মহাভাগ দৃঢ়ব্রত মহারাজ মৃত্যুকালে আমাকে কি বলিয়া গিয়াছেন? তাঁহার সেই শেষ আজ্ঞা শুনিতে আমার নিতান্তই ইচ্ছা হইতেছে।

কৈকেয়ী ভরতের এই সমস্ত সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—বৎস! সেই মহাত্মা তোমার পিতা হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতে! এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি অন্তিমকালে এই মাত্র আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি পাশবদ্ধ মহাগজের ন্যায় কাল ধর্ম্মে বিক্ষিপ্ত হইলাম, যাহারা অতঃপর জানকীর সহিত রাম ও মহাবাহু লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় পুনরাগমন করিতে দেখিবেন, তাঁহারাই ধন্য।

ভরত এই দ্বিতীয় অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ বদনে মাতাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—জননি! সেই ধর্ম্মাত্মা রাম এক্ষণে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত মিলিত হইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন? তখন কৈকেয়ী রামের

বিবাসনরূপ অপ্রিয় সংবাদ ভরতের প্রিয় হইবে মনে করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন ;—বৎস ! সেই রাজকুমার রাম চীরবাস পরিধান করিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত মহাবন দণ্ডকে গমন করিয়াছেন।

ভরত স্বীয় কুলের পবিত্রতা স্মরণ করিয়া এবং ভ্রাতা রামের নির্ব্বাসনবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার চরিত্র বিষয়ে বিষম শঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে ভীতচিত্তে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন,—মাতঃ ! রাম কি কোন কারণে কোন ব্রাহ্মণের ধন হরণ করিয়াছিলেন ? অথবা কোন ধনবান্ বা দরিদ্রই হউক নিরপরাধে কাহাকেও হিংসা করিয়াছিলেন ? অথবা পরদারাপহরণে তাঁহার অভিলাষ হয় নাই ত ? এক্ষণে বল, কি কারণে তাঁহাকে দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত করা হইল ?

তখন তাঁহার বৃথা-পণ্ডিতাভিমানিনী চপলা মাতা স্ত্রীস্বভাব নিবন্ধন পুলকিত হৃদয়ে আত্মকৃত কর্ম্ম যথাযথ কহিতে লাগিলেন ;—বৎস ! রাম কাহারও ব্রহ্মস্ব হরণ করেন নাই, নিষ্পাপ কোন ধনাঢ্য অথবা দরিদ্রেরও কোন অনিষ্ট করেন নাই ; রাম পরস্ত্রীকে কখন চক্ষুতে ও দেখেন না। কিন্তু পুত্র ! আমিই তাঁহার রাজ্যাভিষেকের কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতির নিকট তোমার রাজ্য ও রামের বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম। রাজা পূর্ব্বে আমাকে দুইটী বর দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন, এক্ষণে সেই সত্য-পালন-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তোমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। মহারাজ সেই প্রিয় পুত্র রামকে দেখিতে না পাইয়া পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন।

বৎস! রাম যেমন তাঁহার আজ্ঞা পালনার্থ বন-প্রস্থান করিয়াছেন, তুমিও তেমনি তোমার পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রাজ্য গ্রহণ কর। কেবল তোমারই নিমিত্ত আমি এই সমুদায় ব্যাপার ঘটাইয়াছি। পুত্র! এক্ষণে তুমি শোক সন্তাপ পরিহার কর এবং ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিধিজ্ঞ বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণের সহিত যথাবিধি সেই উদারস্বভাব মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া আপনাকে নিরুপদ্রব পৃথিবী রাজ্যে অভিষিক্ত কর।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

—:*:—

তখন ভরত পিতার নিধন ও ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্ব্বাসন-বার্ত্তা মাতার মুখেই শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সন্তপ্তহৃদয়ে কহিলেন; —পিতা ও পিতৃতুল্য ভ্রাতৃবিহীন হইয়া এই হতভাগ্যের রাজ্যে কি ফল হইবে? পাপদর্শিনি! তুই আমার পিতাকে সংহার, ভ্রাতা রামকে বনবাসে তাপস করিয়া ক্ষত স্থানে ক্ষার নিক্ষেপের ন্যায় দুঃখের উপর দুঃখ প্রদান করিতেছিস্! তুই আমাদের কুলনাশের নিমিত্ত কালরাত্রি হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলি! আমার পিতা যে প্রজ্বলিত অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কুল-কলঙ্কিনি! তুই আমার পিতা রাজাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়া এই কুলের সুখাশা একেবারেই নির্ম্মূল করিলি!

সত্যসন্ধ মহাযশা ধর্ম্মবৎল আমার পিতা রাজা দশরথ তোরই জন্য কি ভীষণ দুঃখে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! এক্ষণে তুই বল্, কি কারণে আমার ধর্ম্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিলি? কেনই বা রামকে নির্ব্বাসিত করিলি? কি কারণেই বা তিনি বনে গেলেন? পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যা ও সুমিত্রা তোর সংসর্গে আর জীবন ধারণ করিতে পারিবেন তাহা নিতান্তই অসম্ভব। মহাত্মা আর্য্য রাম গুরুলোকের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তিনি তোকে মাতৃ নির্ব্বিশেষে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন, এবং দূরদর্শিনী জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যাও তোর চিত্তানুবর্ত্তন করিয়া ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন; তথাপি তাঁহারই পুত্র মহাপুরুষ রামকে বল্কল পরিধান করাইয়া বনে পাঠাইতে কিছু মাত্র তোর সঙ্কোচ বোধ হইল না! রাম সকলের শুভদর্শী, মহাবীর, কার্য্যকুশল ও যশস্বী, তাঁহাকে চীর বসন পরাইয়া নির্ব্বাসিত করায় তোর কি ইষ্ট লাভ হইল? আমি রামকে কিরূপ চক্ষে দেখিতাম, তাহা তুই লুব্ধ-স্বভাব-নিবন্ধন জানিতে পারিস নাই, সেই জন্য রাজ্যের নিমিত্ত এইরূপ অনর্থ ঘটাইয়াছিস্। আমি পুরুষ ব্যাঘ্র রাম লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া কোন্ শক্তি প্রভাবে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইব? সুমেরু যেমন আত্মরক্ষার্থ স্বশিখরসঞ্জাত বনকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ধর্ম্মত্মা মহারাজও সেইরূপ প্রতিনিয়ত মহাবীর্য্য রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই জ্যেষ্ঠ রামই আমার একমাত্র বল, তিনি ব্যতীত আমি কোন্ সাহসে এই প্রবল রাজধৃত ভার বহন করিব? যদি আমি যোগপ্রভাবে অথবা বুদ্ধি-

বলে উহার বহনে সমর্থ হই, তথাপি রাজ্যলুব্ধা, তোর মনস্কামনা কিছুইতেই পূর্ণ করিব না। যদি তোর উপর রামের মাতৃবৎ মর্য্যাদা না থাকিত, তাহা হইলে পাপাশয়া, তোকে পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইত না! রে দুষ্টচরিত্রে! আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ-বিগর্হিত এই পাপ-বুদ্ধি তোর কেন উপস্থিত হইল? আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহারই অনুগত হইয়া থাকেন। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তুই রাজধর্ম্মের কিছুই জানিস্ না, এবং রাজকর্ম্মে অব্যভিচারিণী গতিও তোর পরিজ্ঞাত নাই। রাজপুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এ নিয়ম সর্ব্বত্র সমান; বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের এই সদাচার আবহমানকাল সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। একমাত্র ধর্ম্মই যাঁহাদের রক্ষণীয় বস্তু, কুলক্রমাগত আচার-রক্ষাই যাঁহাদের একমাত্র ব্রত, তাঁহাদের সেই চরিত্রগর্ব্ব আজ তুই একবারে খর্ব্ব করিলি! বল্ দেখি, তোরও ত মহাভাগ্যশালী রাজবংশে জন্ম হইয়াছে, তথাপি এই গর্হিত বুদ্ধিবিপর্য্যয় কেন উপস্থিত হইল? পাপীয়সি! তুইই আমার এই প্রাণান্তকর বিপত্তি ঘটাইয়াছিস্, আমি কিছুতেই আর তোর অভিলাষ সিদ্ধ করিব না। আমি এখনই তোর অনিষ্ট করিবার জন্য স্বজনপ্রিয় রামকে ফিরাইয়া আনিব এবং তাঁহাকে আনিয়া সুস্থ চিত্তে তাঁহার দাস হইয়া থাকিব।

মহাত্মা ভরত নিতান্ত শোকাকুল হইয়াও এইরূপ অপ্রিয় বাক্যে কৈকেয়ীকে মর্ম্মব্যথা প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় মন্দর-গিরিগুহাস্থিত কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

—:*:—

তৎকালে ভরত মাতাকে এইরূপে তিরস্কার করিয়া যারপর নাই ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন,—নৃশংসে! দুষ্টচারিণি! তুই রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া অরণ্যে প্রস্থান কর্। তুই ধর্ম্মত্যাগিনী, লোকান্তরগত ভর্ত্তার উদ্দেশে তোর রোদন করিবারও অধিকার নাই। পরম ধার্ম্মিক রাজা ও রাম তোর কোন্ গুণের উপর দোষী করিয়াছিলেন, যে সেই জন্য তুল্যরূপে একজনের মৃত্যু ও অপরের নির্ব্বাসন ঘটাইলি? তুই এই কুলবিনাশন-হেতু ভ্রূণ হত্যার পাতকগ্রস্ত হইয়াছিস, তুই নরকে যা; পিতা আমার যে লোকে গমন করিয়াছেন, সে লোকে তোর গতি নাই। তুই ঘোর গর্হিত উপায়ে সর্ব্বলোকপ্রিয় রামকে বনবাস দিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিস, তাহাতে তোর পুত্র বলিয়া আমারও লোক-কলঙ্কের ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে। তোরই জন্য পিতার মৃত্যু হইয়াছে, রামও অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন, আমিও ইহলোকে ও পরলোকে অকীর্ত্তি ভাজন হইলাম। নৃশংসে! রাজ্যকামুকে! দুর্ব্বৃত্তে! পতিঘাতিনি! তুই আমার মাতৃরূপে শত্রু হইয়া আসিয়াছিস, তুই আমার আর নামও করিস্ না। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য আমার মাতৃগণ সকলেই কেবল তোরই জন্য বিষম দুঃখ ভোগ করিতেছেন। তুই ধীমান্ ধর্ম্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নহিস্। তুই আমাদের এই কুল ধ্বংস করিবার জন্য তোর পিতার আলয়ে রাক্ষসী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলি। তুই নিতান্ত

পাপীয়সী। তোর সেই পাপফলে আমি পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন ও লোকের ঘৃণাপাত্র হইলাম। তুই ধর্ম্মশীলা কৌশল্যাকে পতি-পুত্র-বিহীন করিয়া কোন্ নরকে যাইবি, তাহা আমি জানি না! কৌশল্যাতনয় রাম সকলের জ্যেষ্ঠ, পিতৃতুল্য ও সকলের আশ্রয়, তাহা কি তুই জানিস না? অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমুৎপন্ন পুত্র মাতার হৃদয়-পুণ্ডরীক হইতে প্রসূত হয়, সেই জন্য পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সাধারণ প্রিয়মাত্র। ইহার কারণস্বরূপ আমি একটী উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর্।

পুরাবিৎ বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন, একদা সুরপূজিতা সুরভি আকাশ পথে গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার দুইটী পুত্র বলীবর্দ্দ পৃথিবীতে হল আকর্ষণ করিতেছিল, দিবসের মধ্যভাগপর্য্যন্ত হল কর্ষণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে বিচেতন প্রায় হইয়া পড়িয়াছে। তদ্দর্শনে সুরভি পুত্রশোকে বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র তাঁহার নিম্ন দেশ দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার গাত্রে সহসা সূক্ষ্ম কএক বিন্দু সুগন্ধি জল পতিত হইল। তখন ইন্দ্র ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সুরভি আকাশপথে থাকিয়া শোকাকুল ও দুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিতেছেন; বজ্রধর ইন্দ্র ঐরূপ শোক-সন্তপ্তা যশস্বিনী সুরভিকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অয়ি সর্ব্বহিতৈষিণি! আমাদের দেবগণের ত কোন ভয় সম্ভাবনা নাই, আপনার এ ভয় বা শোকের কারণ কি?

তখন ধৈর্য্যশীলা বাক্‌পটীয়সী কামধেনু ইন্দ্রদেবকে কহিলেন,—দেবরাজ! অমঙ্গল তিরোহিত হউক, তোমাদিগের কাহারও কাছে কোনরূপ ভয় সম্ভাবনা নাই ইহা সত্য, কিন্তু ঐ দেখ, আমার পুত্র দুইটী বলীবর্দ্দ নিম্নোন্নত ভূমিতে হল কর্ষণ করিয়া কৃশ, হল ভার বহনে প্রপীড়িত ও প্রখর-সূর্য্য-কিরণে সন্তপ্ত হইয়া যারপর নাই দুঃখ পাইতেছে। তাহার উপর আবার দুরাত্মা কৃষক নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি। হে সুররাজ! পুত্রের সমান প্রিয় পদার্থ আর জগতে নাই।

যাহার সহস্র সহস্র পুত্র দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, দেবরাজ সেই সুরভিকে রোদন করিতে দেখিয়া মনে করিলেন, পুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই। তদবধি ইন্দ্র সুরভিকেও এ সংসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন। এক্ষণে দেখ, সর্ব্ব জীবের প্রতি যাহার তুল্য অনুগ্রহ, যাহার চরিত্রে তুলনা নাই, সন্তান পরম্পরায় যাহার পুত্রও অসংখ্য, সেই শ্রীমতী গুণবতী কামধেনুও পুত্রের নিমিত্ত শোক করিয়া থাকেন, সুতরাং মানুষী কৌশল্যা যে রাম ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না, সে সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে! সেই একপুত্রা সাধ্বী কৌশল্যাকে তুই বিবৎসাই করিলি! বলিতে কি, তুই এই পাপেই কি ইহলোক, কি পরলোকে নিরন্তর দুঃখ পাইবি। আমি এক্ষণে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া মহাবল আর্য্য রামকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিব এবং তদীয় ব্রত সমাপ্তির জন্য তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া মুনিজনসেবিত বন প্রবেশ পূর্ব্বক

যশস্বী হইব। রে পাপশীলে! পৌরগণ সজলনয়নে আমার দিকে চাহিয়া থাকিবে, আর আমি যে তোর পাপের ভরা বহন করিব, ইহা কদাচ হইবে না! অতঃপর তুই অগ্নিতেই প্রবেশ কর্, দণ্ডকারণ্যই বা আশ্রয় কর্, অথবা উদ্বন্ধনেই প্রাণত্যাগ কর্, তোর আর অন্য গতি নাই। এখন সত্য-পরাক্রম রাম রাজ্যভার গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থ ও এ কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইব।

এই বলিয়া ভরত অঙ্কুশাহত আরণ্য মাতঙ্গের ন্যায়, অতি ক্রুদ্ধ পন্নগের ন্যায়, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, পরিধেয় বস্ত্র কটিতট হইতে স্খলিত হইয়া গেল, সমস্ত আভরণ ইতস্তত বিক্ষেপ করিয়া উৎসবাবসানে শক্রধ্বজের ন্যায় রাজকুমার ভূতলে পতিত ও হতচেতন হইয়া রহিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর ভরত অনেক ক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া গাত্রোত্থান ও দুঃখিতা মাতার দিকে সাশ্রুলোচনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অমাত্যগণ মধ্যে কহিতে লাগিলেন,—আমি কখন রাজ্য কামনা করি নাই, রাজ্য প্রাপ্তির জন্য জননীকেও প্রেরণ করি নাই, আমি অতি দূর দেশে শত্রুঘ্নের সহিত বাস করিতেছিলাম; সুতরাং মহারাজ যে অভিষেকের অনুষ্ঠান

করিয়াছিলেন তাহার আমি বিন্দুমাত্রও জানিতে পারি নাই। মহাত্মা রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত যেরূপে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তাহাও আমি অবগত হইতে পারি নাই।

যৎকালে ভরত এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে ছিলেন, তৎকালে কৌশল্যা ভরতের কণ্ঠস্বর জানিতে পারিয়া সুমিত্রাকে কহিলেন;—সুমিত্রে! ক্রূরদর্শিনী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আগমন করিয়াছে, সেই দীর্ঘদর্শী ভরতকে আমি দেখিতে ইচ্ছা করি; এই বলিয়া বিবর্ণবদনা, শোকক্ষীণা কৌশল্যা বিচেতনপ্রায় কম্পিতকলেবরে যথায় ভরত আছেন, সেই স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজতনয় ভরতও তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত যে পথে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হওয়া যায়, সেই পথে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাত হইলে দেবী কৌশল্যা প্রথমতঃ হতচেতনাপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন নিতান্ত দুঃখ ভরে তাদৃশাবস্থাপন্না কৌশল্যা দেবীকে আলিঙ্গন করিলেন। মনস্বিনী কৌশল্যাও রোদন করিতে করিতে উভয়-কেই আলিঙ্গন করিয়া ভরতকে কহিলেন;—বৎস! তুমি রাজ্যাভিলাষী হইয়াছিলে, এক্ষণে নিষ্কণ্টকে উহা প্রাপ্ত হইয়াছ। কৈকেয়ী অতি নিষ্ঠুর উপায়ে শীঘ্রই উহা লাভ করিয়াছে। জানি না, সেই ক্রূরস্বভাবা তোমার মাতা, আমার রামকে চীর বসনে বনে পাঠাইয়া কি ফল প্রাপ্ত হইল! যাহা হউক, এক্ষণে আমার হিরণ্যনাভ মহাযশা রাম যেখানে আছেন, সেই স্থানে কৈকেয়ী আমাকেও প্রেরণ করুক, অথবা আমার বৎস যে পথে গিয়াছেন, আমি স্বয়ংই সুমিত্রার সহিত অগ্নি-

হোত্র অগ্রে করিয়া সুখে সেই পথে প্রস্থান করিব। কিম্বা বৎস! আমার রাম যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তুমিই আমাকে স্বয়ং সেই স্থানে এখনই লইয়া চল। এই ধনধান্য-পরিপূর্ণ হস্তী-অশ্ব-রথ-সঙ্কুল বিস্তীর্ণ রাজ্য তোমার মাতা তোমাকেই দিয়াছেন। এইরূপ বহুবিধ নিষ্ঠুর বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া নিষ্পাপ ভরত ক্ষতস্থানে সূচি বিদ্ধ করিলে যেরূপ ব্যথিত হয়, সেই রূপই মর্ম্ম ব্যথা পাইলেন। এবং ত্রস্ত হৃদয়ে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ হতচেতন হইয়া রহিলেন।

অনন্তর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই শোকাকুলা কৌশল্যাকে কহিলেন,—আর্য্যে! আমি এখান-কার বৃত্তান্ত কিছুই জানি না, আমি নিতান্ত নিরপরাধ, আমাকে কেন আপনি ভর্ৎসনা করিতেছেন? আর্য্য রামের প্রতি আমার যে বিপুলা প্রীতি আছে, তাহা ত আপনার অবিদিত নাই! আমি আপনাকে অধিক আর কি বলিব, সেই সত্য-সন্ধ, সাধুজনাগ্রগণ্য আর্য্য রাম যাহার অভিপ্রায়ে বনগমন করিয়া-ছেন, তাহার বুদ্ধি যেন কখন অধীত শাস্ত্রের অনুগামিনী না হয়। সে পাপিষ্ঠ দুরাচারদিগের কিঙ্করত্ব লাভ করুক, সূর্য্যাভিমুখে মলমূত্র ত্যাগ ও নিদ্রিত গাভির গাত্রে পদাঘাত করুক। ভৃত্যকে গুরুতর কার্য্য করাইয়া তাহাকে বেতন না দিলে প্রভুর যে অধর্ম্ম হয়, যাহার অভিপ্রায়ে আর্য্য রাম বনে গিয়াছেন, তাহার যেন সেই পাপ হয়। যিনি প্রজা-গণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই রাজার প্রতি যে দুরাত্মারা অনিষ্টাচরণ করে, তাহাদের যে পাপ,

সেই পাপ যেন তাহার হয়। যিনি ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে পালন করেন না, তাঁহার যে পাপ হয়, যাহার অনুমতে আর্য্য বনগমন করিয়াছেন, তাহার যেন সেই পাপ হয়। তপস্বীদিগকে যজ্ঞদক্ষিণা অঙ্গীকার করিয়া তাহার অপলাপ করিলে যে পাপ হয়, আর্য্য রাম যাহার অভিপ্রায়ে বন গমন করিয়াছেন, তাহার যেন সেই পাপ হয়। সে যেন হস্তী-অশ্ব-রথ-সঙ্কুল ও শস্ত্রসমাকুল সমরক্ষেত্র হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া চলিয়া যায়। বুদ্ধিমান্ আচার্য্য যত্ন পূর্ব্বক যে সমুদায় শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন, সে দুরাত্মা তৎসমুদায় বিপর্য্যয় করিয়া ফেলুক এবং সেই দীর্ঘবাহু চন্দ্র-সূর্য্য সম তেজস্বী রাম যখন রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন, তৎকালে সে যেন উহা দেখিতে না পায়। আর্য্যে! যাহার অভিপ্রায়ে আর্য্য রাম বনগমন করিয়াছেন, সেই নির্লজ্জ যেন শ্রাদ্ধাদি নিমিত্ত ব্যতিরেকে পায়স, কৃসর ও ছাগ মাংস ভোজন করে এবং গুরুজনের অবমাননা ও নিন্দা করে এবং পাদদ্বারা ধেনু স্পর্শ ও মিত্রদ্রোহে প্রবৃত্ত হউক। কেহ বিশ্বাস করিয়া গোপনে কোন পরিবাদের কথা বলিলে ঐ দুর্ম্মতি উহা যেন প্রকাশ করিয়া দেয়; এবং সে অকৃতজ্ঞ, স্বজনপরিত্যক্ত ও লোকবিদ্বিষ্ট হইয়া নির্লজ্জভাবে জগতে অবস্থান করুক। যাহার অভিপ্রায়ে আর্য্য বনে গিয়াছেন, সে যেন আত্মগৃহে পুত্র, কলত্র ও ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া একাকী মিষ্ট বস্তু ভোজন করুক। অনুরূপ ভার্য্যা না পাইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মে বঞ্চিত ও নিঃসন্তান হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হউক। যাহার মতানুসারে আর্য্য বনবাসে গিয়াছেন, সে রাজা, স্ত্রী, বালকও

বৃদ্ধ বধে যে পাপ হয় এবং ভৃত্য ত্যাগে যে পাপ হয়, সেই পাপ প্রাপ্ত হউক ; সে লাক্ষা, মধু, মাংস, লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণে যেন প্রবৃত্ত হয়। ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পলায়ন করিতে গিয়া সে যেন শত্রুপক্ষ কর্তৃক নিহত হয়। যাহার অনুমতে আর্য্য বনে গিয়াছেন, সে যেন চীরবসন পরিধান, হস্তে নরকপাল গ্রহণ-পূর্ব্বক ভিক্ষাজীবী হইয়া উন্মত্ত বেশে পৃথিবী পর্য্যটন করুক। সে যেন কাম ক্রোধে অভিভূত হইয়া মদ্য, স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া থাকে ; তাহার মন যেন ধর্ম্ম বিষয়ে কখন যায় না। সে অধর্ম্মের সেবা ও অপাত্রে ধন বিতরণ করুক, তাহার সঞ্চিত প্রভূত অর্থ যেন দস্যুগণ অপহরণ করিয়া লয়। আর্য্যে ! যাহার অভিপ্রায়ে আর্য্য বনে গিয়াছেন, উভয় সন্ধ্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে যে পাপ বিহিত আছে, তাহার যেন সেই পাপ হয়। অগ্নিদায়ী, গুরুদারাপহারী ও মিত্রদ্রোহীর যে পাপ, তাহার যেন সেই পাপ হয়। যাহার অভিমতে আর্য্য রাম বনে গিয়াছেন, সে যেন দেবতা, পিতৃগণ ও মাতা পিতার শুশ্রূষা কখন করে না। সে যেন সাধু সমাজ, সাধুদিগের কীর্ত্তি ও সাধুসেবিত কার্য্য হইতে শীঘ্র অথবা শীঘ্রই বা কেন, এখনই ভ্রষ্ট হউক। আর্য্যে ! সেই মহাবাহু বিপুলবক্ষা আর্য্য রাম যাহার অভিমতে বনগমন করিয়াছেন, সে যেন মাতৃসেবা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর বশীভূত হইয়া কাল যাপন করে। সে বহু পোষ্যবর্গে পরিবৃত, জ্বররোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইয়া চিরদিন যেন নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ ভোগ করে। যে সমস্ত যাচক ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া দীনভাবে স্তুতিবাদ করিতেছে,

সে যেন তাহাদিগের আশা নিষ্ফল করে। যাহার অভিমতে আর্য্য বনবাসে গিয়াছেন, সেই অধার্ম্মিক, নিষ্ঠুরাচারী, খল, অশুচি ও রাজভয়ে ভীত থাকিয়া প্রতিনিয়ত যেন প্রতারণা কার্য্যে প্রীতিবোধ করে। সাধ্বী ভার্য্যা যথাকালে তাহার সন্নিহিত হইলে সে দুরাত্মা যেন তাঁহাকে উপেক্ষা করে। আহার প্রদান না করাতে যে ব্রাহ্মণের সন্তান সন্ততি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার যে পাপ, সে যেন সেই পাপ প্রাপ্ত হয়। সে পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনায় ব্যাঘাত করুক, বালবৎসা ধেনুকে সে দোহন করুক, ধর্ম্ম পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পরদার সেবায় আসক্ত হউক, ধর্ম্মানুরাগ তাহার লুপ্ত হইয়া যাক। যে পানীয় জল দূষিত করে, বা বিষ প্রদান করে, তাহার যে পাপ, সে তাহা লাভ করুক, জল থাকিতে যে ব্যক্তি তৃষ্ণাতুরকে জলদানে বঞ্চনা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহা প্রাপ্ত হউক। যাহারা ভক্তি মার্গ আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতা বিষয়ে পরস্পর বিবাদ করে এবং সেই বিবাদে যাহারা কর্ণপাত করে, তাহাদের যে পাপ হয়, যাহার অভিমতে আর্য্য বনগমন করিয়াছেন, তাহার যেন সেই পাপই হয়। রাজতনয় ভরত এইরূপে শপথ করিয়া পতি-পুত্র-বিহীনা কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন কৌশল্যা শোক সন্তপ্ত ভরতের এইরূপ দারুণ শপথ পরম্পরা শ্রবণ ও তাঁহাকে বিচেতন প্রায় ভূপতিত দর্শন করিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি এইরূপ শপথ করিয়া আমার প্রাণকে আরও ব্যথিত করিলে, পুনরায় আমার দুঃখ

আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমেই তোমার সাধু-লক্ষণাক্রান্ত আত্মা ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হয় নাই। বৎস! তুমি যদি এইরূপ সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সাধুলোক প্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃ-বৎসল ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক দুঃখাবেগে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মহাত্মা ভরতেরও হৃদয় মোহ ও প্রবল শোকসম্ভারে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তখন তিনি ধরাতলে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং অচেতন প্রায় হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বুদ্ধিও বিকল হইয়া উঠিল। তাঁহার সেই শোকেই যেন রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল।

ষট্সপ্ততিতম সর্গ

-০*০-

রাত্রি প্রভাত হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ শোক সন্তপ্ত ভরতকে কহিলেন,—বৎস! রাজকুমার! আর বৃথা শোক করা কর্ত্তব্য নহে, রাজার দেহ দাহ করিবার সময় উপস্থিত, এক্ষণে তাহারই উদ্যোগ করিতে হইতেছে।

ভরত বশিষ্ঠদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং সমস্ত প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। অতঃপর তাঁহাকে তৈলদ্রোণি হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করাইলেন। মহারাজের

শরীর তৈলমধ্যে থাকিয়া পীত বর্ণ হইয়াছে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন তিনি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তখন পুত্র ভরত তাঁহাকে অগ্নিপ্রভ, নানা রত্ন খচিত উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া দুঃখিত হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন,—রাজন্! আমি বিদেশ হইতে না আসিতেই আপনি ধর্ম্মজ্ঞ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে নির্ব্বাসিত করিয়া এ কি কার্য্যই করিয়াছেন? মহারাজ! আমি পুরুষসিংহ রামহীন হইয়াছি, এই দীন হীন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইবে? কেই বা তোমার এই পুরী রক্ষা করিবে? কেই বা স্থিরচিত্তে তোমার প্রজাদিগের অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা করিবে। তুমি স্বর্গারোহণ করিলে, রামও বন আশ্রয় করিয়াছেন, তোমার অভাবে বসুমতী বিধবা হইয়াছেন; এই নগরীও চন্দ্রহীন রজনীর ন্যায় নিতান্ত হীনশ্রী হইয়া পড়িয়াছে।

মহামুনি বশিষ্ট ভরতকে এইরূপে দীনভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া পুনরায় কহিলেন,—মহাবাহো! মহারাজের যে সমস্ত প্রেত কার্য্য আপাততঃ কর্ত্তব্য হইতেছে, তুমি অব্যাকুলিতচিত্তে অবিচারিত ভাবে তাহারই অনুষ্ঠান কর। তখন ভরত বশিষ্ঠদেবের আদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়া ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যগণকে ত্বরা করিতে লাগিলেন। অগ্নি গৃহ হইতে রাজার যে অগ্নি বহিষ্কৃত হইয়াছিল, ঋত্বিক্ ও যাজকগণ তাহাতে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পরিচারকেরা রাজার মৃতদেহ শিবিকায় আরোপণ করিয়া বাষ্পকণ্ঠে শূন্যমনে বহন করিতে লাগিল। অন্যান্য অধিকৃত লোকেরা পথিমধ্যে সুবর্ণ, রজত ও বিবিধ

বস্ত্র চতুর্দ্দিকে বিকিরণ করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিল। এই সময়ে অপর পরিচারকগণ চন্দন, অগুরু, গুগ্গুল প্রভৃতি নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য ও সরল, পদ্মক এবং দেবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ আহরণ করিয়া চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ঋত্বিক্‌গণ তথায় উপস্থিত হইয়া মহারাজকে চিতামধ্যে স্থাপন করিলেন এবং ঐ চিতা প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আহুতি প্রদান ও তদীয় পরলোকশুদ্ধির জন্য মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সামবেদ গায়কেরা যথাশাস্ত্র সাম গান করিতে লাগিলেন। রাজ-মহিষীরা বৃদ্ধ অমাত্যগণে পরিবৃতা হইয়া শিবিকা ও অন্যবিধ যানে নগর হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর কৌশল্যাপ্রভৃতি সেই সমুদায় রাজমহিলারা অশ্বমেধান্ত যজ্ঞানুষ্ঠাতা মহারাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সহস্র সহস্র ক্রৌঞ্চীর ন্যায় করুণকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ঋত্বিক্‌গণের সহিত তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

অতঃপর তাঁহারা যান হইতে সরযূতীরে অবতরণ পূর্ব্বক ভরতের সহিত প্রেতোদ্দেশে তর্পণ করিলেন। তর্পণ সমাধান্তে মন্ত্রী ও পুরোহিতবর্গ সমভিব্যাহারে বাষ্পাকুললোচনে পুর প্রবেশ পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন ও অতিকষ্টে দশাহ কাল অতিক্রম করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

-:*:-

অনন্তর রাজকুমার ভরত দশাহ অতীত হইলে শুদ্ধ হইয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। দ্বাদশ দিবসে পিতার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন, রত্ন, প্রচুর অন্ন, ছাগ, বহু সংখ্যক রজত, ধেনু, দাস, দাসী, যান ও উৎকৃষ্ট ভবন প্রদান করিলেন।

পরদিন ত্রয়োদশ দিবসে প্রভাত কালে ভরত চিতাভস্ম উত্তোলন পূর্ব্বক স্থল শুদ্ধি করিবার নিমিত্ত সরযূতীরে গমন করিলেন। তথায় চিতামূলে উপস্থিত হইয়া শোক-বিহ্বল-চিত্তে পিতাকে উদ্দেশ করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন,—তাত! আপনি যে ভ্রাতা রামের হস্তে আমায় অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এখন বনবাসী, সুতরাং আমি এখন শূন্যে পরিত্যক্ত হইয়াছি। যে অনাথার একমাত্র গতি পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মাতা কৌশল্যাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কোথা প্রস্থান করিলেন? এই বলিয়া ভরত যথায় পিতার শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, সেই দগ্ধাস্থিসঙ্কুল ভস্মসমাচ্ছন্ন চিতাস্থান দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে অবসন্ন ও মূর্চ্ছিত হইয়া মন্ত্র সহকারে উত্থাপিত কিন্তু অকস্মাৎ পতিত উচ্ছ্রিত ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গচ্যুত যযাতিকে দেখিয়া ঋষিগণ যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন, তদীয় অমাত্যগণও পবিত্রব্রত ভরতকে পতিত দেখিয়া সেইরূপ

শোকাকুল হইলেন। শত্রুঘ্নও ভরতকে শোক-কাতর দেখিয়া ও পিতাকে মনে করিয়া হতচেতন হইয়া পড়িলেন, এবং পিতার গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন ;—মন্থরা যাহার উৎপত্তি স্থান, কৈকেয়ী যাহার দুষ্টগ্রাহ, বরদানরূপ সেই অগাধ শোকসাগরে আমরা পতিত হইয়াছি। হা তাত! সুকুমার বালক, যাহাকে তুমি সতত পালন করিয়াছ, সেই ভরত তোমার জন্য বিলাপ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? পান, ভোজন, বসন ও ভূষণ এই সমুদায় আপনি আমাদিগকে আদর করিয়া দিতেন, এখন আর কে উহা দান করিবে? এই পৃথিবী ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা রাজা পতিকে বিসর্জ্জন দিয়া বিদীর্ণ হইল না কেন? হায়! পিতা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, ভ্রাতা রাম অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার প্রাণ ধারণের ফল কি? আমি হুতাশনে আত্ম-বিসর্জ্জন করিব। আমি পিতৃহীন ও ভ্রাতৃহীন হইয়া ইক্ষ্বাকু-পালিতা শূন্য অযোধ্যায় আর প্রবেশ করিব না, আমি নিশ্চয়ই তপোবনে প্রবেশ করিব।

অনন্তর সমস্ত অনুগামিগণ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিলাপ শ্রবণ ও তাঁহাদের বিপদ দেখিয়া পুনর্ব্বার অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তৎকালে ভরত-শত্রুঘ্ন উভয়েই যার পর নাই বিষণ্ণ ও শ্রান্ত হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সত্ত্বপ্রকৃতি সর্ব্বজ্ঞ ইক্ষ্বাকুবংশের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ভরতকে ভূতল হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন ;—

বৎস রাজকুমার! তোমার পিতার দাহকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, অস্থি সঞ্চয়ন কার্য্য অবশিষ্ট আছে, আজ সেই ত্রয়োদশ দিবস, কেন তদ্বিষয়ে বিলম্ব করিতেছ। দেখ, প্রাণি-মাত্রেরই ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ ও জন্মমৃত্যু, এই তিনটী দ্বন্দ্ব দুঃখ অবিশেষে ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল অপরিহার্য্য বিষয়ে তোমার মত লোকের দুঃখে অভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তত্ত্বজ্ঞ সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে ভূমি হইতে উঠাইয়া প্রসন্ন করিয়া সমস্ত জীবেরই জন্মমৃত্যু বিষয়ক গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন।

তখন নরশ্রেষ্ঠ যশস্বী ভরত ও শত্রুঘ্ন অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া আরক্ত নয়নে কাতর বচনে গাত্রোত্থান করিয়া বর্ষাতপক্লিষ্ট পৃথক্ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অমাত্য-গণও অস্থি সঞ্চয়ন কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ত্বরা করিতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন শোক সন্তপ্ত ভরতকে রাম সমীপে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া কহিলেন,—আর্য্য! সঙ্কট অবস্থায় যিনি সর্ব্বজীবের আশ্রয়, তিনি যে নিজের ও আমাদেরও গতি, তদ্বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে? এক্ষণে সেই সত্ত্বগুণশালী রামকে একজন স্ত্রীলোকে নির্ব্বাসিত করিল? যিনি বীর্য্যবান্ ও অদ্বিতীয় বলশালী, সেই আর্য্য

লক্ষ্মণ পিতৃ নিগ্রহ করিয়া কেন তাঁহাকে মোচন করিলেন না ? যে রাজা স্ত্রীর বশীভূত হইয়া বিপথে গমন করেন, ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়া পূর্ব্বেই তাঁহাকে নিগ্রহ করা উচিত ছিল !

শত্রুঘ্ন ভরতকে এইরূপ কহিতেছিলেন, ইত্যবসরে সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা কুব্জা পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইল। সে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনানুলেপন পূর্ব্বক মেখলা প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রজ্জুবদ্ধ বানরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভরত সেই পাপকারিণী কুব্জাকে দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে গ্রহণ ও শত্রুঘ্নের নিকট আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস ! যাহার নিমিত্ত রাম বনে গিয়াছেন ও আমাদের পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই নৃশংসা পাপীয়সী কুব্জা ; এক্ষণে ইহার উপর তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। তখন কর্ত্তব্যনির্ণায়ক শত্রুঘ্ন সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখের সহিত অন্তঃপুরচারী সকলকে কহিলেন, দেখ, এই দুরাচারিণী আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণের বিষম মর্ম্ম বেদনা প্রদান করিয়াছে, এক্ষণে সেই নিষ্ঠুর কার্য্যের ফল ভোগ করুক। এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সখীপরিবৃতা কুব্জাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলে, সে আর্ত্তনাদে সমস্ত গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তখন সখীরা শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল, দেখ, ইনি যেরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কাহার নিস্তার নাই। চল, আমরা দয়াশীলা বদান্যা ধর্ম্মিষ্ঠা যশস্বিনী কৌশল্যার শরণাগত হই ; এক্ষণে তিনিই আমাদের একমাত্র গতি।

এদিকে শক্রকর্ষণ শত্রুঘ্ন রোষাবিষ্ট হইয়া রোরুদ্যমানা কুব্জাকে ভূতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐরূপ আকর্ষণে তাহার নানাপ্রকার অলঙ্কার স্খলিত হইয়া ভূতলে বিক্ষিপ্ত হইল। তাহার সেই বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারে শোভমান রাজ ভবন শারদীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল পুরুষপ্রধান শত্রুঘ্ন ভীষণ ক্রোধে মন্থরাকে নির্য্যাতন করিতেছেন দেখিয়া, তাহার উদ্ধারার্থ কৈকেয়ী তথায় উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে অতি কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী সেই মর্ম্মগ্রাহী বাক্যে দুঃখিত ও শত্রুঘ্নের ভয়ে ভীত হইয়া পুত্রের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভরত শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন,—বৎস! প্রমদারা সকলেরই অবধ্য, অতএব ক্ষমা কর। দেখ, পরম ধার্ম্মিক রাম, যদি মাতৃঘাতক বলিয়া আমার প্রতি ক্রোধ না করিতেন, তাহা হইলে দুষ্টচারিণী পাপীয়সী কৈকেয়ীকে এই দণ্ডেই বিনাশ করিতাম। তুমি যদি এই কুব্জাকে বধ কর, ধর্ম্মাত্মা রাম ইহা জানিতে পারিলে আর তিনি আমাদের সহিত বাক্যালাপও করিবেন না।

ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন সেই দোষাবহ কার্য্য হইতে বিরত হইলেন এবং মূর্চ্ছিতা মন্থরাকেও পরিত্যাগ করিলেন। দুঃখার্ত্তা মন্থরা পরিত্যক্ত হইবামাত্র উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন পূর্ব্বক কৈকেয়ীর পদমূলে নিপতিত হইল ও করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। তখন ভরতমাতা তাহাকে শত্রুঘ্নের ইতস্তত আকর্ষণে মৃতপ্রায় ক্রৌঞ্চীর ন্যায় হত চৈতন্য দেখিয়া মৃদুস্বরে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবসে রজনী প্রভাত হইলে, রাজপ্রতিষ্ঠাপক বহু সংখ্যক প্রধান প্রধান লোক মিলিত হইয়া রাজকুমার ভরতকে কহিলেন,—রাজপুত্র! যিনি আমাদের পরম গুরু ছিলেন, সেই মহারাজ দশরথ মহাবল পরাক্রান্ত রাম ও লক্ষ্মণকে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বয়ং স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অদ্য তুমিই আমাদিগের রাজা হও। সম্প্রতি এই রাজ্য নায়কশূন্য হইয়াছে। পিতার আজ্ঞা তোমাদের উভয়েরই পালন করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠ তাঁহার আদেশে অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন, তুমিও সেই তোমার পিতৃ-আজ্ঞায় রাজ্য পালন করিলে তোমাকে কিছুমাত্র দোষ স্পর্শ করিবে না। এক্ষণে মন্ত্রিগণ পুরবাসীদিগের সহিত অভিষেকের এই সমুদায় উপকরণ লইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি অভিষিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ এবং আমাদিগকেও রক্ষা কর।

তখন দৃঢ়ব্রত ভরত অভিষেকের উপকরণ সমুদায়কে প্রদক্ষিণ মাত্র করিয়া সেই সমস্ত সমাগত জনগণকে কহিলেন,—দেখ, জ্যেষ্ঠেরই রাজ্যাধিকার আমাদের কুলোচিত আচার, অতএব আপনারা এবিষয়ে আমাকে কোন কথা কহিবেন না। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামই এ রাজ্যে রাজা হইবেন, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিব। তোমরা মহাবল চতু-

রঙ্গ সেন্নাকে প্রস্তুত হইতে আদেশ কর। আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুকুল-ধুরন্ধর রামকে বন হইতে স্বয়ং প্রত্যানয়ন করিব। অভিষেকের জন্য যে সমুদায় উপকরণ সামগ্রী কল্পিত হইয়াছে, তৎসমুদায় তাঁহারই নিমিত্ত অগ্রে করিয়া লইয়া যাইব। এবং সেই বন মধ্যেই অগ্রে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞ গৃহ হইতে অগ্নির ন্যায় তাঁহাকে আনয়ন করিব। এই নামমাত্র জননীকে কোন ক্রমেই আমি চরিতার্থ করিব না। শিল্পীরা যাইয়া যে সকল স্থানে পথের অভাব, সেই সমুদায় স্থানে পথ প্রস্তুত এবং যথায় পথ .সমুদায় উন্নতানত, তথায় সমতল করুক। আর যাহারা দুর্গম স্থানে সতত সঞ্চরণ করিয়া থাকে সেই সমস্ত রক্ষিবর্গ আমাদের সমভিব্যাহারে চলুক। ভরতের এই অত্যুত্তম সুশোভন বাক্য শুনিয়া সকলে এক-বাক্যে কহিতে লাগিল, তুমি যখন জ্যেষ্ঠ রাজতনয় রামকে রাজ্য দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তখন পদ্মালয়া শ্রী তোমার সেবা করিবেন।

রাজনন্দন ভরতও তাঁহাদের আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আনন্দে মুখ-কমল-শোভী নয়ন-যুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে অমাত্য ও পারিষদগণ শোকশূন্য ও প্রীতচিত্ত হইয়া কহিলেন,—রাজকুমার! তোমার বচনানুসারে শিল্পী ও রক্ষিবর্গকে আদেশ করা হইয়াছে, তাহারা পথ প্রস্তুত ও দুর্গম স্থানে রক্ষা করিবে।

অশীতিতম সর্গ।

অনন্তর শিবিরাদি নির্ম্মাণকুশল, ভূমি-প্রদেশাভিজ্ঞ, আত্মকর্ম্মক্ষম শূরগণ, খনক, জলপ্রবাহনিরোধপটু যন্ত্রকগণ, স্থপতি, বর্দ্ধকি, মার্গাবরোধি-বৃক্ষচ্ছেদক, সূপকার, সুধাকার, বংশকর, চর্ম্মকর, কর্ম্মান্তিক ভৃত্য ও পূর্ব্বানুভূত-পথ-প্রদর্শক, ইহারা অগ্রে যাত্রা করিল। সেই সময়ে রাম-দর্শন-কৌতূহল-বশতঃ নগর হইতে অসংখ্য লোক তথায় উপস্থিত হইলে পর্ব্বদিবসে খরতর বেগশালী সাগরের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মার্গসংস্কারকেরা স্বীয় দলবল সমভিব্যাহারে কুদ্দাল, খনিত্র, দাত্র প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অগ্রে প্রস্থান করিল। তাহারা অগ্রে যাইয়া তরু, গুল্ম, লতা, স্থাণু ও প্রস্তর ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষশূন্য প্রদেশে বৃক্ষরোপণ, কোন কোন স্থলে কুঠারটঙ্ক ও দাত্র দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন, কেহ বা বদ্ধমূল বীরণ-স্তম্ব সমূলে উৎপাটন করিল। কেহ কেহ বা উন্নতস্থল সমতল এবং গভীর কূপ ধূলিদ্বারা পূর্ণ করিয়া দিল। কেহ কেহ বা নিম্নপ্রদেশ উন্নত, কেহ বা সেতু বন্ধন, কেহ কর্কর রাশি চূর্ণ, কেহ কেহ বা জলনির্গমার্থ মৃৎপাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্রপ্রবাহ সমুদায় অল্পকালের মধ্যেই বহুজলপূর্ণ সাগর তুল্য হইয়া উঠিল। যে সকল স্থানে জলমাত্র ছিল না, তথায় বেদিপরিশোভিত কূপাদি খনন করিল। কোন স্থলে ছায়াসনাথ জলাশয়সমীপে উপবেশনার্থ সুধাধবলিত

ভূম প্রদেশ রচিত হইল। তখন বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল, বিহঙ্গমগণ আনন্দে মধুর কূজনে প্রবৃত্ত হইল। কোথায়ও চন্দন জলসিক্ত, কোথাও কুসুম রাশিতে অলঙ্কৃত, কোথায়ও বা পতাকা উড্ডীন হইল। এইরূপে সেনাপথ সুরপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর যাহাদের প্রতি শিবিরসন্নিবেশের ভার ছিল, তাহারা সুস্বাদু ফলভারাবনত পাদপসুশোভিত রমণীয় প্রদেশে মহাত্মা ভরতের ইচ্ছানুরূপ শিবিরসন্নিবেশ করিতে অনুচর-দিগকে আজ্ঞাপ্রদান করিল। অনুচরেরা প্রশস্ত নক্ষত্র ও শুভমুহূর্ত্তে শিবির স্থাপন করিলে উহা চন্দ্রাতপ, সুবর্ণকলশ, বিবিধরত্ন ও ধ্বজা পতাকাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া পথের পরম রমণীয় অলঙ্কার হইয়া উঠিল। ঐ সকল শিবিরের চতুর্দ্দিক্ ধূলিধূসরিত সপরিখা পর্য্যন্ত ভিত্তিদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ইন্দ্রনীল মণিনির্ম্মিত প্রতিমায় ও প্রশস্ত রথ্যায় সুশোভিত করিল। কোথায় প্রাসাদমালা, কোথায়ও বা সৌধসদৃশ প্রাকার দ্বারা পরিবৃত হইল। কোথায়ও কপোত পালিকা যুক্ত সপ্তভূমিক গৃহ নির্ম্মিত হইল। এই সমস্ত শিবিরসন্নি-বেশ শিল্পীদিগের প্রযত্নে স্থাপিত হওয়াতে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় পরম রমণীয় হইয়া উঠিল। এই মনোহর রাজপথ বিবিধ পাদপসমাকীর্ণা, তীরোদ্যানশোভিতা ও সুশীতল নির্ম্মল সলিলা, বৃহৎ মৎস্য-সমাকুলা জাহ্নবী অবধি এইরূপে প্রস্তুত হইয়া রজনীতে চন্দ্রতারাবিমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিল।

একাশীতিতম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর যে দিন মহর্ষি বশিষ্ঠ ভরতের অভিষেকার্থ নান্দী-মুখ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া, সূত-মাগধ প্রভৃতি বংশ-পরম্পরাভিজ্ঞ স্তুতিপাঠকগণ মঙ্গলসূচক স্তুতিপাঠ দ্বারা ভরতকে স্তব করিতে লাগিল। নিশাবসানসূচক দুন্দুভি সুবর্ণ দণ্ডদ্বারা আহত হইয়া বাজিয়া উঠিল। শত শত শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, তূর্য্যধ্বনি ও অন্যান্য উচ্চাবচ বাদ্য-ধ্বনিতে আকাশমণ্ডল যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই সকল বাদ্যধ্বনিতে শোকসন্তপ্ত ভরতকে পুনরায় ব্যথিত করিল।

তখন তিনি জাগরিত হইয়া বাদকগণকে কহিলেন,—দেখ, আমি রাজা নহি; এই কথা বলিয়া বাদ্যরব নিবারণপূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন,—শত্রুঘ্ন! দেখ, এই সমুদায় অনুচিত কার্য্যের একমাত্র প্রবর্ত্তকই কৈকেয়ী, ইহাঁ হইতেই মহারাজ দশরথ আমাতে দুঃখের ভার অর্পণ করিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন। এক্ষণে সেই ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মমূলা রাজলক্ষ্মী প্রবাহোপরি কর্ণধার রহিত নৌকার ন্যায় পরিভ্রমণ করি-তেছে। যিনি আমাদের অদ্বিতীয় নাথ, সেই মহামতি রামকেও আমার এই পাপীয়সী মাতা স্বয়ং বনবাসে পাঠাইয়াছেন। ভরতকে এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া তত্রত্য

সমস্ত নারীগণ করুণস্বরে ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজধর্ম্মাভিজ্ঞ বশিষ্ঠদেব শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে দেবসভাসদৃশ সুবর্ণ-মণি-খচিত ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজসভায় প্রবেশ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট আস্তরণাবৃত সুবর্ণময় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক দূতগণকে আদেশ করিলেন;—দেখ, তোমরা এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যোদ্ধা, অমাত্য, সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাজপুত্রদিগের সহিত শত্রুঘ্ন, যশস্বী ভরত, যুধাজিৎ, সুমন্ত্র ও অন্যান্য হিতকারী যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, শীঘ্র তাঁহাদিগকে আনয়ন কর, বিলম্বে কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

বশিষ্ঠের এই আদেশ প্রচার হইবামাত্র সকলেই অশ্ব, রথ ও হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ভরতকে সমাগত দেখিয়া অমরগণ তুল্য প্রকৃতিবর্গ মহারাজ দশরথের ন্যায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। তৎকালে তিমি-নাগসঙ্কুল, মণি-শঙ্খবহুল, সুবর্ণ ভিত্তি নিশ্চল হ্রদের ন্যায় সেই রাজসভা ভরত-শত্রুঘ্ন-কর্ত্তৃক সুশোভিত হইয়া পূর্ব্বকালীন মহারাজ দশরথের সভা বলিয়াই প্রতীতি হইতে লাগিল।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

—:*:—

ধীমান্ ভরত সেই আর্য্যগণ-সেবিত বশিষ্ঠাধিষ্ঠিত বিদ্বজ্জন-পূর্ণ মনোহর সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সভাস্থলে যে সকল আর্য্যগণ যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের বস্ত্র ও অঙ্গরাগ প্রভায় উহা উদ্ভাষিত হইয়া শারদীয় পূর্ণচন্দ্রবিমণ্ডিত শর্ব্বরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তখন ধর্ম্মজ্ঞ পুরোহিত বশিষ্ঠ সমস্ত প্রজাগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভরতকে মৃদুবচনে কহিলেন,—বৎস! রাজা দশরথ সত্যপালনরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিয়া তোমাকে এই ধনধান্যবতী সমৃদ্ধ পৃথিবী প্রদান পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; সত্যব্রত রামও সাধুদিগের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া সমুদিত সুধাংশু যেমন জ্যোৎস্নাকে পরিহার করিতে পারেন না, সেইরূপ পিতৃ আজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তুমিও অভিষিক্ত হইয়া পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত সেই নিষ্কণ্টক রাজ্য অমাত্যগণের আনন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক উপভোগ কর। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রদেশীয় সমস্ত রাজন্যবর্গ, দ্বীপবাসী ও সামুদ্রিক পোত বণিকেরা তোমায় অসংখ্য রত্ন উপহার প্রদান করুক।

ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকে নিতান্ত অভিভূত হইলেন এবং ধর্ম্মকামনায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তরুণবয়স্ক ভরত কলহংসস্বরে বাষ্পাকুলবচনে সভামধ্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং

পুরোহিতকে নিন্দা করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! আপনি সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও কেমন করিয়া আমাকে এইরূপ অনুচিত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন? দেখুন, যিনি ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হইয়াছেন, সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ ধীমান্ ব্যক্তির রাজ্য মাদৃশ লোকে কিরূপে হরণ করিবে? রাজা দশরথের ঔরস পুত্র হইয়া আমি কিরূপে রাজ্য অপহরণ করিব? রাজ্যও রামের, আমিও রামের, এক্ষণে যাহা ধর্ম্মসঙ্গত হয়, তাহাই আমাকে উপদেশ দিউন। এই ককুৎস্থবংশে দিলীপ নহুষতুল্য ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠ সকলের শ্রেষ্ঠ রামই রাজা দশরথের রাজ্য লাভের যথার্থ অধিকারী; এক্ষণে যদি আমি অসাধু-সেবিত নরকপ্রদ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে জগতে আমাকে ইক্ষ্বাকুকুলের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া থাকিতে হইবে। আমার মাতা যে পাপ করিয়াছেন, তাহা আমি কোনরূপেই অনুমোদন করিব না। আমি এই স্থানে থাকিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই দুর্গম অরণ্যবাসী রামকে নমস্কার করি। তিনি এই রাজ্যের রাজা, ত্রৈলোক্যেরও রাজা, আমি তাঁহার অনুসরণ করিব, তিনিই রাজা হইবেন।

তখন রামানুরক্ত সমস্ত সভাসদ্ ভরতের এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত পুনরায় কহিতে লাগিলেন, যদি আমি আর্য্য রামকে বন হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারি, তবে তাঁহার লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও সেই বনে বাস করিব। আমি এই সমস্ত পূজ্য, সাধু ও গুণবান্‌দিগের সমক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রত্যানয়ন করিতে চেষ্টা করিব। আমি পূর্ব্বেই পথের

পরিষ্কারক ও রক্ষক ভৃত্যগণকে প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমার যাত্রার সময় উপস্থিত। ভ্রাতৃবৎসল ভরত এই কথা বলিয়া সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি উঠিয়া শীঘ্র গমন কর, এবং আমার আদেশানুসারে আমাদের অরণ্য-যাত্রা ঘোষণা কর এবং সেনাগণকে অবিলম্বে এই স্থানে আনয়ন কর। মহাত্মা ভরত কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইবা-মাত্র সুমন্ত্র হৃষ্টান্তঃকরণে অভিলষিত আদেশ সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন। প্রকৃতিগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষ সমুদায় রামকে প্রত্যা-নয়নের জন্য যাত্রা করিতে হইবে এই বার্ত্তা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলেন। সেনাঙ্গনারা এই সংবাদ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে গৃহে তাহাদিগের ভর্ত্তৃগণকে ত্বরা করিতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতিরা অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গের সহিত সৈন্য-গণকে অশ্ব, গোযান মনোজব রথে আরোপণ করিয়া ভরত সমীপে প্রেরণ করিলেন। ভরত সৈন্যগণকে সুসজ্জিত দেখিয়া বশিষ্ঠ সমক্ষে পার্শ্বস্থিত সুমন্ত্রকে কহিলেন,—সারথে! তুমি আমার রথ শীঘ্র আনয়ন কর। সুমন্ত্র ভরতের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রই হৃষ্টমনে উৎকৃষ্ট অশ্বে যোজিত রথ লইয়া উপস্থিত হইল। তখন সত্যসঙ্কল্প প্রতাপশালী ভরত সুমন্ত্রকে পুনরায় কহিলেন, তুমি সেনাপতিদিগকে শীঘ্র সৈন্য সংযোগের আদেশ কর এবং প্রকৃতি প্রধান ও সুহৃদ্বর্গকে বল,—আমি জগতের হিতসাধনার্থ সেই বনবাসী আর্য্য রামকে প্রসন্ন করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। সুমন্ত্র এইরূপ আদেশে পূর্ণমনোরথ হইয়া সেনাপতিদিগকে সেনাসংযোগের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক প্রধান

প্রধান নাগরিক ও বন্ধুবর্গকে বনগমনার্থ আহ্বান করিলেন। নগরবাসী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সকলেই গৃহে গৃহে উৎকৃষ্ট অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও রথ যোজনা করিয়া ভরতের অনুগমনার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর প্রভাতকালে ভরত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া রামদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ সূর্য্যরথ তুল্য অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া চলিলেন। নয় সহস্র সুসজ্জিত হস্তী, ষষ্টি সহস্র রথ, লক্ষ অশ্বারোহী ও বিবিধ অস্ত্রধারী বীরপুরুষেরা সেই যশস্বী সত্যসন্ধ রাজপুত্র ভরতের অনুগমন করিতে লাগিল। যশস্বিনী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী রামকে আনয়নের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে উজ্জ্বল রথে গমন করিতে লাগিলেন। আর্য্যগণ লক্ষ্মণের সহিত রামের দর্শন বাসনায় হৃষ্টমনে রামের বিচিত্র কথা সকল কহিতে কহিতে চলিলেন। তখন নগরবাসীরা পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, আমরা কখন্ সেই দৃঢ়ব্রত শোকনাশন ঘনশ্যাম মহাবাহু রামকে দেখিতে পাইব! দিবাকর যেমন উদিত হইয়া সমস্ত লোকের অন্ধকার নষ্ট করেন, রামও সেইরূপ দৃষ্টিমাত্রেই আমাদের শোকসন্তাপ

অপনোদন করিবেন। পরে নগরের সুপ্রসিদ্ধ বণিক্.সম্প্রদায়, তৎপশ্চাৎ সমস্ত প্রকৃতিবর্গ রামোদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। তদনন্তর মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, ময়ূরপিচ্ছনির্ম্মিত ছত্রধারী, করাতী, মণিমুক্তাদি বেধকর্ত্তা, কাচ প্রস্তুতকারী, হস্তিদন্তদ্বারা নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত কারী, গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, দর্জী, সূপকার, গন্ধোপজীবী, সুবর্ণকার, কম্বলকারক, স্নাপক, ধূপক, শৌণ্ডিক রজক, তুন্নবায়, অঙ্গমর্দ্দক, ঘোষ, স্ত্রীগণের সহিত নট ও কৈবর্ত্তেরা সুবেশ ও শুদ্ধ বসন পরিধান এবং গোরোচন কুঙ্কুমাদি অনুলেপন করিয়া গোযানে যাইতে লাগিল। সাধুশীল বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাও অবহিতচিত্তে বিবিধ যানে অনুগমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা হস্তী, অশ্ব ও রথযানে বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে রামসখা মহাবীর নিষাদপতি গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন এবং ঐ সমস্ত দেশ অপ্রমাদে শাসন করিতেছিলেন। ভরতের অনুগামিনী সেনা চক্রবাক সুশোভিত সেই গঙ্গা তীর পাইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। ভরত সেনাগণকে তথা হইতে গমনে নিরুৎসাহ দেখিয়া এবং পবিত্র সলিলা ভাগীরথীকে নিরীক্ষণ করিয়া অমাত্যগণকে কহিলেন,—দেখ, আমরা অদ্য এইস্থানে বিশ্রাম করিয়া কল্য এই সাগরগামিনী নদী পার হইব। আমার এই অভিপ্রায় সমস্ত সৈন্যগণকে' জ্ঞাপন 'করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিতে বল। আর আমিও স্বর্গগত মহারাজের পারলৌকিক

মঙ্গলার্থ এই গঙ্গায় অবতীর্ণ হইয়া তর্পণাঞ্জলি প্রদান করিব।

তখন অমাত্যগণ "তথাস্তু" বলিয়া ভরতের আদেশ অনুমোদনপূর্ব্বক সৈন্যগণের ইচ্ছানুরূপ পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশ-স্থান নির্দ্দেশ করিয়াদিলেন। ভরত সেই গঙ্গাতীরে যথাবিধানে সৈন্যগণকে বিবিধ উপকরণের সহিত স্থাপন করিয়া মহাত্মা রামকে কি উপায়ে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন, কেবল ইহাই চিন্তা করিয়া তথায় বাস করিলেন।

চতুরশীতিতম সর্গ।

—:*:—

এদিকে নিষাদপতি গুহ সৈন্যগণকে গঙ্গাতীরে শিবির-সন্নিবেশ করিতে দেখিয়া, জ্ঞাতিবর্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন;—দেখ, ঐ গঙ্গাতীরে সাগর সদৃশী যে মহতী সেনা দেখিতেছি, বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াও উহার অন্ত পাইতেছি না। যখন ইহাদের রথের উপর ইক্ষ্বাকুবংশের চিহ্নস্বরূপ মহাপ্রমাণ কোবিদারধ্বজ রহিয়াছে, তখন দুর্ব্বুদ্ধি ভরতই স্বয়ং আগমন করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, ইনি প্রথমতঃ আমাদিগকে পাশ দ্বারা বন্ধন অথবা বধ করিয়া পরে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত রামকে বিনাশ করিতে গমন করিবেন। এই কৈকেয়ীতনয় ভরত, রাম জীবিত থাকিতে মহারাজ দশরথের

দুর্লভ রাজশ্রী সম্পূর্ণ লাভ করা দুষ্কর হইবে ভাবিয়া তাঁহার নিধনার্থ গমন করিতেছেন। রাম আমার প্রভু ও মিত্র, তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তোমরা বদ্ধপরিকর হইয়া গঙ্গাতীরে আমার সমীপে অবস্থান কর। আমার বলবান্ দাসেরা মাংস ও ফলমূল-ভোজী হইয়া ভরতের তরণ মার্গের বিঘ্ন উৎপাদনার্থ নদী রক্ষা করুক। পাঁচ শত যুদ্ধ দুর্ম্মদ তরুণ বয়স্ক কৈবর্ত্ত নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক যোদ্ধৃবেশে কবচধারণ করিয়া অবস্থান করুক। যদি ভরতের রাম বিষয়ে কোন দুষ্টভাব লক্ষিত না হয়, তবে ইহাঁর সৈন্যগণ অদ্য সুখে গঙ্গা পার হইতে পারিবে। নিষাদরাজ গুহ জ্ঞাতিগণকে এই কথা বলিয়া মৎস্য, মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরত সমীপে চলিলেন।

এদিকে অবসরজ্ঞ সুমন্ত্র গুহকে আসিতে দেখিয়া বিনয় সহকারে ভরতকে কহিলেন ;—রাজকুমার! ঐ জ্ঞাতি-সহস্রে-পরিবৃত বৃদ্ধ নিষাদপতি গুহ তোমার ভ্রাতা রামের পরম সখা। বিশেষতঃ ইনি দণ্ডকারণ্যে অদ্বিতীয় প্রভু, সুতরাং তত্রত্য সমস্ত বৃত্তান্ত ইহার পরিজ্ঞাত আছে এবং এক্ষণে রাম লক্ষ্মণ কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহাও নিশ্চয়ই অবগত আছেন; অতএব ইনি আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। ভরত সুমন্ত্র মুখে এই শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনিতে অনুমতি দিলেন।

অনন্তর নিষাদরাজ গুহ অনুজ্ঞালাভ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে জ্ঞাতিগণের সহিত ভরত সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনয়নম্রবচনে কহিলেন ;—রাজ-

কুমার!, গুহারামতুল্য এই দেশ আপনারই। আপনি গৃহ হইতে প্রস্থানকালে সংবাদ না দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা আপনাকে সর্ব্বস্ব দান করিতেছি, আপনি স্বকীয় দাসগৃহে স্বচ্ছন্দে বাস করুন। এই নিষাদেরা বন্য ফলমূল ও আর্দ্র ও শুষ্কমাংস এবং অন্যান্য নীবারাদি বন-শস্য আনয়ন করিয়া রাখিয়াছে, আমি আশা করি, আপনার সেনাগণ এই সমস্ত সুখে আহার করিয়া এই রাত্রি এই স্থানেই বাস করুন; কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবেন।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

—:*:—

নিষাদপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ ভরত কহিলেন;—গুহ! তুমি যখন আমার সেনাগণের এইরূপ অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করিয়াছ, তখন আমার যথেষ্টই সৎকার করা হইল। এই কথা বলিয়া তিনি গন্তব্যপথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় কহিলেন,—দেখ, এই গঙ্গার উপকূল ভূমি নিতান্ত গহন ও দুষ্প্রবেশ; এক্ষণে বল, আমি কোন পথে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিব?

ধীমান্ রাজপুত্রের এই বাক্যশ্রবণ করিয়া গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন,—রাজকুমার! নিষাদেরা এই সমস্ত দেশই অবগত আছে, ইহারা আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিবে, আমিও আপনার অনুগমন করিব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি

কি কোন অসদভিপ্রায়ে রামের নিকট যাইতেছেন? বলিতে কি, আপনার এই মহতী সেনা আমার মনে এই আশঙ্কাই জন্মিয়া দিতেছে!

নিষাদপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নভোমণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল ভরত মধুরবাক্যে তাহাকে কহিলেন,—দেখ, সেই কাল যেন আমার কখনই না আসে, যাহাতে আমার প্রতি এইরূপ অনিষ্টকর আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। রাম আমার ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠ; আমি তাঁহাকে পিতৃতুল্য মনে করি। আমি সেই বনবাসী রামকে এক্ষণে প্রত্যানয়ন করিবার জন্যই যাইতেছি। গুহ! আমি তোমাকে সত্য করিয়াই বলিতেছি, তুমি এ বিষয়ে আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও সংশয় করিবে না।

ভরতের এই বাক্যশ্রবণে নিষাদপতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া প্রফুল্লবদনে ভরতকে কহিলেন;— রাজপুত্র! তুমি যখন এই অযত্ন-সুলভ রাজ্য লাভ করিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য! এই ধরাতলে তোমার তুল্য আর কাহাকেও দেখি না। আর তুমি যে বিপন্ন রামকে উদ্ধার করিতে বাসনা করিয়াছ, ইহাতে তোমার কীর্ত্তি চিরদিনের জন্য লোকে প্রচার করিবে।

গুহ ভরত সন্নিধানে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, ইত্যবসরে সূর্য্য হীনপ্রভ হইয়া অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও উপস্থিত হইল। তখন শ্রীমান্ ভরত সেনাসন্নিবেশ সমাপন পূর্ব্বক নিষাদরাজের সেবায় পরম পরিতোষ লাভ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত শয়ন করিলেন। শয়ন করিলে[illegible] সেই মহাত্মা চিরসুখী

ধর্ম্মদৃষ্টি ভরতের হৃদয়কে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিল। কোটরস্থিত গূঢ় অগ্নি যেমন দাবানল সন্তপ্ত শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করে, সেইরূপ অন্তর্দাহ দগ্ধ ভরতকে চিন্তানল দগ্ধ করিতে লাগিল। সূর্য্যোত্তাপে সন্তপ্ত হইয়া হিমাচল যেমন তুষার ক্ষরণ করে, সেইরূপ চিন্তানলপ্রভাবে ভরতের গাত্র হইতে ঘর্ম্মজল নির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে কৈকেয়ীতনয় ভরত অধঃপতনবিধায়ক দুঃখরূপ পর্ব্বতে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। রাম-চিন্তা উহার অখণ্ডশৈল, দীর্ঘনিশ্বাস ধাতু, বিষাদ বৃক্ষশ্রেণী, শোকসম্ভূত চিত্তখেদ উহার শৃঙ্গ, মোহ বন্যজন্তু, সন্তাপ ওষধি ও বেণু। তখন তিনি নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান ও বিচেতনপ্রায় হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং মানসিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া যূথভ্রষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। পরিজনপরিবেষ্টিত মহানুভব ভরত গুহের সহিত মিলিত হইয়া একাগ্রচিত্তে অগ্রজ রামের বিষয় চিন্তা করিয়া নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন, তদ্দর্শনে গুহ তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

—০০—

অনন্তর তিনি মহাত্মা লক্ষ্মণের সদ্‌গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন,—রাজকুমার! আমি গুণবান্ লক্ষ্মণকে উৎকৃষ্ট শর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক ভ্রাতাকে রক্ষা করিবার জন্য জাগরণ করিতে দেখিয়া কহিয়াছিলাম;—বৎস! তোমার জন্য এই সুখশয্যা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, তুমি ইহাতে সুখে শয়ন করিয়া বিশ্রাম কর। আমরা সকলেই দুঃখ সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার অভ্যাস নাই। ধর্ম্মাত্মন! ইহাঁকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমরাই জাগিয়া রহিলাম। আমি তোমার কাছে সত্যই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তর এ জগতে আমার আর কেহ নাই। তুমি ইহাঁর জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না। আমি ইহাঁর প্রসাদে ইহলোকে সুমহৎ যশ ও বিপুল ধর্ম্মার্থ কাম লাভ হইবে প্রত্যাশা করি। রাম সীতার সহিত শয়ন করিয়াছেন, আমি ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক আমার সমস্ত জ্ঞাতি-গণের সহিত প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। আমরা নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি, সুতরাং ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই। যদি এখানে কাহার চতুরঙ্গ সেনা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগকেও আমি অনায়াসে যুদ্ধে নিরস্ত করিতে পারিব।

তখন মহাত্মা লক্ষ্মণ আমার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাভিনিবেশ পূর্ব্বক অনুনয় সহকারে আমায় কহিলেন,—নিষাদরাজ! মহারাজ দশরথের পুত্র রাম জানকীর সহিত

ভূতলে শয়ন করিলে আমি কেমন করিয়া আহার, নিদ্রা ও সুখভোগে আসক্ত হইব? সমস্ত দেবতা ও অসুরেরা যুদ্ধে যাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারেন না, দেখ, তিনিই আজ সীতার সহিত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মহারাজ দশরথ ঘোর তপস্যা ও নানাপ্রকার দৈবকার্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা যে অনুরূপ অনন্যসাধারণ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া কখনই তিনি আর অধিক দিন দেহধারণ করিতে পারিবেন না। বসুমতী শীঘ্রই বিধবা হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিষাদরাজ! আমার মনে হয়, পুর-নারীরা এতক্ষণ ঘোররবে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন, রাজপুরীতে এখন সমস্তই নিস্তব্ধ। হায়! দেবী কৌশল্যা, আমার জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ ইঁহারা যে সকলেই অন্ধকার রাত্রিতে জীবিত থাকিতে পারিবেন, তাহার আর আমি আশা করি না। আমার মাতা শত্রুঘ্নের অপেক্ষায় কথঞ্চিৎ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন, কিন্তু বীর-প্রসবিনী কৌশল্যা ঈদৃশ মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াও কখন জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। আমার পিতাও রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া অপূর্ণ মনোরথে "হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! বলিয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন!" পিতার মৃত্যু হইলে যাঁহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নি-সংস্কারাদি প্রেতকার্য্য সমাধা করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্য-বান্! যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথসকল বিদ্যমান আছে, যেখানে সর্ব্বরত্ন বিভূষিত হর্ম্ম্য ও প্রাসাদশ্রেণী শোভা পাইতেছে, যাহা হস্তী, অশ্ব ও রথদ্বারা আকীর্ণ, সর্ব্বদা

যেখানে তূর্য্যধ্বনি হইতেছে, উপবন ও উদ্যানসকল নগরীর বিলাস ভূমি, যেখানে সকলেই হৃষ্টপুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সন্নিবিষ্ট, আমার পিতার সেই সর্ব্বকল্যাণময়ী রাজধানীতে যাঁহারা বিচরণ করিবেন, তাঁহারাই যথার্থ সুখী! হায়! আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত এই সময় উত্তীর্ণ হইলে, নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় সেই অযোধ্যায় কি প্রবেশ করিতে পারিব?

মহাত্মা লক্ষ্মণ এইরূপে পরিতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে শর্ব্বরী প্রভাত হইয়া গেল। অনন্তর সূর্য্য উদিত হইলে, ইহাঁরা উভয়ে ভাগীরথীর তীরে মস্তকে জটাভার প্রস্তুত করিয়া আমার সাহায্যে পরম সুখে নদী পার হইলেন। এইরূপে গঙ্গা পার হইয়া জটাবল্কলধারী মহাবল ভ্রাতৃদ্বয় কুঞ্জর-যূথ-পতির ন্যায় শরশরাসন ধারণ পূর্ব্বক সীতার সহিত পাদচারে গমন করিলেন।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

:০*০:

মহাবল সিংহস্কন্ধ, মহাভুজ, কমললোচন, যুবা ও প্রিয়দর্শন ভরত গুহের নিকট এই সমুদায় অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তামগ্ন হইলেন। মুহূর্ত্তকাল নিতান্ত দুঃখিত থাকিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন গুহ

ভরতকে ঐরূপ মূর্চ্ছিত দেখিয়া তাঁহার বদন বিবর্ণ হইয়া গেল এবং ভূমিকম্পকালে কম্পিত বৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। ঐরূপ অবস্থাপন্ন ভরতকে দেখিয়া সমীপ-বর্ত্তী শত্রুঘ্নও শোকাকুল ও হতচেতনের ন্যায় তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে উপবাসক্ষীণা, পতিবিরহকাতরা কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীরা দীনভাবে ভূমিপতিত ভরত সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তন্মধ্যে দেবী কৌশল্যা ভরতের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শোকভরে কহিতে লাগিলেন,—বৎস! কোন পীড়া কি তোমার শরীরে ক্লেশ বা চিত্তখেদ প্রদান করিতেছে? এই সমস্ত রাজপরিবার একমাত্র তোমাকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন, রাম ভ্রাতার সহিত বনগমন করিলে আমরা তোমাকে দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি। রাজা লোকান্তরগমন করিয়াছেন, এক্ষণে তুমিই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। বৎস! তুমি লক্ষ্মণের কোন অপ্রিয় সংবাদ শুনিতে পাও নাই ত? এই হতভাগিনী একপুত্রার পুত্র ভার্য্যার সহিত বনগমন করিয়াছেন, তাঁহারই বা কোন অমঙ্গল সংবাদ পাইয়াছ?

অনন্তর ভরত মুহূর্ত্তকাল পরেই আশ্বস্ত হইয়া মাতা কৌশ-ল্যাকে বলিলেন,—না, মাতঃ! কোন শঙ্কার বিষয় নাই। আমি আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণের এই স্থানে জটাধারণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, এই কথা বলিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক সন্নিহিত গুহকে কহিলেন,—নিষাদরাজ! 'আর্য্য রাম রাত্রিবাস কোন

স্থানে করিয়াছিলেন? সীতা ও লক্ষ্মণই বা কিরূপ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন? তাঁহারা আহারই বা কি করিলেন? তাহাও আমার কাছে কীর্ত্তন কর। নিষাদপতি তখন প্রিয় অতিথি রামের নিমিত্ত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় হৃষ্টান্তঃকরণে কহিতে লাগিলেন;—রাজকুমার! আমি রামের ভোজনের জন্য নানাবিধ ফলমূল প্রভৃতি উপাদেয় ভক্ষ্যভোজ্য উপহার প্রদান করিয়াছিলাম, সত্যপরাক্রম রাম ঐ সমুদায় বস্তু আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ কেবলমাত্র স্বীকার করিয়া পুনরায় ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক আমাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন এবং আমাদের সকলকে এই বলিয়া অনুনয় করিলেন,—সখে! ক্ষত্রিয়দিগের প্রতিগ্রহ করা ধর্ম্ম নহে, সর্ব্বদা দান করাই কর্ত্তব্য; তখন লক্ষ্মণ জাহ্নবী হইতে জল আনিয়া প্রদান করিলেন। মহাত্মা রাম সেই জলমাত্র পান করিয়া জানকীর সহিত উপবাস করিয়া রহিলেন। লক্ষ্মণও ঐ পীতাবশিষ্ট বারি পান করিয়া রহিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সুমন্ত্রের সহিত সমাহিতচিত্তে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক সন্ধ্যার উপাসনা করিলেন। অতঃপর লক্ষ্মণ স্বয়ং কুশ আহরণ করিয়া রামের শয়নের নিমিত্ত সত্বর শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রাম সীতার সহিত সেই শয্যায় শয়ন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক তথা হইতে অপসৃত হইলেন। এই সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূল, এই সেই তৃণ, ইহাতেই রাম সীতার সহিত শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে মহাবীর লক্ষ্মণ করতলে অঙ্গুলিত্রাণ, পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীরদ্বয়, হস্তে সগুণ শরাসন ধারণ পূর্ব্বক রামের চতুর্দ্দিকে

ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আমিও উত্তম ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া জ্ঞাতিবর্গের সহিত অবহিতচিত্তে তথায় অবস্থান করিয়াছিলাম।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

—০০—

অনন্তর ভরত গুহের মুখে মনোযোগপূর্ব্বক এই সকল কথা শুনিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত ইঙ্গুদীমূলে উপস্থিত হইয়া রামের শয্যাদর্শন করিলেন এবং মাতৃগণকে কহিলেন,—দেখ, মহাত্মা রাম এই ভূমিতে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গমর্দ্দিত এই শয্যা। যিনি মহারাজকুলকেশরী ভাগ্যধর ধীমান্ দশরথের পুত্র, তাঁহার ভূতলে শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি অজিনচর্ম্মাবৃত উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন, সেই পুরুষব্যাঘ্র এখন কিরূপে ভূমিতে শয়ন করিতেছেন! যিনি বিমানসদৃশ প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ গৃহে কূটাগার, উৎকৃষ্ট আস্তরণাচ্ছাদিত সুবর্ণরজতময় কুট্টিম, পুষ্পস্তবকালঙ্কৃত চন্দন ও অগুরু গন্ধামোদিত, শুভ্র জলধরস্পর্শী, শুককুলকূজিত, সুমেরুতুল্য কাঞ্চন-ভিত্তি-শোভিত হর্ম্ম্যতলে বাস করিয়া প্রভাতে পরিচারিকাগণের নূপুররব ও গীতবাদ্যের মধুর শব্দে প্রতিদিন প্রতিবোধিত হইতেন; যথা সময়ে বন্দিগণ সূত-মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকেরা অনুরূপ গাথা ও স্তুতিবাদ দ্বারা যাঁহার বন্দনা

করিত, তিনি এখন কিরূপে ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন। ইহা আমার এখনও সত্য বলিয়া মনে হইতেছে না, বিশ্বাস যোগ্য বলিয়াও স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহা আমার চিত্তের মোহ অথবা স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান হয়। কাল যে দৈব অপেক্ষাও বলবান্, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। যে কাল উপস্থিত হওয়াতে রাম দশরথতনয় হইয়াও ভূমিতে শয়ন করিতেছেন, জানকী বিদেহরাজের তনয়া প্রিয়দর্শনা মহারাজ দশরথের প্রিয় পুত্রবধূ হইয়াও ভূতলে শয়ন করিতেছেন, ইহাতে কালেরই মাহাত্ম্য ব্যতীত আর কি বলিব? এই ই আমার ভ্রাতার শয্যা! এই তৃণশয্যা তাঁহার গাত্র বিমর্দ্দনে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ঐ দেখ, কঠিন মৃত্তিকার উপর তৃণ সকল তাঁহার গাত্র ঘর্ষণে মর্দ্দিত হইয়া আছে। বোধ হয়, এই শয্যায় আভরণালঙ্কৃতা সীতা শয়ন করিয়াছিলেন, কেননা, ইহার স্থানে স্থানে সুবর্ণকণা লক্ষিত হইতেছে এবং তাঁহার উত্তরীয় বসনের কৌশেয়তন্তু সমুদায় ইহাতে সংলগ্ন সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমার মনে হয়, স্বামীর শয্যা কোমল বা কঠিনই হউক, স্ত্রীলোকেরা উহা সুখকরই বিবেচনা করিয়া থাকেন। সেই জন্যই সেই বালা সতী সুকুমারী মিথিলা-রাজকুমারী স্বামীর শয্যাকেই সুখকরী মনে করিয়া এরূপ দুঃখকে দুঃখই মনে করেন নাই। হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য! কেবল আমারই জন্য রঘুকুল-ধুরন্ধর রাম ভার্য্যার সহিত ঈদৃশী শয্যায় অনাথের ন্যায় শয়ন করিতেছেন! যিনি অদ্বিতীয় অধীশ্বরের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সকল লোকেরই হিতকারী ও সুখবিধাতা, যিনি চিরদিন সুখভোগ

করিয়া আসিতেছেন, কখন দুঃখের বার্ত্তা জানেন না, সেই ইন্দীবর শ্যাম, আরক্তলোচন, প্রিয়দর্শন, সর্ব্বপ্রধান-প্রিয়রাজ্য পরিহার করিয়া কেমন করিয়া মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন! যিনি এই সঙ্কট সময়ে রামের অনুবর্ত্তন করিতেছেন, সেই শুভলক্ষণ মহাবাহু লক্ষ্মণই ধন্য। যিনি পতির অনুসরণ করিয়া বনবাসিনী হইয়াছেন, সেই জানকীও পূর্ণকামা হইয়াছেন। কেবল আমরাই তদ্বিষয়ে সংশয়িত অবস্থায় রহিয়াছি।* হায়! পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, রাম অরণ্যবাসী, এ সময়ে পৃথিবী কর্ণধার রহিত নৌকার ন্যায় নায়ক শূন্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। রাম বনবাসী হইলেও তাঁহারই বাহুবীর্য্য রক্ষিত বসুন্ধরাকে কেহ মন দ্বারাও প্রার্থনা করিতে পারিতেছে না। এক্ষণে রাজধানীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টনের প্রহরী নাই, পুরদ্বার অনাবৃত, হস্তী-অশ্ব-উন্মুক্ত, সৈন্য সামন্ত নিতান্ত বিষণ্ণ, সুতরাং ক্ষীণশক্তি, একরূপ দুরবস্থা-পন্না বলিলেও হয়; তথাপি শত্রুরা বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না! অতএব রাজ্যের প্রকৃত যোগ্য তাঁহাকেই আনয়ন করিব। যদি তিনি ব্রতভঙ্গ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিব। আমি অদ্য হইতেই ভূমিতে অথবা তৃণ নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিব। আমি ফলমূল ভোজী ও জটাচীরধারী হইয়া তাঁহার জন্য দ্বাদশ

* অতঃপর তাঁহাকে সেবা করা আমার নিতান্ত প্রার্থনীয় হইলেও তদ্বিষয়ে তিনি আবার অনুমতি দিবেন কি না,—এই সন্দেহ।

বৎসর পরম সুখে অরণ্যে বাস করিব। ইহাতে তাঁহার প্রতিশ্রুত সঙ্কল্প মিথ্যা হইবে না। ভ্রাতার নিমিত্ত আমি বনে বাস করিলে শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে থাকিবেন। আর্য্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় রাজ্য পালন করুন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অযোধ্যায় অভিষিক্ত করেন, ইহাই আমার অভিপ্রায়। দেবগণ আমার এই মনোরথ সত্য করুন্। এক্ষণে আমি তাঁহার চরণে ধরিয়া নানাপ্রকারে প্রসন্ন করিব, যদি তিনি তাহাতেও স্বীকার না করেন, তবে আমিও তাঁহার সহিত বনে বাস করিব। এ বিষয়ে তিনি আমাকে কোনরূপেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

একোননবতিতম সর্গ।

ভরত সেই গঙ্গাতীরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন,—শত্রুঘ্ন! গাত্রোত্থান কর, আর কেন শয়ন করিয়া থাক, নিষাদপতি গুহকে শীঘ্র আনয়ন কর; তিনি আমাদের সেনাগণকে পার করিয়া দিবেন। শত্রুঘ্ন কহিলেন,—আর্য্য! আমিও আপনার ন্যায় আর্য্য রামচন্দ্রকে চিন্তা করিয়া জাগরিতই রহিয়াছি, নিদ্রা যাইতে পারি নাই।

তাঁহারা এইরূপ পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে নিষাদরাজ তথায় আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে

কহিলেন,—রাজকুমার! এই নদীতীরে আপনারা সুখে রাত্রিবাস করিতে পারিয়াছেন ত? আপনার সৈন্যগণ কুশলে আছেন ত? ভরত গুহের এই স্নেহপূর্ণ বচন শুনিয়া কহিলেন,—ধীমন্! আমরা তোমা কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরমসুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি, এক্ষণে তোমার দাসেরা বহুসংখ্যক নৌকা আনিয়া আমাদিগকে পার করিয়া দিক্।

তখন গুহ ভরতের আদেশ মাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক জ্ঞাতিগণকে কহিলেন,—হে নিষাদগণ! তোমরা গাত্রোত্থান কর জাগরিত হও, আমি ভরতের বাহিনী পার করিব, শীঘ্র নৌকা আনয়ন কর; তোমাদের মঙ্গল হউক। তখন তাহারা রাজাজ্ঞানুসারে অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পঞ্চশত নৌকা আনয়ন করিল। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি স্বস্তিক নামক বৃহৎ ঘণ্টা পতাকা বহু-ক্ষেপণী সুশোভিত সুদৃঢ় রাজবহনযোগ্য নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ সকল স্বস্তিকার মধ্যে যাহাতে রাজার উপবেশন যোগ্য শুভ্র কম্বল আস্তৃত রহিয়াছে, যাহার উপর নিষাদগণ মঙ্গল বাদ্য বাদন করিতেছিল, গুহ সেই সুবর্ণ খচিত সুন্দর একখানি নৌকা লইয়া ভরতের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। মহাবল ভরত শত্রুঘ্নের সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন এবং কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য রাজনারীরাও ঐ নৌকায় আরোহণ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে পুরোহিত, গুরু ও ব্রাহ্মণেরা নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। তৎপশ্চাৎ অন্যান্য অনুচর ও রাজন্যগণের মহিলারা উত্থিত হইলেন। তদনন্তর শকট ও পণ্য-দ্রব্য-জাত ক্রমে পৃথক পৃথক্ নৌকায়

উত্থাপিত হইল। প্রয়াণকালে সৈন্যগণ স্ব স্ব আবাস গৃহ অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিল। কেহ কেহ নদীতীর্থে অবতরণ, কেহ বা গৃহ সামগ্রী লইয়া মহাব্যস্ত হইল; অনেকে নৌকায় আরোহণ করিয়া "এই স্থান আমার এই স্থান আমার" বলিয়া ঘোর কোলাহল আরম্ভ করিল। তাহাদের তুমুল কোলাহল-ধ্বনিতে আকাশ পুর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর পতাকাশোভিত ঐ সমুদায় নৌকা আরোহী-দিগকে লইয়া মহাবেগে ভাগীরথীর পরপারে উত্তীর্ণ হইল। উহাদের মধ্যে কোন কোন তরণী নারীগণ দ্বারা, কতকগুলি বা অশ্ব সমূহে, কতকগুলি শকটাদি যানদ্বারা, কতকগুলি অশ্ব ও অশ্বতর প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ ছিল। কোন কোন নৌকা মহামুল্য রত্নসমুদায় বহন করিয়া যাইতেছিল।

এইরূপে ঐ সমস্ত নৌকা ক্রমে ক্রমে পরপারে উপনীত হইয়া আরোহীদিগকে অবতারণ পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইলে দাস বন্ধুগণ জলমধ্যে নৌকার বিচিত্র গতি দেখাইতে লাগিল। ধ্বজদণ্ডধারী মাতঙ্গগণ হস্তিপকদ্বারা চালিত হইয়া গঙ্গা সন্তরণ কালে পক্ষধর পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ নৌকায়, কেহ বা ভেলা, কেহ বা কুম্ভ, কেহ বা বাহুদ্বয়ের সাহায্যে পুণ্য সলিলা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া তীরে উঠিল। অতঃপর উদয়কাল হইতে তৃতীয় মুহূর্ত্তে প্রয়াগের বনে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে ভরদ্বাজের আশ্রম এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পাছে আশ্রম-পীড়া হয়, এই আশঙ্কায় তথায় সৈন্যগণকে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক সুখে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া মহাত্মা ভরত

ঋত্বিক্ ও সদস্যগণের সহিত মহর্ষি ভরদ্বাজ সন্দর্শনার্থ গমন করিতে লাগিলেন।

নবতিতম সর্গ।

—oo—

আশ্রমে বিনীতবেশে গমন করিতে হয়, এই ভাবিয়া ভরত, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং বশিষ্ঠকে অগ্রে করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া আশ্রমের সন্নিহিত হইলে মন্ত্রিদিগকেও তথায় রাখিয়া কেবলমাত্র বশিষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

অনন্তর মহাতপা ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দেখিবামাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনয়নের আদেশ দিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ভরতও নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি ভরতকে বশিষ্ঠের সহিত আগমননিবন্ধন দশরথতনয় বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি ইহাঁদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও ফলমূল প্রদান পূর্ব্বক অনুক্রমে আশ্রমের ও অযোধ্যার সৈন্য, কোশাগার, মিত্র ও মন্ত্রিসংক্রান্ত কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথবৃত্তান্ত তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য তৎসংক্রান্ত কোন কথারই প্রসঙ্গ করিলেন না। অনন্তর বশিষ্ঠ ও ভরত তাঁহাকে শারীরিক অনাময় প্রশ্নপূর্ব্বক আশ্রমস্থ অগ্নি, বৃক্ষ, মৃগ ও

পক্ষীদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাযশা ভরদ্বাজ নিজের ও আশ্রমস্থ সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া রামের প্রতি স্নেহবশতঃ ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—বৎস! তুমি ত রাজ্য শাসন করিতেছিলে, সহসা এ স্থানে আগমনের প্রয়োজন কি? বল, এক্ষণে আমার মনে নানা-প্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কৌশল্যা তোমাদের কুল-বর্দ্ধক শত্রু-হন্তা যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, যিনি ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত দীর্ঘকালের জন্য বনবাসী হইয়াছেন, মহারাজ দশরথ স্ত্রীর অনুরোধে যে মহাযশা রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, সেই নিষ্পাপ রামের রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবার নিমিত্ত তুমি কি তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছ?

ভরত মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণমাত্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গলদশ্রু লোচনে গদ্‌গদ বচনে তাঁহাকে কহিলেন,—ভগবন্! আপনিও যদি আমাকে এরূপ মনে করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই অধঃপাতে গিয়াছি! আমা হইতে এইরূপ বিষম দোষাবহ কার্য্য হইবে, ইহা ত আমি নিজে মনে মনেও ভাবি নাই। অতএব আপনি আমাকে এরূপ শ্রুতি-কঠোর বাক্য আর বলিবেন না। মাতা আমার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহা আমার অভীষ্ট নহে। আমি উহাতে সন্তুষ্টও নহি। আমি তাঁহার আদেশ স্বীকারও করি নাই। এক্ষণে আমি আর্য্য রামের প্রসাদলাভ ও চরণ-বন্দনা প্রার্থী হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে আসি-তেছি। আমার মনের ভাব এইরূপ বুঝিয়া আপনি আমার

প্রতি প্রসন্ন হউন। ভগবন্! সম্প্রতি সেই মহীপতি রাম কোথায় আছেন, তাহা আমাকে বলিয়া দিন্।

অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋত্বিকৃগণের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া ভরতকে কহিলেন;—পুরুষব্যাঘ্র! তুমি যখন রঘুবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার ইহা অনুরূপই হইয়াছে। এই গুরুসেবা, লোভাদি-ইন্দ্রিয়সংযমন ও সাধুগণের অনুবর্ত্তন, এই তিনটী রঘুবংশের কুলোচিত ধর্ম্ম, ইহা আমি প্রায়ই দেখিয়াছি। তোমার মনোগত অভিপ্রায় আমি বিলক্ষণ জানি, তথাপি আমি যে সর্ব্বজন সমক্ষে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেবল উহার আরও দৃঢ়ীকরণ এবং তোমার কীর্ত্তি বিবর্দ্ধনের জন্য। ধর্ম্মজ্ঞ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত যথায় আছেন তাহা আমি জানি, তিনি এক্ষণে ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। তুমি তথায় কল্য গমন করিও, অদ্য মন্ত্রিগণের সহিত এই আশ্রমেই বাস কর। হে অভীষ্ট ফলপ্রদ! তুমি আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর। তখন উদার দর্শন ভরত সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার আদেশ পালনে সম্মত হইয়া তথায় নিশা যাপনের অভিলাষ করিলেন।

একনবতিতম সর্গ।

-:*:-

অনন্তর মহামুনি ভরদ্বাজ ভরতের সম্মতি জানিয়া তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত কহিলেন,—ভগবন্! বনে যাহা সুলভ, সেই পাদ্য অর্ঘ্যদ্বারা এই ত আমায় আতিথ্য

করিলেন। তখন ভরদ্বাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি যে আমার প্রতি প্রীতিমান্ এবং আমার যৎকিঞ্চিৎ বস্তুতেই সন্তুষ্ট হইবে তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমার এই সমুদায় সেনাগণকে আমি ভোজন করাইতে ইচ্ছা করিতেছি। আমার যাহাতে প্রীতি হয় তাহা তোমার করা উচিত। তুমি কি জন্য সৈন্যগণকে দূরে রাখিয়া এখানে আগমন করিলে! কি জন্যই বা সবলবাহনে আমার সমীপে উপস্থিত হইলে না?

তখন ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে তপোধনকে কহিলেন,—ভগবন্! আমি আপনারই ভয়ে সসৈন্যে আসিতে পারি নাই। রাজা হউন বা রাজপুত্রই হউন, তাপসগণের আশ্রম দূর হইতে যত্ন পূর্ব্বক পরিহার করা কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট অশ্ব, মদমত্ত হস্তী ও বহুতর মনুষ্য, মহতী বিস্তৃত ভূমি আচ্ছাদন করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়াছে। তাহারা বৃক্ষ, পানীয় জল, ভূমি, আশ্রম ও পর্ণশালার কোন ব্যাঘাত না জন্মায়, এইজন্য আমি একাকীমাত্র আসিয়াছি। তখন ভরদ্বাজ কহিলেন,—বৎস! তুমি সেনাগণকে এইস্থানে আনয়ন কর। ভরতও মহর্ষির আজ্ঞা মাত্রেই তাহাদিগের আনয়নার্থ আদেশ করিলেন।

অতঃপর মহর্ষি অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া সলিল দ্বারা আচমন ও বারদ্বয় ওষ্ঠ মার্জ্জন পূর্ব্বক আতিথ্য ক্রিয়ার নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন। কহিলেন,—আমি এক্ষণে কার্য্যকুশল বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি। তিনি আমার অতিথিসৎকারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। আমি ইন্দ্র প্রভৃতি তিনজন লোকপালকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আমার এই অতিথিসৎকারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। যাঁহাদের স্রোত পূর্ব্বদিক্‌বাহী,

এবং যাঁহারা তির্য্যক্‌গামিনী, পৃথিবী বা অন্তরীক্ষের ঐ সমুদায় নদী এই স্থানে আগমন করুন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৈরেয় মদ্য, কেহ বা সুসংস্কৃত গৌড়ী, মাধ্বী প্রভৃতি সুরা, কেহ কেহ বা ইক্ষুরস তুল্য সুশীতল জল এই স্থানে প্রবাহিত করুন। আমি অন্যান্য দেব, গন্ধর্ব্ব, বিশ্বাবসু, হাহা হুহু, দেব ও গন্ধর্ব্বীদিগকে আহ্বান করিতেছি। ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদন্তা, হেমা ও পর্ব্বতবাসিনী সোমা এবং যাহাঁরা দেবরাজ ইন্দ্র ও পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট যাইয়া সর্ব্বদা উপাসনা করেন, সেই সমুদায় অপ্সরাকেও আমি আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা সকলে সুসজ্জিত হইয়া তুম্বুরুর সহিত এই স্থানে আগমন করুন। উত্তর কুরুপ্রদেশে যে দিব্য বন আছে, বস্ত্রালঙ্কার যাহার পত্র, দিব্য নারী যাহার ফল, সেই কুবেরোদ্যান এই স্থানে দৃষ্ট হউক। আমার এই বনে ভগবান্ সোমদেব ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্যপেয় এই চতুর্ব্বিধ প্রচুর অন্নের বিধান করুন। বৃক্ষচ্যুত মাল্য, সুরা প্রভৃতি পানীয় ও বিবিধ মাংস এইস্থানে সুলভ করিয়া দিউন। অপ্রতিম প্রভাব সম্পন্ন মহর্ষি ভরদ্বাজ সমাধিস্থ হইয়া শিক্ষাস্বরপ্রয়োগ পূর্ব্বক এই সমস্ত দেবগণকে আহ্বান করিলেন এবং প্রাঙ্মুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মনে মনে ঐ সমস্ত দেবগণের আগমন কামনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহর্ষিকর্ত্তৃক আহূত দেবগণ সকলেই পৃথক পৃথক আসিতে লাগিলেন। তৎকালে মৃদুমন্দ সমীরণ মলয় পর্ব্বত হইতে সুখস্পর্শ হইয়া বহিতে লাগিল। মেঘ সমুদায় কুসুম বৃষ্টি করিতে লাগিল, চারিদিকে দেব দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। অপ্সরোগণ নৃত্য, গন্ধর্ব্বেরা গান করিতে

আরম্ভ করিল। বীণাধ্বনি হইতে লাগিল, উহার তানলয় সঙ্গত মধুর স্বর পৃথিবী ও আকাশস্থ প্রাণিগণের শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিল। এই শ্রোত্র সুখকর বীণারব সমুত্থিত হইলে ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্ম্মার আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্য দর্শন করিতে লাগিল। দেখিল, তথায় পঞ্চযোজন বিস্তৃত সমতল ভূমি নীল বৈদূর্য্যসন্নিভ হরিদ্বর্ণ শাদ্বলে সমাচ্ছন্ন, তদুপরি বিল্ব, কপিত্থ, পনস, বীজপূরক, আমলকী ও আম্রবৃক্ষ প্রভৃতি মহীরুহ সকল ফলভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর কুরু-হইতে দিব্য ভোগার্হ চৈত্ররথ নামক উদ্যান আসিয়াছে। তীর তরুসমাবৃত সৌম্যদর্শন স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে। সুধাধবলিত চতুঃশাল গৃহ, হস্তিশালা, মন্দুরা, হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, শুভ্র তোরণ এবং শুভ্রমেঘতুল্য, তোরণসুশোভিত, শুক্ল-মাল্যে অলঙ্কৃত, সুগন্ধি সলিলে সুবাসিত, চতুরস্র সুপ্রশস্ত রাজগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট আস্তরণাচ্ছাদিত শয্যা, আস্তীর্ণ আসন, সর্ব্বরস সুসংস্কৃত অন্ন, বস্ত্র, নির্ম্মল ধৌত পাত্র ও বিবিধ যান প্রস্তুত রহিয়াছে।

কৈকেয়ীতনয় ভরত মহর্ষির আদেশে সেই রত্নপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং মন্ত্রী পুরোহিতগণও তাঁহার অনুগমন করিলেন। গৃহের পারিপাট্য দর্শনে সকলেরই মনে আনন্দ জন্মিল। তথায় রাজসিংহাসন, দিব্য ব্যজন ও ছত্র রহিয়াছে। ভরত এই আসন রামের, উহাতে যেন রামই উপবিষ্ট আছেন, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত তৎসমুদায় প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিলেন এবং ঐ সিংহাসন পূজা করিয়া চামর হস্তে মন্ত্রীর

আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনা-পতি ও শিবির রক্ষকেরাও আনুপূর্ব্বিক উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তথায় পায়সকর্দ্দম নদী সকল মহর্ষির শাসনে বহিতে লাগিল। উহাদের উভয় কূলে পাণ্ডুবর্ণ মৃত্তিকালিপ্ত রমণীয় দিব্য আবাস-গৃহ রহিয়াছে। এই সময়ে প্রজাপতি প্রেরিত বিংশতি সহস্র এবং কুবেরাদিষ্ট বিংশতি সহস্র রমণী সুবর্ণ-মণি-মুক্তা-প্রবালাদি-খচিত দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া তথায় আগমন করিল। এবং নন্দন কানন হইতে বিংশতি সহস্র অপ্সরা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা যে পুরুষকে একবারমাত্র কটাক্ষ করে, সে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠে। এই সময়ে সূর্য্যপ্রতিম গন্ধর্ব্বরাজ, নারদ, তুম্বুরু ও গোপ আসিয়া ভরতের অগ্রে গান করিতে লাগিলেন। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা, ইহারা ঋষির আজ্ঞায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। যে সমুদায় মাল্য দেবলোকে ও চৈত্ররথ কাননে বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় ঋষি প্রভাবে প্রয়াগক্ষেত্রে নিরীক্ষিত হইল। ঋষির প্রভাবে বিল্ববৃক্ষ, মৃদঙ্গ-বাদক, শমী ও বিভীতক তালগ্রাহী ও অশ্বত্থ বৃক্ষ নর্ত্তক হইল। সরল, তাল, তিলক, ও তমাল ইহারা কুব্জ ও বামনের রূপ ধারণ করিল। শিংশপা, আমলকী, জম্বু ও অন্যান্য যে সমুদায় লতা ছিল, তাহারা প্রমদার রূপ ধারণ করিয়া সেই আশ্রমে উপস্থিত হইল। তাহারা কহিতে লাগিল,—যাহারা সুরাপায়ী তাহারা সুরা পান কর, যাহারা ক্ষুধার্ত্ত, তাহাদের জন্য মাংস ও পায়স প্রস্তুত আছে, যাহার যাহা ইচ্ছা হয় ভোজন কর। তখন প্রত্যেক পুরুষকে সাত আটজন স্ত্রীলোক রমণীয় নদী-তীরে

লইয়া গিয়া কুঙ্কুমাদি দ্বারা গাত্রমার্জ্জন পূর্ব্বক স্নান করাইতে লাগিল। কেহ কেহ পাদ মর্দ্দন, কেহ বা জলার্দ্র গাত্র মার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল, কেহ বা মধুপান করাইতে প্রবৃত্ত হইল। বাহনপালকেরা অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও বৃষভদিগকে যথোপযুক্ত ভোজন করাইল। কেহ কেহ বা যোদ্ধৃগণের আদেশে বাহনদিগকে ইক্ষু, মধু ও লাজা ভোজন করিতে দিল। তৎকালে মধুপানে মত্ত হইয়া অশ্বপালক অশ্বের, হস্তিপক হস্তীর কোন সংবাদও রাখিল না। সৈন্যসম্প্রদায় সর্ব্ব প্রকার অভীষ্ট ভোজনে তৃপ্ত ও রক্তচন্দনে চর্চ্চিত অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কহিতে লাগিল,—আমরা আর অযোধ্যায় যাইব না, দণ্ডকারণ্যেও যাইব না; ভরতের মঙ্গল হউক, রাম সুখে থাকুন। ফলতঃ কি পদাতি, কি হস্ত্যারোহী, কি অশ্বারোহী, সকলেই স্বাধীনভাবে এইরূপ আহারবিধি লাভ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। ভরতের সহস্র সহস্র অনুযাত্রী ইহাই স্বর্গ বলিয়া হর্ষনাদ করিতে লাগিল। কেহ নৃত্য, কেহ গান, কেহ হাস্য করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বা মাল্যধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। অনেকেই সেই অমৃতোপম অন্নভোজন করিয়া আবার উৎকৃষ্ট ভোজ্য দর্শনে দ্বিতীয় বার তাহাদের ভোজনে প্রবৃত্তি জন্মিল। সৈন্যসংক্রান্ত দাসদাসী ও বধূ সকল নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া পরম প্রীত হইল, আগন্তুক পশু পক্ষীরাও তথায় আসিয়া প্রচুর ভোজ্য প্রাপ্ত হইল। ঋষি কল্পিত বস্তু ভিন্ন আর কিছুই আহার করিতে হইল না। যাহাদের বস্ত্র শুভ্র নহে, যাহারা ক্ষুধিত বা অপরিচ্ছন্ন, অথবা যাহাদের কেশ ধূলিধ্বস্ত এরূপ একটী লোকও

তথায় দৃষ্ট হইল না। তথায় অতি-শুভ্র-অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ, সহস্র সহস্র স্বর্ণ ও রজতময় পাত্র প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ সমুদায় পাত্রে ফল-নির্য্যাস-সিদ্ধ সুগন্ধি সূপ, বিবিধ ব্যঞ্জন ও ছাগ বরাহের মাংসে সুসজ্জিত এবং শোভার্থ উহার চতুর্দ্দিকে পুষ্পস্তবক প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল। বন পার্শ্বে যে সমুদায় কূপ ছিল, তাহাতে পায়স-কর্দ্দম দৃষ্ট হইল। ধেনুগণ অভিলষিত প্রদান ও বৃক্ষ সকল মধুক্ষরণ করিতেছে। দীর্ঘিকা সকল মদ্যে পরিপূর্ণ, স্থালীপক্ক প্রতপ্ত মৃগ, ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস, সুবর্ণময় অন্নপাত্র, ব্যঞ্জনস্থালী ও হস্ত প্রক্ষালন পাত্র শত সহস্র প্রস্তুত রহিয়াছে। কুম্ভ করম্ভ* ও স্থালী সকল দধিপরিপূর্ণ, অচিরজাত সুগন্ধি কেশর গৌরা† তক্রের হ্রদ, এতদ্ভিন্ন দধি দুগ্ধ ও নির্জ্জল তক্রের হ্রদ এবং রাশীকৃত শর্করা সঞ্চিত আছে। স্নানঘাটে —কল্ক(১) চূর্ণকষায়(২) প্রভৃতি স্নানোপকরণ দৃষ্ট হইল। নির্ম্মল কুর্চ্চাগ্র দন্তধাবন, করঙ্কে শ্বেত চন্দন কল্ক,(৩) মার্জ্জিত দর্পণ, বস্ত্র, পাদুকা(৪) ও উপানহ, কাঞ্চনময় কজ্জল করণ্ডিকা, কেশমার্জ্জনার্থ কঙ্কত(৫) কূর্চ্চ,(৬) ছত্র, ধনু, বর্ম্ম, বিচিত্র শয্যা ও আসন,—এই সমুদায় প্রস্তুত রহিয়াছে। হস্তী, অশ্ব, খর ও উষ্ট্রদিগের জলপানার্থ প্রতিপান (৭) হ্রদ, অবগাহনের জন্য পদ্মপলাশ-শোভিত

---

* দধি মন্থন পাত্র।

† পরাগচূর্ণবৎ পীতবর্ণ।

১। পিষ্ট আমলকী। ২। গন্ধ দ্রব্যের ক্বাথ। ৩। ঘৃষ্ট চন্দন। ৪। খড়ম। ৫। কাঁকুই। ৬। কুঁচি। ৭। চৌবাচ্চা।

সুতীর্থসম্পন্ন স্বচ্ছসলিল, আকাশের ন্যায় শ্যামল সরোবর এবং নীল বৈদূর্য্যবর্ণ কোমল তৃণরাশি দৃষ্ট হইতে লাগিল।

সেই অদ্ভুত স্বপ্নতুল্য ভরতের আতিথ্য দর্শনে সমস্ত জন-গণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সৈন্যগণ সেই রমণীয় ভরদ্বাজাশ্রমে নন্দনকাননে দেবগণের ন্যায় বিহার করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিল। অনন্তর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল মহর্ষির অনুজ্ঞা লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। অগুরু চন্দনে সর্ব্বাঙ্গ-লিপ্ত সৈন্যেরা মদিরা মত্ত, বিবিধ দিব্য মাল্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও মর্দ্দিত হইয়া রহিল।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

—:০*০:—

অনন্তর ভরত সপরিবারে আতিথ্যসংকারে সংকৃত হইয়া রাত্রিযাপনপূর্ব্বক রাম দর্শনার্থ মহর্ষির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি পুরুষব্যাঘ্র ভরতকে কৃতাঞ্জলিপুটে সমাগত দেখিয়া অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! তুমি আমার আশ্রমে সুখে রাত্রিকাল কাটাইয়াছ ত? তোমার সৈন্য সামন্ত আমার আতিথ্যে সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করিয়াছে ত?

তখন ভরত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! সমগ্র বলবাহনের সহিত আমি আপনার আশ্রমে পরম সুখে বাস করিয়াছি, আপনার আতিথ্যে আমরা

সকলেই যার পর নাই তৃপ্তিলাভও করিয়াছি। আমাদের অধ্ব-ক্লান্তি অপনীত হইয়াছে, আপনার প্রসাদে আমরা সকলেই উৎকৃষ্ট বাসস্থান, উপাদেয় প্রচুর অন্ন পান লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমি আর্য্য রাম দর্শনে যাইতেছি,—প্রার্থনা, আপনি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার প্রতি কটাক্ষ করিবেন। মহাত্মা আর্য্যের আশ্রম এখান হইতে কত দূর, কোন পথেই বা যাইতে হইবে, তাহাও আমাকে বলিয়া দিন।

মহাতপা ভরদ্বাজ ভ্রাতৃ-দর্শন-লোলুপ ভরতকে কহিলেন,—বৎস! এইস্থান হইতে সার্দ্ধ যোজনদ্বয় অন্তরে নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। উহাতে রমণীয় কানন ও সুন্দর নির্ঝর শোভা পাইতেছে। ঐ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্ব দিয়া মন্দাকিনী নাম্নী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদীও পুষ্পিতপাদপ রমণীয়কাননে সমাচ্ছন্ন। ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতে তোমার ভ্রাতৃদ্বয় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নিশ্চয়ই বাস করিতেছেন। তুমি এক্ষণে যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়া কিয়দ্দূর গমন কর। অনন্তর বাম-ভাগ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যে পথ গিয়াছে, ঐ পথে তোমার চতুরঙ্গ সেনা চালাইবে। কিয়দ্দূর যাইলেই রামকে দেখিতে পাইবে।

অনন্তর রাজমহিষীরা, এখনই আমাদের এই স্থান হইতে যাত্রা করিতে হইবে শুনিয়া যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজকে পরিবেষ্টন করিলেন। অতি শোচনীয় অবস্থাপন্না কৃশাঙ্গী কৌশল্যা সুমিত্রার সহিত কম্পিত-কলেবরে হস্ত দ্বারা মহর্ষির চরণ বন্দনা করিলেন। সর্ব্বলোক-

নিন্দিতা অপূর্ণমনোরথা কৈকেয়ী অত্যন্ত লজ্জাভরে প্রণাম করিলেন এবং ভগবান্ মহামুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অদূরে দীনমনে ভরতের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহামুনি ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! আমি তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। ভরত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন,—ভগবন্! যাঁহাকে দীনা, শোক ও অনশনে ক্ষীণা দেখিতেছেন, ইনি সাক্ষাৎ দেবরূপিণী পিতার মহিষী কৌশল্যা। দেবী অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন, পুরুষসিংহ রাম সেইরূপ ইহাঁরই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি শীর্ণপুষ্পা কর্ণিকার শাখার ন্যায় ইহাঁর বামবাহু ধারণ করিয়া বিরস বদনে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইনি রাজার মধ্যমা পত্নী সুমিত্রা। ইহাঁরই গর্ভে মহাবীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আর যাঁহার নিমিত্ত রাম ও লক্ষ্মণ জীবন্মৃতের ন্যায় ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছেন এবং মহারাজ দশরথ পুত্রহীন হইয়া স্বর্গা-রোহণ করিয়াছেন, ইনিই সেই আমার মাতা পাপীয়সী নৃশংসা কৈকেয়ী। ইনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বভাবা, নির্ব্বোধ, সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা, ঐশ্বর্য্যকামুকীও আর্য্যরূপিণী হইয়াও অনার্য্যা। আমার এই ঘোর বিপত্তির মূলই ইনি। ভরত বাষ্প গদ্গদ বচনে এই কথা বলিয়া আরক্তলোচনে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবুদ্ধি মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে মহার্থযুক্ত বাক্য কহিতে লাগিলেন; —বৎস! তুমি তোমার জননীকে দোষভাগিনী মনে করিও না। এই রামপ্রবাসন পরিণামে শুভফল প্রদান করিবে।

দেব, দানব ও বিশুদ্ধাত্মা ঋষিদিগের হিতের নিমিত্তই এই রাম-প্রবাসন উপস্থিত হইয়াছে।

অনন্তর ভরত মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ, অভিবাদন ও সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক সৈন্য সমাবেশের আজ্ঞা দিলেন। তখন বহুসংখ্যক লোক দিব্য, সুবর্ণালঙ্কৃত রথে অশ্ব যোজনা করিয়া গমনার্থ তাহাতে অধিরোহণ করিল। হস্তী ও হস্তিনী সমুদায় স্বর্ণ শৃঙ্খলবদ্ধ পতাকাশোভিত হইয়া ঘণ্টারব করিতে করিতে বর্ষাকালীন শব্দায়মান জলদের ন্যায় গমন করিতে লাগিল। অনন্তর যাহার যেরূপ উপযুক্ত, সেইরূপ কেহ বা উৎকৃষ্ট, কেহ বা লঘু রথে আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিল, পদাতিরা পাদচারেই যাইতে লাগিল। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজ মহিষীরা রাম-দর্শন-মানসে আনন্দিত হইয়া উত্তম যানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীমান্ ভরত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন উৎকৃষ্ট শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই গজবাজিসমাকুলা চতুরঙ্গ সেনা উত্থিত মেঘ মালার ন্যায় দক্ষিণ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। ক্রমে গঙ্গার পশ্চিম তীর দিয়া গিরিনদী সমীপবর্ত্তী বন ভাগ অতিক্রম পূর্ব্বক তত্রত্য মৃগ পক্ষীদিগকে চকিত ও ভীত করিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

—:*:—

ঐ সমুদায় মহতী চতুরঙ্গসেনা যখন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া গমন করিতে লাগিল, তখন সেই বনবাসী যূথপতিগণ স্ব স্ব দলের সহিত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ভল্লুক, পৃষত ও রুরু সমুদায় গিরি, নদী ও কাননে ব্যাকুলচিত্তে ধাবিত হইতেছে দৃষ্ট হইল। সেনাদল ভীষণ সিংহনাদ করিয়া চলিতেছে। ধর্ম্মাত্মা ভরত সেই চতুরঙ্গসৈন্যে পরিবৃত হইয়া প্রীতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে জলদজাল যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, ভরতের সাগর প্রবাহ তুল্য সেনাদল সেইরূপ বনভূমিকে আবৃত করিল। তৎকালে সেই বনস্থলী হস্তিব্যূহ ও তুরঙ্গনিবহে আবৃত হইয়া বহুক্ষণ অদৃশ্য হইয়া রহিল। এইরূপে তিনি বহুদূর গমন করিলেন, বাহন সমুদায় পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অতঃপর শ্রীমান্ ভরত মন্ত্রণাকুশল বশিষ্ঠকে কহিলেন,—ভগবন্! মহর্ষি ভরদ্বাজ চিত্রকূটের যে স্থানের কথা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমিও তাঁহার কাছে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এই ত সেই পর্ব্বত চিত্রকূট, এই ত সেই নদী মন্দাকিনী, অদূরেই নীল মেঘের ন্যায় এই বনও প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি চিত্রকূটের রমণীয় শিখরদেশ আমার পর্ব্বতাকৃতি মাতঙ্গগণে মর্দ্দিত হইতেছে, এ জন্যই গ্রীষ্মাবসানে সুনীল নিবিড় জলধর

যেমন বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ এই শিখরস্থিত বৃক্ষ সমুদায় কম্পিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শত্রুঘ্ন! দেখ, এই পর্ব্বত কিন্নরগণের বাস ভূমি, মকর ব্যাপ্ত সাগরের ন্যায় এই পর্ব্বত অশ্বদ্বারা আকীর্ণ। শরৎকালে বায়ু চালিত মেঘমালার ন্যায় এই সমুদায় মৃগ সৈন্য দর্শনে ত্রস্ত হইয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। মেঘবর্ণ চর্ম্মধারী দাক্ষিণাত্য বীর পুরুষের ন্যায় এই সমস্ত বৃক্ষ মস্তকে সুগন্ধি পুষ্পস্তবক ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই বন পূর্ব্বে জনসঞ্চার শূন্য থাকাতে ঘোর দর্শন নিস্তব্ধ ছিল, সম্প্রতি আমাদের আগমনে জনাকীর্ণ অযোধ্যার ন্যায় শোভা পাইতেছে। অশ্ব খুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটল ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছে, এবং তৎক্ষণাৎ বায়ু তাহা অপসারিত করিয়া আমার প্রিয় কার্য্যই সাধন করিতেছে। দেখ, আমার তুরগযোজিত রথ সুদক্ষ সারথি-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া বন মধ্যে কত শীঘ্র শীঘ্র যাইতেছে। এই রথ শব্দে ভীত হইয়া প্রিয় দর্শন ময়ূরগণ পক্ষীদিগের শৈলাবাস আশ্রয় করিতেছে। এই প্রদেশটী অতীব মনোহর, ইহা তাপস-দিগের নিবাসস্থল, দেখিলে স্পষ্টই স্বর্গ বলিয়া বোধ হয়। এই বনে বহু সংখ্যক হরিণ ও হরিণী দৃষ্ট হইতেছে, উহাদের শরীর যেন বিচিত্র কুসুমে চিত্রিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার সৈন্যগণ, এই বনে অনুসন্ধান করুন, কোথায় পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণকে দেখিতে পান।

ভরতের এই বাক্য শ্রবণ মাত্র বীরপুরুষেরা শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং দেখিল, একস্থানে ধূমশিখা উত্থিত হইতেছে। তদ্দর্শনে তাহারা সত্বর ভরত-

সন্নিধানে আসিয়া কহিল,—রাজকুমার! এই মনুষ্য সমাগম-শূন্য কাননে যখন অগ্নি রহিয়াছে, তখন এইস্থানে রাম লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই বাস করিতেছেন। যদি এখানে তাঁহারাও না থাকেন, তবে তৎসদৃশ অন্য কোন তপস্বীও বাস করিতেছেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। ভরত সৈন্যগণের এই ন্যায়সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেখ, তোমরা এইস্থানে কোলাহল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি সাবধানে অবস্থান কর, ইতঃপর আর অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমিই কেবল সুমন্ত্র ও ধৃতির সহিত গমন করিব। সৈন্যগণ এই কথা শুনিয়া তথায় নীরবে অবস্থান করিতে লাগিল। ভরত যে দিকে ধূমাগ্র সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া অবহিত চিত্তে চলিলেন।

সৈন্যগণ ভরতকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ধূমের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অচিরে রাম দর্শন প্রতীক্ষায় হৃষ্টচিত্তে তথায় কালযাপন করিতে লাগিল।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

—:*:—

এদিকে গিরিবন-প্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই পর্ব্বতে বাস করিয়া জানকীর প্রিয় কামনা ও নিজের চিত্ত বিনোদন বাসনায় কহিলেন;—জানকি! এই রমণীয় চিত্রকূট দর্শন করিয়া রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্বিরহ আর আমায় তাদৃশ কাতর করিতে পারিতেছে না। দেখ, ঐ পর্ব্বতটী কেমন সুন্দর! ইহাতে নানা

প্রকার বিহঙ্গেরা বাস করিতেছে, ইহার শিখরসমুদায় আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। উহা গৈরিকাদি বিবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত হওয়াতে কোন স্থান রজত বর্ণ, কোন স্থান বা রক্ত বর্ণ, কোন কোন স্থান পীত, কোন স্থান বা মঞ্জিষ্ঠা-রাগযুক্ত, কোথাও নীলকান্ত মণিপ্রভা, কোথাও পুষ্পরাগ স্ফটিক ও কেতকের ন্যায় আভা, কোথাও বা নক্ষত্র ও পারদের ন্যায় জ্যোতি লক্ষিত হইতেছে। এই পর্ব্বত অহিংস্র নানাবিধ মৃগ, ব্যাঘ্র ও তরক্ষু প্রভৃতি বন্যজন্তুতে পরিবৃত এবং বহুবিধ বিহঙ্গ কুলে সমাকুল। আম্র, জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, অঙ্কোল, ভব্যতিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, অরিষ্ট, বরণ, মধুক, তিলক, বদরী, আমলক, নীপ, বেত্র, ধন্বন ও বীজক প্রভৃতি ফলপুষ্পসুশোভিত ছায়াবহুল মনোহর পাদপ সমূহে আকীর্ণ। ঐ সমস্ত রমণীয় শৈলপ্রস্থে কিন্নরমিথুন পরম আনন্দে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। ভদ্রে! দেখ দেখ, অদূরে বিদ্যাধরীদিগের ক্রীড়াস্থান, ঐস্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও খড়্গ বৃক্ষশাখায় লম্বমান রহিয়াছে। কোথাও জলপ্রপাত, কোথাও উৎস, কোথাও বা নিষ্যন্দ। দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন এই শৈল মদবর্ষী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গুহাদ্বারসমুত্থিত সমীরণ নানা-কুসুম-সংস্পৃষ্ট ঘ্রাণতর্পণ গন্ধ বিতরণ করিয়া কাহাকে না হর্ষ প্রদান করিতেছে? অয়ি অনিন্দিতে! যদি আমি তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত এই পর্ব্বতে বহুকাল বাস করি, তাহা হইলে কোন শোকই আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না। এই ফলপুষ্প-সুশোভিত রমণীয় নানা বিহগ নিনাদিত বিচিত্র শিখরে আমি

বাস্তবিকই প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই বনবাসে আমার দুইটী ফল লাভ হইয়াছে, এক পিতার ঋণমুক্তি, অপর ভরতের প্রীতিসাধন। অয়ি জানকি! তুমি কি এই চিত্রকূটে আমার সহিত কায়, মন ও বাক্যের প্রীতিকর বিবিধ পদার্থ দর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করিতেছ না? আমার পূর্ব্ব-পিতামহগণ ও অন্যান্য রাজর্ষিরা দেহান্তে সংসারক্লেশ নিবৃত্তির জন্য এই বনবাসকেই মুক্তির সাধন বলিয়া গিয়াছেন। দেখ, এই শৈলের শত শত শোভাকর বহুল শিলা নীল, পীত, কৃষ্ণ ও অরুণ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণে পরম শোভা ধারণ করিতেছে।

রাত্রিকালে ইহার ওষধি সমুদায় স্ব স্ব প্রভাপ্রভাবে অগ্নি শিখার ন্যায় শোভা পায়। এই পর্ব্বতের কোন কোন প্রদেশ গৃহসদৃশ ও কেহ বা উদ্যানতুল্য, কোন কোন বিশাল শিলা বহুজনের অবস্থানযোগ্য। এই চিত্রকূট যেন পৃথিবী ভেদ করিয়াই উত্থিত হইয়াছে, ইহার শিখরদেশ অতি সুন্দর। উহাতে কুড়, স্থগর, পুন্নাগ, ভূর্জ্জপত্র ও কমলদল, এই সমুদায় বিলাসীদিগের আস্তরণ স্বরূপ। ঐ দেখ, উহারা এই স্থানে বিবিধ ফল ভোজন করিয়াছে এবং পদ্মমাল্য সমুদায় দলিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই চিত্রকূট কুবের পুরী বস্বৌকসারা, ইন্দ্রপুরী, নলিনী ও উত্তরকুরুকেও অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতেছে।

অয়ি সীতে! এক্ষণে এই চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত সাধুসম্মত নিয়ম অবলম্বন করিয়া যদি এই স্থানে অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে কুলধর্ম্ম-রক্ষণ-জনিত সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইব।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর রাজীবলোচন রাম চিত্রকূট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চারুচন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন,—প্রিয়ে! দেখ, এই স্থানে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পুলিনদেশ কেমন রমণীয়, হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিসকল ইহার জলে ক্রীড়া করিতেছে। তীরে ফলপুষ্পসুশোভিত নানা প্রকার বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ইহার তীর-সন্নিহিত জল আবিল হইলেও হরিণ হরিণীগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পান করিতেছে। ইহার ঘাটগুলি অতি সুন্দর। ঐ দেখ, জটাজিনধারী ঋষিগণ বল্কল পরিধান পূর্ব্বক এই স্থানে যথাকালে স্নান করিতেছেন, ঊর্দ্ধবাহু মুনিগণ নিয়মানুসারে সূর্য্যোপস্থান করিতেছেন। অন্যান্য মুনিরা জপপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অয়ি বিশালাক্ষি! ইহার তীরতরু সমুদায় বায়ুভরে কম্পিত হইয়া এই স্রোতস্বতীর সর্ব্বত্র পুষ্প পল্লব বিকিরণ করিতেছে। দেখিলে মনে হয়, পর্ব্বতই যেন নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। এই নদীর কোন স্থানের জল মণির ন্যায় নির্ম্মল, কোন স্থানে প্রশস্ত পুলিন, কোন স্থান সিদ্ধজনগণে পরিব্যাপ্ত। অয়ি কৃশোদরি! দেখ, দেখ, ঐ সকল পুষ্প বায়ু প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া কখন ভাসিতেছে, কখন বা জল মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে। এদিকে দেখ, চক্রবাকসকল মধুর কলরব করিতে করিতে পুলিনে আরোহণ করিতেছে। অয়ি কল্যাণি! চিত্রকূট ও মন্দাকিনী, গৃহবাস ও তোমার দর্শন অপেক্ষাও

অধিক প্রীতিকর বলিয়া মনে হইতেছে। তপঃসংযমনশীল নিষ্পাপ সিদ্ধ পুরুষেরা এই জলে নিত্য স্নান করিয়া থাকেন। তুমিও সখীর ন্যায় এই মন্দাকিনী সলিলে আমার সহিত অবগাহন এবং রক্ত শ্বেত পদ্ম সকল উত্তোলন কর। তুমি ইহার হিংস্র জন্তুকে পৌরজন, এই পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায় ও মন্দাকিনী সরযূর ন্যায় বিবেচনা কর। ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ আমার আজ্ঞাবহ, তুমিও আমার প্রতি সতত অনুকূল, এই দুইটীই আমার প্রীতি উৎপাদন করিতেছে। এই নদীতে ত্রিকালীন স্নান, বন্য ফলমূল ভোজন, মধুপান ও তোমার সহিত বাস করিয়া আমার আর অযোধ্যা বা রাজ্যেও স্পৃহা নাই। বলিতে কি,—যাহার জল মাতঙ্গদল আলোড়ন করিতেছে, সিংহ বানর প্রভৃতি বন্য জন্তুরা পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে, সেই এই পুষ্পালঙ্কৃতা রম্যসলিলা নদীতে অবগাহন করিয়া সুখী ও গতক্লম না হয়, এমন কেহ নাই।

রাম এই মন্দাকিনী প্রসঙ্গে জানকীকে সুসঙ্গত অনেক কথা বলিয়া তাঁহারই সহিত কজ্জলপ্রভ চিত্রকূট পর্ব্বতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম ঐ গিরিশৃঙ্গে একশিলাতলে উপবেশন করিয়া সীতাকে কহিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! দেখ, এই মাংস অতি

পবিত্র, সুস্বাদু ও অগ্নিতে সংস্কার করা হইয়াছে। এই কথা বলিয়া ধর্ম্মাত্মা রাম সীতার সহিত উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ভরতের সৈন্যগণের চরণোত্থিত রেণু ও তুমুল কোলাহল শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল এবং এই ঘোর শব্দে ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া যূথপতিসকল যূথের সহিত পলায়ন করিতে লাগিল। তখন রাম অকস্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শুনিতে পাইয়া এবং মৃগযূথগণকে চতুর্দ্দিকে মহা-বেগে পলায়ন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহি-লেন,—লক্ষ্মণ! দেখ, ঐ মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় গভীর ও ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, ঘোর অরণ্যে গজ, মহিষ ও মৃগ প্রভৃতি বন্যজন্তু সমুদায় যেন সিংহের ভয়ে দিগ্‌দিগন্তে ধাবমান হইতেছে, ইহার কারণ কি? কোন রাজা বা রাজপুত্র কি এই বনে মৃগয়া করিতে আসিতেছেন? অথবা অন্য দুষ্ট জন্তুই এই অরণ্যকে আলোড়িত করিতেছে। এই চিত্রকূট ত পক্ষীদিগেরও অগম্য, তবে কেন এরূপ ঘটিল; তাহার তুমি তত্ত্ব অনুসন্ধান কর। তখন লক্ষ্মণ সত্বর হইয়া এক কুসুমিত সালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—পূর্ব্বদিকে হস্তী-অশ্ব-রথ-সঙ্কুল বহু সংখ্যক সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া আসিতেছে। তখন তিনি রথধ্বজ বিভূষিত ঐ সমুদায় সৈন্যের কথা রামকে বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন;—আর্য্য! আপনি এক্ষণে অগ্নি নির্ব্বাণ করুন, সীতা গুহার মধ্যে প্রবেশ করুন। আপনি ধনুকে জ্যারোপণ করিয়া শরগ্রহণ ও বর্ম্মধারণ পূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়া থাকুন।

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তাহাকে কহিলেন;—লক্ষ্মণ! তুমি ঐ সমস্ত সৈন্য কাহার, অগ্রে তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখ। লক্ষ্মণ এই বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রুদ্ধ পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সেনাগণকে দগ্ধ করিয়াই যেন কহিতে লাগিলেন,—কৈকেয়ী পুত্র ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য অকণ্টক করিবার নিমিত্ত আমাদের দুইজনকে বধ করিতে আসিতেছে। এই যে সম্মুখে অত্যুচ্চ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, উহারই পার্শ্বে উন্নত কোবিদার ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে। ঐ সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্য শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া এই দিকে আসিতেছে, গজারোহীরা হৃষ্টচিত্তে আগমন করিতেছে। আসুন, আমরা ধনুর্দ্ধারণ করিয়া এই গিরি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করি। অথবা বর্ম্ম ধারণ ও অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন করিয়া এই স্থানেই থাকি। যাহার নিমিত্ত আমাদের এই বিষম বিপত্তি, সেই ভরতকে আজ আমি দেখিব। সেই ভরত যুদ্ধে কি আমাদের বশে আসিবে না? যাহার জন্য আপনি চিরন্তন রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া সীতা ও আমার সহিত দুঃখ পাইতেছেন, সেই শত্রু আমাদের সম্মুখীন, সে নিশ্চয়ই আমাদের বধ্য। উহার বধে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখিতেছি না। যে ব্যক্তি অগ্রে অপকার করে, তাহাকে বধ করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না, বরং তাহাতে ধর্ম্মই আছে। অদ্য ঐ দুরাত্মা নিহত হইলে, আপনি সমগ্র বসুধা শাসন করুন। রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী তাহার পুত্র ভরতকে হস্তিভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় দুঃখিতহৃদয়ে আমার হস্তে নিহত দেখুক। অদ্য আমি কৈকেয়ীকেও মন্থরার সহিত

বিনাশ করিব। অদ্য পৃথিবী এই মহৎ পাপ হইতে মুক্ত হউন। আজ আমি তৃণরাশিতে অগ্নি প্রক্ষেপের ন্যায় শত্রু সৈন্য মধ্যে সঞ্চিতক্রোধ ও অসৎকার পরিত্যাগ করিব। অদ্যই আমি শত্রু শরীর শাণিত শরে ছিন্ন করিয়া এই চিত্র-কূটের কানন রুধিরার্দ্র করিব। অদ্য আমার শরে নিহত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যে সমুদায় হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য পতিত হইবে, শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি শ্বাপদগণ তাহাদিগকে আকর্ষণ করুক। আজ আমি এই মহাবনে নিশ্চয়ই সসৈন্য ভরতকে নিপাত করিয়া শর শরাসনের ঋণ হইতে মুক্ত হইব।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণকে ভরতের প্রতি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন;—বৎস! মহাবল ভরত স্বয়ং উৎসাহ সহকারে আমার কাছে আসিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত অসি, চর্ম্ম বা ধনুকের প্রয়োজন কি? আমি পিতার সত্য পালনার্থ অঙ্গীকার করিয়া বনে আসিয়াছি, ভরতকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া কি করিব? বিনাশ করিয়া সকলঙ্ক রাজ্যেই বা আমার কি হইবে? বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে বিনাশ করিয়া যে বস্তু আমার হইবার সম্ভব, তাহা আমি বিষ মিশ্রিত অন্নের ন্যায় কদাচ প্রতিগ্রহ করি না। বৎস! আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবী পর্য্যন্ত কেবল তোমাদেরই জন্য অভিলাষ করিয়া থাকি। লক্ষ্মণ! আমি এই আমার অস্ত্রকে স্পর্শ

করিয়া শপথ করিতেছি, ভ্রাতৃগণের প্রতিপালন ও তাঁহাদেরই সুখ সমৃদ্ধির নিমিত্তই আমার রাজ্য কামনা। বৎস! এই সসাগরা পৃথিবী আমার পক্ষে দুর্লভ নহে, কিন্তু অধর্ম্মে ইন্দ্রত্ব লাভ করাও আমার স্পৃহণীয় নহে। ভরত, তুমি ও শত্রুঘ্ন ব্যতীত আমার যে সুখাভিলাষ তাহা যেন অগ্নি তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করেন।

বৎস! এক্ষণে আমার মনে হয়, ভ্রাতৃবৎসল প্রাণাধিক ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আগমন করিয়া শুনিলেন যে, আমি জটাচীরধারী হইয়া জানকী ও তোমার সহিত বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছি। তখন এই অপ্রীতিকর সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত কাতর ও শোকাকুলচিত্তে এবং আমাদের কুলধর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমাকে দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছেন, তুমি ইহার অন্যথা মনে করিবে না। অথবা তিনি জননীর প্রতি ক্রোধ করিয়া পরুষ ও অপ্রিয় বাক্যে তিরস্কার পূর্ব্বক পিতৃদেবের অনুজ্ঞায় আমায় রাজ্যদান করিবার জন্যই আগমন করিয়াছেন। এ সময়ে আমাদিগকে দেখিতে আসাও ভরতের কর্ত্তব্য হইতেছে। তিনি কখন মনেও আমাদের অনিষ্টাচরণ করিতে পারেন না। লক্ষ্মণ! তুমি যে এইরূপ ভয় পাইতেছ এবং ভরতের প্রতি শঙ্কা করিতেছ, ইহার কারণ কি? ভরত ইতঃপূর্ব্বে কখন কি তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছেন? অতএব তুমি তাঁহাকে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য আর কহিও না। ভরতকে এরূপ রূঢ় কথা কহিলে উহা আমাকেই লক্ষ্য করা হইবে। বৎস! সঙ্কট কাল উপস্থিত হইলে পুত্রেরা পিতাকে হত্যা করে, ভ্রাতা প্রাণসম

ভ্রাতাকে বিনাশ করে, ইহাত আমার বুদ্ধিতে আসে না। যদি রাজ্যের নিমিত্ত তুমি এই কথা বলিয়া থাক, তাহা হইলে ভরতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব, তুমি ইহাঁকে রাজ্য দাও। ভরত আমার কথা কখন অন্যথা করিবেন না, তখনই তাহা স্বীকার করিবেন।

ধর্ম্মশীল রাম এই কথা বলিলে, তাঁহার হিতানুরক্ত লক্ষ্মণ লজ্জায় যেন স্বীয় গাত্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি মনে মনে লজ্জিত হইয়া কহিলেন;—আর্য্য! বোধ হয়, পিতাই আপনাকে দেখিবার জন্য স্বয়ং আগমন করিয়াছেন। তখন রাম, লক্ষ্মণকে বড়ই অপ্রস্তুত দেখিয়া তাঁহারই কথার অনুবর্ত্তন করিয়া কহিলেন,—ভ্রাতঃ! হাঁ, তাহাই হইবে। আমার বোধ হয়, পিতা আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্তই এইখানে আসিয়াছেন অথবা তিনি জানেন যে আমরা চিরদিন সুখভোগে ছিলাম, বনবাস দুঃখ আমরা সহ্য করিতে পারিব না, এইরূপ চিন্তা করিয়া বন হইতে আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইবেন। ঐ দেখ, সেই মহাবল বায়ুসম বেগগামী উৎকৃষ্ট অশ্ব দুইটী লক্ষিত হইতেছে। ঐ সেই মহাকায় শত্রুঞ্জয় নামে বৃদ্ধ হস্তী সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। কিন্তু তাঁহার সেই লোকবিখ্যাত শুভ্র দিব্য ছত্র দেখিতে পাইতেছি না, সেই জন্য আমার মনে বিষম সংশয় উপস্থিত হইল। বৎস! তুমি আমার কথা শুন, বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর। তখন লক্ষ্মণ ধর্ম্মাত্মা রামের বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার আদেশ মাত্র বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক তাঁহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন।

এদিকে ভরত আশ্রম সংমর্দ্দ না হয়, এইজন্য পর্ব্বতের দূরভাগে সেনাগণকে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে গজবাজি-সমাকুলা সেই ইক্ষ্বাকুবাহিনী অর্দ্ধ যোজন স্থান অধিকার করিয়া শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ

—:*:—

অনন্তর মানবশ্রেষ্ঠ ভরত গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ রামের নিকট পাদচারে যাইতে অভিলাষী হইয়া শত্রুঘ্নকে কহিলেন,—বৎস! তুমি এই সমস্ত লোক ও নিষাদগণ সমভিব্যাহারে বনের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ কর। গুহ শর-শরাসনধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং রামচন্দ্রকে অন্বেষণ করুন। আমিও অমাত্য, পৌরজন, গুরু ও দ্বিজাতির সহিত পাদচারে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হই। আমি যতক্ষণ না রাম, লক্ষ্মণ ও মহাভাগা বিদেহ-নন্দিনীকে দেখিতে পাইব, ততক্ষণ আমার মনের শান্তি নাই। যাবৎ সেই পদ্মপলাশলোচন ভ্রাতার পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সুন্দর আনন না দেখিতে পাইতেছি, তাবৎ আমার হৃদয়ে শান্তি নাই। যতক্ষণ না আর্য্য ভ্রাতার সেই ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত চরণযুগল মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, তাবৎ কোথায় আমার শান্তি? যতক্ষণ তিনি অভিষেক-জলে সিক্ত হইয়া পিতৃপিতামহ-

রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছেন, তাবৎ আমার হৃদয়ে শান্তি লাভ হইতেছে না।

যিনি রামচন্দ্রের নিষ্কলঙ্ক-চন্দ্র-সদৃশ রাজীবলোচন মুখমণ্ডল নিরন্তর দর্শন করিতেছেন, সেই লক্ষ্মণই ধন্য। সেই জনক নন্দিনী সীতা ধন্য, তিনি সসাগরা পৃথিবীর অদ্বিতীয় প্রভু রামের অনুগমন করিতেছেন। এই গিরিরাজ তুল্য চিত্রকূটও ভাগ্যবান্, ইহাতেককুৎস্থতনয় রাম নন্দন-কাননে কুবেরের ন্যায় বাস করিতেছেন। এই হিংস্র জন্তু সামাকুল দুর্গম অরণ্যও আজ কৃতার্থ হইয়াছে, ধনু-র্দ্ধরাগ্রগণ্য মহারাজ রাম ইহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন।

পুরুষসিংহ ভরত এই কথা বলিয়া মহাবনে পদব্রজে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া গিরিশিখর সঞ্জাত কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যদিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে সত্বর শিখরস্থিত এক শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, আশ্রমোদ্দীপ্ত অগ্নি হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে। তদ্দর্শনে রাম এইস্থানে আছেন জানিতে পারিয়া, বন্ধু বান্ধবের সহিত যারপর নাই আনন্দিত হইলেন এবং মনে করিলেন যেন তিনি পারাবার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তখন তিনি তথায় সৈন্যগণকে রাখিয়া গুহের সহিত সত্বর গতিতে মুনিজনসেবিত রামাশ্রমে গমন করিতে লাগিলেন।

একোনশততম সর্গ।

—:*:—

গমনকালে ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠকে কহিলেন,—তপোধন! আপনি আমার মাতৃগণকে শীঘ্র আনয়ন করুন, আমি অগ্রে চলিলাম;—এই কথা বলিয়া শত্রুঘ্নকে রামাশ্রমের চিহ্ন সমুদায় দেখাইয়া রামকে দেখিবার নিমিত্ত সত্বর গতিতে চলিলেন। ভরতের ন্যায় সুমন্ত্রেরও রাম দর্শনের ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল, সেইজন্য তিনিও শত্রুঘ্নের অনুবর্ত্তন করিলেন। ভরত কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাপসালয়সদৃশ একটী পর্ণকুটীর, তৎপশ্চাৎ আর একখানি পরম সুন্দর কবাটাদিযুক্ত পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। তাহার সম্মুখে কতকগুলি ভগ্ন কাষ্ঠ ও দেবার্চ্চনার্থ পুষ্প সঞ্চিত রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে আশ্রমস্থ বৃক্ষে কুশ ও বল্কল দ্বারা অভিজ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, কোথাও বা শীতনিবারণের জন্য মৃগ মহিষদিগের স্তূপাকার করীষ সঞ্চয় রহিয়াছে।

তখন মহাবাহু ভরত এই সমুদায় বস্তু দর্শন করিয়া আনন্দ-সহকারে শত্রুঘ্ন ও অমাত্যদিগকে কহিলেন,—দেখ, মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থানের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বোধ হয়, ইহার অনতিদূরেই মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে। এই সমুদায় উচ্চ-বৃক্ষে চীরবন্ধন রহিয়াছে, বোধ হয়, লক্ষ্মণকে অসময়ে আসিতে হয় সে জন্যই পথ পরিজ্ঞানের চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শৈল-

পার্শ্বে বিশাল দশন মাতঙ্গদিগের গমন পথ, উহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে ঐ পথ দিয়া ধাবিত হইয়া থাকে। তাপসগণ বনমধ্যে সায়ং ও প্রাতঃকালে হোমার্থ যে অগ্নির আধান করেন, সেই অগ্নির ঐ প্রভূত ধূম উত্থিত হইতেছে। এই স্থানে সেই পুরুষব্যাঘ্র গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ মহর্ষির ন্যায় আর্য্য রামকে আমি দেখিতে পাইব।

অনন্তর ভরত মুহূর্ত্তকাল চিত্রকূটে গমন করিয়া মন্দাকিনীকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—মনুজনাথ আর্য্য রাম এই নির্জ্জন স্থান পাইয়া বীরাসনে বসিয়া আছেন। এক্ষণে ধিক্ আমার জন্ম ও জীবনে! এই মহাদ্যুতি জগৎপতি কেবল আমারই জন্য সমস্ত ভোগাভিলাষ-পরিত্যাগ করিয়া বিপন্ন ও বনবাসী হইয়াছেন। আমিও লোকাপবাদগ্রস্ত হইয়াছি। আজ আমি রামকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার পদতলে পড়িব এবং সীতা ও লক্ষ্মণেরও চরণে ধরিব।

ভরত এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ঐ বনমধ্যে এক বৃহৎ মনোরম পবিত্র পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। উহা সাল, তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রে আচ্ছাদিত, বিশাল অনতি বিস্তীর্ণ ও অতি সুন্দর। ঐ পর্ণশালামধ্যে ইন্দ্রধনু সদৃশ গুরুকার্য্য-সাধক সুবর্ণ-পৃষ্ঠ মহাসার শত্রুবিনাশক শরাসন শোভা পাইতেছে। তূণমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন তীক্ষ্ণ শর সমুদায় ভূগর্ভস্থ বিবৃত-বদন ভুজঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। কোথাও সুবর্ণকোষাবৃত অসি, কোথাও স্বর্ণ-বিন্দু চিত্রিত চর্ম্ম, কোথাও বা গোধাচর্ম্ম নির্ম্মিত বিচিত্র অঙ্গুলিত্রাণ শোভা পাইতেছে। যে গিরিগহ্বরে সিংহ বাস করে,

তথায় যেমন মৃগগণ গমন করিতে পারে না, সেইরূপ মনুজ-সিংহ রামের পর্ণশালা শত্রুদিগের একান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইয়া আছে। তথায় উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে ক্রমনিম্ন এক বিশাল পবিত্র বেদি প্রস্তুত রহিয়াছে, উহাতে হুত হুতাশন সতত প্রজ্বলিত হইতেছে। ভরত মুহূর্ত্তকাল ঐ অগ্নি নিরীক্ষণ করিয়া পরে দেখিতে পাইলেন, সেই পর্ণশালায় সিংহস্কন্ধ, মহাবাহু, রাজীবলোচন, পাবক তুল্য ও ধর্ম্মচারী রাম সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় চর্ম্মাবৃত স্থণ্ডিলে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান চীর বল্কল ও কৃষ্ণাজিন। যিনি সসাগরা ধরার একমাত্র অধীশ্বর, সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ রামকে তপস্বিবেশে বসিয়া আছেন দেখিয়া, শ্রীমান্ ভরত শোক মোহে অধীর হইয়া ধাবিত হইলেন এবং বাষ্প গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন;—যিনি সভামধ্যে প্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হইয়া সতত উপাসিত হইতেন, সেই আমার অগ্রজ আজ বন্য মৃগ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। যে মহাত্মা গৃহে থাকিতে বহুমূল্য সহস্র সহস্র বস্ত্র পরিধান করিতেন, তিনি আজ বনে বাস করিয়া মৃগাজিন পরিধান করিতেছেন। যিনি সর্ব্বদা বিচিত্র বিবিধ মাল্য ধারণ করিতেন, তিনিই আজ কিরূপে এই জটাভার সহ্য করিতেছেন। যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা ধর্ম্মসঞ্চয় করা যাহার যোগ্য, তিনি অদ্য শরীর ক্লেশকর পুণ্যোপার্জ্জনে কিরূপে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহার অঙ্গ মহামূল্য চন্দনে চর্চ্চিত থাকিত, অদ্য আর্য্যের সেই অঙ্গ কিরূপে পঙ্কমলে লিপ্ত হইল। হায়! আর্য্য রাম কেবল আমারই জন্য

এই দুঃখ পাইতেছেন, অতএব এই দুরাত্মা আমার লোক-নিন্দিত জীবনকে ধিক্।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভরত ঘর্ম্মাক্তবদনে তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া চরণস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই ভূমিতে পতিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি দীনভাবে একবারমাত্র "আর্য্য" এইরূপ সম্বোধন করিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। পরে পুনরায় রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া—আর্য্য! এই মাত্র বলিয়াই তাঁহার আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর শত্রুঘ্নও রোদন করিতে করিতে রামের চরণবন্দনা করিলেন। রামও উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজতনয় রাম ও লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র ও গুহের সহিত মিলিত হইয়া শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত সঙ্গত দিবাকর ও নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে অরণ্যবাসীরা তথায় ঐ চারিজন রাজপুত্রকে একত্র সমাগত দেখিয়া, হর্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিষাদে অনর্গল অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন।

শততম সর্গ।

অনন্তর রাম, জটাচীরধারী ভরতকে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূতলে নিপতিত, বিবর্ণ বদন, ক্ষীণকায় এবং যুগান্তকালীন

ভাস্করের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য দেখিয়া কথঞ্চিৎ চিনিতে পারিলেন। তখন তাঁহার হস্তধারণ করিয়া মস্তক আঘ্রাণ, আলিঙ্গন ও ক্রোড়ে আরোপণপূর্ব্বক সাদরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন;—বৎস! তুমি বনে আসিলে কেন? এক্ষণে পিতা কোথায়? তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার অরণ্যে আসা উচিত হয় নাই। অনেক দিনের পর আমি তোমাকে মাতুলালয় হইতে আসিতে দেখিলাম। ভ্রাতঃ! তোমার যেরূপ আকারপ্রকার দেখিতেছি, তাহাতে সহসা তোমাকে চিনিতে পারাই দুষ্কর; এ অরণ্যও অতি ভীষণ, মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য। এক্ষণে বল, কি কারণে তুমি এরূপ অরণ্যে উপস্থিত হইলে? বৎস! তুমি যে এখানে আসিয়াছ, মহারাজ জীবিত আছেন ত? না আমার বিয়োগে শোকাকুল হইয়া সহসা লোকান্তর গমন করিয়াছেন? তুমি বালক, আমাদের চিরন্তন রাজ্য তোমার হস্তভ্রষ্ট হয় নাই ত? বৎস! তুমি পিতৃসেবায় আসক্ত আছ ত? যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, সেই ধর্ম্মপরায়ণ সত্যপ্রতিজ্ঞ মহারাজ কুশলে আছেন ত? ধর্ম্মা-নুরক্ত বিদ্বান্ মহাতেজা কুলগুরু বশিষ্ঠ ত যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়া থাকেন? আমার মাতা কৌশল্যা পুত্রবৎসলা সুমিত্রার মঙ্গল ত? আর্য্যা দেবী কৈকেয়ী সুখে থাকিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন ত? সৎকুল সম্ভূত, বহুশস্ত্রজ্ঞ, বিনয়ী, অসূয়াশূন্য, সর্ব্বকার্য্য পরিদর্শক এবং হিতানুধ্যায়ী সুযজ্ঞকে তোমরা সৎকার করিয়া থাক ত? অগ্নিকার্য্যে নিযুক্ত কার্য্যদক্ষ ধীমান্ সরল স্বভাব ব্যক্তিরা যথাকালে আহুতি প্রদান

করিয়া তোমাকে ত জ্ঞাপন করিয়া থাকেন? দেবতা, পিতা, ভৃত্য, পিতৃতুল্য গুরু, বৃদ্ধ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণগণকে বিশেষ করিয়া সম্মান করিয়া থাক ত? যিনি অমন্ত্রক বাণপ্রয়োগ ও সমন্ত্রক শস্ত্র সঞ্চালনে বিশেষ পারদর্শী, রাজনীতি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সেই ধনুর্ব্বেদাচার্য্য সুধন্বাকে অবজ্ঞা কর না ত? বৎস! বীর, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশজাত, ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মসদৃশ লোককে ত মন্ত্রিপদে নিযুক্ত কর? নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ অমাত্যগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত মন্ত্রণাই রাজাদিগের বিজয় লাভের প্রধান সাধন। সেই মন্ত্রণা তুমি একাকী অথবা বহুলোকের সহিত কর না ত? যে বিষয় মন্ত্রণা দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, উহা ত লোকমধ্যে প্রচারিত হয় না? তুমি ত অকালে নিদ্রার বশীভূত হও না? যথা সময়ে জাগরিত হও ত? রাত্রিশেষে অর্থচিন্তা কর ত? কোন বিষয় অল্পায়াসসাধ্য অথচ বহুফলপ্রদ, অবধারণ করিয়া শীঘ্রই ত তাহার অনুষ্ঠান কর; বিলম্ব কর না ত? তোমার মন্ত্রিত যে সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন বা সম্পন্ন প্রায় হইয়াছে, উহা সামন্তগণ জানিতে পারেন, কিন্তু যাহা পরে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে, তাহাত জানিতে পারেন না। তুমি বা তোমার মন্ত্রীরা যাহা গোপন করিয়া রাখেন, তাহা ত কেহ কেহ তর্ক বা যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারেন না? সহস্র মূর্খকেও পরিত্যাগ করিয়া একজন পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক? দেখ, অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে একজন পণ্ডিত যাহা শুভ সাধন করিতে পারেন, তাহা সহস্র বা দশসহস্র মূর্খও করিতে পারে না। অতএব একজন বুদ্ধিমান্,

বীর্য্যশালী, কার্য্যদক্ষ, বিচক্ষণ অমাত্যও রাজা বা রাজপুত্র-গণের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। বৎস! তুমি উত্তম লোকের নিকট উত্তম, মধ্যম লোকের নিকট মধ্যম, অধম লোকের নিকট অধম ভৃত্যকে নিয়োগ করিয়া থাক ত? যাঁহারা কখন উৎকোচ গ্রহণ করেন না, বংশ পরম্পরাগত পবিত্র সেই সমস্ত প্রধান অমাত্যকেই গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ কর ত? ভরত! তোমার রাজ্যে প্রজা বা মন্ত্রীই হউন, কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তোমাকে কেহ অবজ্ঞা করেন না ত? যেমন কুলনারীরা বলপূর্ব্বক প্রতি-গ্রহীতাকে ঘৃণা করিয়া থাকে, সেইরূপ যাজকেরা তোমায় পতিতের ন্যায় অবজ্ঞা করেন না ত? সামাদি উপায়কুশল, রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞ, বিশ্বস্ত ভৃত্যের ছিদ্রানুসন্ধায়ী ভৃত্য এবং ঐশ্বর্য্যকামী বীর, ইহাদিগকে যিনি বিনাশ না করেন তিনি নিজেই বিনষ্ট হইয়া থাকেন। বলদৃপ্ত বীর, বিপদে ধৈর্য্যশালী, চতুর, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সদ্বংশজাত, অনুরক্ত এবং কার্য্যদক্ষ লোককে ত সেনাপতি পদে নিযুক্ত কর। যাহারা দলের মধ্যে প্রধান, যুদ্ধ বিশারদ, যাহারা অনেকবার সকলের সমক্ষে স্বীয় পৌরুষের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই সমস্ত মহাবল-পরাক্রান্ত যোদ্ধৃগণকে সম্মান প্রদর্শন কর ত? তুমি ত যথাকালে সৈন্যগণকে অন্ন ও উপযুক্ত বেতন প্রদান করিয়া থাক, বিলম্ব কর না ত? অন্ন ও বেতনের কাল বিপর্য্যয় হইলে ভৃত্যেরা প্রভুর প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে, তখন তাঁহারা ঘোর অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা তোমার প্রতি অনুরক্ত ত, তাহারা ত তোমার জন্য

প্রাণ দিতে প্রস্তুত? যাহারা জনপদবাসী, বিদ্বান্, অনুকূল, প্রত্যুৎপন্নমতি ও যথোক্তবাদী, এইরূপ লোককে দৌত্যপদে নিযুক্ত করিয়াছ ত? তুমি অন্যের অষ্টাদশ* ও স্বপক্ষে পঞ্চদশ,† প্রত্যেক তীর্থে পরস্পর অজ্ঞাত তিন তিন জন গুপ্তচর প্রয়োগ করিয়া সমুদায় জানিতে পারিতেছ ত? যে সকল শত্রু নির্ব্বাসিত হইয়া পুনরায় আগমন করিয়াছে, দুর্ব্বল হইলেও তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা ত কর না? নাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তুমি ত কোন সংস্রব রাখ না? তাহারা অনর্থকুশল, পণ্ডিতাভিমানী বালকের ন্যায় অজ্ঞ। উহারা প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বিদ্যমান থাকিতে শুষ্ক তর্ক বিদ্যানুযায়িণী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিরর্থক বাদ প্রতিবাদ করিয়া থাকে।

বৎস! যথায় আমাদের মহাবল পরাক্রান্ত পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিয়া আসিয়াছেন, যাহার দ্বার অন্যের দুর্ভেদ্য, যথায় হস্তী, অশ্ব ও রথ বহুপরিমাণে রহিয়াছে, যথায় স্বকর্ম্মানুরক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এবং সহস্র সহস্র জিতেন্দ্রিয় মহোৎসাহসম্পন্ন আর্য্যগণ বাস করিতেছেন এবং রমণীয় বিবিধ প্রাসাদসকল শোভা পাইতেছে, সেই স্বনাম প্রসিদ্ধ, বিজ্ঞজনসমাকুল, সমৃদ্ধ অযোধ্যা ত তুমি সম্যক রক্ষা করিতেছ?

* মন্ত্রী ১ পুরোহিত ২ যুবরাজ ৩ সেনাপতি ৪ দৌবারিক ৫ অন্তঃপুরাধিকারী ৬ বন্ধনাগারাধিকারী ৭ ধনাধ্যক্ষ ৮ রাজাজ্ঞানিবেদক ৯ প্রাড়্বিবাক্ ১০ ধর্ম্মাসনাধিকারী (বিচারক) ১১ ব্যবহার নির্ণায়ক সভ্য (জুরী) ১২ বেতন দানাধ্যক্ষ ১৩ কর্ম্মান্তে বেতন গ্রাহী ১৪ নগরাধ্যক্ষ ১৫ আটবিক ১৬ দুষ্টনিগ্রাহক ১৭ দুর্গপাল ১৮।

† পঞ্চদশ—মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ ব্যতীত সমস্ত।

বৎস! যথায় শত শত চৈত্য* দেবস্থান, প্রপা† ও তড়াগ সকল শোভা পাইতেছে, যথায় সন্তুষ্ট নরনারীগণ সতত সমাজ ও উৎসবে যোগদান করিতেছে, যাহার সীমান্ত-প্রদেশ সমুদায় সুন্দররূপে হলাকৃষ্ট, যে স্থানে হিংসাবিবর্জ্জিত পশুরা সুখে বিচরণ করিতেছে, নদীর জলেই কৃষি কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং হিংস্র জন্তু নাই, কোন ব্যক্তিই কোনরূপ ভয়ের বার্ত্তা জানে না, রত্নের খনিও যথেষ্ট আছে, পামর দুরাচারেরা যথায় স্থান পায় না, আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, সেই রমণীয় সুসমৃদ্ধ জনপদ সমুদায় এক্ষণে সুখস্বচ্ছন্দে আছে ত? যাহারা কৃষি ও পশুপালন করিয়া জীবিকা রক্ষা করে, তাহারা ত তোমার প্রিয়পাত্র? ঐ সমস্ত কৃষক ও পশুপালকেরা সুখে আছে ত? রাজ্যবাসী সমস্ত লোককেই ধর্ম্মানুসারে রাজার রক্ষা করা কর্ত্তব্য হইতেছে। বৎস! তুমি স্ত্রীলোকদিগকে সান্ত্বনা ও সর্ব্বদা রক্ষা কর ত? বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের নিকট কোন গুহ্য কথা ত প্রকাশ কর না? যে সকল অরণ্য হস্তীর আকর, তাহা তুমি রক্ষা কর ত? ধেনু সংগ্রহে তোমার কিরূপ আগ্রহ? তুমি প্রতিদিনই পূর্ব্বাহ্ণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজপরিচ্ছদে অলঙ্কৃত হইয়া সভামধ্যে ও প্রশস্ত রাজপথে সকলকে দর্শন দাও ত? সমস্ত ভৃত্যেরাই ত তোমাকে নির্ভয়ে দেখিতে পায়, না একবারেই তোমার দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করে? দেখ, এই

* যে স্থানে অশ্বমেধ প্রভৃতি অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছে।

† পানীয় গৃহ (জলছত্র)।

উভয় রীতির মধ্যে মধ্যরীতি অবলম্বন করাই অর্থসিদ্ধির কারণ। তোমার সমস্ত দুর্গ ধনধান্য, অস্ত্রশস্ত্র, জল ও যন্ত্রদ্বারা পরিপূর্ণ আছে ত এবং তথায় শিল্পী ও ধনুর্দ্ধারীরা ত অবস্থান করে? তোমার ত প্রভূত আয় ও ব্যয় ত অল্প? অপাত্রে ত অর্থ বিতরণ কর না? দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ব্রাহ্মণ, অভ্যাগত, যোদ্ধা ও মিত্রবর্গের নিমিত্ত তোমার ত যথেষ্ট ব্যয় হয়? কোন সচ্চরিত্র সাধুলোকের বিরুদ্ধে অপকর্ম্ম নিবন্ধন অভিযোগ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রকুশল বিচারকের সন্নিধানে দোষ সপ্রমাণ না করিয়া লোভ বশতঃ তুমি ত দণ্ড প্রদান কর না? হে নরশ্রেষ্ঠ! কোন তস্কর অপহৃত বস্তুর সহিত ধৃত ও বহুবিধ প্রশ্নদ্বারা চৌর্য্যাপরাধ সপ্রমাণ হইলেও তোমার কর্ম্মচারীরা উৎকোচাদি ধন লোভে তাহাকে মুক্তি দেয় না ত? ধনবান্ বা দরিদ্রই হউক উভয়ের বিবাদরূপ সঙ্কটস্থলে তোমার অমাত্যেরা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার্য্য-বিষয়ের আলোচনা করেন ত? দেখ, মিথ্যা-ভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া যে সকল প্রজা বিচারার্থ রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হয়, সম্যক্ বিচার না হওয়াতে তাহাদের নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, উহা রাজ্যের সুখভোগমাত্রাভিলাষী রাজার পুত্র ও পশু সকলকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বৎস! তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য ও দেশের প্রধান প্রধান লোককে ত অর্থদান, সদ্ব্যবহার ও মিষ্ট বাক্যে বশীভূত করিয়াছ? গুরু, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, চৈত্য* ও সমস্ত সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে ত নমস্কার কর?

* চতুষ্পথস্থিত দেবায়তন মহাবৃক্ষ।

তুমি অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম, ধর্ম্ম দ্বারা অর্থ, অথবা বিষয় ভোগাভিলাষ-রূপ কামনা দ্বারা ঐ উভয়কে নিপীড়িত কর না ত? হে কালজ্ঞ! তুমি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটীকে যথাকালে বিভাগ করিয়া ত সেবা কর? ধর্ম্ম শাস্ত্রবিৎ বিদ্বান্ লোকেরা পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত তোমার শুভাকাঙ্ক্ষা করেন ত? নাস্তিকতা, মিথ্যাকথন, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ, আলস্য, ইন্দ্রিয়সেবা, এক ব্যক্তির সহিত রাজ্য চিন্তা, অনর্থদর্শীদিগের সহিত মন্ত্রণা, নিশ্চিত কার্য্যের অনারম্ভ, মন্ত্রণাপ্রকাশ, প্রাতঃকালে মঙ্গল কার্য্যের অননুষ্ঠান এবং একসময়ে সমুদায় শত্রুর উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা, এই চতুর্দ্দশবিধ রাজদোষ পরিহার কর ত? দশবর্গ[১] পঞ্চবর্গ,[২] চতুর্ব্বর্গ,[৩] সপ্তবর্গ,[৪] অষ্টবর্গ,[৫] ত্রিবর্গ[৬] ও ত্রিবিধ বিদ্যা[৭] এই সমস্ত তোমার অজ্ঞাত নাই ত? ইন্দ্রিয় জয়

১। মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রী, মদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথা ভ্রমণ।

২। জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বেণুদুর্গ, ইরিণদুর্গ, (সর্ব্ববিধ শস্যশূন্য প্রদেশ) ধান্বনদুর্গ, (গ্রীষ্মকালে অগম্য)।

৩। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড।

৪। স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল ও সুহৃৎ।

৫। কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জরবন্ধন, আকর, করাদান ও শূন্য নিবেশন।

৬। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম।

৭। ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি।

ষাড়্গুণ্য(১) দৈব মানুষ ব্যসন(২) রাজকৃত্য(৩) বিংশতি বর্গ(৪) প্রকৃতিবর্গ(৫), মণ্ডল(৬) যাত্রা, দণ্ডবিধান, দ্বিযোনি(৭) সন্ধি ও বিগ্রহ এই সমুদায়ের প্রতি তোমার দৃষ্টি আছে ত? নীতি শাস্ত্রানুসারে যাঁহাদের মন্ত্রণাবিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাদৃশ তিন চারিজন মন্ত্রী এক এক করিয়াই হউক অথবা সকলকে একত্র করিয়াই হউক মন্ত্রণা কর ত? বেদোক্ত কর্ম্মের ত অনুষ্ঠান কর? ঐ সকল অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইতেছ ত? ধর্ম্মানুরক্তি ও পুত্রফলদ্বারা ভার্য্যার সফলতা এবং বিনয় দ্বারা শাস্ত্র জ্ঞানের সাফল্য হইয়াছে ত?

১। সন্ধি বিগ্রহ (যুদ্ধ) যান (যুদ্ধযাত্রা) আসন (যুদ্ধাদিতে নিবৃত্ত হইয়া অবস্থান) দ্বৈধ (শত্রুবর্গের ভেদ সাধন) আশ্রয় (বলবান্ রাজার আশ্রয় গ্রহণ) এই ছয়টী গুণ।

২। হুতাশন, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মরক প্রভৃতি দৈব ব্যসন। রাজ-কর্ম্মচারী, চোর, শত্রু, রাজপ্রিয়, রাজার লোভ এই কএকটী মানুষ ব্যসন।

৩। শত্রুপক্ষে থাকিয়া বেতন পায় না অথচ লুব্ধ, অপমানিত অথচ মানী, অকারণ ক্রোধাবিষ্ট ক্রুদ্ধ, ভয়প্রদর্শনজন্য ভীত এই সমস্ত লোককে শত্রুপক্ষ হইতে ভেদ করাই রাজকৃত্য।

৪। বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতিবহিষ্কৃত, ভীরু, ভয়জনক লুব্ধ, লুব্ধজন, বিরক্তপ্রকৃতি, বিষয়ে অত্যাশক্ত, বহুমন্ত্রী, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষব্যসনী, বলব্যসনী, অদেশস্থ, বহুশত্রু, হতপ্রায়, অসত্য-ধর্ম্মরত—ইহাদিগের সহিত সন্ধি করিবে না।

৫। অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ ও দণ্ড।

৬। দ্বাদশ রাজ মণ্ডল।

৭। সন্ধি বিগ্রহাদির মধ্যে, দ্বৈধীভাব ও আশ্রয় সন্ধিযোনিক, যান ও আসন বিগ্রহযোনিক।

আমি তোমার নিকট যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম তোমার বুদ্ধি ত তদনুসারিণী? ইহাই নৃপতিদিগের আয়ুষ্কর, যশস্কর এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পরিবর্দ্ধক। যে বৃত্তি আমাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষেরা অনুবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন, যাহা শিষ্টজনের অনুষ্ঠান-মার্গানুসারিণী ও কল্যাণ-দায়িনী, তুমি ত তাহারই অনুসরণ করিতেছ? বৎস! তুমি ত সুস্বাদু বস্তু একাকী ভোজন কর' না? যে সকল মিত্র তোমার মুখাপেক্ষী তাহাদিগকে উহা প্রদান কর ত? প্রজাদিগের দণ্ডধারী মহীপতি ধর্ম্মানুসারে প্রকৃতি বর্গের পালন ও সমস্ত পৃথিবী লাভ করিয়া স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

একাধিকশততম সর্গ।

-:*:-

রাম, গুরুবৎসল ভরতকে প্রশ্নচ্ছলে উপদেশ প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন,—বৎস! তুমি প্রাপ্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণাজিন ও জটা ধারণ পূর্ব্বক কি জন্য এইস্থানে আগমন করিলে, আমি উহা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি স্পষ্ট করিয়া আমার কাছে বল।

ভরত অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতে লাগিলেন,—আর্য্য! পিতা কৈকেয়ীর নিয়োগে অতি দুষ্করকার্য্য সমাধান করিয়া পুত্রশোকে সমস্ত পরিত্যাগ

পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বলিতে কি, আমার জননী ঘোর অযশস্কর গুরুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। রাজ্যপ্রাপ্তির কথা দূরে থাকুক বিধবা ও শোকাকুলা হইয়া অবশেষে মহাঘোর নরকে পতিত হইবেন! আর্য্য! আমি আপনার দাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অদ্যই আপনি সাক্ষাৎ দেবরাজের ন্যায় আপনার রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। এই সমস্ত প্রজা ও বিধবা মাতৃগণ আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি আমাদের সকলের জ্যেষ্ঠ, সেই জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন রাজ্যে ত আপনারই অধিকার; অতএব আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্যগ্রহণ করুন এবং আত্মীয় স্বজনের মনোরথ পূর্ণ করুন। নির্ম্মল শশধরকে পাইয়া শরৎকালীন রজনী যেমন সনাথা হইয়া থাকেন, আপনাকে পতি লাভ করিয়া বসুমতী সেইরূপ বৈধব্য হইতে মুক্তি লাভ করুন। এই সমস্ত অমাত্যগণের সহিত আমি আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করি, আমি আপনার ভ্রাতা, শিষ্য ও দাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই সকল সচিব মণ্ডল আমাদের পুরুষপরম্পরাগত, ইহাঁদের প্রার্থনা চিরদিনই সফল হইয়া আসিতেছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! ইহাদিগকে অতিক্রম করাও আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভরত সজলনয়নে মস্তক দ্বারা তাঁহার চরণ-গ্রহণ করিলেন।

রাম, ভ্রাতা ভরতকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,—দেখ, সদ্বংশজাত, বীর্য্যবান্, তেজস্বী ও ব্রতাচারী মাদৃশ লোকে রাজ্যের নিমিত্ত পিতার আজ্ঞালঙ্ঘনরূপ পাপাচরণ কিরূপে

করিবে? ইহাতে তোমার অণুমাত্র দোষ দেখিতে পাইতেছি না, আর তুমিও বালচপলতা বশতঃ তোমার জননীকে অকারণ নিন্দা করিও না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! গুরুজনেরা উপযুক্ত পুত্র ও কলত্রের প্রতি সর্ব্বদা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। এ জগতে সাধুরা ভার্য্যা, পুত্র ও শিষ্যকে যথেচ্ছ নিয়োগের যোগ্য বলিয়া জানেন; আমরাও পিতার কাছে সেইরূপ, তোমার ইহা জানা উচিত। তিনি আমাকে চীরবসন পরিধান করাইয়া বনে পাঠাইতে পারেন, অথবা রাজ্য অর্পণ করিয়া সিংহাসনেও বসাইতে পারেন; লোকপূজিত পিতার গৌরব যেরূপ, মাতার গৌরবও ঠিক তদ্রূপ। সেই ধর্ম্মশীল মাতা-পিতা যখন আমাকে বলিয়াছেন,—রাম! তুমি বনে যাও, তখন আমি তাহার অন্যথাচরণ কেমন করিয়া করিব? তদনুসারে তুমি অযোধ্যায় লোকসংকৃত রাজ্য গ্রহণ কর, আমি বল্কল ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করিব। মহারাজ সর্ব্বজন সমক্ষে এইরূপই বিভাগ ও আদেশ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মাত্মা লোকগুরু মহারাজের আজ্ঞা রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। তিনি তোমাকে যে ভাগ দিয়া গিয়াছেন, তাহা তুমি উপভোগ কর। সেই সর্ব্বলোকপূজ্য দেবরাজতুল্য মহাত্মা আমার পিতৃদেব, আমায় যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা আমি উপভোগ করিব; তাহাই আমার পরম হিতকর। অক্ষুণ্ণ সর্ব্বলোকাধিপত্য কোন মতেই আমার শ্রেয়স্কর নহে।

দ্ব্যধিক শততম সর্গ।

—:*:—

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কহিলেন ;—আর্য্য ! আমি রাজ্যের অধিকারীই নহি, সুতরাং রাজধর্ম্মে আমার প্রয়োজন কি ? জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ কখন রাজা হইতে পারে না, এই চিরন্তন পদ্ধতি আমাদের কুলে পুরুষ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। অতএব আমার সহিত অযোধ্যায় চলুন। বংশের মঙ্গলের জন্য আপনি রাজপদে অভিষিক্ত হউন। যদিও সাধারণ লোকে রাজাকে মানুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কিন্তু যাঁহার কার্য্য ধর্ম্মানুগত ও অলোক সামান্য তাঁহাকে আমি দেবতা বলিয়া মনে করি। আর্য্য ! আমি কেকয় দেশে ছিলাম ও আপনি অরণ্যবাসে, সেই অবসরে যজ্ঞশীল ধীমান রাজা দেহত্যাগ করিয়াছেন। আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবা মাত্র রাজা দুঃখ-শোকে অভিভূত হইয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করেন। এক্ষণে আপনি গাত্রোত্থান করুন, তাঁহার উদ্দেশে তর্পণাঞ্জলি প্রদান করুন। শত্রুঘ্ন ও আমি পূর্ব্বেই তাঁহার উদক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছি। শুনিতে পাই, প্রিয়প্রদত্ত বস্তুই পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া থাকে, আপনিই পিতার সেই প্রিয় পুত্র। হায় ! আমাদের পিতা সেই অন্তিম অবস্থায় আপনার দর্শন লালসায় আপনারই উদ্দেশে কতই শোক করিয়াছেন, আপনাতে যে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনরূপে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া আপনারই বিরহে রুগ্ন ও আপনাকেই স্মরণ করিতে করিতেই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন !

ত্র্যধিক শততম সর্গ।

—:*:—

রাম ভরতের মুখে এই বজ্রপাত সদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক হতচেতন হইয়া বনে পরশুচ্ছিন্ন কুসুমিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তখন তদীয় ভ্রাতৃগণ জানকীর সহিত নিতান্ত শোকাকুলচিত্তে রোদন করিতে করিতে বপ্রক্রীড়াপরিশ্রান্ত প্রসুপ্ত কুঞ্জরের ন্যায় ভূপতিত মহাধনুর্দ্ধারী ভূপতিকে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদনের নিমিত্ত জলসেক করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে দীন-ভাবে কহিতে লাগিলেন;—ভরত! পিতা দেবলোকে গমন করিয়াছেন, আর আমি এখন অযোধ্যায় গমন করিয়া কি করিব? সেই রাজবর বিরহিত নগরীকে কে পালন করিবে? আমার জন্মই বৃথা, আমি তাঁহার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? যে মহাত্মা আমারই শোকে দেহ পর্য্যন্ত পাত করিলেন, আমি তাঁহার অগ্নি-সংস্কারটীও করিতে পারিলাম না। অহো ভরত! তুমিই শ্লাঘ্য, তুমি শত্রুঘ্নের সহিত পিতার সমস্ত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছ! এক্ষণে বনবাসকাল অতীত হইলেও আমি আর সেই প্রধানপুরুষশূন্য বহু নায়ক অযোধ্যায় যাইতে সমুৎসাহী নহি। মহারাজ লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, এখন বনবাস সমাপ্ত করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলেও কে আর আমাকে হিতাহিত বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিবেন? পূর্ব্বে আমি কোন গুরুকার্য্য নির্ব্বাহ

করিয়া আসিলে তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া যে সমুদায় কথা কহিতেন, তাদৃশ শ্রুতিসুখকর বাক্য আর কাঁহার কাছে শুনিব ?

ভরতকে এই সমুদায় বাক্য কহিয়া রাম পূর্ণচন্দ্রাননা ভার্য্যা জানকীর সম্মুখীন হইয়া শোকাকুলচিত্তে কহিলেন; সীতে ! তোমার শ্বশুর লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন,—লক্ষ্মণ ! তুমি পিতৃহীন হইলে। ভরত এই দুঃখের সংবাদ প্রদান করিলেন।

রাম এই কথা বলিলে তখন সকলেরই নেত্র হইতে অনর্গল অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর ভ্রাতারা সকলে দুঃখকাতর রামকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন; আপনি মহীপালের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করুন।

শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন শুনিয়া সীতার নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল, তজ্জন্য তিনি আর প্রিয় রামকেও নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। তখন রাম রোরুদ্যমানা জানকীকে সান্ত্বনা করিয়া দুঃখার্ত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন;—বৎস ! তুমি যাহার তৈল নিঃসারিত হয় নাই, সেইরূপ ইঙ্গুদী ফল চূর্ণ ও নূতন বল্কল আহরণ কর। আমি এক্ষণে মহাত্মা পিতৃদেবের তর্পণাঞ্জলি প্রদান করিতে গোদাবরীতে গমন করিব। সীতা সর্ব্বাগ্রে চলুন, তৎপশ্চাৎ তুমি, তোমার পশ্চাৎ আমি যাইব। শোকাদি কালে গতির এইরূপই বিধি আছে।

অনন্তর চিরানুগত মহামতি সুমন্ত্র রামের বাহু ধরিয়া সকলকে সান্ত্বনা করিতে করিতে মন্দাকিনীতীর্থে আনয়ন করিলেন। ভরত প্রভৃতি অন্যান্য সকলে তথায় উপস্থিত

হইলেন। তৎকালে সকলেই সেই কর্দ্দমশূন্য রমণীয় মন্দাকিনীর স্রোতোজলে অবতরণপূর্ব্বক অবগাহন করিলে রাম অঞ্জলিপূর্ণ জল গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণাস্য হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন,—পিতঃ! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন, অদ্য মদ্দত্ত এই নির্ম্মল জল আপনার তৃপ্তি সাধন করুক। অনন্তর তেজস্বী রাম ভ্রাতৃগণের সহিত তীরে উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন। তথায় কুশময় আস্তরণের উপর বদরী মিশ্রিত ইঙ্গুদীচূর্ণ-পিণ্ড সংস্থাপন করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে কহিলেন,—হে মহারাজ! আপনি প্রীত হইয়া এই অন্ন ভোজন করুন। আমরা এক্ষণে এইরূপ বস্তুই ভক্ষণ করিয়া থাকি। পুরুষ যে অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহার পিতৃদেবগণও সেই বস্তু উপযোগ করেন।

তদনন্তর তিনি নদীতট হইতে উত্থিত হইয়া যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া রমণীয় শৈলশিখরে আরোহণ করিলেন এবং পর্ণশালার দ্বারে উপস্থিত হইয়া দুই হস্তে ভরত ও লক্ষ্মণকে ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহারা সকলেই অধীর হইয়া এরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন যে তাঁহাদের সেই সিংহনাদ সদৃশ রোদন শব্দে পর্ব্বতকেও প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। মহাবল ভ্রাতৃগণের সেই তুমুল রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভরত-সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, বোধ হয় এই সময়ে ভরত রামের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। ইহাঁরা মৃত পিতাকে উদ্দেশ করিয়া শোকাকুলচিত্তে এই ভীষণ

আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছেন, তাহারই এই ঘোর কোলাহল শব্দ। এই কথা বলিয়া অনেকে অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া একাগ্রচিত্তে ধাবিত হইল। যাহারা সুকোমল শরীর, তাঁহারা হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়াই তদভিমুখে যাইতে লাগিল। অন্যান্য পদাতি সৈন্যেরা পদব্রজে গমন করিতে লাগিল। রাম অল্পদিন মাত্র প্রোষিত হইলেও তাঁহাকে চিরপ্রবাসিতের ন্যায় মনে করিয়া তাঁহার দর্শন লালসায় নিতান্ত উৎসুক হইয়া সকলেই ত্বরিত পদে আশ্রমা-ভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে কাননভূমি রথনেমিদ্বারা দলিত ও অশ্বখুরে আহত হইয়া মেঘাগমে গগনতলের ন্যায় তুমুল শব্দ করিতে লাগিল। সেই শব্দে ভীত হইয়া হস্তিনী পরিবৃত বন্য মাতঙ্গগণ মদগন্ধে দিক্ সমুদয় আমোদিত করিয়া বনান্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, সৃমর, ব্যাঘ্র, গোকর্ণ, গবয় ও পৃষত সকল ভয়ত্রস্ত হইয়া উঠিল। চক্রবাক, দাত্যূহ, হংস, কারণ্ডব, কোকিল ও ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি বিহঙ্গম-সকল ভয়ে দিগ্‌দিগন্ত আশ্রয় করিল। তখন পক্ষী ও মনুষ্যগণে আবৃত হইয়া গগণতল ও ভূতল এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ভরতানুযায়ী লোকসমুদায় সহসা আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নিষ্পাপ যশস্বী পুরুষব্যাঘ্র রাম স্থণ্ডিলে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র তাহাদের মুখ-মণ্ডল অশ্রুজলে আপ্লুত হইল এবং উহারা কৈকেয়ী ও অহিতকারিণী মন্থরাকে নিন্দা করিতে করিতে তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইল। ধর্ম্মজ্ঞ রাম তাহাদিগকে দুঃখার্ত্ত ও সজলনয়ন দেখিয়া পিতা মাতার ন্যায় সস্নেহে আলিঙ্গন

করিলেন এবং উহারাও তাঁহাকে অভিবাদন করিল। এইরূপে পরস্পর মিলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই রোদনধ্বনি মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পৃথিবী, আকাশ, গিরিগুহা ও দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

চতুরধিক শততম সর্গ।

—:*:—

এদিকে বশিষ্ঠ রামদর্শনে উৎসুক হইয়া মহারাজ দশরথের মহিষীগণকে অগ্রে করিয়া যে স্থানে রাম বসতি করিতেছেন, সেই আশ্রমোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। মহিষীরা মন্দাকিনীর তীর দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন; ইত্যবসরে দেখিলেন নদীর এক স্থানে রাম লক্ষ্মণের অবতরণার্থ একটী সোপান পথ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে দেবী কৌশল্যা বাষ্প-পূর্ণ-লোচনে শুষ্ক মুখে সুমিত্রা ও অন্যান্য সপত্নীদিগকে কহিলেন,—দেখ, যাঁহারা রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছেন, সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা অনাথদিগের এই প্রথম পরিগৃহীত তীর্থ। সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ আমার পুত্রের জন্য সর্ব্বদা নিরলস হইয়া এই সোপান পথ দিয়া স্বয়ং জল লইয়া যান। যদিও তিনি এই নীচকর্ম্ম স্বীকার করিতেছেন, তথাপি নিন্দিত হইতেছেন না। কারণ জেষ্ঠত্ব ও সৌভ্রাত্রগুণসম্পন্ন ভ্রাতার যাহা নিষ্প্রয়োজন তাহাতেই তাঁহার নিন্দা। যাহা হউক

তোমার পুত্র এরূপ ক্লেশকর কার্য্যের কোনরূপেই যোগ্য নহেন, তিনি আজ এই ক্লেশকর নীচকর্ম্ম পরিত্যাগ করুন।

অতঃপর তিনি ভূতলে দক্ষিণাগ্র দর্ভোপরি ইঙ্গুদী ফলের পিণ্ড দেখিয়া অন্যান্য রাজমহিলাদিগকে কহিলেন,—দেখ, এই স্থানে রাম, ইক্ষ্বাকুনাথ মহাত্মা পিতার উদ্দেশে যথাবিধি পিণ্ডদান করিয়াছেন। সেই দেবতুল্য ভোগরত মহাত্মা পৃথিবীপতির ঈদৃশ দ্রব্য ভোজন করা কিছুতেই যোগ্য নহে। যিনি চতুঃসাগরান্ত পৃথিবী ভোগ করিয়াছেন, যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী ছিলেন, তিনি এক্ষণে ইঙ্গুদীচূর্ণ কিরূপে ভক্ষণ করিবেন? পরমৈশ্বর্য্যশালী রাম যে পিতাকে ইঙ্গুদীপিষ্ট প্রদান করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে? ইহা দেখিয়াও আমার হৃদয় এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? এক্ষণে বুঝিলাম যে পুরুষ যাদৃশ অন্নে জীবন ধারণ করেন দেব পিতৃগণও নিশ্চয়ই তাহার সেই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। এই লৌকিক জন-প্রবাদ সত্য বলিয়াই আমার কাছে প্রতিপন্ন হইতেছে।

তখন সপত্নীরা কৌশল্যাকে এইরূপ অত্যন্ত কাতর-ভাবাপন্ন দেখিয়া বিবিধ সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় স্বর্গচ্যুত অমরের ন্যায় রামকে দেখিতে পাইলেন। মাতৃগণ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিত সেই রামকে দেখিয়া ব্যথিত ও শোকাক্রান্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন সত্যসন্ধ মনুজকেশরী রাম গাত্রোত্থান করিয়া মাতৃগণের চরণারবিন্দে প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও সুখস্পর্শ কোমল পাণিপল্লব দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠের

ধূলি মার্জ্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৌমিত্রিও জ্যেষ্ঠের অভিবাদনের পর সমস্ত মাতৃগণকে অবলোকন করিয়া দুঃখিত-মনে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ইহাঁরাও রাম-নির্ব্বিশেষে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে স্নেহপ্রদর্শন করিলেন। সীতাও অশ্রু-পূর্ণনয়নে শ্বশ্রুগণের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাদের অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন কৌশল্যা দুঃখিতহৃদয়ে বনবাস-জনিত দীনাবস্থাপন্ন সীতাকে স্বীয় দুহিতার ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন;—বিদেহরাজের দুহিতা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, রামের ভার্য্যা কিরূপে এই নির্জ্জন অরণ্যে দুঃখ ভোগ করিতেছেন! রাজনন্দিনি! তোমার মুখমণ্ডল আতপ-সন্তপ্ত অরবিন্দের ন্যায়, পদদলিত রক্তোৎপলের ন্যায়, ধূলিধ্বস্ত কাঞ্চনের ন্যায়, মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় হীনপ্রভ দেখিয়া হুতাশন যেমন তদীয় আশ্রয়কে দগ্ধ করে, সেইরূপ শোকানল আমাকে দগ্ধ করিতেছে! রাম জননী যৎকালে দুঃখ কাতর হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, সেই সময়ে রাম মহর্ষি বশিষ্ঠকে দেখিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। অমরাধিপতি ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতিকে দেখিলে অভিবাদন করেন,সেইরূপ রাম অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জ মহর্ষি পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত উপবেশন করিলেন। ধার্ম্মিক ভরতও স্বীয় মন্ত্রী, প্রধান প্রধান পুরবাসী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সহিত অগ্রজের পশ্চাদ্ ভাগে কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবেশন করিলেন। মহাবীর ভরত তৎকালে সমীপে উপবিষ্ট হইয়া তপস্বিবেশধারী রামকে শরীরশোভাদ্বারা সমুজ্বল দেখিয়া প্রজাপতির নিকট ইন্দ্রের ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে সংযতচিত্তে অবস্থান করিতে

লাগিলেন। তিনি রামকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক এখন কি কথা বলিবেন, আর্য্যগণের অন্তঃকরণে এইরূপ উৎকট কৌতূহল উপস্থিত হইল! সেই সময় সত্যসন্ধ রাম, মহানুভব লক্ষ্মণ ও ধার্ম্মিক ভরত ইহাঁরা তিনজনে সুহৃদ্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া যজ্ঞস্থলে সদস্যগণের সহিত তিন অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

পঞ্চাধিক শততম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর পুরুষসিংহ রাজকুমারগণ সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া পিতার জন্য শোক করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি সুপ্রভাত হইলে তাঁহারা বন্ধু বান্ধবের সহিত মন্দাকিনী তীরে প্রাতঃকালোচিত সাবিত্রীজপ ও হোমাদি সমাপন করিয়া রামসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া উপবেশন করিলেন, কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না।

তখন ভরত সেই বান্ধবগণের সমক্ষে রামকে কহিলেন,—আর্য্য! পিতা যে রাজ্য দিয়া আমার মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া গিয়াছেন, সেই রাজ্য মাতা আমাকে দিয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনাকে দান করিতেছি, আপনি নিষ্কণ্টকে উহা ভোগ করুন। দেখুন, বর্ষাকালে প্রবল জলবেগে ভগ্নসেতুর ন্যায় এই বৃহৎ রাজ্যখণ্ড আপনি ব্যতীত আর কে

সংবরণ করিতে পারে ? গর্দ্দভ যেমন অশ্বের, পতত্রী যেমন গরুড়ের গতি অনুসরণ করিতে পারে না,—হে মহীপতে! সেইরূপ আপনার রাজ্য-পালন-শক্তির অনুগমন করিতে আমারও সামর্থ্য নাই। আর্য্য! অপর লোকেরা যাঁহাকে উপজীব্য করিয়া নিয়ত জীবন ধারণ করে তিনি যথার্থ সুখী, আর যিনি অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া চলেন তাঁহার জীবন নিতান্ত অসুখের হইয়া থাকে ; এই জন্যই বলিতেছি, আপনারই রাজ্য পালন করা উচিত হইতেছে। যেমন কোন এক ব্যক্তি বৃক্ষ রোপণ করিয়া জলসেকাদিদ্বারা অতিযত্নে বর্দ্ধিত করিল, উহার স্কন্ধ শাখা প্রশাখা সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ এবং অল্পপুরুষের দুরারোহ হইয়া উঠিল তখন সেই বৃক্ষ যদি পুষ্পিত হইয়া ফল প্রদান না করে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি যে উদ্দেশে রোপণ করিয়াছিল তাহার কি সেই প্রীতি লাভ হইতে পারে ? আর্য্য! এ দৃষ্টান্ত আপনার জন্য, আপনি তাহা বিবেচনা করুন। আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্ব-গুণে শ্রেষ্ঠ, আমরা আপনার দাস, এ সময়ে যদি আপনি আমাদিগকে শিক্ষা না দেন তাহা হইলে পিতার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল। এক্ষণে নানা শ্রেণীর প্রধান লোকেরা আপনাকে প্রখর সূর্য্যের ন্যায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখুন। মত্ত মাতঙ্গগণ আপনার অনুগমনে হর্ষনাদ পরিত্যাগ করুন। অন্তঃপুরনারীরা সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করুন। নগরবাসীরা ভরতের এইরূপ প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন শিক্ষিতবুদ্ধি ধীরপ্রকৃতি রাম ভরতকে এইরূপে

বিলাপ করিতে দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন;—বৎস! জীবমাত্রেরই নিজের কোন স্বাধীনতা নাই, সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্যই করিতে পারে না, এই কারণে কৃতান্ত উহাকে ইহলোক ও পরলোকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সমস্ত বস্তুর নাশ আছে, উন্নতি হইলেই পতন হয়, সংযোগের বিয়োগ আছে, জন্মাইলে মৃত্যু আছে। ফল পাকিলে যেমন তাহার পতন ব্যতীত আর কোন ভয় নাই,—সেইরূপ মানুষ জন্ম-গ্রহণ করিলে তাহার মরণ ব্যতীত অন্য কোন শঙ্কা দেখি না। যেমন দৃঢ় স্তম্ভযুক্ত গৃহ জীর্ণ হইলে পতনোন্মুখ হইয়া পড়ে, সেইরূপ মানুষ জরামৃত্যুর অধীন হইয়া অবসন্ন হইয়া থাকেন! যে রাত্রি চলিয়া গিয়াছে সে আর ফিরিবে না, যমুনার স্রোত পূর্ণ সমুদ্রে যাইতেছে তাহাও আর ফিরিবে না, যেমন গ্রীষ্ম-কালের উত্তাপ জলশোষণ করে, সেইরূপ রাত্রিদিন সমস্ত প্রাণীর আয়ুঃক্ষয় করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তুমি এইস্থানে থাক বা অন্যস্থানেই যাও, আয়ু তোমার হ্রাস হইতেছে অতএব তুমি নিজের জন্য শোক কর, অন্যের অনুশোচনায় ফল কি? দেখ, মৃত্যু তোমার সহিত গমন করিতেছে, মৃত্যু তোমার সহিত উপবেশন করিতেছে, মৃত্যু তোমার সহিত বহুদূর পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। জরা আসিয়া তোমাকে জীর্ণ করিল তোমার দেহে বলি দৃষ্ট হইল, কেশকলাপ শুক্ল হইয়া উঠিল, বল দেখি, কি উপায়ে এই সমুদায় পরিহার করিতে পারিবে? মনুষ্য সূর্য্যোদয়ে আনন্দিত হয়, সূর্য্য অস্তমিত হইলেও পুলকিত হয়, কিন্তু তাহার যে আয়ুঃক্ষয় হইল তাহা সে বুঝিতে পারিল না! নূতন নূতন ঋতুর আবির্ভাব দেখিয়া সকলেই

হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু ঋতুর পরিবর্ত্তনে যে তাহার আয়ুর হ্রাস হইয়া গেল তাহা সে বুঝিল কৈ? যেমন মহাসাগরে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ, আবার কালবশে পরস্পর বিয়োগ হইয়া যায়, এইরূপ ভার্য্যা, পুত্র, ধন, জন সমস্তই মিলিত হইয়া কালে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই জীবলোকে কোন প্রাণীই জন্ম মৃত্যুর বন্ধন কোন ক্রমেই লঙ্ঘন করিতে পারে না, সুতরাং একজন পরলোক গমন করিলে তাহার জন্য যে ব্যক্তি শোকাকুল হইতেছে আপনার মৃত্যুনিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। যেমন একজন পথিক, অগ্রগামী আর একজন পথিককে দেখিয়া বলিয়া থাকে চল আমিও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথে গিয়াছেন সকলকেই সেই পথে যাইতে হইবে, ইহা নিশ্চিত। অতএব যখন তাহার ব্যতিক্রম করা অসাধ্য, তখন সেই মৃত পিতার নিমিত্ত শোক করাও কর্ত্তব্য হইতেছে না। নদীর প্রবাহের ন্যায় যাহার প্রত্যাবৃত্তি নাই সেই গতিশীল বয়সের বিনাশ দেখিয়া আত্মাকে সুখসাধন ধর্ম্মে নিয়োগ করাই কর্ত্তব্য। কারণ একমাত্র সুখই মানবের লক্ষ্য। বৎস! সাধুজনপূজিত ধর্ম্মাত্মা আমাদের পিতা বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি জীর্ণ মানুষদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকবিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার বা আমার মত জ্ঞানবান্ বুদ্ধি সম্পন্ন কোন লোকেরই তাঁহার উদ্দেশে শোক করা উচিত নহে। তুমি বুদ্ধিমান্ ও সুধীর, পিতার দেহত্যাগ ও আমার বনবাসপ্রভৃতি সকল অবস্থাতেই তোমার বহুবিধ শোক

এবং তজ্জনিত বিলাপ ও রোদন একবারেই পরিত্যাজ্য। অতঃপর তুমি আর শোকে অভিভূত হইবে না, অযোধ্যায় যাইয়া বাস কর। পিতা তোমাকে এইরূপেই নিযুক্ত করিয়াছেন। আর সেই পুণ্যকর্ম্মা আমাকে যে কার্য্যে যেরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব। তিনি যেমন আমার সতত মান্য, বন্ধু ও পিতা, তোমারও সেইরূপ। সুতরাং তাঁহার আদেশ অতিক্রম করা আমাদের কাহারই কর্ত্তব্য নহে। সাধুলোকের অভিমত পিতার আজ্ঞা আমি কার্য্যদ্বারা পালন করিব। দেখ, যিনি পরলোকে শুভাকাঙ্ক্ষা করেন, ধর্ম্মপরায়ণ গুরুলোকের সেবা করা তাঁহার অবশ্য বিধেয়। বৎস! আমাদের পিতা মহারাজ দশরথ স্বকর্ম্মপ্রভাবে সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, তুমি তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া নিজের পারলৌকিক হিতানুষ্ঠান কর। মহাত্মা রাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে পিতার আজ্ঞাপালনার্থ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

ষড়ধিক শততম সর্গ।

—:*:—

রাম এই অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া বিরত হইলে ধার্ম্মিক ভরত, প্রকৃতিবৎসল ধর্ম্মপরায়ণ রামকে ক্ষাত্রধর্ম্মোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—হে অরিন্দম! এই জীবসংসারে আপনার মত মহাপুরুষ আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করিতে পারে না, সুখও আপনাকে আনন্দিত করিতে

পারে না। আপনি বৃদ্ধদিগের দৃষ্টান্তস্থল হইলেও ধর্ম্ম-বিষয়ক সংশয় আপনি তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আপনার নিকট জীবন মৃত্যু, সৎ অসৎ, এ উভয়ই সমান। যাঁহার বুদ্ধি এইরূপ তাঁহার আর পরিতাপের বিষয় কি আছে? যিনি আপনার মত সম্যক্ আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন তিনি কখন বিপত্তিকালে অবসন্ন হইতে পারেন না। আপনি দেবগণের ন্যায় শুদ্ধস্বভাব, মহাত্মা, সত্য-সন্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও বুদ্ধিমান্। জীবগণের উৎপত্তি বিনাশ আপনার অবিদিত নাই। এইরূপ গুণসম্পন্ন ভবাদৃশ ব্যক্তিকে দুর্ব্বিষহ দুঃখ কদাচ পরাভব করিতে পারে না। আর্য্য! আমি প্রবাসে থাকিতে আমার ক্ষুদ্রাশয়া জননী আমার নিমিত্ত যে অতি মহৎ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি কেবল ধর্ম্মের খাতিরে ঈদৃশ পাপীয়সী দণ্ডার্হ মাতার প্রাণদণ্ড করি নাই। পুণ্যকর্ম্মা মহারাজ দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা করিয়া কিরূপে এই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব?

মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা মহারাজ আমাদের গুরু, পিতা ও দেবতা। তিনি ইহলোক সংবরণ করিয়াছেন, এই সকল কারণে এক্ষণে আমি তাঁহার নিন্দা করিলাম না কিন্তু যিনি ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মপরিগ্রহ করিয়াছেন এরূপ কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীর হিতকামনায় ধর্ম্মার্থ-বিহীন কামপ্রধান পাপকার্য্য করিতে পারেন? প্রবাদ আছে যে, আসন্নকালে মানুষের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, মহারাজের এই ব্যবহারে আজ তাহা

সত্য বলিয়াই বিশ্বাস জন্মিল। ভার্য্যার ক্রোধভয়ে বা তদ্বিষয়ক মোহবশতঃ অথবা নিজের অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন তিনি যে জ্যেষ্ঠাভিষেকরূপ কুলধর্ম্মের অতিক্রম করিয়াছেন, আপনি শুভসাধনোদ্দেশে তাহার প্রত্যাহার করুন। পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই পুত্রকে অপত্য বলিয়া থাকে, আপনি সেই অপত্য নাম সার্থক করুন। পিতার অসদাচরণ অনুমোদন করা আপনার উচিত নহে। তিনি যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা ধর্ম্মবহির্ভূত সুতরাং পণ্ডিত সমাজে নিতান্ত নিন্দিত। এক্ষণে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া মাতা কৈকেয়ী, পিতা ও আমাকে পরিত্রাণ করুন এবং আমাদের সুহৃদ্, বন্ধু, পৌরজন ও জনপদবাসী সকলকেই রক্ষা করুন। কোথায় অরণ্য, কোথায় ক্ষাত্রধর্ম্ম, কোথায় জটা, কোথায় রাজ্যশাসন! এইরূপ বিসদৃশ কার্য্য আপনার কোন মতেই উপযুক্ত নহে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজা পালনই ক্ষত্রিয়ের প্রথম ধর্ম্ম। এই প্রত্যক্ষ মুখ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ক্ষত্রিয়াধম সংশয়স্থল ক্লেশবহুল বার্দ্ধকোচিত বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকে?

আমি বিদ্যাবুদ্ধি ও জন্ম প্রভৃতি সকল বিষয়েই আপনা অপেক্ষা হীন, আপনি ব্যতীত প্রাণধারণ করাই আমার দুষ্কর, রাজ্যপালনের কথা আর কি বলিব? হে ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে আপনি ধর্ম্মানুসারে এই নিষ্কণ্টক অখণ্ড পৈতৃক রাজ্য শাসন করুন। সমস্ত প্রকৃতিবর্গ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ, মন্ত্রণা-কুশল মন্ত্রি সমুদয় ও বন্ধুবর্গের সহিত এই স্থানেই আপনাকে

অভিষিক্ত করুন। অতঃপর আমাদের সহিত অযোধ্যায় গমন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বাহুবলে বিপক্ষদিগকে দলন করিয়া রাজ্যপালনার্থ প্রবৃত্ত হউন। তথায় থাকিয়া ত্রিবিধ ঋণ হইতে আপনাকে মোচন ও সুহৃদ্গণের প্রীতিসাধন-পূর্ব্বক আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন। যে সকল ক্ষত্রিয়ের রাজ্যের অধিকারপর্য্যন্ত নাই, তাদৃশ নির্ব্বীর্য্য ক্ষত্রিয়ও অনিশ্চিত বয়ঃপরিণামকর্ত্তব্য বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম আশ্রয় করেন না। যদি আপনার ক্লেশকর ধর্ম্মই করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে আপনি ধর্ম্মানুসারে বর্ণচতুষ্টয় পালন করিয়া ক্লেশ ভোগ করুন। ধর্ম্মজ্ঞ লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, চতুর্ব্বিধ আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা পরিত্যাগ করিতে কেন অভিলাষ করিতেছেন? শাস্ত্রজ্ঞানে আমি আপনার নিকট বালক, বয়সেও কনিষ্ঠ, আপনি বিদ্যমান থাকিতে আমি কিরূপে রাজ্য পালন করিব? আর্য্য! সুহৃদ্গণ অদ্য আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত দেখিয়া পুলকিত হউন এবং প্রতিপক্ষেরা ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করুক। হে পুরুর্ষভ! আপনি রাজা হইয়া আমার জননীর নিন্দা মোচন করুন ও পূজ্যপাদ পিতাকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার চরণে পড়িয়া বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, ভগবান্ মহেশ্বর যেমন সর্ব্বভূতে দয়া করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও আমার প্রতি এবং এই সমস্ত বন্ধু বান্ধবের প্রতি কৃপা করুন। অথবা যদি আপনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বনান্তরে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে আমিও আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব। ভরত এইরূপে বারংবার চরণে

ধরিয়া অনুরোধ করিলেও কিছুতেই রাম সম্মত হইলেন না। তখন তত্রত্য সমস্ত লোক তাঁহার পিতার আজ্ঞাপালনে অদ্ভুত স্থৈর্য্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দর্শন করিয়া যুগপৎ হর্ষ-বিষাদে মগ্ন হইলেন। তিনি যে অযোধ্যায় যাইবেন না এই কারণে বিষাদ এবং অঙ্গীকার পালনে দৃঢ়তা দেখিয়া হর্ষ উপস্থিত হইল। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ, পুরবাসী, দলপতি ও রাজমহিষীরা নিতান্ত ভগ্নচিত্ত ও বাষ্পাকুল লোচনে ভরতকে বারংবার প্রসংশা করিতে লাগিলেন এবং রামকে পুরগমনের নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিক শততম সর্গ।

—:•:—

রাম তখন ভরতকে কহিলেন,—বৎস! তুমি রাজা দশরথ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার এইরূপ বাক্য বলাই সুসঙ্গত হইতেছে, কিন্তু দেখ, আমাদের পিতা তোমার মাতার পাণিগ্রহণকালে কেকয়রাজের নিকট প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন,—রাজন! তোমার এই কন্যাতে যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, আমি তাহাকেই সমস্ত রাজ্য প্রদান করিব। অতঃপর দেবাসুরের যুদ্ধকালে তোমার জননীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ ইহাঁকে দুইটী বর প্রদান করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ সম্প্রতি যশস্বিনী তোমার মাতা সেই দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন, তন্মধ্যে এক বরে তোমার রাজ্য-

প্রাপ্তি, অন্য বরে আমার বনবাস। মহারাজ অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে নিয়োগ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি পিতার সেই সত্য পালনের নিমিত্ত লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমিও সেইরূপ পিতার নিয়োগে তাঁহার সত্যবাদিত্ব রক্ষার নিমিত্ত অবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর। বৎস! তুমি আমার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত আমাদের সকলের প্রভু পিতা মহারাজকে ঋণমুক্ত করিয়া পরিত্রাণ ও মাতাকে অভিনন্দন কর। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বকালে গয়া প্রদেশে যশস্বী গয়, যজ্ঞকালে পিতৃগণ উদ্দেশে এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, —"যিনি পিতাকে পুৎ নামক নরক হইতে পরিত্রাণ এবং সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন, তিনিই পুত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। গুণবান্ বিদ্বান্ বহু পুত্র প্রার্থনা করাই সকলের কর্ত্তব্য, কারণ তাহাদের মধ্যে যদি একজনও গয়াধামে গমন করে"। আমাদের পূর্ব্বতন রাজর্ষিরাও পিতৃলোকের পরকাল হিতার্থ এইরূপই বিশ্বাস করিতেন। সেইজন্যই বলিতেছি,—হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি এক্ষণে পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর এবং অযোধ্যায় যাইয়া শত্রুঘ্ন ও ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। আমিও অবিলম্বে এই সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব। ভরত! তুমি মনুষ্যরাজ্যের রাজা হও, আমিও বন্য মৃগ-গণের রাজাধিরাজ হইব। তুমি অদ্য হৃষ্টচিত্তে মহানগরী অযোধ্যায় গমন কর, আমিও পুলকিতহৃদয়ে দণ্ডক বনে যাত্রা করিব। দিনকর-প্রখর-কিরণ-নিবারক শ্বেতচ্ছত্র

তোমার মস্তকে শীতল ছায়া বিতরণ করুক, আমিও তদপেক্ষায় শীতল এই সমুদায় পাদপচ্ছায়া আশ্রয় করিব। সুবুদ্ধি শত্রুঘ্ন তোমার সহায় হউন, সর্ব্বজনবিদিত প্রধান মিত্র লক্ষ্মণ আমার অনুকূল হইবেন। আমরা চারি ভ্রাতা মহারাজ দশরথের চারিটী সুপুত্র। বৎস! এস, আমরা চারি ভ্রাতায় মিলিয়া তাঁহাকে সত্যপথে স্থায়ী করি; তুমি বিষণ্ণ হইও না।

অষ্টাধিক শততম সর্গ।

—ঃ০*০ঃ—

এই সময় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ জাবালি ভরতকে আশ্বস্ত করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ রামকে ধর্ম্মবিপর্য্যয় বাক্য কহিতে লাগিলেন;—রাম! তুমি সুবোধ ও সাধুশীল, সাধারণ লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থকরী না হয়। দেখ, কে কাহার বন্ধু, কোন্ ব্যক্তিরই বা কাহার কাছে কি প্রাপ্য আছে? জীব একাকী জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব ইনি মাতা ইনি আমার পিতা, এইরূপ সম্বন্ধ-সংস্থাপনপূর্ব্বক যে স্নেহ প্রদর্শন করে, তাহাকে বাতুল বলিয়া জান; বস্তুতঃ কেহই কাহার নহে। যেমন কোন লোক দেশান্তরে যাইবার সময় একস্থানে বাস করে কিন্তু পরদিন ঐ আবাস স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ মানুষের পিতা, মাতা, গৃহ ও সম্পত্তি সমুদায়ই পান্থশালার তুল্য জানিবে। সেই জন্য সাধুরা ইহাতে আসক্ত হন না।

হে নরোত্তম! পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুঃখকর বহু কণ্টকাকীর্ণ অসদৃশ বনমার্গ আশ্রয় করা কোনরূপে কর্ত্তব্য নহে। তুমি এক্ষণে সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় যাইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হও, একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাজকুমার! তুমি তথায় মহামূল্য রাজভোগ্য উপভোগ করিয়া অমরাবতীতে দেবরাজের ন্যায় বিহার কর। দশরথ তোমার কেহ নহে, তুমিও তাঁহার কেহ নহ; তিনি অন্য, তুমিও অন্য, এইজন্য যাহা আমি কহিতেছি তাহাই প্রতিপালন কর। পিতা, পুত্রের নিমিত্তকারণমাত্র, পিতামাতার শুক্রশোণিত সম্বন্ধই উৎপত্তির উপাদান কারণ। তোমার পিতা যেস্থানে যাইবার সেইস্থানে গমন করিয়াছেন, ইহাই জীবমাত্রের স্বভাব। বৎস! তুমি বৃথা নষ্ট হইতেছ! যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যাদিরূপ পৌরুষ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষ পারলৌকিক ধর্ম্মলাভের আশা করে আমি তাহাদিগের জন্য শোক করি, অন্যের জন্য নহে। কেন না, তাহারা ইহলোকে দুঃখ ভোগ করিয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইল। যাহারা পিতৃদেব উদ্দেশে অষ্টকাদি শ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহারা কেবল আত্মভোগ সাধন অন্নের অপচয়ই করিয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি ইহলোকে একের ভুক্ত বস্তু অন্যের দেহ পুষ্ট করিত, তবে প্রবাসী লোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে উহা কি প্রবাসীর তৃপ্তি সাধন করে? কখনই নহে! যে সকল শাস্ত্রে দেবপূজা, অন্নাদিবিতরণ, যজ্ঞদীক্ষা ও তপশ্চরণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছে, উহা কেবল বশীকরণের উপায় স্বরূপ। ঐ সকল শাস্ত্র বুদ্ধিমান্ ধূর্ত্ত লোকেরাই স্বার্থসাধনো-

দ্দেশে পরপ্রতারণার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছে। বস্তুতঃ পরলোক সাধন ধর্ম্ম বলিয়া কোন পদার্থ নাই। হে মহামতে! তুমি অনুমান মাত্র সাধ্য পরোক্ষ ধর্ম্ম পশ্চাৎ রাখিয়া যাহা প্রত্যক্ষ তাহারই অনুষ্ঠান কর। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্ব্বলোকসম্মত সাধুদিগের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ কর।

নবাধিক শততম সর্গ।

—:*:—

সত্যপরাক্রম রাম জাবালির বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিকৃত-চিত্তে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিলেন,—তপোধন! আপনি আমার হিতকামনায় যে বাক্য কহিলেন, উহা অকার্য্য হইলেও কর্ত্তব্যবৎ বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ অহিতকর কিন্তু হিতকররূপে প্রতীয়মান হইতেছে। যে পুরুষ বিপথগামী, পাপাচারী এবং জনসমাজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত প্রচার করে, সে কখন সাধুসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। মানুষ সদ্বংশজাত বা নীচবংশোৎপন্ন, বীর বা বীরাভিমানী, শুচি কি অশুচি, চরিত্রই তাহার পরিচয় দেয়। এক্ষণে আপনি যেরূপ আচারের কথা কহিতেছেন উহা স্বীকার করিলে নানাপ্রকার অনর্থ ঘটিবে, সুতরাং আপনার মত বিশুদ্ধ নহে। উহার বলে লোকে বস্তুতঃ অনার্য্য হইলেও আপনাকে আর্য্যের ন্যায় দেখায়, কদাচার হইলেও শুদ্ধাচার, দুর্লক্ষণ হইলেও

সুলক্ষণ, দুশ্চরিত্র হইলেও চরিত্রবান্ বলিয়া আপনাকে মনে করে। এক্ষণে যদি আমি আপনার উপদিষ্ট লোকবিদ্বিষ্ট অধর্ম্মকে ধর্ম্মবেশে গ্রহণ করি, এবং প্রকৃত শুভসাধন অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ আচারে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে কোন্ ভদ্রলোক আমাকে আর সম্মান প্রদর্শন করিবে? আমি আপনার উপদেশে সত্যপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ও পিতৃপিতামহের সদাচার পরিবর্জ্জন করিয়া কাহার চরিত্র অনুকরণ করিব? কিরূপেই বা স্বর্গ লাভ হইবে? আর আমি যদি স্বয়ং স্বেচ্ছাচারী হই তাহা হইলে সমস্ত লোকেই যথেচ্ছাচরী হইয়া উঠিবে। কারণ রাজার আচার ব্যবহারই প্রজারা অনুসরণ করিয়া থাকে। সত্যবাদিতা ও সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া সনাতন রাজ ধর্ম্ম, সুতরাং রাজ্যও সত্যময়; এই সত্যেই লোক প্রতিষ্ঠিত হয়। ঋষি ও দেবগণ এই সত্যেরই বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। এ জগতে সত্যবাদী লোকই অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অসত্যবাদী লোককে সকলে সর্পের ন্যায় ভয় করে। সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের মূল। সত্যই ঈশ্বর-পদবাচ্য, ধর্ম্ম নিত্যকাল সত্যকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, জগৎ প্রভৃতি সমুদায় পদার্থের সত্যই মূল। অতএব সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কিছুই নাই। দান, যজ্ঞ, হোম ও তপস্যাপ্রতিপাদক বেদশাস্ত্র এই সমুদায়ই একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। একজনেই জগৎ পালন করে, এক ব্যক্তি বংশ রক্ষা করে, এক জনই নরকে যায়, এক ব্যক্তিই স্বর্গে বিহার করে। আমি এইরূপ বিবেকসম্পন্ন হইয়াও পিতার আদেশ কেন লঙ্ঘন করিব?

আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া সেই সত্য রক্ষার্থে আমায় নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি লোভ, মোহ বা অজ্ঞানতা বশতঃ সেই সেতু কখনই ভেদ করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি অসত্যসন্ধ, চঞ্চলচিত্ত শুনিতে পাই, কি দেবতা কি পিতৃগণ তাহাদের কোন বস্তুই গ্রহণ করেন না। সর্ব্ব-জনের হিতোদ্দেশে প্রবৃত্ত সাধুজনসেবিত এই সত্য সর্ব্ব ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি। ক্ষুদ্র, নৃশংস, লুব্ধ ও পাপাচারীরা যাহার সেবা করে, সেই ধর্ম্মবৎ প্রতীয়মান বস্তুতঃ অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিয়া আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিব? ক্ষত্রিয়দিগের পাপ শরীরসাধ্য হইলেও বাচিক ও মানসিক ভেদে আরও দুই প্রকার পাপের সংশ্রব আছে। অগ্রে মনদ্বারা অবধারণ করিয়া মন্ত্রিপ্রভৃতি অন্য প্রধান পুরুষের নিকট প্রকাশ করিতে হয় সুতরাং কর্ম্মপাতক কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে ত্রিবিধ হইতেছে। যে ব্যক্তি সত্যের অনুবর্ত্তন করেন, ভূমি, যশ ও লক্ষ্মী তাঁহাকেই ভজনা করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনি যাহা সবিশেষ অবধারণ ও নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর বলিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন তাহা নিতান্ত অন্যায্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি পিতার নিকট এই বনবাস প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে সেই গুরুর বাক্য পরিত্যাগ করিয়া ভরতের বাক্য কিরূপে পালন করিব? আরও দেখুন, আমি পিতার নিকট সত্যবদ্ধ হইলাম দেখিয়া কৈকেয়ী হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কিরূপেই বা তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিব? অতঃপর আমি বনবাসী, সংযতাহার, শ্রদ্ধাবান্

DEB SORMA & CO., 5-1, MANGOE LANE.

বিরাধ রাক্ষস বধ ।

অকপটচারী, পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ফলমূল দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া যাহা শুভসাধন তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অগ্নি, বায়ু ও সোম ইহাঁরাও শুভকর্ম্ম প্রভাবে স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; দেবরাজ শত যজ্ঞ করিয়া স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছেন। মহর্ষিগণও কঠোর তপস্যার ফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

উগ্রবীর্য্য রাজকুমার রাম জাবালির সেই নাস্তিকতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধবশে তাঁহার বাক্যের নিন্দা করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন;—তপোধন! সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, সর্ব্বভূতে দয়া, প্রিয়বাদিতা ও দেবতা এবং অতিথির সৎকার, এই সমুদায়কে সাধুরা স্বর্গের সোপান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিজাতিগণ এই সমুদায়কে মুখ্য ফলপ্রদ শুনিয়া অপ্রতিকূল তর্কদ্বারা বেদার্থ অবধারণ ও যথাবিধি ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব অভীষ্ট লোক আকাঙ্ক্ষা করেন। আপনি এইমাত্র আমাকে যে সকল কথা কহিলেন, উহা ত প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাকদিগেরই মতানুসারিণী, সুতরাং আপনার বুদ্ধি বেদবিরোধিনী। আপনি ধর্ম্মপথভ্রষ্ট নাস্তিক; আমার পিতা যে আপনাকে পৌরহিত্য কার্য্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি তাঁহার এই কর্ম্মে নিন্দা করি। বুদ্ধমতানুসারী লোক যেমন তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, চার্ব্বাকমতাবলম্বী নাস্তিকও তদ্রূপ দণ্ডনীয়। এই জন্য নৃপতিগণ প্রজার মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিতেন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও তাহাদের সহিত বাক্যালাপও করিতেন না। আপনি ভিন্ন পূর্ব্বতন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা বহুবিধ

নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফলে তাঁহারা স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও যাহারা ধর্ম্মানুরক্ত সৎপুরুষ, তেজস্বী, দানশীল, হিংসাবিবর্জ্জিত ও নিষ্পাপ, সেই সমস্ত বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ জগতে পরম পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু আপনার মত নাস্তিকমতাবলম্বী মুনিরা কদাচ পূজ্য নহেন।

তেজস্বী মহাত্মা রাম ক্রোধভরে এইরূপ কহিলে, জাবালি সানুনয়ে কহিলেন,—রাম! আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকদিগের বাক্যও আমি বলিতেছি না, আর পরলোকাদি নাই তাহাও নহে। আমি কাল বুঝিয়া আস্তিক হই, আবার কালানুসারে নাস্তিকও হইয়া থাকি। এখন যে কাল উপস্থিত, উহাতে নাস্তিক হইবারই আবশ্যক, সুতরাং নাস্তিক বাক্যই বলিয়াছি। তোমাকে নিবৃত্ত করাই আমার উদ্দেশ্য, সেই কারণেই এইরূপ কহিলাম এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আবার উহার প্রত্যাহার করিতেছি।

দশাধিক শততম সর্গ।

-:*:-

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ রামকে রোষাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন;—বৎস! জাবালি লোকের পরলোকগতি ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত আছেন, তবে তোমাকে প্রত্যাবৃত্ত করিবার জন্যই এইরূপ কহিলেন;—যাহা হউক, এক্ষণে আমি লোকোৎপত্তির বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রথমে এই সমস্ত জগৎ জলময় ছিল, তাহাতে পৃথিবী সৃষ্ট হয়।' অনন্তর স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইলেন। তিনি বরাহরূপে বসুধাকে উদ্ধার করিলেন। অনন্তর প্রজাগণের সহিত সমস্ত চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কারণোপাধিক পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি নিত্য ও অবিনাশী। তাঁহা হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই কশ্যপ হইতে বিবস্বান্। বিবস্বান্ হইতে বৈবস্বত নামে মনুর উৎপত্তি হয়। ইনিই প্রথমে প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এই মনু হইতে ইক্ষ্বাকু জন্মেন, ইক্ষ্বাকু মনু হইতে এই সমস্ত সমৃদ্ধিশালিনী পৃথিবী লাভ করেন। ইহাঁকেই অযোধ্যার প্রথম রাজা বলিয়া জানিবে। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ কুক্ষি, কুক্ষির আত্মজ বিকুক্ষি। বিকুক্ষি হইতে মহাতেজা প্রতাপ-শালী বাণ নামে এক তনয় জন্মে। বাণের পুত্র অনরণ্য, ইনি মহা তপস্বী ছিলেন। তাঁহার রাজ্য-শাসনকালে অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ ছিল না। তস্করের নামও শুনিতে পাওয়া যাইত না। এই অনরণ্যের পুত্র পৃথু। পৃথু হইতে মহাতেজা ত্রিশঙ্কু জন্ম গ্রহণ করেন। বীর ত্রিশঙ্কু সত্য বাক্যের বলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র মহাযশা ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে যুবনাশ্ব জন্ম পরিগ্রহ করেন। যুবনাশ্বের পুত্র মহারাজ মান্ধাতা। মান্ধাতা হইতে সুসন্ধির জন্ম হয়। সুসন্ধির দুই পুত্র, ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। ধ্রুবসন্ধির পুত্র ভরত, ইনি যশস্বী ও শত্রুবিজয়ী ছিলেন। জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন ইনিই অযোধ্যারাজ্যে রাজপদে অভিষিক্ত হন। ভরতের পুত্র অসিত।

হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। ঐ সমস্ত শত্রুর সহিত তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু একাকী বহুতর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয় করা নিতান্ত অসম্ভব স্থির করিয়া মহিষীদ্বয়ের সহিত রমণীয় হিমাচলে গমন করিলেন। তথায় অল্পদিনের মধ্যেই মানবলীলা সংবরণ করেন।

এইরূপ প্রবাদ আছে, যে রাজা অসিতের দুইটী মহিষীই গর্ভবতী ছিলেন। উহার মধ্যে একজন অন্য সপত্নীর গর্ভবিনাশবাসনায় ভক্ষ্য বস্তুতে গরল (বিষ) দান করিয়াছিলেন। ঐ রমণীয় হিমালয়ে ভৃগুতনয় মহর্ষি চ্যবন বাস করিতেন। রাজমহিষী কালিন্দী সপত্নীর অত্যাচারে ভীত হইয়া গর্ভস্থ শিশুর জীবন-রক্ষাকামনায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া বর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন ;— দেবি ! অচিরকালের মধ্যে তোমার এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র গরলের সহিত জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং সেই পুত্রে হইতে তোমার বংশ রক্ষা হইবে। এই কথা শুনিয়া কালিন্দী ভগবান্ চ্যবনকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

অনন্তর অচিরকালের মধ্যেই তাঁহার এক পরম সুন্দর পদ্মপলাশলোচন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সপত্নী, গর্ভবিনাশ-বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাহাও নির্গত হয়, এই নিমিত্ত পুত্রের নাম সগর হইল। রাজা সগর যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া পুত্রগণ দ্বারা প্রজাদিগের উদ্বেগকর সমুদ্র খনন করিয়াছিলেন। শুনিতে

পাওয়া যায়, তাঁহার অসমঞ্জ নামে এক পুত্র হয়। অসমঞ্জ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত দুরাচারী ও পাপকারী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্য পিতা তাঁহাকে জীবদ্দশায় নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়াছিলেন। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্, ইনি অত্যন্ত বীর্য্যবান্ ছিলেন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে তোমাদের এই বংশ কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ককুৎস্থের পুত্র রঘু। রঘু হইতেও বংশীয় সকলে রাঘব পদবাচ্য হইয়াছেন। রঘুর পুত্র প্রবৃদ্ধ, ইহাঁর অপর নাম কল্মাষপাদ, ইনি শাপ প্রভাবে নরমাংসভোজী রাক্ষস হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র শঙ্খন। শুনিতে পাওয়া যায়, ইনি অতি বীর্য্যশালী হইলেও সমরাঙ্গনে সসৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। শঙ্খনের পুত্র সুদর্শন, ইনি পরম সুন্দর ও বীর্য্যবান্ ছিলেন। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর তনয় প্রশুশ্রুক। প্রশুশ্রুকের অম্বরীষ নামে এক মহামতি পুত্র জন্মে। অম্বরীষের পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র পরম ধার্ম্মিক নাভাগ, নাভাগের দুই পুত্র জন্মে। একের নাম অজ, অন্যের নাম সুব্রত। অজের পুত্র ধর্ম্মাত্মা মহারাজ দশরথ। তুমি সেই রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি এক্ষণে রাজ্য গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর। ইক্ষাকুবংশীয়দিগের জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইয়া থাকেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কদাচ রাজ্যাধিকারী হন না।

বৎস! তোমাদের এই কুলক্রমাগত চিরন্তন ধর্ম্ম

পরিহার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি মহারাজ দশরথের ন্যায় যশস্বী হইয়া এই প্রভূত ধনরত্নশালিনী বহুল রাজ্যবতী বসুমতীকে শাসন কর।

একাদশাধিক শততম সর্গ।

—:*:—

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ এইরূপ বলিয়া পুনরায় ধর্ম্মসঙ্গত অন্য কথার অবতারণা করিয়া কহিতে লাগিলেন,—বৎস! এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলে পিতা, মাতা ও আচার্য্য, এই তিন জন গুরু হইয়া থাকেন। পিতা জন্ম দান করেন, এই নিমিত্ত তিনি গুরু। আচার্য্য উপনয়ন সংস্কার পূর্ব্বক বেদবিষয়িণী বুদ্ধি দান করেন, এই জন্য তাঁহাকে গুরু বলিতে হইবে। আমি তোমার পিতার গুরু ও তোমারও গুরু। তুমি আমার বাক্য পালন করিলে সদ্গতি ভ্রষ্ট হইবে না। এই সমস্ত তোমার পারিষদ্, জ্ঞাতি ও অধীনস্থ রাজা, ইহাঁদিগকে রক্ষা করিলেও সদ্গতি লাভ হইবে। আর এই তোমার ধর্ম্মশীলা মাতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, ইহাঁর বাক্য লঙ্ঘন করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। ভরতও বারংবার তোমার প্রতিগমন প্রার্থনা করিতেছেন, তাহারও অতিক্রম করা উচিত নহে।

কুলগুরু বশিষ্ঠ মধুর বাক্যে এইরূপ কহিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম বলিলেন;—তপোধন! মাতাপিতা তনয়ের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহার প্রতিশোধ করা সন্তানের পক্ষে

নিতান্ত অসাধ্য। মাতাপিতা সাধ্যানুসারে দুগ্ধাদি দান, যথা-কালে নিদ্রাবিধান, গাত্রমার্জ্জন, সতত প্রিয়বাক্য কথন এবং ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এইরূপে যে সমস্ত উপকার-সাধন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুপকার করিতে আমার শক্তি কোথায়? মহারাজ দশরথ আমার জন্মদাতা পিতা, তিনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি কদাচ অন্যথা করিতে পারিব না।

ভরত রামের এই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন;—সারথে! তুমি এই স্থণ্ডিলের এক দেশে কুশ আস্তীর্ণ করিয়া দাও। আর্য্য যাবৎ প্রসন্ন না হন, তাবৎকাল আমি ইহাঁর উদ্দেশে প্রত্যুপবেশন করিব। অধমর্ণ কর্ত্তৃক ধনহীন হইয়া উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন স্বধন প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহার দ্বার রোধ করিয়া শয়ন করে, আমিও সেইরূপ যতক্ষণ না আর্য্য প্রতিগমন করেন, তাবৎ এই পর্ণশালার সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠন করিয়া অনাহারে শয়ন করিয়া থাকিব। সুমন্ত্র এইরূপে অনুরুদ্ধ হইলেও রামের মুখা-পেক্ষায় বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া ভরত ভগ্নমনোরথে স্বয়ং কুশাস্তরণ পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিলেন।

তখন রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ রাম কহিলেন,—বৎস! আমি এমন কি করিতেছি যে, আমার জন্য তুমি প্রত্যুপবেশন করিলে? দেখ, এরূপ বিধি ব্রাহ্মণদিগেরই আছে, ক্ষত্রিয়ের ইহাতে অধিকার নাই। বৎস! তুমি গাত্রোত্থান কর, এরূপ দারুণ ব্রত পরিত্যাগ করিয়া মহানগরী অযোধ্যায় গমন কর।

অনন্তর ভরত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া পৌরগণ

ও জনপদবাসীদিগকে কহিলেন,—আপনারা কেন আর্য্যকে কিছু বলিতেছেন না! তখন তাঁহারা সকলে কহিলেন, আপনি ইহাঁকে যাহা বলিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত, ইহা আমরা বুঝিতেছি। আর এই মহাভাগ রামও পিতার আজ্ঞা-পালনে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, ইহাও অনার্য্য বলিতে পারি না। এই কারণে আমরা সহসা ইহাঁকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিতে পারিতেছি না। তখন রাম কহিলেন;—ভরত! তুমিও এই সকলধর্ম্মদর্শী সুহৃদ্‌গণের কথা শুনিলে, এক্ষণে এই উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখ। গাত্রোত্থান করিয়া আমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া আচমন কর।

অনন্তর ভরত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জলস্পর্শ করিয়া কহি-লেন,—সভ্যগণ! মন্ত্রিবর্গ! ও অন্যান্য শ্রেণীর সমস্ত লোক! আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি কখন পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও এই অসৎ অভিসন্ধি সম্পাদনের নিমিত্ত পরামর্শ দিই না এবং পরম ধার্ম্মিক আর্য্য যে বন আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাও আমি জানিতাম না। যদি এক্ষণে পিতার আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত বনবাসই কর্ত্তব্য হয়, তবে আমিই ইহার প্রতিনিধি হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব।

ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা ভরতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং গ্রাম ও নগরের সমস্ত লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন; দেখ, আমার পিতা জীব-দ্দশায় যদি কোনবস্তু ক্রয়, বিক্রয় অথবা বন্ধক স্বরূপ অর্প্পণ করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা আমার কি ভরতের অপলাপ করা কর্ত্তব্য? কর্ত্তা অসমর্থ হইলেই প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া

থাকেন, আমি যখন সম্পূর্ণ সমর্থ, তখন বনবাস বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অযশস্কর হইবে, সুতরাং আমি তাহা করিতে চাহি না। দেবী কৈকেয়ী যাহা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত, পিতাও যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও অন্যায্য হইতেছে না। আমি জানি, ভরত ক্ষমাশীল এবং গুরুজনের আজ্ঞাপ্রতিপালক, এই সত্যসন্ধ মহাত্মার সমস্ত গুণই রাজ্যের কল্যাণকর। আমি বন হইতে প্রতিগমন করিয়া এই ভ্রাতার সাহায্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তা হইব। বৎস ভরত! কৈকেয়ী আমায় যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি সম্পূর্ণ পালন করিয়াছি। এক্ষণে তুমিও আমাদের পিতাকে প্রতিজ্ঞা-ঋণ হইতে মুক্ত কর।

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ।

—০০—

অপ্রতিমতেজা ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর সমাগম সন্দর্শনে মুনিগণ, নারদাদি মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ সমবেত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে আকাশে অবস্থান করিতেছিলেন, ইহাঁরা উভয় ভ্রাতার কথোপকথন শ্রবণে যারপর নাই বিস্মিত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন;—এই মহাভাগ ধর্ম্মবীর ভ্রাতৃদ্বয় যাঁহার পুত্র, তিনি ধন্য! এই উভয়ের বাক্যালাপ শুনিয়া আমরা নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। অতঃপর মহর্ষিগণ মনে মনে রাবণের নিধন কামনা করিয়া রাজসিংহ

ভরতকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন ;—মহাপ্রাজ্ঞ ভরত ! তুমি যশস্বী, সাধুশীল ও সদ্বংশজাত। যদি তুমি পিতার মুখাপেক্ষা কর, তাহা হইলে রামের বাক্যই শ্রবণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। ইনি সত্যপালন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, ইহাই আমাদের অভিলাষ। ইহাঁরই প্রতিজ্ঞানুসারে তোমার পিতা রাজা দশরথ কৈকেয়ীর নিকট অঋণী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। শুভদর্শন রাম এই বাক্য শ্রবণে পরম সন্তুষ্ট হইয়া প্রফুল্ল বদনে মহর্ষিগণকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভয়ে ভয়ে অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে পুনরায় কহিলেন ;—আর্য্য ! আপনি কুলক্রমাগত রাজধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া মাতা কৌশল্যার মনোরথ পূর্ণ করুন। আমি একাকী এই বিশাল রাজ্যের ভার বহন করিতে কোন-রূপে পারিব না। প্রজাগণের মনোরঞ্জন করাও আমা হইতে হইবে না। এই সমস্ত জ্ঞাতি, যোদ্ধা, মিত্র ও সুহৃদ্বর্গ ইহাঁরা সকলেই কৃষিজীবীরা যেমন মেঘের অপেক্ষা করে,তদ্রূপ আপ-নারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অথবা আপনি এই রাজ্য গ্রহণ করিয়া অন্য কাহার হস্তে অর্পণ করুন। আপনি যাঁহাকে অর্পণ করিবেন, তিনিই উহা পালন করিতে যোগ্য হইবেন।

ভরত এই কথা বলিয়া রামের চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং বারম্বার প্রীতিপূর্ণ বাক্যে তাঁহার সন্নিধানে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন রাম নবনীরদশ্যাম পদ্মপলাশলোচন ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া মত্ত কলহংসের ন্যায় মধুর স্বরে কহিতে

লাগিলেন ;—বৎস ! তোমার এই বিনয় পূর্ণ যে স্বাভাবিক বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহাতে তুমি সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। এক্ষণে অমাত্য, সুহৃদ্ ও বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীদিগের সহিত সম্যক্ পরামর্শ করিয়া গুরুতর কার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিবে। চন্দ্র হইতে তাহার শোভা চলিয়া যাইতে পারে, হিমাচল হিম পরিত্যাগ করিতে পারেন, সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারেন, কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞা কোনরূপে লঙ্ঘন করিতে পারিব না। বৎস ! তোমার জননী তোমার প্রতি স্নেহ বশতই হউক, অথবা তোমার নাম করিয়া স্বয়ং রাজ্য করণ লোভেই বা হউক যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তোমারই অনিষ্ট করিয়াছেন, ইহা তুমি কদাচ মনে করিবে না। মাতার প্রতি যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে হয়, তাহাই করিবে।

অনন্তর ভরত দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী, প্রতিপৎ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে কহিলেন ;—আর্য্য ! তবে আপনি এই কনক-ভূষিত পাদুকাদ্বয় পরিধান করিয়া চরণ যুগল হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক আমাকে প্রদান করুন, ইহাই সমস্ত লোকের যোগ-ক্ষেম* বিধান করিবে। রাম তখন ঐ পাদুকা পরিধান পূর্ব্বক উন্মোচন করিয়া মহাত্মা ভরতকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণাম পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিয়া রামকে কহিলেন ;—আর্য্য ! আমি রাজ্যব্যাপার সমুদায় এই পাদুকাদ্বয়কে নিবেদন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় নগরের বাহিরে বাস করিব। এই চতুর্দ্দশ বৎসর

---

* অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপণ, প্রাপ্তের রক্ষা সাধন।

পূর্ণ হইলে তাহার পরদিবসেই যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলেই আমি হুতাশনে নিশ্চয়ই প্রবেশ করিব। রাম "তাহাই হইবে" প্রতিজ্ঞা করিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে সাদরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন,—বৎস! তুমি আমার ও জানকীর দিব্য জানিবে, তোমার মাতা কৈকেয়ীকে যত্নে রক্ষা করিবে, কদাচ ইহাঁর প্রতি রোষ প্রকাশ করিবে না। এই কথা বলিয়া সজল নয়নে ভ্রাতাকে বিদায় দিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মশীল ভরত সমুজ্জ্বল অলঙ্কৃত পাদুকাদ্বয় মস্তকে গ্রহণ করিয়া রাজবাহন এক উৎকৃষ্ট হস্তীর মস্তকে স্থাপন করিয়া রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন স্বধর্ম্মে হিমাচলের ন্যায় অটল রাম, কুলগুরু বশিষ্ঠকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া মন্ত্রী, প্রকৃতিবর্গ ও অন্যান্য সমাগত এবং অনুজদ্বয়কে অনুক্রমে সৎকার পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তৎকালে মাতৃগণ দুঃখ ও বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন তাঁহাদের আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে পর্ণ কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ।

—০০—

অনন্তর ভরত রামের পাদুকাদ্বয় স্বীয় মস্তকে লইয়া শত্রুঘ্নের সহিত সন্তুষ্টচিত্তে রথারোহণ করিলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব ও দৃঢ়ব্রত জাবালি প্রভৃতি পূজ্য মন্ত্রিগণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। উত্তরে রমণীয় স্রোতস্বতী মন্দাকিনী, তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া গিরিবর চিত্রকূটকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তদীয়

বিবিধ মনোহর ধাতু সমুদায় দর্শন করিতে করিতে সসৈন্যে উহার পার্শ্ব দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অদূরে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম। তদ্দর্শনে ভরত তথায় উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন মহর্ষি হৃষ্টচিত্তে ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! রামের সহিত তোমার ত সাক্ষাৎ হইয়াছিল? তোমার ত কার্য্য সফল হইয়াছে? ধর্ম্মবৎসল ভরত কহিলেন,—তপোধন! আমি ও গুরু বশিষ্ঠদেব আমরা তাঁহাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি কোনমতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে আমাদের আগ্রহাতিশয় দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন,—"আমি পিতার নিকট যে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, উহার অবসান পর্য্যন্ত আমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিব"। তখন মহাপ্রাজ্ঞ বশিষ্ঠদেব কহিলেন,—"তবে তুমি সন্তুষ্ট হৃদয়ে এই স্বর্ণ বিভূষিত পাদুকাদ্বয় প্রদান কর, ইহা দ্বারাই অযোধ্যার রাজকার্য্য সমাধা হইবে"। ভগবন্! আর্য্য রাম এইকথা শ্রবণমাত্র পূর্ব্বাস্য হইয়া রাজ্য পালনের নিমিত্ত আমায় পাদুকাযুগল প্রদান করিয়াছেন। আমি এক্ষণে তাঁহারই আদেশে পাদুকা গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যায় যাইতেছি।

ভরদ্বাজ মহাত্মা ভরতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র। তোমার প্রতি রাম যে এরূপ সাধু ব্যবহার করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? পরিত্যক্ত জল স্বভাবতঃ নিম্নাভিমুখীই হইয়া থাকে।

তোমার মত ধর্ম্মবৎসল পুত্র যাহার বিদ্যমান থাকে, মৃত্যু তাহাকে একবারে লুপ্ত করিতে পারে না।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে মহামুনি ভরদ্বাজকে প্রণাম এবং বারংবার প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভরতের অনুগামী সৈন্যসামন্তগণ হস্তী, অশ্ব, শকট ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক নানাস্থান দিয়া বিস্তীর্ণ হইয়া চলিতে লাগিল। অতঃপর তরঙ্গাকুলা দিব্য নদী যমুনা পার হইয়া সম্মুখে স্বচ্ছসলিলা গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি বন্ধু বান্ধবের সহিত উহা উত্তীর্ণ হইয়া সসৈন্যে শৃঙ্গবের পুরে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে যাইতে যাইতে অযোধ্যার সন্নিহিত হইলে অতি দুঃখিত হৃদয়ে সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ;—সারথে! দেখ, অযোধ্যার কি দশা হইয়াছে! এই নগরীর আর পূর্ব্ববৎ শোভা নাই! ইহাতে সে আনন্দ নাই, সে কোলাহল নাই! আজ যেন ইহা নিরলঙ্কার ও অতিশোচনীয় অবস্থায় কালযাপন করিতেছে!

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ।

এই কথা বলিতে বলিতে মহাযশা ভরত রথের স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনিদ্বারা সমস্তদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সত্বর গমনে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, বিড়াল ও উলুকসকল চারিদিকে বিচরণ করিতেছে; তত্রত্য অধিবাসীদিগের গৃহদ্বার রুদ্ধ, দেখিলেই মনে হয়, যেন ঘোর তিমিরাবৃত রজনী উপস্থিত

হইয়া সমুদায় অপ্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে। চন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী সমুজ্জ্বলপ্রভা রোহিণী সমুদিত রাহুগ্রস্ত, প্রিয়তমকে দেখিয়া যেন ব্যথিতা ও অশরণা হইয়া পড়িয়াছেন। আতপ-সন্তাপে যাহার সলিল ঈষদুষ্ণ ও আবিল হইয়া উঠিয়াছে, গ্রীষ্মপ্রভাবে যাহার তীরস্থিত জলচর বিহঙ্গমগণ সন্তপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, যাহাতে মীন ও অন্যান্য জলজন্তু সকল একেবারে লীন হইয়া রহিয়াছে, সেই ক্ষীণপ্রবাহা গিরিনদীর যেরূপ অবস্থা হয়, আজ অযোধ্যারও সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ঘৃতাহুতি-প্রদীপ্ত নির্ধূম অগ্নিশিখা স্বর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, পশ্চাৎ জলসেক দ্বারা যেন উহা নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। যথায় বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন, হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজপতাকা চূর্ণ বিচূর্ণ, বীরেরা মৃতদেহে নিপতিত এবং অবশিষ্ট সৈন্য সমুদায় বিষণ্ণ, সেই সমরভূমির ন্যায় আজ অযোধ্যানগরী শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রবল বায়ু প্রভাবে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা সমুত্থিত হইয়া ঘোর শব্দে ফেন উদ্গিরণপূর্ব্বক পশ্চাৎ প্রশান্ত মৃদুমন্দ বায়ুর হিল্লোলে নিঃশব্দে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। যজ্ঞাবসানে স্রুক্ স্রুবাদি শূন্য অনুরূপ যাজকগণ পরিত্যক্ত যজ্ঞবেদীর ন্যায় আজ অযোধ্যা নীরব হইয়া রহিয়াছে। গোষ্ঠ-মধ্যে বৃষবিরহে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর হইয়া ধেনু যেন নূতন তৃণাস্বাদনেও বিরত হইয়া রহিয়াছে। সুস্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল উৎকৃষ্ট পদ্মরাগাদি মণিবিরহিত নবরচিত মুক্তা মালার ন্যায় ইহা নিতান্ত শোভাবিহীন হইয়াছে। পুণ্যক্ষয়ে সহসা গগন-তল হইতে স্খলিত তারকা যেন নিষ্প্রভ হইয়া মহীতলে

পতিত হইয়াছে। বসন্তাপগমে কুসুম-সুশোভিত মত্তভ্রমর-বিরাজিত বনলতা যেন প্রবল দাবানলে দগ্ধ হইয়া ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। অত্রত্য বণিক্‌গণ শোকাকুল হওয়াতে আপণ-সমুদায় রুদ্ধ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং চন্দ্র ও নক্ষত্র তিরোহিত হইয়াছে। সুরা ফুরাইলে ভগ্নশরাব পরিবৃত মদ্যপায়ি বিবর্জ্জিত অসংস্কৃত পানভূমির ন্যায় অযোধ্যা দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। ভগ্নমৃৎপাত্র-সমাকীর্ণ ভগ্নস্তম্ভসমাবৃত বিদীর্ণতল শুষ্কজল জলাশয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ধনুষ্কোটিলগ্ন বিশাল মৌর্ব্বী যেন বীরপুরুষের বাণছিন্ন হইয়া স্খলিত হইয়াছে। মহাবীর আরোহিকর্ত্তৃক পরিচালিত বড়বা যেন প্রতিপক্ষ সেনার হস্তে নিহত হইয়া পতিত হইয়াছে।

দশরথতনয় শ্রীমান্ ভরত রথে অবস্থান করিয়া সুমন্ত্রকে পুনরায় কহিলেন ;—সারথে! অদ্য এই অযোধ্যাতে পূর্ব্ববৎ গীত বাদ্যের গভীর ধ্বনি আর শুনিতে পাইতেছি না। মদ্যের উন্মাদকর গন্ধ, মাল্য, চন্দন ও অগুরুর গন্ধ চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া আর বহিতেছে না। রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব ও মত্তহস্তীর বৃংহিত ধ্বনি আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। তরুণবয়স্কেরা রামবিরহে সন্তপ্ত হইয়া চন্দনানুলেপন ও মাল্যধারণ পূর্ব্বক আর পূর্ব্ববৎ বহির্গত হয় না। উৎসবেরও কোন অনুষ্ঠান নাই। আমার ভ্রাতা রামের সহিতই এ নগরের শোভা চলিয়া গিয়াছে। ফলতঃ এই অযোধ্যা নগরী মেঘাবৃত শুক্লপক্ষীয় যামিনীর ন্যায় একেবারে শোভাহীন হইয়া উঠিয়াছে। হায়! কবে আবার আমার ভ্রাতা রাম সাক্ষাৎ মহোৎসবের ন্যায়, গ্রীষ্মকালে মেঘোদয়ের

ন্যায় এই অযোধ্যায় আসিয়া সকলের মনে আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। সারথির সহিত এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে দুঃখার্ত্ত ভরত নগরে উপনীত হইয়া কেশরী-বিরহিত গিরিগুহা সদৃশ রাজসিংহ পিতার শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। উহাকে সংস্কার ও শূন্য শোভাবিহীন দেখিয়া ভরত দুঃখভরে রোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ।

—:*:—

অনন্তর দৃঢ়ব্রত ভরত মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে বশিষ্ঠপ্রভৃতি গুরুজনকে কহিলেন,—তপোধনগণ! আমি নন্দিগ্রামে যাইব, আপনাদিগের সকলকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আমি সেই স্থানে থাকিয়া পিতৃ-ভ্রাতৃ-বিয়োগজনিত সমস্ত দুঃখ সহ্য করিব। পিতা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ রাম বনবাসী হইয়াছেন। আমি রাজ্যের নিমিত্ত রামের অপেক্ষা করিব। মহাযশা রামই রাজা। মহাত্মা ভরতের এই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত মন্ত্রী ও পুরোহিত বশিষ্ঠ কহিলেন;—ভরত! তুমি ভ্রাতৃ-বাৎসল্যে যাহা কহিলে, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং তোমারই অনুরূপ হইল। তুমি বন্ধুজন-পরিপালনে নিয়ত অনুরক্ত, ভ্রাতৃবৎসল হইয়া যে সাধুসংকৃত পথ অবলম্বন করিতেছ, তাহাতে তোমার এই প্রস্তাবে কে না অনুমোদন করিবে?

ভরত মন্ত্রীদিগের মুখে এই অভিলষিত ও প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন,—সারথে! তুমি আমার নিমিত্ত রথে অশ্ব যোজনা কর। সুমন্ত্র অবিলম্বে রথ আনয়ন করিলে শ্রীমান্ ভরত সমস্ত মাতৃগণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে শত্রুঘ্নের সহিত রথে আরোহণ করিলেন এবং পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রীতমনে নন্দিগ্রামে যাত্রা করিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতি গুরুগণ পূর্ব্বমুখ হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। হস্তী, অশ্ব ও রথ-সঙ্কুল-সৈন্য এবং পুরবাসীরা আহূত না হইলেও ভরতের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ভরত রামের পাদুকা মস্তকে লইয়া রথারূঢ় হইয়া অনতিদূরবর্ত্তী নন্দিগ্রামে অল্পক্ষণ মধ্যেই উপস্থিত হইলেন। অতঃপর গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক গুরুগণকে কহিলেন,—এই উত্তম রাজ্য আমার ভ্রাতা রামের, তিনি ন্যাসরূপে* আমায় দিয়াছেন। এক্ষণে এই স্বর্ণভূষিত পাদুকা যুগল উহা পালন করিবে। এই কথা বলিয়া দুঃখসন্তপ্ত-হৃদয়ে সমস্ত প্রকৃতিবর্গকে কহিলেন,—এই আর্য্যপাদুকার উপর তোমরা শীঘ্র ছত্র ধারণ কর। এই পাদুকাই রামের প্রতিনিধি হইয়া রাজ্যের ধর্ম্মব্যবস্থা করিবেন। রাম স্নেহবশতঃ ন্যাসরূপে রাজ্য আমায় প্রদান করিয়াছেন, আমি তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত রক্ষা করিব। তিনি আগমন করিলে আমি স্বহস্তে এই পাদুকা পরাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব এবং সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহারই সেবায় নিষ্পাপ হইব।

এই কথা বলিয়া জটাবল্কলধারী সুধীর ভরত মুনিবেশে

* গচ্ছিত স্বরূপে।

সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন এবং পাদুকাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং ছত্র চামর ধারণ করিলেন। অতঃপর রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার অগ্রে পাদুকার নিকট নিবেদন করিয়া তাঁহারই অধীনে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এবং তৎকালে যাহা কিছু মহামূল্য উপহার আনীত হইত, তৎসমুদায়ই উহাঁকে অগ্রে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ রাজকোষে যথাবিধি রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শাধিক শততম সর্গ।

—:*:—

এদিকে ভরত প্রতিগমন করিলে রাম চিত্রকূটে বাস করিতেছেন ইত্যবসরে একদা দেখিতে পাইলেন, যেসকল তাপসগণ পূর্ব্ব হইতেই রামের আশ্রমে সুখে বাস করিতে ছিলেন, তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহারা নেত্র ও ভ্রূভঙ্গি দ্বারা রামকে নির্দ্দেশ করিয়া শঙ্কিতহৃদয়ে অস্ফুটস্বরে পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। রাম তাঁহাদিগের ঐরূপ সোৎকণ্ঠ ভাব দেখিয়া স্বয়ং উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। অনন্তর তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া মহর্ষি কুলপতিকে কহিলেন,—ভগবন্! যদ্দ্বারা তপস্বিগণের হৃদয় বিকৃত হইতে পারে, এমন কোন পূর্ব্ব রাজচরিত-ব্যবহার আমাতে অন্যথা হইয়াছে দেখিতে পাইতেছেন কি? অথবা ঋষিগণ আমার অনুজ লক্ষ্মণের অননুরূপ কোন ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন কি? আমার ভার্য্যা সীতা সতত আপনাদের সেবা করিত, তিনি এক্ষণে

আমার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইয়া প্রমদাজনোচিত আচরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন কি ?

তখন এক তপোবৃদ্ধ জরাজীর্ণ ঋষি কাঁপিতে কাঁপিতে সর্ব্বজীবে দয়াশীল রামকে কহিলেন ;—বৎস ! তোমার ভার্য্যা কল্যাণিনী জানকী সর্ব্বদা সকলের কল্যাণ চিন্তায় অনুরক্ত, তাহাতে তপস্বীদিগের প্রতি শৈথিল্য কেন হইবে ? তাপসগণ রাক্ষস ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া তোমারই নিমিত্ত নির্জ্জনে পরস্পর জল্পনা করিতেছেন। বৎস! এই বনে রাবণের কনিষ্ঠ খর নামে এক রাক্ষস বাস করে। সেই ধৃষ্ট, নির্ভীক, নিষ্ঠুর ও পুরুষ-মাংসভোজী গর্ব্বিত পাপাত্মা এই জনস্থানবাসী তাপসদিগকে উৎপীড়িত করিয়া তোমার প্রভাবও সহ্য করিতে পারিতেছে না। যেদিন হইতে তুমি এই আশ্রমে আসিয়া রহিয়াছ, সেইদিন হইতে রাক্ষসেরা তাপসদিগের উপর উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা কখন অতি ক্রূর ও বীভৎবেশে আসিয়া দর্শন দেয়, কখন বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতেছে, কখন বা নানাপ্রকার অপ্রীতিকর বিরূপ হইয়া আমাদের সকলের হৃৎকম্প জন্মাইয়া থাকে। কখন আসিয়া আমাদের উপর অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করে, এবং সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পায় তাহাকেই যন্ত্রণা দেয়। অল্পপ্রাণ তাপসেরা যখন আশ্রমে অচেতন হইয়া নিদ্রা যায়, তৎকালে উহারা অজ্ঞাতসারে আসিয়া উহাদিগকে বাহুপাশে বন্ধন ও বিনাশ পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করে। যজ্ঞকালে স্রুক্ স্রুবাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য সমুদায় দূরে বিক্ষেপ করে। উদক পূর্ণ কলশ ভাঙ্গিয়া ফেলে, জলসেকে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। এই দুরাত্মাদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত আশ্রম সমুদায়

পরিত্যাগ করিবার বাসনায় সকলে একত্র মিলিত হইয়া অন্য দেশে গমন করিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিতেছেন। না জানি, কখন ঐ দুরাত্মারা আসিয়া আমাদের প্রাণ বিনাশ করিবে, এই আশঙ্কায় আমরা এক্ষণে আশ্রম পরিত্যাগ করিব স্থির করিয়াছি। এই আশ্রমের অনতিদূরে প্রচুর ফলমূলসুশোভিত পরম রমণীয় মহর্ষি কণ্বের তপোবন আছে, তথায় আমরা সকলেই প্রস্থান করিব। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমিও আমাদের সমভিব্যাহারে গমন কর। বৎস! এই দুরাত্মা অতঃপর তোমার প্রতিও অত্যাচার করিতে পারে। তুমি সতত সাবধান ও প্রতিবিধানে সমর্থ হইলেও ভার্য্যার সহিত এইস্থানে বাস করা কদাচ তোমার সুখকর হইবে না। তপস্বী এই কথা বলিলে রাম তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন কুলপতি মহর্ষি রামকে সম্ভাষণ, অভিনন্দন ও সান্ত্বনা করিয়া অন্যান্য ঋষিগণের সহিত আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিলেন। প্রস্থানকালে কুলপতি স্থান ত্যাগ করিবার নিমিত্ত বারংবার তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন। রাম কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিয়া প্রণামান্তে অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পর্ণকুটীরে প্রতিগমন করিলেন। সেইদিন হইতে রাম ক্ষণকালের জন্য স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করিতেন না। সেই আশ্রমে অন্যান্য অনুগত যে সমস্ত ঋষি বাস করিতেন, তাঁহারা বিপত্তি নাশে রামের সম্পূর্ণ শক্তি আছে বুঝিয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ।

—:*:—

তপস্বীরা তথা হইতে প্রস্থান করিলে নানা কারণে রামের আর সেই স্থানে বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ভাবিলেন, এই স্থানে আমি ভরত, মাতৃগণ ও অন্যান্য নাগরিক লোককে দেখিলাম। তাঁহারা নিতান্ত শোকাকুল হইয়া চলিয়া গেলেন, ইহা আমার স্মৃতিপথে নিরন্তর উপস্থিত হইতেছে। বিশেষতঃ মহাত্মা ভরতের স্কন্ধাবার স্থাপিত হওয়াতে অশ্ব ও হস্তীর করীষে এই স্থান বিলক্ষণ অপবিত্র হইয়া উঠিয়াছে, অতএব অন্যত্র গমন করাই শ্রেয়।

এই রূপ চিন্তা করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অত্রি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ অত্রিও তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণাদি দ্বারা সংবর্দ্ধনা পূর্ব্বক তাঁহাদের আতিথ্যের আদেশ করিলেন এবং মহাভাগ লক্ষ্মণ ও সীতাকে সস্নেহ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তদীয় পত্নী ধর্ম্মপরায়ণা বৃদ্ধা অনসূয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন সর্ব্বভূত-হিতানুধ্যায়ী ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি সেই সর্ব্বলোক পূজনীয়া ধর্ম্মচারিণী মহাভাগা তাপসী অনসূয়াকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক সীতাকে প্রদর্শন করিয়া কহিলেন;—আর্য্যে! এই জনকনন্দিনী সীতাকে প্রতিগ্রহ কর। এই কথা বলিয়া রামকে কহিলেন,—বৎস! দশ বৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন

সমস্ত লোক নিরন্তর দগ্ধ হইতেছিল, সেই সময়ে ইনি ঋষি-দিগের জীবনধারণার্থ ফলমূল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের স্নানার্থ গঙ্গাকেও প্রবাহিত করিয়াছেন। ইনি দশ সহস্র বৎসর নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাঁরই ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা তাপসগণের তপোবিঘ্ন সমুদায় নিরাকৃত হইয়াছিল। একদা মাণ্ডব্য নামক এক ঋষি কোন ঋষিপত্নীকে "তুমি রাত্রি প্রভাত হইলে বিধবা হইবে" বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করেন, তচ্ছ্রবণে ইনি সেই সখীর বৈধব্য নিবারণার্থ রাত্রিই প্রভাত হইবে না বলিয়া তাহার প্রতিশাপ প্রদান করেন। অতঃপর দেবগণের অনুরোধে আপনি দশ-রাত্রিকাল একরাত্রিরূপে পরিণত করেন, এবং সখীও দেবগণের বর প্রভাবে বৈধব্য মুক্ত হন। বৎস! তুমি ইহাঁকে জননীর ন্যায় দেখিবে। ইনি অতি শুদ্ধশীলা, সকলের পূজনীয়া, ক্রোধ বিবর্জ্জিতা ও তাপসী। ইহাঁর নিকট জানকী গমন করুন। রাম মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতার দিকে দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক কহিলেন;—রাজপুত্রি! তুমি ত এই মহর্ষির কথা শ্রবণ করিলে, এক্ষণে নিজের মঙ্গল কামনা করিয়া শীঘ্র তপস্বিনী সন্নিধানে গমন কর। ইনি নিজের কর্ম্মপ্রভাবে অনুসূয়া নাম জগতে বিখ্যাত করিয়াছেন। তুমি ইহাঁর নিকট শীঘ্র যাও।

জানকী রামের বাক্য শ্রবণমাত্র ধর্ম্মপরায়ণা অত্রিপত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধা, জরা-বলিত-দেহা, সন্ধিস্থল সমুদায় ইহাঁর শিথিল হইয়া গিয়াছে। কেশ সমুদায় শুভ্র। বায়ু প্রভাবে কম্পিত কদলীর ন্যায় ইহাঁর

সর্ব্বাঙ্গ সতত কম্পিত হইতেছে। সীতা স্বীয় নাম উল্লেখ করিয়া মহাভাগা পতিব্রতা অনসূয়ার চরণ বন্দনা করিলেন। এবং কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অনসূয়া, ধর্ম্মচারিণী সীতাকে দেখিয়া সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—বৎসে! সৌভাগ্যবশতঃ তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে। তুমি আত্মীয়, স্বজন ও অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া বনবাস-নিযুক্ত রামের অনুসরণ করিয়াছ। স্বামী নগরে থাকুন বা বনেই থাকুন, অনুকূল বা প্রতিকূল হউন, যে সকল স্ত্রীলোকের সতত প্রিয় হন, তাঁহাদেরই শুভলোক প্রাপ্ত হয়। পতি দুঃশীল, যথেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউন, সাধুশীলা স্ত্রী-দিগের তিনিই পরম দেবতা। হে বৈদেহি! কি ইহলোক বা পরলোকে অক্ষয় তপঃ সঞ্চয়ের ন্যায় পতি অপেক্ষা বন্ধু আমি ভাবিয়াও দেখিতে পাই না। যাঁহারা কেবল ভোগা-ভিলাষ-বাসনায় পতির অনুবর্ত্তন করে, সেই স্বৈরচারিণী নারীরা গুণ দোষ বুঝিতে পারে না। তাদৃশ স্ত্রীরা অকার্য্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট ও অযশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার মত যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুণবতী ও পুণ্যচারিণীরা স্বর্গলোকে বিহার করিবে। অতএব তুমি সেই পতিব্রতাদিগের আচার অবলম্বন করিয়া সর্ব্বথা পতির সহধর্ম্মচারিণী হও। তাহা হইতেই যশ ও ধর্ম্ম উভয়ই প্রাপ্ত হইবে।

অষ্টদশাধিক শততম সর্গ।

—:*:—

জানকী অনসূয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদু বচনে কহিতে লাগিলেন,—আর্য্যে! আপনি আমাকে যে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু পতি যে স্ত্রীলোকের গুরু, ইহা আমিও জানিতে পারিয়াছি। স্বামী যদি চরিত্রহীন ও দরিদ্র হন, তথাপি দ্বিধাশূন্য হইয়া তাঁহারই অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। যিনি গুণবান্, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরানুরাগ ও ধর্ম্মপরায়ণ এবং আমার প্রতি মাতা পিতার ন্যায় স্নেহবান্, তাঁহার সম্বন্ধে আর কি বলিবার আছে? মহাবল রাম জননী কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, অন্যান্য রাজভার্য্যাদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধিক আর কি বলিব, মহারাজ দশরথ যে নারীকে একবারমাত্র অবলোকন করিয়াছেন, এই পিতৃবৎসল ধার্ম্মিক রাম অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে মাতৃনির্ব্বিশেষে দেখিয়া থাকেন। আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তৎকালে আমার শ্বশ্রূদেবী আমায় যে সমুদায় উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এবং বিবাহকালে অগ্নিসমক্ষে জননী আমাকে যে সমুদায় আদেশ করেন, তাহাও আমি বিস্মৃত হই নাই। পতিশুশ্রূষাই নারীদিগের তপস্যা; ইহা ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই এ কথাও আমার বন্ধুগণ আমায় হৃদগত করিয়া দিয়াছিলেন তাহাও আমি ভুলি নাই। সাবিত্রী যেরূপ পতি শুশ্রূষার বলে স্বর্গলোকে

বিহার করিতেছেন, দেখিতেছি, আপনিও সেইরূপ স্বামীর শুশ্রূষায় স্বর্গলোক আয়ত্ত করিয়া রমণী কুলের অগ্রগণ্যা হইয়াছেন। রোহিণীও চন্দ্রমা ব্যতীত একমুহূর্ত্তও আকাশে উদিত হন না। আর্য্যে! এইরূপ অনেক পতিব্রতা নারীরাই স্বীয় পুণ্যকর্ম্মবলে দেবলোক অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

অনসূয়া জানকীর বাক্য শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক কহিলেন,—বৎসে! আমি বিবিধ নিয়ম অবলম্বন করিয়া মহৎ তপঃ সঞ্চয় করিয়াছি, সেই তপোবল আশ্রয় করিয়া আমি তোমাকে বর দিতে বাসনা করিতেছি। তোমার বাক্য যুক্তিসিদ্ধ ও সঙ্গত। আমি উহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব তাহা ব্যক্ত করিয়া বল। সীতা তাঁহার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া ঈষৎ হাস্যমুখে কহিলেন,—আর্য্যে! আপনার এই অনুগ্রহ প্রদর্শনেই আমি কৃতার্থ হইলাম।

তখন তিনি সীতার এই কথা শ্রবণে অধিকতর প্রীত হইয়া কহিলেন;—সীতে! লোভশূন্যতা নিবন্ধন তোমার হৃদয়ে যে হর্ষ জন্মিয়াছে, তাহা আমি সফল করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিব। এই দিব্যমাল্য, বস্ত্র, আভরণ ও অঙ্গরঞ্জনকর মহামূল্য বিলেপন প্রদান করিতেছি, ইহাতে তোমার অঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিবে। এই সমস্ত তোমারই অনুরূপ, ইহা উপভোগেও কখন মলিন বা অপবিত্র হইবে না। তুমি এই অঙ্গরাগে রঞ্জিত হইয়া বিষ্ণুকে লক্ষ্মীর ন্যায় রামকে সুশোভিত করিবে। যশস্বিনী সীতা অনসূয়ার এই প্রীতিদান,

পরিগ্রহ করিয়া তাঁহারই সন্নিধানে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তখন তপস্বিনী অনসূয়া সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—বৎসে! শুনিতে পাই, এই যশস্বী রাম তোমাকে স্বয়ংবরে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বৃত্তান্ত আমার কাছে বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন কর, শুনিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। সীতা কহিলেন,—দেবি! আমি কহিতেছি শ্রবণ করুন। মিথিলাধিপতি জনক নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে ন্যায়তঃ রাজ্য শাসন করেন। তিনি একদা লাঙ্গল হস্তে করিয়া যজ্ঞ ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন, আমি সেই ক্ষেত্র ভেদ করিয়া উত্থিত হই। তৎকালে নরপতি সেই যজ্ঞক্ষেত্র ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক সমতল করিতেছিলেন। আমি সেই ধূলির মধ্যে ধূলি-ধূসর-দেহে নিপতিত ছিলাম। তদ্দর্শনে তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং অনপত্যতা নিবন্ধন স্বয়ং স্নেহপূর্ব্বক আমাকে ক্রোড়ে লইয়া "এইটীই আমার কন্যা।" এই কথা বলিয়া আমাকে স্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে আকাশহইতে মানুষতুল্য কণ্ঠ-স্বরে এইরূপ বাক্য উচ্চারিত হইল,—নরপতে! ধর্ম্মানুসারে এই কন্যা তোমার হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মিথিলাধিপতি আমার পিতা যারপর নাই সন্তুষ্ট হৃদয়ে পুত্রার্থিনী তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর হস্তে আমায় প্রদান করিলেন। নরনাথ আমাকে পাইয়া তদবধি বিপুল সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন। পুণ্যশীলা রাজমহিষীও মাতৃস্নেহে আমায় লালন পালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইল দেখিয়া

মহারাজ জনক অর্থনাশে দরিদ্র যেমন উদ্বিগ্ন হয়, সেইরূপ চিন্তিত হইলেন। এজগতে কন্যার পিতা ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী হইলেও কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে তুল্যকক্ষ বা অপকৃষ্ট লোক হইতেও তাঁহাকে অবমাননা সহ্য করিতে হয়। সেই অবমাননা অদূরবর্ত্তিনী দেখিয়া পোত যেমন মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া কূল দেখিতে পায় না, সেইরূপ আমার পিতাও চিন্তার্ণবে মগ্ন হইয়া উহার পার পাইলেন না। আমি তাঁহার অযোনিসম্ভবা কন্যা, তিনি আমার জন্য কুলশীলে ও রূপ গুণাদি বিষয়ে অনুরূপ পাত্র অনুসন্ধান করিয়াও পাইলেন না। তখন তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আমার এই কন্যার জন্য ধর্ম্মানুসারে স্বয়ংবরের অনুষ্ঠান করিব।

পূর্ব্বকালে মহাত্মা বরুণ প্রীত হইয়া যজ্ঞস্থলে রাজর্ষি দেবরাতকে যে একখানি অতি গুরুভার শরাসন ও অক্ষয় শরপূর্ণ দুইটী তূণীর দান করিয়াছিলেন, উহা বহুলোকে অতি যত্নপূর্ব্বকও সঞ্চালন করিতে পারিত না; অধিক কি, রাজন্যগণ উহা স্বপ্নেও সন্নত করিতে সাহসী হইতেন না। আমার সত্যবাদী পিতা সেই ধনু প্রাপ্ত হইয়া নরেন্দ্র সমাজে সমুদায় রাজমণ্ডলকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন,—যিনি এই শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক ইহাতে গুণ যোজনা করিতে পারিবেন, আমার এই দুহিতা তাঁহারই ভার্য্যা হইবেন। অতঃপর মহীপালগণ গুরুত্বে গিরিসদৃশ সেই ধনু সন্দর্শন করিয়া উহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কেহই উহার উত্তোলনে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে বহুকাল উত্তীর্ণ হইল।

অনন্তর এই রঘুকুলনন্দন মহাদ্যুতি রাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রে

সমভিব্যাহারে যজ্ঞদর্শনের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন আমার পিতা, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সত্যপরাক্রম রাম ও ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, উহাঁদিগকে যথোচিত সৎকার করিলেন। এইরূপে সৎকৃত হইয়া মহর্ষি আমার পিতাকে কহিলেন,—মহারাজ! এই রাম ও লক্ষ্মণ রঘুকুল সম্ভূত মহারাজ দশরথের পুত্র। ইহাঁরা আপনার শরাসন দর্শন বাসনায় এস্থানে আগমন করিয়াছেন। আমার পিতা তপোধনমুখে এই কথা শ্রবণ মাত্র সেই দৈব-ধনু আনাইয়া রাজপুত্রকে প্রদর্শন করাইলেন। মহাবল রাম নিমেষমাত্রে ধনুতে গুণ আরোপণ করিয়া সন্নত করিলেন এবং মহাবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল এবং ভগ্ন হইবামাত্র বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ-শব্দে পতিত হইল। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা উত্তম জল-পাত্র লইয়া আমায় রামকে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু ধর্ম্মশীল রাম অযোধ্যাধিপতি পিতার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। অনন্তর পিতা অযোধ্যায় সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক আমার বৃদ্ধ শ্বশুর মহারাজ দশরথকে আনাইলেন, এবং তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া রামের হস্তে আমাকে প্রদান করিলেন। আমার ঊর্ম্মিলা নাম্নী শুভদর্শনা সাধুশীলা এক ভগিনী আছেন, আমার পিতা তাঁহাকে লক্ষ্মণের ভার্য্যার্থ প্রদান করিলেন। দেবি! এইরূপে আমি স্বয়ংবর স্থলে রামের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিলাম, তদবধি আমি ধর্ম্মতঃ পতির অনুরক্ত হইয়াই রহিয়াছি।

একোনবিংশাধিক শততম সর্গ।

—oo—

ধর্ম্মশীলা অনসূয়া সীতার মুখে সেই স্বয়ংবর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বাহুপাশে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন ;—অয়ি মধুরভাষিণি ! তোমার স্বয়ংবর বৃত্তান্ত যেমন বিচিত্র, তোমার বাক্যগুলিও অতি মধুর। উহা শ্রবণ করিয়া আমি যারপর নাই প্রীত হইলাম। এক্ষণে শ্রীমান্ সূর্য্য, শুভকরী রজনীকে সমীপবর্ত্তিনী করিয়া অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতেছেন। ঐ শুন, পতত্রিগণ আহারার্থ সমস্তদিন পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যাকালে কুলায় নিলীন হইয়া নিদ্রা সূচক মধুর রব করিতেছে। মুনিগণ মিলিত হইয়া অভি-ষেকান্তে জলকলশ স্কন্ধে গ্রহণ পূর্ব্বক আর্দ্র বল্কলে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতেছেন। মহর্ষিগণ যথাবিধি অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করাতে কপোত কণ্ঠবৎ অরুণ বর্ণ ধূম বায়ুবশে উত্থিত হইতেছে। অল্পপর্ণাবৃত বৃক্ষও অন্ধকারপ্রভাবে ঘনীভূত পত্রে যেন আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। দূরতর প্রদেশে দিক্ সমুদায় আর লক্ষিত হইতেছে না। রজনীচর জীবজন্তুগণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সমস্ত আশ্রমমৃগ বেদি মধ্যে শয়ন করিতেছে। অয়ি সীতে ! রাত্রি সমাগত হইল, নক্ষত্র সমুদায় উহাকে অলঙ্কৃত করিল। ঐ দেখ, জ্যোৎস্নাবরণে আবৃত হইয়া সুধাংশুমণ্ডল গগন মণ্ডলে সমুদিত হইলেন। এক্ষণে আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি যাইয়া পতি শুশ্রূষায় আসক্ত হও। বৎসে ! তুমি আজ আমাকে

মধুর বাক্য বিন্যাসে পরম পরিতুষ্ট করিলে, আবার আমার সমক্ষেই এই বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া প্রীতি উৎপাদন কর।

অনন্তর দেবরূপিণী সীতা সমুদায় অলঙ্কারে আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া তাপসীর চরণ বন্দনা পূর্ব্বক রামের নিকট গমন করিলেন। রাম সীতাকে সেইরূপে অলঙ্কৃতা ও তপস্বিনী অনসূয়াপ্রদত্ত প্রীতি উপহার দর্শনে অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিলেন। তাপসী প্রীতিপূর্ব্বক যে বসন, আভরণ ও মালা প্রদান করিয়াছেন, সীতা তাহা রামের গোচর করিলেন; তখন রাম ও লক্ষ্মণ সীতার তাদৃশ মানুষ দুর্ল্লভ সৎকার দর্শনে যারপর নাই প্রীত হইলেন।

অনন্তর রাম সমস্ত তাপসগণকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া সেই রাত্রি মহামুনি অত্রির আশ্রমে যাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রাম লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া তাপসগণকে বনান্তর প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই বনবাসী তপস্বীরা সমাগত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,—বৎস রাম-লক্ষ্মণ! তোমরা যে বনে যাইতে উদ্যত হইয়াছ, উহা রাক্ষস দ্বারা একবারে পরিপূর্ণ, নরমাংস ভোজী রাক্ষসগণ বিবিধরূপ ধারণ করিয়া এই মহারণ্যে বাস করে, তদ্ভিন্ন শোণিতপিপাসু বন্য হিংস্র জন্তুও অনেক আছে। কোন তাপস বা ব্রহ্মচারীকে অশুচি বা অসাবধান দেখিলে তৎক্ষণাৎ রাক্ষসেরা আসিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। অতএব বৎস! তুমি ইহাদিগকে নিবারণ কর। ফলার্থী মহর্ষিদিগের এই পথ, এই দুর্গম অরণ্যে যাইতে হইলে এই পথ দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে।

তাপস ও দ্বিজাতিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলে পরন্তপ রাম তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সহিত মেঘ মণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় সেই ঘোর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।